শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

ষষ্ঠ খণ্ড

সপ্তম ও নবম অধ্যায়

প্রায় ষাটখানা গীতার টীকা ইত্যাদি হইতে ও উপনিষদ,
মহাভারত ও বহু গ্রন্থাদি হইতে লওয়া
উদ্ধৃতিসহ বিশদ ব্যাখ্যা)

শ্রীক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায়
লাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক)।
(Ex-Professor, Selection Grade, Provincial
Educational Service)

গ্রন্থকার দ্বারা প্রকাশিত।
বি ৬।১৫, পীতাম্বর পুরা, বারাণসী—১
১৩৬৪

এই খণ্ডের সপ্তম অধ্যায় কাশীস্থ মাধব মুদ্রালয় প্রেসে
ও নবম অধ্যায়ের ৮০ পৃষ্ঠা যজ্ঞেশ্বর প্রেসে
ও বাকী সব কাশীস্থ ইণ্ডিয়ান
প্রেসে মুদ্রিত।

নিবেদন

১। যতঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ভবন্ত্যাদি যুগাগমে
যস্মিংশ্চ প্রলয়ং যান্তি পুনরেব যুগক্ষয়ে,
যস্য স্মরণমাত্রেণ জন্মসংসারবন্ধনাৎ
বিমুচ্যতে, নমস্তস্মৈ বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে।

২। কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে। (মধুসূদন)

৩। অন্ধজনে দেহ আলো, মৃতজনে
দেহ প্রাণ। (রবীন্দ্রনাথ)

৪। আমারে যেন না করি প্রচার আমার আপন কাজে,
তোমারি ইচ্ছা করহে পূর্ণ আমার জীবন মাঝে।
(রবীন্দ্রনাথ)।

যাঁহাদের মহতী কৃপায়, এই প্রায়-অন্ধ জরাজীর্ণ ৭৮ বৎসর বয়সের বৃদ্ধ তাহার ৩৫০০ পৃষ্ঠাব্যাপী শ্রীগীতার ব্যাখ্যার প্রায় ২৪০০ পৃষ্ঠা, বহু বাধাবিঘ্ন পাইয়াও মুদ্রিত করিতে সমর্থ হইয়াছে, ও দয়ালু মহাজনেরা তাহা খরিদও করিতেছেন, সেই আমার ইষ্টদেবতার ও গীতা মায়ের চরণে বার বার আমি প্রণাম করি।

আমি যাঁহাদের নিকট ঋণী, তাঁহাদের কয়েকজনের নাম না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না, (১) মহামহিম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে, বলিতে গেলে, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে। ইঁহাদের নিকট আমি বিশেষরূপে

ঋণী; এই অর্থানুকূল্যের জন্যই, বই-এ যাহা খরচ পড়িয়াছে তাহার মাত্র অর্দ্ধমূল্যে বই বিক্রয় সম্ভব হইতেছে। (২) মহাত্মা বারজোরিয়া (মারফত Shri S. Prasad, Managing Director, Davenport Company Calcutta) আমাকে ১০০০ টাকা দান করিয়া চির-ঋণী করিয়াছেন, (৩) শ্রীশ্রীপ্রকাশ (Ex Governor, Assam, Madras, Bombay, and Maharashtra) আমাকে সর্ব্বরকমে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন; পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ও মহাত্মা বারজোরিয়ার নিকট লিখিয়া লিখিয়া তিনিই টাকা দেওয়াইয়াছেন, তাঁহার নিকট আমার ঋণ অপরিশোধ্য। (৪) দানবীর শ্রী কে, কে, বিড়লাজীর অর্থানুকূল্যে বলিতে গেলে আমার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে; ঐ ঋণ আমি সেই দ্বিতীয় খণ্ডের নিবেদনে স্বীকার করিয়াছি। তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডের জন্য তিনি আবার ৩০০৲ টাকা দান করিয়া আমাকে অপরিশোধ্য ভাবে ঋণী করিয়াছেন। (৫) গীতা প্রেসের মহাত্মা শ্রীহনুমান প্রসাদ পোদ্দারজী দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য আমাকে ৩০০৲ টাকা দিয়াছেন। আমি তাঁহার নিকট ঋণী রহিলাম। (৬) প্রতিধ্বনির অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দজী তাঁহার পত্রিকায় তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডের বিজ্ঞাপন, পূর্ব্ব খণ্ডগুলির বিজ্ঞাপনের মত এবারও কিছু না লইয়া মুদ্রিত করিয়াছেন; সর্ব্বদাই আমি তাঁহার সাহায্য পাই। (৭) পশ্চিমবঙ্গ সরকার হইতে প্রাপ্ত টাকার খরচের হিসাব Chartered Accountant দ্বারা Audit

করাইয়া দিতে হইবে, এখানকার প্রসিদ্ধ Chartered Accountant Messrs Chatterjee and Chatterjee কোন পারিশ্রমিক না লইয়া করিয়া দিবেন বলিয়াছেন, (৮) দ্বিতীয় খণ্ডের বিজ্ঞাপন মাননীয় শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ মহাশয় বিনা মূল্যে তাঁহার অমৃত পত্রিকায় দিয়াছেন। উদ্বোধন পত্রিকাও বিনা মূল্যে বিজ্ঞাপন দিবেন বলিয়াছেন। (৯) এখানকার ইণ্ডিয়ান প্রেস দয়া করিয়া সস্তাতেই আমার এই পঞ্চম খণ্ড ও ষষ্ঠ খণ্ড ছাপাইয়া দিয়াছেন ; তাঁহাদের Managing Director ও Manager, মহাশয়দ্বয়কে আমার আশীর্ব্বাদ দিলাম।

প্রশংসাপত্র বিস্তর আসিয়াছে। ইহা মুদ্রিত করাইতে হইলে একখানা ৭০।৮০ পৃষ্ঠার বই হইয়া যায় এবং মূল গ্রন্থের মুদ্রণ স্থগিত হইয়া যায়। দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে প্রায় ৪০ পৃষ্ঠা পূর্ণ প্রশংসাপত্রগুলি দেখিতে পাইবেন। প্রশংসাপত্র সমূহ যে মনীষিরা দিয়াছেন তাঁহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ রহিলাম। উপরিউক্ত কারণে Biblio-graphy-ও ছাপাইলাম না। পাঠকেরা যেন দ্বিতীয় খণ্ড দেখেন। ঐ বইগুলি ছাড়াও আরও অনেকগুলি বই পড়া ও তাহা হইতে উদ্ধৃতি লওয়া হইয়াছে।

নিবেদনে "মায়ার" আলোচনায় উপসংহারে (পৃষ্ঠা ২৫) বলা যাইতে পারে, মায়া শব্দে দুইটি পৃথক ভাব আছে উহা বুঝিয়া লইলে ঐ শব্দের আলোচনা বুঝিতে গোলমাল বাধিয়া যাইবে না,—(১) মায়া ভগবৎ শক্তি যাহা ব্যখ্যাত হইয়াছে পরা প্রকৃতি, অপরা প্রকৃতি (ইহাতে energy-ও পড়ে, কারণ

matter ও energy inter-convertible), যোগ মায়া, বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী কথায় এবং যে শক্তি উদ্বুদ্ধ করিয়া ভগবান "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ও নিজেকে নানাভাবে প্রতীত করান ও নানা গুণ গ্রহণ করেন, বিরুদ্ধগুণী সকল ব্যাপার সংঘটন করান, কর্ম্মফল বিধায়ক হন, ও এক কথায়, জগৎচক্র চালিত রাখেন। (২) মায়া, প্রকৃতির ত্রিগুণ, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ যাহা আমরা দেহে, মনে ও বুদ্ধিতে কর্ম্মফলে পাইয়াছি ও পাইতেছি, ও যাহা আমাদের চালাইতে থাকে, যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া।

আমার মোটা বুদ্ধি প্রসূত সিদ্ধান্তগুলি যাহা তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডের নিবেদনে আছে, তাহাতে কোথাও নিজেকে প্রাধান্য দিই নাই। ঐ নিবেদনটি বিশেষ করিয়া পড়িতে অনুরোধ করি। আমাদের এই পুস্তকগুলিতে সকলরকম মতবাদের উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে। যিনি যে সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা চাহিবেন তিনি তাহা পাইবেন। ইহা ছাড়া মহাভারত, উপনিষদ, কথামৃত ইত্যাদি বহু পুস্তক হইতে উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে। নিজের মুখে বলা ঠিক নয়, ইহা একটি বিশ্বকোষ হইয়াছে ; ভারতবর্ষে বা বাহিরে কোথাও এরূপ পুস্তক বাহির হয় নাই।

ধারাবাহিক ভাবে কেন অধ্যায়গুলি লওয়া হয় নাই তাহা পূর্ব্ব খণ্ডে দেওয়া হইয়াছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে বলা হইয়াছে, এবং এখানে আরও একবার বলিয়া লওয়া যাউক, <u>আমাদের গীতা একাধিক শ্রেণীর</u>

পাঠকদিগের উপর লক্ষ্য রাখিয়া রচিত হইয়াছে। যাঁহাদের গীতা তন্ন তন্ন করিয়া পড়িবার সময় বা শিক্ষা নাই, মাত্র প্রতি অধ্যায়ে কি বলা হইয়াছে, জানিতে চাহেন, প্রতি অধ্যায়ের "বিবৃতি" পাঠে ইহা তাঁহাদের জানা হইবে, আর পরিপ্রশ্নমালা ও অধ্যায়ের কোন্ কোন্ শ্লোকগুলি কর্মমূলক, কোন্শ্লোক ভক্তি মূলক ও কোন্ শ্লোক জ্ঞান মূলক ও কোন্ শ্লোকগুলি মুখস্থ করিয়া রাখা উচিত, এই সবের নির্দ্দেশ, তাহাদের জন্য অধ্যায় গুলির শেষে দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা আরও একটু ভিতরে যাইতে সক্ষম, তাঁহারা অধ্যায়ের ভূমিকা, শ্লোকগুলির ভূমিকা কঠিন শব্দগুলির অর্থ, এবং ব্যাখ্যা ও টিপ্পনী সমূহ ও অনুবাদ পড়িবেন; বহু নূতন কথা পাইবেন। যাঁহারা আরও ব্যাপক ও প্রকৃষ্ট আলোচনা ও গবেষণা চাহেন, তাঁহারা আমাদের মৌলিক ও নূতনতর ব্যাখ্যা সমূহ ও গীতার উপর লেখা যাট-খানা টীকা ও পুস্তকাদি হইতে ও কথামৃত ইত্যাদি হইতে গৃহীত উদ্ধৃতি সমূহ ও উপনিষদ, মহাভারত ইত্যাদির reference সমূহ দেখিবেন। গবেষকেরা এতগুলি টীকা একত্রে পাইয়া বাছাই ও যাচাই করিবার সুবিধা পাইবেন, ও মূল টীকাগুলি পড়িবার প্রেরণাও পাইবেন।

আমি আর্থিক যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিয়া বই দিতেছি; প্রেস সমূহে অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারিবেন। কি করিয়া পরের অধ্যায়গুলি মুদ্রিত হইবে তাহা দাতাদের দানের এবং বই বিক্রয়ের উপর নির্ভর করিতেছে। আমি এই মাত্র

বলিতে পারি যে ভাবুন, অর্থ সাহায্য করিতেছেন এই ভাল কাজে ও এই গীতা সেবককে যে প্রায় দৃষ্টিহীন হইয়া রোগশয্যায় শায়িত আছে। আমি বৃদ্ধ (৭৮) প্রুফ সংশোধনে রাত্রি ১২।১ টা পর্য্যন্ত খাটিতে খাটিতে আমার দক্ষিণ চক্ষু প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে; উহাতে ৩১ ডিসেম্বর ও আবার ১লা ফেব্রুয়ারীতে হাসপাতালে থাকিয়া অস্ত্রোপচার করাইতে হইয়াছে। বাম চক্ষুতেও শীঘ্রই করাইতে হইবে। নানা রোগে জীর্ণ ও চক্ষুহীন অবস্থায় থাকায়, বহু অশুদ্ধি পুস্তকে থাকিতে বাধ্য হইয়াছে, সুধীজনেরা যেন তাহা ক্ষমা করেন।

আর একবার আমার বিনীত অনুরোধ জানাই। বই কেনা নহে, যাঁহারা আমার বই কিনিবেন বা কিনিয়াছেন, তাঁহারা যেন বইখানি তন্ন তন্ন করিয়া পড়েন, এবং টীকাগুলির সহিত আমার ব্যাখ্যাগুলি মিলাইয়া মিলাইয়া পড়েন। বিরাট খাটুনীর দিকটাও যেন দেখেন, এবং চিন্তাশীলতার দিকটাও যেন দেখেন। সবটা সকলে যেন পড়েন ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা।

যদি কোন ধর্মপ্রাণ পুরুষ, বাকী অধ্যায়গুলি ছাপাইবার ভার লইয়া আমার লেখা পাণ্ডুলিপি গ্রহণ করিতে চাহেন, আমার সহিত যেন পত্র ব্যবহার করেন, খরচ যথাসাধ্য দিবার চেষ্টা করিব।

কৃপাপ্রার্থী—

শ্রীক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায়
B6/15 Pitambarpura, Varanasi.

গীতার দ্বিতীয় ষট্‌ক —ভূমিকা

ভগবান পূর্ব্ব ষট্‌কে নিজ সম্বন্ধে বেশী কিছু না বলিলেও, অনেক কথা বলিয়াছেন, যথা ২।৬১ ; ৩।৩০ ; ৪।৬-১১, ১৩, ১৪: ৫।২৯; ৬।১০-৩২,৪৭ইত্যাদি। নির্বিশেষ ব্রহ্ম বলিয়া যাহা কথিত হয়, তাহাও তিনি—ইহাও বলিয়াছেন। তিনি শুধু চিন্তনীয় নহেন, তিনি ভজনীয়ও। তিনি ভোক্তারং যজ্ঞ তপসাং তাঁহাকে সুহৃদং তাঁহাকে আপনার ভাবিতে হইবে (৫।২০) নিবিড় ভাবে তাঁহাকে পাওয়াই শেষ কথা, সে যে প্রকারেই হউক না কেন ; তাই কর্ম ষট্‌কের শেষ শ্লোকে (৬।৪৫) ভগবান জানাইয়াছিলেন যে যে মার্গেরই যোগীকে অর্থাৎ সাধককে লওয়া যাউক না কেন, সেই যোগীই যুক্ততম, যে অনন্যভাবে তাহার ভজনা করে। ইহাই সূত্র এই ষট্‌কের।

অর্জ্জুনের প্রার্থনায় যে 'আমার পক্ষে যাহা শ্রেয় তাহাই বল', ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ে অধ্যাত্ম জ্ঞান, স্বধর্ম পালন ও কর্মফল সৃষ্টি না করা সম্বন্ধে এবং স্থিত প্রজ্ঞা সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। তাহার পর, তৃতীয় ও চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে ঐ কর্ম্মযোগ ও ইন্দ্রিয় সংযম সম্বন্ধে, জ্ঞান ও কর্ম সন্ন্যাস সম্বন্ধে, "অকর্ম্মভাবে", কর্ম্ম করা সম্বন্ধে এবং কর্ম্ম সন্ন্যাসের প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে চিত্তস্থৈর্য্য বা ধ্যান সাধন সম্বন্ধে অনেক উপদেশ

দিলেন। কিন্তু ধ্যানে পাওয়াও ভগবানকে যেন দূরে দূরে পাওয়া হয়। ভগবানের কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ প্রয়োজন। কর্ম্ম করা তখনই প্রাণে শান্তি আনে যখন আত্মনিবেদনের সহিত সেই কর্ম্মের ফল ভগবানে সমর্পণ করা হয়, তাহা সাধারণ কর্ম্মই হউক বা যুদ্ধাদি কর্ম্মই হউক। ধ্যান তখনই সার্থক যখন ধ্যেয়কে শুধু ঐশ্বর্য্যে নহে, মাধুর্য্যেও পাওয়া যায়। শুধু জ্ঞানী কর্মী ও ধ্যানযোগী হইলে হইবে না, অন্দরমহলে প্রবেশ করিতে হইবে; ভক্ত ও অনন্যভক্ত হইতে হইবে। ভক্তি সেই পরম প্রেম অনন্য অনুরাগ, যেখানে 'না চাহিবে প্রতিদান',। সাধারণ ভক্তি ও ভক্তিযোগে ভিন্নতা এইখানে।

এই ষট্‌ক মুখ্যতঃ ভজনা সম্বন্ধীয়, বিশেষ নবম ও দ্বাদশ অধ্যায়। ইহাতে আছে ভজনার নানা বিভাগ; মধুসূদন সরস্বতী যাহাকে তৎ বলিয়াছেন ব্যাপকভাবে বলিতে গেলে ইহা সেই 'তৎ' সম্বন্ধীয়, কারণ ভগবানের অব্যক্ত বিভাবের পরিচিন্তনও ইহাতে আছে। এই ষট্‌কের সপ্তম অধ্যায়ে আছে, শ্রীধরীয় ভাষায় ভজনীয় যোগ্য ঐশ্বর রূপ সম্বন্ধীয় কথা। এই অধ্যায়ের 'জ্ঞান বিজ্ঞান যোগ' নামের নানা কারণের একটি কারণ এই যে, ইহাতে ভগবান সম্বন্ধীয় জানিবার অনেক কথা আছে। 'রস' ও 'জ্ঞানবিজ্ঞান' এই দুইটি কথার আমরা ঐ অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি। সপ্তম অধ্যায়ের শেষে কথাপ্রসঙ্গে, ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, অধিদৈব, অধিভূত, অধিযজ্ঞ, এই কথাগুলি ভগবান আনিয়াছিলেন; অষ্টম অধ্যায়ের গোড়াতেই সংক্ষেপে এইগুলির

দার্শনিক আলোচনা ও প্রয়াণকালে তাঁহার স্মরণের কথা, ও তাহার পরে, তাঁহার অব্যক্ত বিভাবের অনুচিন্তনের কথা আসিয়াছে ; আনুষঙ্গিক ভাবে, পুনঃ পুনঃ জন্মের কথা, ও তাঁহাতে যুক্ত থাকিলে তাহার আর জন্ম হয় না, এ কথা উক্ত হইয়াছে ঐ অধ্যায়ের নাম এই জন্য তারক ব্রহ্মযোগ। আমরা যথাস্থানে ঐ দার্শনিক কথাগুলির আলোচনা করিয়াছি। নবম অধ্যায় মুখ্যতঃ ভজনা সম্বন্ধীয়, এই অধ্যায়ের নাম রাজবিদ্যা রাজগুহ্যযোগ হইয়াছে, কারণ ভজনাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা ও শ্রেষ্ঠ বৃত্তি ; প্রেমের আন্তরিকতার জন্য ইহা রাজগুহ্য . এই অধ্যায়েই আছে সেই প্রসিদ্ধ নির্দ্দেশ মন্মনা ভব মদ্ ভক্তো, মদ্‌যাজী, মাংনমস্কুরু, যাহা জোর দিবার জন্য আবার অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। বিনোবা ও জ্ঞানেশ্বর বলেন, গীতা মহাভারতের মধ্যস্থলে ও নবম অধ্যায় গীতার মধ্যস্থলে মধ্য মণিবৎ। সপ্তমে শ্রবণ মনন, অষ্টমে স্মরণ ও নবমে ভক্তির নিদিধ্যাসন। তারপর ভগবানের মহিমাব্যঞ্জক সচরাচর দৃষ্ট নিদর্শন সমূহ কি কি, যাহা দৃষ্ট হইতে থাকিলে, সর্বদাই ভগবানকে মনে পড়িতে থাকিবে, অর্জুনের এই প্রশ্নে, ভগবান বহুসংখ্যক নিদর্শনের উল্লেখ করিলেন. যাহারা শ্রেণী অনুসারে, প্রতি শ্রেণীর চমক লাগাইয়া দিবার বস্তু এবং যাহাদিগের সৃষ্টিতে ভগবানের যেন কিছু বিভূতি বা তাক্ লাগাইবার ক্ষমতা প্রদর্শিত হইয়াছে, কল্পনায় এইরূপ ধরা হয়। বিভূতিযোগ তাই এই দশম অধ্যায়ের নাম। অধ্যায়ের উপসংহারে সার কথা বলা হইয়াছে যে অর্জ্জুন

তোমার এত বিভূতির নাম জানিবার প্রয়োজন কি ! এই যে অনন্ত বিস্তৃত জগৎ, ইহা আমার ক্ষুদ্র একাংশে স্থিত।' বৈজ্ঞানিক একথা খুব ভাল করিয়া বোঝে। সর্বশ্রেষ্ঠ দূরবীক্ষণ সাহায্যে বৈজ্ঞানিকেরা অনায়াসে ১১৬× একের পীঠে একুশ শূন্য দিলে যত হয়, তত মাইল দেখিতে সমর্থ হইয়াছেন; (সেখান হইতে আলো আসিতে ২× একের পিঠে নয় শূন্য দিলে যত হয় তত বর্ষ লাগিয়া যায়; অর্থাৎ সেখানকার যে নক্ষত্রকে আজ দেখিতেছেন তাহার আকৃতি আজকার নহে, উপরি উক্ত বৎসরের পূর্ব্বেকার আকৃতি। আরও ক্ষমতাপন্ন দূরবীক্ষণ নির্মিত হইলে, আরও নক্ষত্র, আরও নীহারিকা দৃষ্ট হইবে কিন্তু তবুও থাকিয়া যাইবে, অনন্ত বিস্তার। ধারণা করা যায় কি, জগৎ কত বড়, আর ধারণা করা যায় কি তিনি কিরূপ, যাঁহার মাত্র একাংশে এই জগৎ স্থিত। ভগবানের আনন্ত্যর্য্যে, শুধু কথার কথা নহে, প্রকৃত ভাবে বৈজ্ঞানিকই বিস্মিত হয়। এই যে এই প্রকারের ভগবানের বিভূতি, অর্জ্জুন ভক্তিপুর্ণ বিস্ময়ে সেই ভগবানের বিশ্বরূপ যে কিরূপ, তাহা দেখিতে চাহিলেন, তিনি ভাবিয়াছিলেন, তিনি কোনও এক রকমের বিরাট বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন, কারণ বিষ্ণু শব্দের অর্থ যিনি সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট। অর্জ্জুনের প্রার্থনায় ভগবান যে মূর্ত্তি প্রথমে তাঁহাকে দেখাইলেন, তাহা ঐরূপ নয়ন অভিরাম সমষ্টিকৃত বিষ্ণুমূর্ত্তি; কিন্তু পরে তাহা ভীষণ বিকট মূর্ত্তিতে পরিণত হইল, যাহা কম্পমান অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসায় নিজেকে কাল বা মৃত্যু বলিয়া পরিচয় দিল ও বলিল

যে "কাল', ভাবে তিনি সব পূর্ব্ব হইতে মারিয়া রাখিয়াছেন; অর্জ্জুন যেন নিমিত্ত মাত্র হইয়া যুদ্ধ করে ও যশ লাভ করে। আমরা এই অধ্যায়ের ব্যাখ্যা, সকলে যে ভাবে করিয়াছেন, সেই ভাবে না করিয়া, সুধীজনের নিকট ক্ষমা চাহিয়া এইভাবে করিয়াছি যে গীতাকার অতি বিচক্ষণতার সহিত এই কাল বা মৃত্যু শব্দ আনিয়াছেন, মৃত্যুই ভগবানের আসল বিশ্বরূপ, যাহা হিন্দু মুসলমান, দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, আস্তিক, নাস্তিক সকল মতবাদ ও সকল সময় নিরপেক্ষ, যাহা সর্ব্বত্র পরিদৃশ্যমান এবং যাহা সিদ্ধ করিতে কোনও প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। মানুষ জন্ম ঠেকাইয়া রাখিতে পারে, কিন্তু মৃত্যুর প্রতিরোধ নাই। বিশ্বরূপ দর্শনযোগ এই অধ্যায়ের নাম; ইহাতে আরও অনেক কথা আছে, এবং কাব্য সম্পদে ইহা পুর্ণ। তারপর শেষ অধ্যায় ভক্তিযোগ, ভগবান ইহাতে পরিষ্কার করিয়া দিলেন যে অব্যক্তের অনুচিন্তনও তাঁহাকে পাইবার নিশ্চয়ই এক পথ কিন্তু তাহার ধারণা ও তাহাতে, অগ্রগতি বা উচ্চে উঠিতে থাকা আয়াস সাধ্য। ভক্তিপথে, 'সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংনস্য (১২।৬) প্রয়োজন হয়, এবং অনন্য ভক্তি 'না চাহিবে প্রতিদান', ইহাও হওয়া চাই; কিন্তু যোগক্ষেম, সেই ভক্ত বৎসল যেমন করিয়া বহন করেন, এই প্রতিদানও তিনি তেমনি তাবে প্রদান করেন : তেষামহং সমুদ্ধর্তা (১২।৭) শ্লোকে, দীন ও দুর্ব্বল আমরা, আমাদের মন তিনি ভরিয়া দিলেন। অব্যয় বিভাগের অনুচিন্তনকারীরা বলিষ্ঠ,

আমরা যে বড়ই দুর্বল। ভক্তির বিকল্প ভাবে কয়েক বিভাবের কথা, ভক্তে কি কি গুণ ফুটিয়া উঠিতে থাকে, বা ফুটিয়া উঠিতে থাকিলে ভগবানের সে প্রিয় হয় এবং অতীব প্রিয় হয় যথা পরম শ্রদ্ধাযুক্ত ও 'মৎপরমা' হইলে) (অর্থাৎ যে গুণগুলি গুণাতীতত্ব আনে , ভগবান এই অধ্যায়ে এইসব নানা কথা বলিয়া দিলেন।

ভক্তির কথা অষ্টাদশ অধ্যায়ে আরও পাওয়া যাইবে। ইহাই পরাভক্তি হইয়া পরাজ্ঞানে লইয়া যায়, আবার পরাজ্ঞানও পরাভক্তিতে আনে ; নারদ শুকদেবাদি তাহার উদাহরণ। ভক্তি ষট্‌ককে কর্ম ও জ্ঞান ষট্‌কের মাঝে রাখা হইয়াছে, ইহার অর্থ কি, তাহা বলিয়া দিতে হইবেনা।

ইহা লক্ষিত হইবে, এই ষট্‌কে দুইটি ধারা পাশাপাশি চলিয়াছে—তিনি কিরূপ, তাহার কিছু বর্ণনা, এবং অব্যক্ত বিভাব ও ব্যক্ত বিভাব, যে, যে বিভাবে অনুরাগী, সেই বিভাবের স্পর্শ পাওয়া, কি ভাবে হইতে পারে, তাহার কিছু বর্ণনা।

শ্রী অরবিন্দ এই ষট্‌ক সম্বন্ধে বলিয়াছেন, সপ্তম হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত ভগবানের প্রকৃতি সম্বন্ধে মোটামুটি একটা বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে —উহাতে জ্ঞান ও ভক্তির নিগূঢ় সমন্বয় করা হইয়াছে। মাঝে একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দর্শনের বর্ণনা দ্বারা, এই সমন্বয়কে জীবন্ত ও পরিস্ফুট করা হইয়াছে —কর্ম ভক্তি ও জ্ঞান, তিনই প্রয়োজন, মানুষের অগ্রগতির জন্য। যেমন পাখীর দুই পাখা ও পুচ্ছ।—In the searching of the

Supreme Self—the insistenec is on devotion. রামানুজ, শ্রুতির নানা উদ্ধৃতি দিয়া যাহা এখানে আর দিলাম না) দেখাইয়াছেন যে উপাসনা যখন ভক্তিরূপে পরিণত হয়, তখন তাহা পরম পুরুষ প্রাপ্তির উপায় হয়।

মধুসূদন। কর্ম্মসন্ন্যাস রূপ সাধন-প্রধান প্রথম ষট্‌কে জ্ঞেয় যে ত্বং পদের লক্ষ্য অর্থ তাহা ব্যাখ্যা করা হইল, তাহার সহিত যোগেরও বিবরণ দেওয়া হইল। এই ভাবে ধ্যেয় ব্রহ্ম প্রতি-পাদন প্রধান মধ্যম ষট্‌কে ছয়টি অধ্যায়ে তৎপদের অর্থ ব্যাখ্যা করা হইবে। তন্মধ্যে আবার ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে যে ভগবদ্ ভজন উল্লিখিত হইয়াছে তাহারই ব্যাখ্যা করিবার নিমিত্ত এই সপ্তম অধ্যায়।

মহানামব্রত। ছয় অধ্যায় পর্য্যন্ত আলোচনা অর্জ্জুন কেন্দ্রিক সপ্তম অধ্যায় হইতে ঈশ্বর কেন্দ্রিক। — যুদ্ধ কর্ত্তব্য, অকর্ত্তব্য, এই সকল কথা যেন কোথায় কোন্ অতলে ডুবিয়া গিয়াছে।

আনন্দগিরি। সপ্তম অধ্যায়ে উত্তম অধিকারীর জ্ঞেয় কি তাহা এবং প্রকৃতিদ্বয়ের দ্বারা পরমাত্মার সর্ব্বকারণত্ব বলা হইয়াছে।

বলদেব। যে সব ভক্ত আমাকে জানে তাহারা মায়া হইতে উত্তীর্ণ হয়; সেই ভক্তগণ পঞ্চবিধ।

মাধ্ব। এই ছয় অধ্যায়ে ভগবানের মাহাত্ম্য বলা হইতেছে।

Aravinda—The triple pat hbeccmes the four-

fold way of works, knowledge, meditation and devotion.

রামানুজ। ভক্তির বিষয় এ ষট্‌ক ছাড়া অন্যান্য স্থানেও যথা অষ্টাদশ অধ্যায়েও রহিয়াছে। উপাসনা যখন ভক্তিরূপে পরিণত হয়, তখন তাহা পরমপুরুষ প্রাপ্তির উপায় হয়। উপনিষদে তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি (শ্বে ৩।৮) এবং আরও অন্যান্য স্থানেও নৃঃ পুঃ তা ১০।৬ : বৃ উ ২।৮।৫ : ১।৪ : ২৫ ছাঃ উঃ ৭ ২৩'২ ;) মুঃ উঃ ৩।২।৩ নায়মাত্মা প্রবচনেন ইত্যাদিও) শ্বেঃ ৩।৮ নান্যঃ পন্থা ইত্যাদি ও গীতায় ১১।৫৩, ৫৪ ৫৫ ও ৮।৫৪, ৫৫ ইত্যাদি শ্লোকে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

গীতার সপ্তম অধ্যায়—জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগ

(ভূমিকা)

শ্রবণ মননাদি ভগবান-অভিমুখী হইবার যে সব উপায় আছে, সপ্তম অধ্যায় মুখ্যত; শ্রবণ সম্বন্ধীয়। ভগবৎ বিষয়ক নানা কথা এ অধ্যায়ে আছে। এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা, ইহার পরেও আরও কয়েক অধ্যায়ে আনা হইয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে ভগবান বলিলেন, শ্রদ্ধার সহিত এবং 'মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা' যে তাঁহাকে ভজনা করে সেই-ই, শ্রেষ্ঠ

যোগী। এই অধ্যায়ে, ভজনীয় তিনিই, তাঁহাতে আসক্ত হইতে জ্ঞান বিজ্ঞানে তাঁহাকে জানিতে, যাহা জানিলে আর কিছু জানিবার থাকে না —ভগবান অর্জ্জুনকে তাহা জানাইতে আরম্ভ করিলেন। এই 'জ্ঞান-বিজ্ঞান' বাক্যটি গীতার কয়েক স্থলে (৩।৪৯; ৬।৮৩, ৭।২; ৯।১, ১৮।৪২) আসিয়াছে এবং টীকাকারেরা ইহার নানা অর্থ দিয়াছেন। "শাস্ত্র ও গুরূপদেশে যে পরোক্ষ জ্ঞান জন্মে, তাহার নাম জ্ঞান, এবং অনুভূতি দ্বারা যে অপরোক্ষ জ্ঞান পাওয়া যায়, তাহার নাম "বিজ্ঞান", সাধারণতঃ এইরূপ অর্থ অনেকে দিয়াছেন। আমরা যথাস্থানে অনেকগুলি টীকাকারের ব্যাখ্যা দিয়াছি, এবং আমাদের বুদ্ধিতে যে ব্যাখ্যা আসিয়াছে, তাহাও দিয়াছি। এই অধ্যায়, এই জ্ঞান বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বলিয়া ইহা "জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগ" নাম পাইয়াছে।

এই অধ্যায়ে, ভগবানের প্রতি কেন "ময্যাসক্তমনা" ও মদাশ্রয় হইব, এবং কি ভাবে তাঁহার উপাসনা করিলে তাহা হওয়া যায় এবং তাহা হওয়াই বা কি, তাহা বিবক্ষিত হইবে। ভক্তির প্রথম কথা ময্যাসক্তমনা ও মদাশ্রয় হওয়া।

"অনুরক্ত হও" বলিলেই অনুরক্ত হওয়া হয় না, যদি না কিছু মাহাত্ম্য বা আলৌকিকত্ব পাওয়া যায়। শ্যামের বাঁশীতে রাধা সেই মন লাগান অলৌকিকত্ব পাইয়াছিলেন ("শুধু বাঁশী কাণে শুনেছি, মন প্রাণ যাহা ছিল সবই তারে সঁপেছি।" শ্রবণ,

২

মনন, স্মরণ ও নিদিধ্যাসন, আমরা সপ্তম, অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে পাইব। ভগবানের অলৌকিকত্বের শ্রবণ, ও তাহার উপর মনন, এই অধ্যায়ে আসিয়াছে।

ভগবান বলিলেন, আমাতে আসক্তমনা হইয়া, আমার শরণাগত হইয়া, তুমি এই ভাবে ভক্তিযোগ যুক্ত হইয়া, "সমগ্র ভাবে" কি প্রকারে আমাকে জানা যায় তাহা শোন। সেই জানা কি, যাহা জানিলে, জানিবার আর কিছুই বাকী থাকে না তাহা শোন।

ভগবানকে তত্ত্বতঃ জানা মুখের কথা নহে। ভগবান গোড়াতেই বলিলেন তাঁহার সম্বন্ধে জানিতে সহস্রের ভিতর কয়টিই বা যত্ন করে, এবং যত্নকারীদিগের ভিতর, তাঁহাকে তত্ত্বতঃ জানিতে কয়জনই বা সমর্থ হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানে জানাইবার প্রথম কথা ভাবে, ভগবান বলিলেন যে, এই জীব জগতে তাঁহার দুই শক্তি বা প্রকৃতিকে (প্রকৃষ্টভাবে কার্য্যকারিণী শক্তিকে; সর্ব্বত্র পাইবে —অপরা প্রকৃতি নামে একটিকে উপাদান ভাবে, এবং পরা প্রকৃতি নামে অন্যটিকে প্রাণসত্তা ভাবে (ইহাই matter ও spirit, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, প্রকৃতি ও পুরুষ; ক্ষর ও অক্ষরও অনেকটা ইহাই) জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় তাঁহারই হাতে, এবং স্থিতিতেও তিনি রহিয়াছেন, সকল জিনিসকে সমন্বিত ও গ্রথিত করিয়া (সূত্রে মণি গণাইব), এবং প্রতি বস্তুতে সেই গুণ হইয়া, যে গুণ না থাকিলে সেই বস্তু আর সে বস্তু থাকে না, এইরূপ নিবিড়

মার্মিক ভাবে তিনি রহিয়াছেন। ভগবান বহু উদাহরণে ইহা স্পষ্টীকৃত করিলেন। এই সম্বন্ধে "রস" ও "বীজ", এই দুইটি কথার ভিতর, বেশ অন্তর্নিহিত অর্থ আছে, যাহার কিছুটা আমরা যথাস্থানে দিয়াছি। তিনিই সর্বকারণ-কারণ, তিনিই বাহির, তিনিই ভিতর; তিনিই স্রষ্টা, তিনিই সৃষ্ট; "পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।"

ভগবান বলিয়া চলিলেন, সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক যাহা সকল বস্তুতে নানা পরিমাণে রহিয়াছে, তাহারা তাঁহার উপাদান রূপ শক্তি বা "অপরা" প্রকৃতিরই ব্যাপার, এবং ঐ ভাবে বলিতে গেলে, তাঁহারা তাঁহারই ব্যাপার। তিনি কিন্তু কোন গুণের সহিত সংশ্লিষ্ট বা কোন গুণে অবস্থিত নহেন মানুষের নিজকৃত কর্মফলে প্রাপ্ত নিজের ভিতর বর্তমান এই গুণ গুলির ক্রিয়াকে মায়া বলা হয়। এই দুর্জয় মায়ার দ্বারা চালিত থাকিয়া (৩৫ : ৯।৮), তাহারা ভগবানের কথা মনে আনে না। সে-ই মাত্র ঐ মায়ার ঐ প্রভাব অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়, যে মায়ার অধীশ্বর ভগবানের ভজনা করে (১৮।৫৯।৬২)। তাহার পর কাহারা ভজনা করে না, এবং কাহারা ভজনা করে, এবং আর্ত্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী ভজনাকারীদিগের ভিতর, জ্ঞানী তাঁহার অতীব প্রিয়, ভগবান তাহা জানাইলেন, এবং বলিলেন, 'বাসুদেবঃ সর্বমিতি' ইহাই জ্ঞান : এবং তাঁহাকে ভজনা করিবার, তাঁহাকে পাইবার এই জ্ঞান, বহুজন্মের সাধনার পর

উপলব্ধিত হয়। দুর্লভ সেই মহাত্মারা যাঁহারা এই জ্ঞান পান। আমাদের মোটা বুদ্ধিতে মনে হয় যে গীতাকার বলিতে চাহিয়াছেন, জ্ঞান-বিজ্ঞান কথার "জ্ঞান" বাসুদেবঃ সর্বমিতি এই উপলব্ধি; এবং অন্যান্য যে সব কথা এই অধ্যায়ে আনা হইয়াছে (metaphysics ভাবে, ভগবানের নানা কার্যের খুটিনাটির বিবৃতি ভাবে, বিশিষ্ট অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ জানিবার কথা ও তাঁহার নামের অর্থ ভাবে . তাহারা বিজ্ঞান নামের ভিতর পড়ে। আমরা অনেকবার বলিয়াছি, গীতা নিজেই লোকেদের প্রশ্নের উত্তর দেন; এখানে, জ্ঞান কি, তাহা নিজেই বলিয়া দিলেন।

তাহার পর, ভগবান আনিলেন অন্য দেব-দেবীদের ভজনার কথা, যে ভজনায় অনেকে যায়, নিজ নিজ কামনা পরিপুরণের জন্য। শ্রদ্ধা সমন্বিত হইলে, এরূপ ভজনাও নষ্ট হয় না ইহা তাঁহারই ব্যবস্থা। কিন্তু তাঁহাকে, এবং অনন্যভাবে তাঁহাকে, ডাকা নহে বলিয়া (যে ভাবে তাঁহার মব্যাসক্তমনা ও মদাশ্রয় ভক্তেরা তাঁহাকে ডাকে, সেরূপ নহে বলিয়া), তাহাদের ফল-লাভও অন্তবন্ত হয়। ভগবান বলিয়া চলিলেন, বুদ্ধিহীন যাহারা তাঁহার অবতারাদি রূপ ব্যক্ত ভাবের ভিতর, তাঁহার অব্যক্ত ও পরম অব্যয় ভাব তাহাদের চক্ষে পড়ে না। কারণ এইরূপ মায়াচালিত মূঢ় ও পাপাত্মাদিগের নিকট হইতে (তাঁহার সেবিকা-রূপিণী, সদা যুক্তা শক্তি) যোগমায়া তাঁহাকে ঢাকিয়া রাখেন। (তাহারা ভগবানের বোধ পায় না), ভগবান কিন্তু সব কিছু দেখিতে পান। পূর্ব পূর্ব জন্মকৃত কর্মফলে প্রাপ্ত ইচ্ছা ও

দ্বেষসমুৎপন্ন, রাজসিক ও তামসিক দ্বন্দ্ব ও মোহযুক্ত হইয়া মানুষ জন্মগ্রহণ করে। যখন পুণ্য কর্ম করিতে থাকিয়া, তাহাদের পাপ ক্ষীণ হইয়া যায়, ভজনা করিতে তখন তাহারা সমর্থ হয়। শুধু তাহাই নহে, যখন তাহারা নিজেদের আমার আশ্রিত করে এবং জরা মরণে তিতিক্ষা পাইতে, (অভীঃ হইতে) আমার উপর নির্ভরশীল হয় তখন 'বিজ্ঞানের' যাহা উচ্চস্তরের কথা, ব্রহ্ম কি, অধ্যাত্ম কি, অধিদৈব কি, অধিযজ্ঞ কি, কর্ম কি, ইহাদের অর্থ আপনা আপনি তাহারা বুঝিতে সমর্থ হয়, এবং প্রয়াণ কালে আমার স্মরণ করা হইতে বিচ্যুত হয় না।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞানের কথা ও বিজ্ঞানের কথা, এ অধ্যায়ে ভগবান জানাইলেন বলিয়া, এ অধ্যায়ের নাম জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগ হইয়াছে। পরের অধ্যায়ের সহিত যোগসূত্র, এই ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, অধিদৈব ইত্যাদি কথাগুলি, ও এই প্রয়াণ কালের স্মরণ। পরের অধ্যায়ে ভগবানের অব্যক্ত বিভাবের যাঁহারা অনুচিন্তন করেন, কি ভাবে সে অনুচিন্তন করা এবং শব্দব্রহ্মের ধ্যান করা হয়, এবং তাহার পরের, প্রয়াণের পরের, কথা আনা হইয়াছে।

শ্রীঅরবিন্দ দেখাইয়াছেন যে এই অধ্যায়ে ১৫ – ২৮ শ্লোকে ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয় করা হইয়াছে!

শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার পুস্তকে, ঈশ্বরতত্ত্বে প্রবেশ লাভ করিবার চেষ্টা করার উপযোগিতা সম্বন্ধে সুন্দর যুক্তি সকল দিয়াছেন

(মূল গ্রন্থ দ্রবষ্ট্য)। একস্থলে তিনি বলিয়াছেন, "গীতা এখানে স্পষ্ট ভাবে না বলিলেও ইঙ্গিত করিয়াছে যে এই ঈশ্বর, অক্ষর পুরুষেরও উপরে। এবং ঈশ্বরের মধ্যেই বিশ্বলীলার নিগূঢ় রহস্য নিহিত আছে।—এই যে পরমেশ্বর, দিব্যগুরু দিব্য সারথিরূপে এখানে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইনি কে, এবং আত্মার সহিত এবং প্রকৃতিস্থ জীবের সহিত ইহার সম্বন্ধই বা কি" এই সকল কথা এই অধ্যায়ে এবং পরের অধ্যায়গুলিতে কথিত হইয়াছে।—"গুরু এইরূপ জ্ঞান দিবারই প্রস্তাব সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেগুলিতে করিলেন।—এখান হইতে যে তত্ত্ব ব্যাখ্যার সূত্রপাত হইল, তাহাই গীতার বাকী অংশে ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়াছে।"

—××—

সূচী

১-১২। ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকের ধারাবাহিকতায় ভগবান বলিলেন, "আমাতে আসক্ত মন ও মদাশ্রয় ভাবে যোগযুক্ত থাকিয়া, আমাকে সম্পূর্ণভাবে যে প্রকারে জানিতে পারিবে, তাহা শোন। এই বলিয়া জ্ঞান বিজ্ঞান, যাহা এই ভাবে জানা, তাহার কথা আরম্ভ করিলেন। প্রথমে আনিলেন পরা ও অপরা তাঁহার দুই প্রকৃতির কথা, একটি জীবাত্মা সমষ্টি ও অন্যটি হইতে

আসে জগতের ত্রিগুণময় উপাদান সমূহ। তাহার পর, কি ভাবে তিনি সর্ব্বকারণ-কারণ' তাহার নানা উদাহরণ দিলেন।

১৬.১৯। তাহার পর আনিলেন মায়ার কথা। যাহা তাঁহার ত্রিগুণময়ী অপরা প্রকৃতির এক বিশেষ বিভাব; আর জানাইলেন যে তাঁহার শরণাগত না হইলে মায়ার পারে যাওয়া যায় না। তাহার পর কাহারা তাঁহাকে ডাকে না, ও কাহারা কাহারা (যথা, আর্ত্ত অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী) তাঁহাকে ডাকে, তাহা বলিলেন ও বলিলেন যে জ্ঞানী ভক্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সে তাঁহার আত্মার সমান। জ্ঞান সম্বন্ধে বলিলেন, বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি, ইহাই জ্ঞান, ও এই জ্ঞান অনেক জন্মের সাধনায় হয়।

২০-২৩। তাহার পর বলিলেন, লোকে নিজ প্রকৃতি অনুসারে, ভগবানকে না চাহিয়া নানা অভীষ্ট সিদ্ধি চায়; ইহা অতি লঘু চাওয়া; কিন্তু তাহার লোভে, অন্ততঃ পূজাটাও যাহাতে করিতে শেখে, হইলই বা তাহা সকাম পূজা সেই পূজা করাইবার জন্য, নানা দেবতার পূজার ব্যবস্থা ও ভিন্ন ভিন্ন অভীষ্ট ফল পাওয়ার জন্য, তিনিই ব্যবস্থা করিয়াছেন, তবে সে ফল অবশ্যই অন্তবন্ত; কিন্তু তাঁহার আশ্রয় চিরদিনের আশ্রয়।

২৪-২৮। তাহার পর বলিলেন, মূঢ়দের নিকট হইতে যোগমায়া তাঁহাকে আবৃত রাখে; তাহারা তাঁহার অব্যয় ভাব

ধরিতে পারে না ; ভাবে, ইন তো মানুষই। পাপক্ষীণ হইলে, তবেই তাঁহাকে ধরা যায়।

২৯-৩০। জরা মরণের প্রতি তিতিক্ষা প্রদর্শন করিয়া, বা জরা মরণের ক্লেশে মুহ্যমান হইয়া, তাঁহাকে যেন না ভোলা যায়, এই প্রার্থনায় থাকিয়া যে তাঁহার শরণাগত হয়, সে ভগবদ্‌ চিন্তায়, ব্রহ্ম কি, অধ্যাত্ম কি, ইত্যাদি বুঝিতে সক্ষম হয়।

সপ্তম অধ্যায় জ্ঞানবিজ্ঞান যোগ

(১) পূর্ব্ব অধ্যায়ের শেষ শ্লোকের অনুসরণে এই শ্লোক।

শ্রীভগবানুবাচ—

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্‌ মদাশ্রয়ঃ
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু। ১।

পদচ্ছেদ। ময়ি আসক্ত-মনাঃ পার্থ যোগম্‌ যুঞ্জন্‌ মৎ-আশ্রয়ঃ, অসংশয়ম্‌ সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তৎশৃণু।

অন্বয়। পার্থ, ময়ি আসক্তমনাঃ মদাশ্রয় যোগম্‌ যুঞ্জন্‌ মাম্‌ সমগ্রং যথা অসংশয়ম্‌ জ্ঞাস্যসি তৎশৃণু।

কঠিনশব্দ। আসক্তমন = অভিনিবিষ্ট চিত্ত ; "বিষয়ান্তর পরিত্যাগ করিয়া নিবিষ্ট হইয়াছে যাহার" (মধুসূদন) ; mind

steadfastly attached (ভক্তিপ্রদীপঃ) মদাশ্রয়=আমি যাহার একমাত্র অবলম্বন এইরূপ হইয়া ; "রাজভৃত্য রাজাশ্রয়ে থাকে, কিন্তু তাহার ভার্য্যাদিতে আসক্তি থাকে, কিন্তু যিনি মুমুক্ষু তিনি ঈশ্বরাশ্রয় ও ঈশ্বরাসক্তমনাঃ হন", মধুসূদন)। যোগং যুঞ্জন্="ষষ্ঠ অধ্যায়ে যেরূপ বলা হইয়াছে সেই প্রকারে মনঃসমাধান করিয়া (মধুসূদন) ; ষষ্ঠ অধ্যায়ের মনস্থৈর্য্য যোগে যুক্ত হইয়া; ধ্যানের চরম, ভক্তিযোগে, তবে ইহা যেখানে প্রয়োজন সেখানে কর্ম্মযুক্তও হয়, যথা, ভগবানে নিবেদন, অর্চ্চনা ইত্যাদি ব্যাপারে, এইরূপ যোগে যুক্ত থাকিয়া। তিলক ও Modi যোগকে কর্ম্মযোগ লইয়াছেন। যুঞ্জন্=যুক্ত হইয়া। সমগ্র= সম্পূর্ণরূপে ; সমগ্র মাং="সর্ব্বপ্রকার বিভূতি, বল, শক্তি ও ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন, অধিদৈব, অধিযজ্ঞ ইত্যাদি ভাবে ঈশ্বরকে।" (সমগ্র ভাবে, কোন বিভাগকেই ক্ষুদ্র আমরা, জানিতে পারিনা ; ইহা লৌকিক ভাবের কথা, আব্ছা আব্ছা জানা। সমগ্র=ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, বিভূতি, বিশ্বজগতাদি ব্যক্তভাব ও অব্যক্ত বা ব্রহ্ম ভাব, Impersonal ও Personal God ভাব, Transcendent ও Immanent ভাব, নির্গুণ, নিরাকার, সগুণ নিরাকার ও সগুণ সাকার ভাব, যথা অর্চ্চা মূর্ত্তি, অবতার মূর্ত্তি, চতুর্ব্যূহ ও শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি, ক্ষর, অক্ষর ভাব, জীবাত্মা ভাব, এক কথায় নানা বিভাব। নবম অধ্যায়ে চতুর্থ শ্লোক হইতে দশম শ্লোক অব্যক্ত ভাবের। শুধু ইহাই নহে, বিরুদ্ধ ভাব সকল

তাঁহার ভিতর সমাহিত ভাবে রহিয়াছে। ইহাও "সমগ্র" কথার ভিতর পড়ে। যাহা, মাত্র বোধির অনুভাব্য ইন্দ্রিয়াতীত, তাহাকে অব্যক্ত বলা যাইতে পারে। যাহা স্থূল ইন্দ্রিয় গোচর, তাহা ব্যক্ত।

অনুবাদ। শ্রীভগবান বলিলেন, পার্থ, আমাতে একান্ত নিবিষ্টচিত্ত এবং আশ্রয় গৃহীত হইয়া (পূর্ব্বাধ্যায়ে কথিত ভাবে) ও যোগে যুক্ত থাকিয়া, যেরূপ সন্দেহ শূন্য ও সম্পূর্ণ ভাবে, (অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য বিভূতি আদি সহিত অথবা আধিদৈব ইত্যাদি ভাবে) আমাকে (ঈশ্বরকে) জানিতে পারিবে, তাহা শোন। (শুধু মদাশ্রয় হইলে হইবে না, ময্যাসক্তমনাঃ হইতে হইবে)। কোন কিছু ধরা ছোঁয়া না পাইলে, আসক্তি কি করিয়া হইবে? এই ষট্‌কে সেই ধরা ছোঁয়া আনিয়া দিবে। ভক্তিরূপ উপাসনাই ব্রহ্মপ্রাপ্তির পরম উপায়, ভগবান নিজেই বলিয়াছেন; ১১ ৫৩, ৫৪)।

শঙ্কর। ধর্ম্মাদি পুরুষার্থের ভিতর কোন পুরুষার্থ যে চায়, সে অগ্নিহোত্র দান তপস্যাদি যাহা প্রয়োজন তাহা করে; এখানে, এ যোগী কেবল আমাকেই চায়।

রামানুজ। এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় ১১'৫৩, ৫৪ ও ১৮।৫৪ ইত্যাদি শ্লোক দিয়াছেন।

শ্রীধর। ভজনায় ঈশ্বরের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন।

Radhakrishnan. সমগ্র = Complete or integral

knowledge of the Divine, not merely the Pure Self, but. Its manifestation in the world.

আশুদাস। যোগের, ভক্তিযোগ ইত্যাদি নানাজনে নানা অর্থ করিয়াছেন, কিন্তু এরূপ বিশেষ অর্থ করিবার প্রয়োজন নাই। যোগের অর্থ মিলন, ঈশ্বরের ঐশী নীতির সহিত আমাদের চিত্ত বৃত্তির মিলন।

দামোদর। বিভূতি ও ঐশ্বর্য্য একার্থ বোধক। ঐশ্বর্য্য আট প্রকার, অষ্ট সিদ্ধি, অনিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবসায়িতা। শ্রীধরের মতে অনিমা মহিমা, লঘিমা, এই তিনটি দেহের সিদ্ধি; প্রাণিগণের ইন্দ্রিয়ের সহিত তত্তৎ ইন্দ্রিয়গণের দেবতারূপে সম্বন্ধের নাম প্রাপ্তি বা ব্যাপ্তি। স্বর্গলোকাদি শ্রুত বিষয় ও ভূলোকাদি দর্শন যোগ্য বিষয় সকলই ভোগ ও দর্শন সামর্থ্যের নাম প্রাকাম্য। মায়ার প্রভাবে স্বকীয় শক্তি বা তাদৃশ প্রেরণ করার নাম ঈশিতা। বিষয় ভোগের অসঙ্গের নাম বশিতা। যে সুখ কামনা হইবে তাহারই সীমা পর্যান্ত প্রাপ্তির নাম কামাবসায়িতা এই সব সিদ্ধি ভগবানের নিরতিশয় স্বাভাবিক।

মধুসূদন। (তাঁহার টীকার ভাব প্রকাশ) ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত যোগ কেবল শুদ্ধ ত্বংয়ের জ্ঞান দেয়। তত্ত্বের সমগ্র জ্ঞান ঐ যোগে লাভ হয় না, ঐ জ্ঞান যোগ একাংশের জ্ঞান মাত্র। তাই এখানে সমগ্রং মাং, তত্ত্বের পরিপূর্ণ জ্ঞানের কথাই যেন বিশেষ করিয়া বলিতেছেন। এই পরিপুর্ণ জ্ঞানলাভ হয়

বলিয়াই এই যোগীকে যুক্তম বলা হইয়াছে। শুধু অন্তরে নহে, অন্তর বাহির উভয় ভূমিতে দর্শন এই যুক্তম যোগীর বিশেষত্ব। ইহাই যেন আত্মযোগ ও ঈশ্বর যোগের প্রভেদ।

বিশ্বনাথ। (দামোদর হইতে) "এই অধ্যায় ষট্‌কে স্বর্গাপবর্গাদি সাধক, সর্ব্বসুখকর হইলেও, অতি দুষ্কর ভক্তিযোগ (কারণ অনন্য ভক্তি প্রয়োজন) কথিত হইতেছে। অন্য কোন সাধনা না করিলেও, কেবল একমাত্র ভক্তি দ্বারাই সলোক্যাদি লাভ করা যায়, এবং কর্ম্মজ্ঞানাদির অপেক্ষা না করিয়া, কেবলই ভক্তিবলেই পরম সুখময় ভগবৎ পার্ষদত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগবান বলিয়াছেন কর্ম্ম, তপ, জ্ঞান, বৈরাগ্য ইত্যাদি উপায়ে যে জ্ঞান লাভ হয়, আমার ভক্তগণ ভক্তিযোগ প্রভাবেই তৎ সমস্ত লাভ করেন।....ভক্ত গুণাতীত ; সত্ত্ব, রজঃ তমঃ কিছুই তাঁহাতে থাকে না। এইজন্য, গুণাতীত ব্রহ্মকে গ্রহণ ও ধারণ করা ভক্তেরই সাধ্য। আত্মাকে দেহাদির অতিরিক্ত বস্তু বলিয়া জানাই, আত্মজ্ঞান। এরূপ আত্মজ্ঞানে রজঃ ও তমঃ না থাকিলেও, সত্ত্বগুণ বিদ্যমান থাকে ; তাদৃশ আত্মজ্ঞানীকে গুণাতীত বলা যায় না ; সুতরাং তাহার দ্বারা গুণাতীত ব্রহ্মের ধারণা কখনই সম্ভবপর নহে। জ্ঞানযোগে মুক্তি হয় ; জ্ঞানযোগের অন্তর্নিহিত গুণীভূত ভক্তির প্রভাবেই তাহা সংঘটিত হইয়া থাকে। —ভক্তোত্তম উদ্ধব বলিয়াছেন পীড়িত ব্যক্তি না জানিলেও, সেবিত যথোপযুক্ত ঔষধ তাহার শরীরের পক্ষে

যেমন হিতসাধন করে, তদ্রূপ অবিদ্বান ব্যক্তি না বুঝিয়া ঈশ্বর ভজনা করিলেও, সাক্ষাৎ শ্রেয়ঃ লাভ করিতে থাকেই।

দামোদর। দেহেন্দ্রিয়ের অধীনতা ছিন্ন করিয়া, আত্মা যখন স্বাধীন হয়, তখন তাহাকে মুক্ত বলা হয়। বৈদান্তিকগণ বলেন, যে সুখ নিত্য, যাহার ক্ষয় নাই, সীমা নাই, তাদৃশ সুখ প্রাপ্তির নামই মুক্তি। নৈয়ায়িকগণ বলেন, আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি মুক্তি। — মুক্তি প্রধানতঃ পাঁচ রকমের হয়—সার্ষ্টি, সারূপ্য, সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য বা একত্ব। ঈশ্বরের সহিত সকল ঐশ্বর্য্যাদি সম্পন্ন হওয়ার নাম সার্ষ্টি, ঈশ্বরের সহিত একলোকে বাসের নাম সালোক্য; ঈশ্বরের সহিত সমানরূপ হওয়ার নাম সারূপ্য, ঈশ্বরের সমীপে থাকার নাম সামীপ্য। ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হওয়ার নাম সাযুজ্য। কাষ্ঠহীন অগ্নির ন্যায় বিলীন হওয়ার নাম নির্ব্বাণ। অন্য সম্প্রদায়ের কাম্য হইলেও, নির্ব্বাণ মুক্তি বৈষ্ণবের সুখনীয় নহে। রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন 'চিনি হতে চাহিনা মা, চিনি খেতে ভালবাসি।'

অরবিন্দ। দিব্য কর্ম্মের ভিত্তি হইবে যে জ্ঞান, সেই জ্ঞান এখন পূর্ণ ভাবে বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। ... আমাতে মন লাগাইয়া ও আমাকে আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ আমাকে তোমার সমস্ত চেতনা ও কর্ম্মের একমাত্র ভিত্তি ও অবলম্বন করিয়া —সমগ্র জ্ঞান দিবার যে প্রস্তাব করা হইল, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, বাসুদেবঃ স সর্ব্বম্—সমগ্র জ্ঞানের ভিত্তি স্বরূপ। গীতা

প্রথমেই দুই প্রকৃতির, প্রাতিভাসিক প্রকৃতির এবং আধ্যাত্মিক (spiritual) প্রকৃতির মধ্যে প্রভেদ করিয়াছে।

তিলক। কর্ম্মযোগের সিদ্ধির পরে জ্ঞানবিজ্ঞান। জ্ঞান = পরমেশ্বরী জ্ঞান সমষ্টি, ও বিজ্ঞান = ব্যষ্টি। যোগ = কর্ম্মযোগ (Modi

মহানামব্রত। সমগ্র মাং = যেন সমগ্র কলিকাতা মনুমেণ্ট হইতে দেখা।

অরবিন্দ। এখানে সমগ্র জ্ঞান দিবার যে প্রস্তাব করা হইল তাহার তাৎপর্য্য এই যে বাসুদেবঃ সর্ব্বম্। অতএব ভগবানকে যদি তাঁহার সব সত্তায় এবং সব শক্তিতে জানিতে পারা যায়, তাহা হইলে, সবই জানা যায়; কেবল শুদ্ধ আত্মাকে নহে, পরন্তু জগৎকে; কর্ম্মকে, প্রকৃতিকেও জানা যায় কারণ সবই ভগবান।

(২) যে জ্ঞান বলিবেন, তাহার প্রশংসা করিতেছেন—

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ
যজ্‌ জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্‌ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে। ২

পদচ্ছেদ। জ্ঞানম্ তে অহম্ সবিজ্ঞানম্ ইদং বক্ষ্যামি অশেষতঃ
যৎ জ্ঞাত্বা ন ইহ ভূয়ঃ অন্যৎ জ্ঞাতব্যম অবশিষ্যতে। ২

অন্বয়। অহং তে ইদম্ সবিজ্ঞানম্ জ্ঞানম্ অশেষতঃ বক্ষ্যামি
যৎ জ্ঞাত্বা ইহ ভূয়ঃ অন্যৎ জ্ঞাতব্যম্ ন অবশিষ্যতে।

কঠিন শব্দ। ইদং=মদ্ বিষয়ক, ঈশ্বর বিষয়ক। সবিজ্ঞানম,

ইহা অনুবাদের পরে আলোচিত হইয়াছে। ইহ=এই সংসারে অশেষতঃ=সম্পূর্ণভাবে। ভূয়ঃ=পুনরায়। অন্যৎ=আর কিছু। ণ অকশিষ্যতে=অবশিষ্ট থাকিবে না; "সকল দ্বৈত প্রপঞ্চের অধিষ্ঠান স্বরূপ যে সৎপদার্থ, কেবল তদ্ বিষয়ে জ্ঞান জন্মিলেই সমস্ত অবিদ্যাকল্পিত পদার্থ বাধিত হইয়া যায় বলিয়া, কেবল মাত্র সেই সৎ বস্তুটিই অবশিষ্ট থাকে"। [মধুসূদন]

শ্রুতিতে, তাহা কি, "যেন অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং ভবতি" [ছা উ ১৬৩] ও কস্মিন্ নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতঃ মুণ্ডকে [মু ১।৩] এই সম্বন্ধীয় শৌনকের প্রশ্নে, অঙ্গিরা দুই রকম বিদ্যার কথায় আনিলেন, পরা ও অপরা: জ্ঞান বিজ্ঞানের অর্থ পরা ও অপরা বিদ্যাও হইতে পারে। ঈশোপনিষদের বিদ্যা ও অবিদ্যার সহিতও হয়তো কিছু সম্বন্ধ আসিতে পারে।

অমরকোষে আছে, মোক্ষে ধীর্জ্ঞানমন্যত্রে বিজ্ঞানং শিল্প শাস্ত্রয়োঃ। বিজ্ঞান এ অধ্যায়ে, গোড়ারদিকে, অপরা প্রকৃতি, যথা জলেতে রস ইত্যাদি কথা, ও শেষের দিকে, ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, ইত্যাদি কথা, ইহাও হইতে পারে। "অনুবাদের" পরে আরও কিছু আলোচনা দেওয়া হইয়াছে, আমাদের মনে হয় উক্ত আধিদৈব ইত্যাদি বাক্য সমূহের ভিতরের অর্থ, বিশিষ্ট জ্ঞানমূলক ভগবৎ স্বরূপের বিবৃতি; সেইজন্য উহা বিজ্ঞান।

অনুবাদ। আমি তোমাকে সেই বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান পূর্ণভাবে বলিব, তাহা জানিলে এ সম্বন্ধে আর কিছু জানিবার অবশিষ্ট থাকিবে না। (ছাঃ ১৬'২)

"জ্ঞান বিজ্ঞান" এই বাক্যটি গীতার কয়েক স্থানে আসিয়াছে, যথা ৩:৪১, ৬ ৮, ৭।২, ৯।১, ১৮ ৪২; সবগুলিকেই দেখুন।) তাহা ছাড়া, এই সপ্তম অধ্যায়ের নাম ভাবেও ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে। কথাটি প্রহেলিকা, এই জন্য যে, টীকাকারেরা সকলে এক অর্থ তো দেনই নাই, একই টীকাকার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ দিয়াছেন।

আমাদের মোটা বুদ্ধিতে মনে হয়, এই অধ্যায়ে, জ্ঞান কি, তাহা অতি সংক্ষেপে কথিত হইলেও, তাহা পরিষ্কার ভাবে কথিত হইয়াছে, তাহা বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি ; ' বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবাণ্ মাং প্রপদ্যতে বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ [৭।১৯]। বাসুদেবকে বসুদেব পুত্র শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া যাঁহারা না চাহিবেন, না লইবেন", "সর্ব্বত্রাসৌ সমস্ত চ বসতি অত্র ইতি বৈ যতঃ ততঃ সঃ বাসুদেবেতি", বা, "বাসনাদ্ দ্যোতনাদ্দেবা বাসুদেবং ততো বিদুঃ"—এই সব হইতে বুৎপত্তিগত অর্থ লইলেও, বাসুদেবঃ সর্ব্বম্ একটি অমূল্য কথা। ইহারই মত প্রসিদ্ধ কথা সর্ব্বম্ খলু ইদং ব্রহ্ম। গীতার প্রশ্নের গীতাতেই উত্তর পাওয়া যায়, এবং খুব নিকটবর্ত্তী স্থলে।

উপরে দেওয়া হদিস ধরিয়া, এই প্রহেলিকাবৎ বাক্যের যে অর্থ আমাদের মোটা বুদ্ধিতে আসিয়াছে, সুধীজনদিগের নিকট

ক্ষমা চাহিয়া, আমরা তাহা নিম্নে দিলাম। তাহা এই, যে বিশেষ তত্ত্ব সার্বভৌমিক, কোন মতবাদের উপর যাহা প্রতিষ্ঠিত নহে, সেই তত্ত্বের জ্ঞানই জ্ঞান, যথা বাসুদেবঃ সর্ব্বম্, একমেবাদ্বিতীয়ম, সর্ব্বম্ খলু ইদং ব্রহ্ম, সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম, ইত্যাদি। ইহারা axioms, ইহারা truths, সর্ব্ববাদী সম্মত truths; metaphysical বা speculative theories নহে। ইহারা পড়ে জ্ঞান শব্দের ভিতর। এই মূল তত্ত্ব সমূহের বিস্তৃতি স্বরূপ metaphysical ও philosophical নানা তত্ত্ব [যাহারা theorie] ও তাহাদের সহিত সমন্বিত নানা প্রশ্নের উত্তর সমূহ বিজ্ঞান শব্দের ভিতর ফেলা যাইতে পারে। ঐ 'বাসুদেবঃ সর্ব্বম্" বইয়ের কথা হইয়া যাইবে, distinctive বা বিশিষ্ট জ্ঞান দিবে না, যদি উহা অনুভূতির বা পরীক্ষার ভিতর না আনা হয়; যথা জলের রস, নিজে ইহার স্বাদ জানা বিজ্ঞান। বিজ্ঞান শব্দের ভিতর সেই অনুভূতিকে ফেলা যাইতে পারে, তাহা যে প্রকারের অনুভূতিই হউক না কেন, যদি উহা Truth এর লাভ জনক প্রসার হয়। গীতায় এই অনুভূতি সমূহের বিবৃতি নানা উদাহরণে পাই, যথা ব্রহ্মার্পণং ইত্যাদি শ্লোকে (৪।২৪); পঞ্চম অধ্যায়ের অব্যক্ত এবং ব্যক্তের অনুভূতি সেই অধ্যায়ের নানা শ্লোকে (৮।১১) ইত্যাদি; নবম অধ্যায়ের বহু শ্লোকে; দশম অধ্যায়ের বিভূতি সমূহের কথা, এমন কি একাদশ অধ্যায়ের বিশ্বরূপ "কালের"

অর্থ ও ধারণা—এই সব বিজ্ঞানের অর্থাৎ বিশিষ্ট জ্ঞানের কথা।

তাঁহার নানা অব্যক্ত বিভাবের, যথা ব্রহ্ম কূটস্থ, পরমাত্মা অধ্যাত্ম, অধিদৈব, অধিভূত, অধিযজ্ঞ, (এ অধ্যায়ে এই শেষের গুলিও আছে) এবং বহু ব্যক্ত বিভাবের কথা, অব্যক্ত বিভাব সমূহের পরিচিন্তন এবং ব্যক্ত বিভাব সমূহের উপাসনার কথা, এ সব, আমাদের বর্গীকরণে, বিজ্ঞান শব্দের 'ভিতর পড়ে। জ্ঞানের কথা ও বিজ্ঞানের কথা, দুই-ই এ অধ্যায়ে আসিয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয়, এ অধ্যায়ের নাম জ্ঞান বিজ্ঞান যোগ হইয়াছে। জ্ঞান axiomatic truth বলিয়া এক কিন্তু বিজ্ঞান, speculative বা metaphysical theories, উহা বহু হইবেই, বহু সাধকের, বহু দর্শকের বহু দৃষ্টি কোণে পাওয়া হয় বলিয়া।

আমাদের মোটা বুদ্ধির ব্যাখ্যার জন্য ক্ষমা চাহিয়া, যাহা অন্যেরা বলিয়াছেন, তাহাও দিলাম।

রামকৃষ্ণদেব। তাঁকে বিশেষরূপে জানাই বিজ্ঞান। কাঠে আগুণ আছে। এই বোধ, এই বিশ্বাসের নাম জ্ঞান। সেই আগুণে ভাত রাঁধা, খাওয়া, খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হওয়ার নাম বিজ্ঞান। ঈশ্বর আছেন, এই বোধই জ্ঞান ; তাঁর সঙ্গে আলাপ, তাঁকে নিয়ে আনন্দ করা, বাৎসল্য ভাবে, সখ্য ভাবে, দাস্য ভাবে, মধুর ভাবে, এরই নাম বিজ্ঞান। জীব জগৎ তিনি হয়েছেন এইটি দর্শনকরার নাম বিজ্ঞান। কেউ দুধ শুনেছে, কেউ

দেখেছে জ্ঞানীরা দেখেছে, বিজ্ঞানী খেয়েছে, খেয়ে আনন্দলাভ করেছে ও হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে।—বিজ্ঞানী ঈশ্বরের আনন্দ বিশেষ ভাবে সম্ভোগ করে। —নারদাদি আচার্যা বিজ্ঞানী।....জ্ঞানী ভয়-তরাসে, বিজ্ঞানীর কিছুতেই ভয় নাই। সে আকার, নিরাকার দুই-ই সাক্ষাৎকার করেছে। ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ করেছে। যার আছে জ্ঞান, তার আছে অজ্ঞান; জ্ঞান অজ্ঞান দুই পার হয়ে হয় বিজ্ঞান।

শঙ্কর। শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশে, আত্ম-অনাত্ম, বিদ্যা অবিদ্যা আদি পদার্থের যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম জ্ঞান; আর, সেই ভাব, বিশেষরূপে অন্তঃকরণে অনুভবের নাম বিজ্ঞান।

রামানুজ। আত্মস্বরূপ বিষয়ক জ্ঞান; আর প্রকৃতি বিলক্ষণ স্বরূপ বিষয়ক সাঙ্গোপাঙ্গ জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান সভক্তি উপাসনা, জ্ঞান; উপাসনা সম্বন্ধী গতিভেদের জ্ঞান, বিজ্ঞান। লোক পর-লোকের যথার্থ স্বরূপের বোধ, জ্ঞান! পরমতত্ত্ব বিষয়ে অসাধারণ বিশেষজ্ঞানের নাম বিজ্ঞান। ঈশ্বর চিৎ অচিৎ যাবতীয় বস্তুতে বিরাজমান হইলেও, স্বকীয় অনন্তত্ব মহত্ব ও বিভূতিমত্বাদি হেতু তৎসমস্ত হইতে পৃথক; বিবিক্তাকার বিষয়ক জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলে। (দামোদের) প্রকৃতি সংসর্গ রহিত স্বরূপের সাঙ্গোপাঙ্গ জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান।

শ্রীধর। জ্ঞান, আত্মবিষয়ক; বিজ্ঞান শাস্ত্রীয়। জ্ঞান, শাস্ত্রাচার্য্য উপদেশ জনিত; বিজ্ঞান, নিদিধ্যাসনে উৎপন্ন অপরোক্ষ। জ্ঞান, অধ্যাত্ম বিষয়ক; বিজ্ঞান মুক্তি বিষয়ক।

জ্ঞান আত্মবিষয়ক ; বিজ্ঞান, শাস্ত্রের সেই সব তত্ত্বের জ্ঞান, যাহার উপর আত্মজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত।

বিশ্বনাথ। ঐশ্বর্য্য বিষয়ক, জ্ঞান ; মাধুর্য্যময় ভাব উপলব্ধি, বিজ্ঞান।

মধুসূদন। জ্ঞান = শাস্ত্র ও আচার্য্য উপদেশে উৎপন্ন পরোক্ষ জ্ঞান, ও বিজ্ঞান = তাহারই স্বরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান। বিজ্ঞান = যেরূপ বিচার করিবে সেই শাস্ত্রীয় উপদেশ শ্রবণ জন্য পদার্থ বিষয়ক জ্ঞানের উপর যে অপ্রামাণ্য শঙ্কা তাহার যাহাতে নিরাকরণ হয়, সেইরূপ বিচারে, নিজ অনুভবে সেইশ্রুতির সেই প্রকার স্বরূপের অপরোক্ষ করা। ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান, স্বভাবতঃ অপরোক্ষ হইলেও অসম্ভাবনা আদি প্রতিবন্ধক থাকায়, তাহা যখন ফল জন্মাইতে পারে না, অর্থাৎ অবিদ্যানাশ করিতে পারে না, তখন ইহা পরোক্ষ বলিয়া উপচারিত হয়, কারণ অপরোক্ষ জ্ঞানের ফল বা কার্য্য যে অপরোক্ষ ভ্রম দূর করা তাহা ইহার দ্বারা হয় না, কারণ তখনও অসম্ভাবনাদিরূপ প্রতিবন্ধক রহিয়াছে ; প্রতিবন্ধক থাকিলে কার্য্য উৎপন্ন হয় না। যখন প্রতিবন্ধক দূরীকৃত হয়, তখন তত্ত্বমসি প্রভৃতি বেদান্ত বাক্য বিচার পরিপক্ক হইলে তজ্জনিত শব্দ প্রমাণের প্রভাবেই যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা অবিদ্যার নাশরূপ ফল জন্মাইয়া থাকে, তখন তাহাকে অপরোক্ষ বলা হয়। আর তাহা বেদান্ত বাক্য বিচার উৎপন্ন বলিয়া বিজ্ঞান বলা হয়, (৯।১) জ্ঞান = শব্দ প্রমাণক, অর্থাৎ একমাত্র বেদ হইতে বিজ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ক ;

বিজ্ঞান = ইহার শেষে ব্রহ্মানুভব থাকে। (৮।৪২ জ্ঞান = বেদ এবং বেদাঙ্গবিষয়ক ; বিজ্ঞান = বেদের কর্ম্মকাণ্ডে বিজ্ঞান অর্থে যজ্ঞাদি কর্ম্মে কুশলতা, এবং ব্রহ্মকাণ্ডে বিজ্ঞান অর্থে ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব অনুভব।

গোয়েন্‌কা। জ্ঞান = ভগবানের নির্গুণ নিরাকার তত্ত্বের প্রভাব মাহাত্ম্য ও রহস্য সহিত পূর্ণরূপে জানা। বিজ্ঞান = সগুণ নিরাকার ও সাকার তত্ত্বের নানা রহস্য গুণ, মহত্ব ও প্রভাবাদির পূর্ণ জ্ঞান।

ব্যোমব্রহ্ম। প্রকৃতি, বিজ্ঞান। ব্রহ্ম, জ্ঞান।

চিন্তামণি। জ্ঞানের দ্বারা নির্বিকার ব্রহ্মকে ও বিজ্ঞানের দ্বারা সগুণ ব্রহ্মকে পাওয়া যায়।

গিরীন্দ্র শেখের। জ্ঞান = প্রত্যক্ষ ও অনুভব সিদ্ধ প্রতীতি। এই জ্ঞান যখন যুক্তি, তর্ক, বুদ্ধি বিচার দ্বারা পরিপুষ্ট হয়, তখন তাহাকে বিজ্ঞান বলে। যথা Science and philosophy বিজ্ঞানের অপর নাম দর্শন।

সন্তদাস। সবিজ্ঞান জ্ঞান = এই সকলেই নিশ্চিন্ত জ্ঞানের সহিত আমার স্বরূপ বিষয়ের জ্ঞান।

কেহ জ্ঞানকে পারমার্থিক বিজ্ঞান ও জ্ঞানকে অপারমার্থিক জ্ঞান বলিয়াছেন।

Radhakrishnan. The wisdom of the Vedanta and the detailed knowledge of the Sankhya. জ্ঞান is interpreted as wisdom, the

direct spiritual illumination, and বিজ্ঞান is detailed rational knowledge of the principle of existences. He must have knowledge of the relationless Absolute, but also of Its varied manifestations. Meta-physical truth and scientific knowlege.

Gandhi-Desai. Knowledge and discrimination of the Self. Quotes Dhammapada and and Bri. U p. 2-4 5 and Caha up. 8 7-1.

Modi. জ্ঞান is knowledge of the Lord, with His প্রকৃতি and আধিভূতাদি aspects. বিজ্ঞান = knowledge of the Lord in His special forms.

তিলক। জ্ঞান ও বিজ্ঞান = বিবিধ জ্ঞান (৬৮) কতকগুলি লোক বিজ্ঞানের অর্থ, অনুভবিক ব্রহ্মজ্ঞান করেন; পরন্তু উপরের কথানুসারে আমি জানিতেছি যে পরমেশ্বরী জ্ঞানেরই সমষ্টিরূপ, জ্ঞান; এবং ব্যষ্টিরূপ বিজ্ঞান। (১৬।৪২ জ্ঞান = অধ্যাত্ম জ্ঞান, বিজ্ঞান = বিবিধ জ্ঞান।

রামদয়াল। জ্ঞান = শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশে উৎপন্ন পরোক্ষ জ্ঞান; বিজ্ঞান = অপরোক্ষ জ্ঞান, আত্মানুভব। জ্ঞান বিজ্ঞানে তৃপ্ত হওয়াই সমাধি। (৯।১) বিজ্ঞানের অধিকার লাভ করিতে হইলে সগুণ উপাসনা আবশ্যক, ধ্যেয় ঈশ্বরের উপাসনা চাই। (১৮ ৪২) বিজ্ঞান = কর্ম্মকাণ্ডীয় যজ্ঞাদির সাধন কৌশল এবং জ্ঞান = জ্ঞান কাণ্ডীয় ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বানুভব।

অরবিন্দ। মূলতত্ত্বকে জানা জ্ঞান; উহার বিকাশকে সর্ব্বতোভাবে জানা বিজ্ঞান। পরম ভাগবত সত্তার আধ্যাত্মিক উপলব্ধিই জ্ঞান, এবং প্রকৃতি পুরুষ প্রভৃতিরূপে, বিশ্বলীলার মাঝে ভগবানের যে আত্মপ্রকাশ হইয়াছে সে সম্বন্ধে নিগূঢ় সত্য-জ্ঞানই বিজ্ঞান।

কৃষ্ণানন্দ। পরমেশ্বর অদ্বিতীয় পূর্ণস্বরূপ, এইরূপ বুঝিতে পারার নাম জ্ঞান, এবং শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা আমাকে, পরমাত্মাকে, অনুভব করার নাম বিজ্ঞান।

Gandhi Desai Sankara translates জ্ঞানবিজ্ঞান as knowledge and experience Tilak takes বিজ্ঞান to mean knowledge of the physical world. Radhakrishnan takes it to mean the intellectual apprehension of the details of existence. I am inclmed to think that the explanation of these terms is to be sought in the Sankhyan use of them. There জ্ঞান is the experience of the self and বিজ্ঞান is discriminatory knowledge of the self as distinct from all that is not-self. সাংখ্যকারিকা says, that the emancipation from all misery is possible only by a discriminatory knowledge of the manifest, the unmanifest

and the knower. It is this discriminative knowledge that the Upanisad has in view, when Br 2.4 4 says that the Atman has to be seen harkened to, thought on, and understood as distinct from all that is not-self (বিজিজ্ঞাসিতব্য etc. ছা ২।৭।১)

তিলক। সৃষ্টিতে অনেক প্রকারের বিনশ্বর পদার্থে, একই অবিনাশী পরমেশ্বর প্রবিষ্ট রহিয়াছেন ইহা বুঝিবার নাম জ্ঞান ; এবং একই নিত্য পরমেশ্বর হইতে বিবিধ নশ্বর পদার্থের উৎপত্তি বুঝিয়া লওয়াকে বিজ্ঞান বলে ১৩.৩০) ইহাকেই ক্ষরঅক্ষর বিচার বলে।

মহানামব্রত। কেবল বর্ণনা নহে উপায়ও দেখাইয়া দিবেন। কেহ বলেন জ্ঞান = নিত্য বস্তুর জ্ঞান, আর বিজ্ঞান নিত্যবস্তুর সঙ্গে অনিত্য বস্তুর সম্পর্কের জ্ঞান ; পুরুষতত্ব জ্ঞান ; পুরুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্বন্ধ বিজ্ঞান। ......প্রকৃতি পুরুষ তত্ব, সাংখ্য দর্শনে মূল আলোচ্য বিষয়; ইহাই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ব, উপনিষদের জড় চৈতন্য ; জ্ঞেয়-জ্ঞাতা।

তিলক। পূর্ব্ব অধ্যায়ে যোগযুক্ত পুরুষের বর্ণনা করা হইয়াছে, যে, যোগযুক্ত জ্ঞানবিজ্ঞানে তৃপ্ত (৬।৮) পুরুষ সমস্ত প্রাণীতে পরমেশ্বরকে এবং পরমেশ্বরে সমস্ত প্রাণীকে দেখে। অতএব এখন বলা উচিত যে, জ্ঞান ও বিজ্ঞান কাহাকে বলে, এবং কোন মার্গে মোক্ষ পাওয়া যায়। ....সৃষ্টিতে নানা পদার্থে

ভগবান প্রবিষ্ট রহিয়াছেন, ইহা বুঝিবার নাম "জ্ঞান" আবার সেই একই নিত্য পরমেশ্বর হইতে নানা পদার্থের উৎপত্তি হইতেছে। ইহা বুঝিবার নাম বিজ্ঞান। ....পরমেশ্বরের অব্যক্ত স্বরূপ কেবল বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণ যোগ্য; এবং ব্যক্ত স্বরূপ প্রত্যক্ষ অবগম্য।

সমন্বয় ভাষ্য গৌর গোবিন্দ)। পুনঃপুনঃ তাঁহাতে চিত্ত স্থাপন ও ভজন বন্দনাদি দ্বারা তাঁহাতে অনুরাগ স্থিরতর করা আবশ্যক। দ্বিতীয় ষটকের এইজন্যই অবতারণা। অপরোক্ষ জ্ঞানমূলক বলিয়াই এ শাস্ত্র বিজ্ঞান-প্রধান। ৭।২ ও ৯।১ শ্লোকে ইহাই ধ্বনিত হইয়াছে। গীতা ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রহ্মবিজ্ঞান ব্রহ্মের স্বরূপ ও লক্ষণ, জীব ও জগতের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ, জীব ও জগতের ব্রহ্ম শক্তিত্ব, জীব ও জগতের স্বরূপ, যাহা হইতে এই সকল বিষয়ের জ্ঞানলাভ করা যায়, তাহা ব্রহ্ম বিজ্ঞান। ব্রহ্ম জীব ও জগৎ, এ তিনের স্বরূপ প্রত্যক্ষ গোচর করিয়া, তৎসম্বন্ধে জ্ঞানোপদেশ করা হইয়াছে বলিয়াই বিজ্ঞান সংজ্ঞা
৭।৩ তাঁহাকে জানা সত্যই অতি কঠিন। তাই বলিলেন—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্ মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ। ৩

পদচ্ছেদ। মনুষ্যাণাম্ সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে, যততাম্ অপি সিদ্ধানাম্ কশ্চিৎ মাম্ বেত্তি তত্ত্বতঃ।

অন্বয়। সহস্রেষু মনুষ্যাণাম্ কশ্চিৎ সিদ্ধয়ে যততি, যততাম্ সিদ্ধানাম্ অপি কশ্চিৎ মাম্ তত্ত্বতঃ বেত্তি।

কঠিন শব্দ। সিদ্ধয়ে যততি = সিদ্ধিলাভের জন্য অর্থাৎ ধ্যান বা চিত্ত স্থৈর্য্য যোগ বা কর্ম্মযোগাদিতে কৃতকৃত্যতা লাভের জন্য যত্ন করে, "সিদ্ধির নিমিত্ত অর্থাৎ সত্ত্ব শুদ্ধিকে দ্বার করিয়া জ্ঞানোৎপত্তি লাভের জন্য যত্ন করিয়া থাকে", (মধুসূদন), "to attain perfection in eternal bliss (ভক্তি প্রদীপ)। যততাম্ সিদ্ধানাম্ = প্রযত্নকারী যোগী বা সাধকদিগের মধ্যে। তত্ত্বতঃ বেত্তি = স্বরূপতঃ জানিতে সক্ষম হন, (অর্থাৎ আমি কি, কেন অবতীর্ণ হই, কি করি, জীব ও জগতের সহিত আমার সম্বন্ধ কি ইত্যাদি জানিতে ; জ্ঞান বিজ্ঞান সহ জানিতে ; দর্শন শাস্ত্রানুযায়ী যথা ব্রহ্ম কি, অধিদৈব কি, ইত্যাদি জানিতে ; in My Prime Essence (ভক্তি প্রদীপ)। তত্ত্বতঃ শব্দ গীতার কয়েক স্থানে আসিয়াছে, যথা ৪।৯; ৬।২১; ৭।৩; ১০।৭; ১৮।৫৫। (বাহির, ভিতর, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, জ্ঞান বিজ্ঞান, সকল দিক দিয়া, এবং যথার্থ কি, তাহা জানিবার চেষ্টায় জানা ; তাঁহার দুই প্রকৃতি, তিনি সর্ব্বকারণ কারণ ইত্যাদি ও তিনি অনন্য ভক্তি চাহেন ইত্যাদি জানা; তত্ত্বতঃ বাক্যের বা জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যতম কথা, সৃষ্টিতে ভগবানের হাত ও তাঁহার স্থিতি। তত্ত্বতঃ, যথা ঘড়াটা মাটিরই, ইহাই তত্ত্ব।

সিদ্ধি = কেহ বলিয়াছেন, যোগে সিদ্ধি, যোগ বিভূতি। শ্রীধর, আত্মজ্ঞান। শঙ্কর; মোক্ষ। কেহ, সত্ত্ব শুদ্ধি সম্পন্ন

হওয়া ; কেহ, জীবাত্মা প্রকৃতির কবলে না পড়া। তত্ত্বতঃ=কেহ বলিয়াছেন, প্রকৃতি, মহৎ ইত্যাদি লইয়া। গিরীন্দ্র শেখর, বলেন, বিজ্ঞানরূপ তত্ত্ব। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন, সাক্ষাৎ অনুভব। কশ্চিৎ মাম্ বেত্তি - "লক্ষের দু একটা কাটে; হেঁসে দাও মা হাত চাপড়ি" (রামপ্রসাদ) "কোটীতে ওটিক"।

Modi সিদ্ধি = Perfection. সিদ্ধানাম্ = মুমুক্ষু। But all সিদ্ধs do not know কৃষ্ণ।

'সিদ্ধি' occurs in 3।4, 4 2, 5।49, 12।10, 14।10, 16।28, 18।45. 46, 49, 50.

সংসিদ্ধি occuss in 3।23 6।43, 8।15, 18।45.

সচ্চিদানন্দ। যততি = যোগারুরুক্ষু। সিদ্ধ = যোগারূঢ়।

Telang. Among thousands of men, only some work for perfection (knowledge of the self); and even of those who have reached perfection and who are assidious, only some know me truly.

অনুবাদ। সহস্র মনুষ্যের ভিতর মাত্র কেহ কেহ সিদ্ধিলাভের জন্য অর্থাৎ নিজ সাধনার কৃতকৃত্য হইতে) যত্ন করিয়া থাকে ; আর সেই যত্নশীল সাধকদিগের ভিতর, মাত্র কেহ কেহই আমাকে স্বরূপতঃ জানিতে পারেন। (নিজ নিজ সাধনায় সিদ্ধ হইতে যত্নে থাকায় যে ভগবানকে পাওয়া যায় তাহা নহে; আরও কিছু চাই। কেন উপ ২।২ ; কঠ উপ ৬।১২)

মধুসূদন। সহস্র সহস্র পুরুষের মধ্যে হয় তো কোনও এক ব্যক্তি বহু জন্মের পুণ্যপুঞ্জের ফলে নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক লাভ করিয়া সিদ্ধির নিমিত্ত সত্ত্বশুদ্ধি পূর্ব্বক জ্ঞানোৎপত্তি লাভের জন্য যত্ন করিয়া থাকে; আবার যাহারা জ্ঞানলাভের জন্য সচেষ্ট, যাঁহারা পূর্ব্বে পুণ্য করিয়াছেন তাদৃশ সাধকগণের মধ্যেও, হয়তো কোনও একজন, শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের পরিপক্কতা হইলে, গুরুর দ্বারা উপদিষ্ট 'তত্ত্বমসি, প্রভৃতি বেদান্ত মহা বাক্যের প্রভাবে আমাকে— ঈশ্বরকে, তত্ত্বতঃ অর্থাৎ প্রত্যাগাত্মার সহিত অভিন্ন ভাবে সাক্ষাৎ করিতে পারে। অর্থাৎ আত্মজ্ঞান সাধনকারী দুর্লভ, আবার ইহাদের মধ্যেও মোক্ষফল ভাগী আরও দুর্লভ।

কৃষ্ণানন্দ। সিদ্ধয়ে = জ্ঞানলাভের জন্য। ....ভগবানকে শঙ্খ চক্রধারী রামকৃষ্ণাদিরূপে অনেকে জানে বটে, কিন্তু তাহা তো তাঁহার নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ নহে, মায়াকল্পিত বিগ্রহ মাত্র। ....অনেক জন্মের পর মনুষ্যদেহ, তারপর সিদ্ধ, তারপর বিবেকী।

Krishna Prem. This verse is not said in order to depress the disciple, but in order to keep him humble, now that he is on the Path of Illumination. The wonderous knowledge is the knowledge of Krishna, the undying Atman, the stainless Eternal being that lies behind all changes. "It is not known by him who

says he knows It, though known by him who knows It not' (কেন উ ২৩) That from which all words, together with the mind turn back unable to attain."

রামানুজ। যার শাস্ত্রে অধিকার আছে সেই মনুষ্য নামের যোগ্য।....মাত্র কেহই আমা হতে সিদ্ধি প্রাপ্তির যত্ন করে। ....মাত্র কেহই আমায় তত্বতঃ অর্থাৎ যথার্থ রূপে জানিতে পারে। ....স মহাত্মা সুদুর্লভ। মাং তু বেদ ন কশ্চন।

শ্রীধর। আমার ভক্তি ব্যতীত আমার জ্ঞান দুর্লভ। সিদ্ধি =আত্মজ্ঞান, পূর্ব্বজন্মের পুণ্যে কেহ পান। ....মাত্র কেহই আমার কৃপায় আমাকে জানিতে পারেন।

Radhakrishnan. সিদ্ধি=perfection. Most of us do not even feel the need for perfection. We grope along by the voice of tradition and authoritv. Of those who strive to see the truth and reach the goal, only a few succeed. Of those who gain the sight, not even one learns to live by the sight.

শঙ্কর। সহস্র মনুষ্যের ভিতর কোন একটিই সিদ্ধির জন্য যত্ন করে। আর সেই যত্নকারী সিদ্ধদিগের ভিতর যাহারা মোক্ষের নিমিত্ত যত্ন করে, তাহারা এক প্রকার সিদ্ধই, তাহাদিগের ভিতর মাত্র কোন একটি আমাকে তত্বতঃ অর্থাৎ যথার্থ ভাবে জানিতে সমর্থ হয়।

৭৪ 'তত্ত্বতঃ" বা বিজ্ঞানের কথা ভাবে, প্রথমে সৃষ্টিতত্ত্ব আরম্ভ করিলেন।

তত্ত্বতঃ বাক্যের অন্যতম কথা, সৃষ্টিতে ভগবানের হাত ও কিসে কি ভাবে আছেন, এবং কেন তাঁহার দিকে মানুষের মন যায় না।

ভূমি রাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ

অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা। ৪।

পদচ্ছেদ। ভূমিঃ আপঃ অনলঃ বায়ুঃ খম্ মনঃ বুদ্ধিঃ এব চ, অহংকারঃ ইতি ইয়ম্ মে ভিন্না প্রকৃতিঃ অষ্টধা।

অন্বয়। ভূমিঃ আপঃ অনলঃ বায়ুঃ খম্ মনঃ বুদ্ধিঃ, চ, অহঙ্কারঃ এব ইতি ইয়ম্ অষ্টধা ভিন্না মে প্রকৃতিঃ।

কঠিন শব্দ। অনেকের মতে ভূমি অপ্ অনল বায়ু আকাশ দ্বারা, তাহাদের পঞ্চ তন্মাত্র গন্ধ রস রূপ স্পর্শ ও শব্দ লক্ষিত হইতেছে ; মন দ্বারা (লক্ষণাবৃত্তিতে) অব্যক্ত প্রকৃতি লক্ষিত হইয়াছে। অথবা মন শব্দ মনের কারণ অহঙ্কার তাহার লক্ষক ; অহংকার শব্দের দ্বারা বাসনা দ্বারা বাসিত অবিদ্যাত্মক অব্যক্ত লক্ষিত। মন সংখ্যা মতে "প্রকৃতি" নহে। অহঙ্কার = অহংজ্ঞান, perverted ego (ভক্তিপ্রদীপ)। অষ্টধা ভিন্না = আট প্রকারের বিভক্ত, আট উপাদান যুক্ত। (শ্বে ২'১২; ৬ ১; মৈত্রী ৬।৫ ; মহাভারত ৩।২১০।১৭; ৩।২১১।৩; ১২।৩১১।১০

অনুবাদ। ভগবান বলিলেন, ক্ষিতি, অপ্ তেজ, মরুৎ ব্যোম, মন বুদ্ধি, অহঙ্কার এই আট প্রকারে বিভক্ত আমার এক প্রকৃতি

আছে, যাহাকে বলে অপরা প্রকৃতি, (ইহা আমারই একটি শক্তি, বহিরঙ্গা শক্তি)। এই অপরা প্রকৃতি, জগতের অন্যতম উপাদান প্রত্যগাত্মা ছাড়া, সব কিছুরই উপাদান। ইহা ত্রিগুণময়ী, সেইজন্য জগতের সব বস্তু ত্রিগুণময়। মানুষ নিজ নিজ কর্ম্মের ফল ভোগ করে। ভগবৎ নিয়ম অনুযায়ী সেই ফলের ভোগ করান, ইহাও প্রকৃতির একটি কাজ। কৃতকর্ম্মের ফলে সংস্কার, এবং সংস্কার হইতে স্বভাব হয়; তাহাকেও ঐজন্য, সাধারণ ভাষায় প্রকৃতি বলা হয়। ত্রিগুণের বশে, (যাহাকে মায়ার বা অশুদ্ধা মায়ার বশে, বলা হয়, কারণ, অপরা প্রকৃতির আর এক নাম মায়া) মানুষ বিষয়াভিমুখে থাকে, ভ্রমে থাকে ও ঈশ্বরাভিমুখী হয় না। স্থূল শরীরের উপাদান ক্ষিতি আদি পঞ্চভূত। আর সূক্ষ্ম শরীরের উপাদান, মন বুদ্ধি ও অহংকার। কারণ শরীর অন্তরতম শরীর, তাহাতে থাকে সংস্কার, প্রারব্ধ।

আমরা অনেকবার বলিয়াছি, শ্রীকৃষ্ণ অনেক জিনিসই সুসংস্কৃত করিয়াছেন। সাংখ্য ও বেদান্ত, জগতের উপাদান তত্ত্ব ও সৃষ্টিতত্ত্ব নিজ নিজ কল্পনানুযায়ী করিয়াছেন। কিন্তু তবুও দুইটিতেই জটিলতা আসিয়াছে, যাহা সহজ বুদ্ধি অনুযায়ী নহে। ইংরাজীতে বলে matter and mind, এই লইয়াই আমরা। mind এর ভিতর soul বাদ দিয়া যদি অন্তঃকরণকে মাত্র রাখা হয়, তাহা হইলে পাওয়া যায় বেশ সরল বর্গীকরণ। গীতাও ঠিক এইরূপ বর্গীকরণ করিয়াছে। Matter-এ রাখিয়াছে

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, ও mind-এ রাখিয়াছে মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চপ্রাণ ইত্যাদি না পরিহার করিয়া, জটিলতা আনে নাই। জীবাণু amoeba ইত্যাদি হইতে মানুষ পর্য্যন্ত, যাহা কিছু লওয়া যাউক না কেন প্রথমে শরীরে জাগে instinct, ইহাই 'বুদ্ধি, প্রাথমিক বুদ্ধি"। তাহার পর, সঙ্গে সঙ্গে জাগিতে আরম্ভ করে "প্রাথমিক আমার" ভাব ও "প্রাথমিক চিন্তা শক্তি" ইহাই অহঙ্কার ও মন। খুব সুন্দর বর্গীকরণ, যুক্তিপুর্ণ ও সরল, এবং গীতা ইহাই লইয়াছে। পঞ্চভূতজ দেহ-সংঘাতের ভিতরই দশ ইন্দ্রিয় ইত্যাদি পড়ে; ঐ গুলিকে পৃথক ভাবে বলিবার কোন প্রয়োজনই নাই। গীতা খুবই practical, মাত্র সার সার জিনিষ লইয়াছে।

কারণের কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে, যাহার পর আর চলে না, সেই আদি কারণ, সেই অমূল মূলকে সংখ্যদর্শন প্রকৃতি বা অব্যক্ত বলিয়াছেন, অব্যক্ত এইজন্য যে উহা চক্ষুরাদির অগোচর; উহার কার্যাসমূহ পর্য্যালোচনার দ্বারাই উহা উপলব্ধ হয়। সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণ ইহার উপাদান; প্রকৃতি এই নাম, ইহাদের সাম্যাবস্থাকে দেওয়া হয়। সাংখ্যকারিকায় ইহাকে, ত্রিগুণমবিবেকি বিষয়ং সামান্যমচেতনং প্রসবধর্ম্মী বলা হইয়াছে। সাংখ্য মতে প্রকৃতি এক, পুরুষ বহু। পুরুষ সন্নিধানে জড়া প্রকৃতি চেতনিত অবস্থা লাভ করে ও তত্ত্বাদির উদ্ভব হয়। চেতনিত প্রকৃতিতে পুরুষ তদাত্মকত্ব প্রাপ্ত হয় ও তাহার ফলে,

প্রকৃতির কার্য্যের ফলের ভোক্তা হয়, অর্থাৎ সুখ দুঃখ প্রাপ্ত হয়। অন্যত্র এ সব বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। প্রকৃতির প্রথম বিকার মহৎতত্ত্ব বা বুদ্ধি তত্ত্ব। এই বুদ্ধি তত্ত্বের সাত্ত্বিক ভাব, ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ও ঐশ্বর্য্য, এবং তামসিক ভাব ইহাদের যাহা বিপরীত। বুদ্ধি হইতে অহংকার (অহংভাব) অহংকার হইতে সাত্তিকাংশে মন, রাজসাংশে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, ও তামশাংসে পঞ্চ তন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ) উৎপন্ন হয়। পঞ্চ তন্মাত্র হইতে যথাক্রমে পঞ্চ মহাভূত (ব্যোম, মরুৎ, তেজঃ, অপ ও ক্ষিতি) উৎপন্ন হয়। সাংখ্য মতে এইগুলি ও প্রকৃতিকে লইয়া ২৪ তত্ত্বের সমষ্টি হয়। পুরুষকে লইয়া ২৫। কেহ কেহ এই ২৪টির সহিত পঞ্চপ্রাণ (প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান) যোগ করেন। কেহ কেহ চিত্তকেও যোগ করেন, আবার কেহ উহাকে মনের ভিতর ধরেন। (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় = চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্। পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় = হাত, পা, বাগিন্দ্রিয়, উপস্থ ও পায়ু)। বুদ্ধি, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র, এই সাতটিকে প্রকৃতি-বিকৃতি বলা হয়—'প্রকৃতি', কারণ ইহারা প্রকৃতিরই মত উৎপাদক (বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে মন ইত্যাদি ও পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চভূত জন্ম লয়) এবং 'বিকৃতি' কারণ ইহারা 'বিকার' বা জন্ম প্রাপ্ত হয় (বুদ্ধি প্রকৃতি হইতে, অহঙ্কার বুদ্ধি হইতে, পঞ্চ তন্মাত্র অহঙ্কার হইতে জন্ম পায়)। বাকী ষোলটিকে (মন পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়,

পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত) 'বিকৃতি' বলা হয়, কারণ উহারা উৎপাদক নহে, উৎপাদিত) স্থূল। শরীরের ভিতরের ধাপ সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীর, ইহার ভিতর ধরা হয় ১০ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন, ও বুদ্ধি। ইহার ভিতর থাকে সংস্কার ও অবিদ্যাত্মক কারণ শরীর।

গীতার ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ ও প্রকৃতি পুরুষ তত্ত্ব, তত্ত্বভাবে এক প্রকারের বলিয়া, সেই তত্ত্বভাব এক সঙ্গে বিবৃত হইয়াছে, একোদশ অধ্যায়ে। প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রকৃতি ভগবানের শক্তি ইত্যাদি কথা, আমরা উপরে বলিয়াছি ; গীতায় প্রকৃতিকে ধাপে ধাপে পুষ্ট ও ব্যাখ্যাত করা হইয়াছে, ইহা অন্যত্রে আলোচিত হইবে। এই চতুর্থ শ্লোকের প্রকৃতিকে ভগবানের অপরা প্রকৃতি এবং ইহা অষ্টধা বিভক্ত বলা হইয়াছে। অষ্ট কথায় অনেকেই একটু বিশেষত্ব পান, যথা শিবের অষ্টমূর্ত্তি ; দুর্গা ও রাধার অষ্ট সখী, কিন্তু দুর্গা ও রাধার বিভাব উহারা নহেন)। (এখানে প্রকৃতি যেন আট ভাগে বিভক্ত বলা হইয়াছে, প্রকৃতি ও আট বলা হয় নাই।)

গীতার অপরা প্রকৃতির আট ভাগ ও সাংখ্যের প্রকৃতি ও প্রকৃতি-বিকৃতি লইয়া যে আট হয়, ইহাদের ভিতর খুব সাদৃশ্য নাই। মাত্র বুদ্ধিও অহঙ্কার, দুইয়েতেই আছে। সাংখ্যে প্রকৃতিকে আটের ভিতর লওয়া হইয়াছে। গীতায় প্রকৃতি আটে নাই, উক্ত আট, প্রকৃতিরই আট ভাগ। সাংখ্যে মনকে (বিকৃতি বলিয়া) আটে রাখা হয় নাই, গীতায় রাখা হইয়াছে॥ সাংখ্যে

পঞ্চ তন্মাত্রকে আটে রাখা হইয়াছে, পঞ্চ ভূতকে নহে; গীতায় পঞ্চভূতকে লওয়া হইয়াছে, পঞ্চ তন্মাত্রকে নহে। সাংখ্যে ও গীতায় কিছু সাদৃশ্য আনিবার জন্য অনেকেই (যথা শঙ্কর) গীতার পঞ্চভূতের দ্বারা পঞ্চ তন্মাত্র বিবক্ষিত হইয়াছে বলিয়াছেন, এবং গীতার মন শব্দের দ্বারা অহঙ্কার ও অহঙ্কার শব্দের দ্বারা অবিদ্যাযুক্ত অব্যক্ত বিবক্ষিত হইয়াছে বলিয়াছেন; যুক্তি এই দিয়াছেন যে বাসনা যুক্ত অব্যক্তকে অহংকার বলা যাইতে পারে, যে ভাবে বিষযুক্ত অন্নকে বিষ বলা হয় (শঙ্কর)। মধুসূদন লক্ষণা-বৃত্তি ইত্যাদি আনিয়া অনেকটা এইরূপই ব্যাখ্যা দিয়াছেন। সাংখ্যে সচেতন পুরুষ ও জড়া প্রকৃতি, দুই স্বতন্ত্র তত্ত্ব। গীতায় পুরুষ ও প্রকৃতি দুইই পরমেশ্বরের প্রকৃতি।

তন্মাত্র = তৎমাত্র = "উহাই" অর্থাৎ পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূত। অথবা তৎমাত্রা অর্থাৎ ঐ ভূতেদের বিশিষ্টতা বা মাপকাটি, যথা পৃথিবী-সূক্ষ্মভূতের পাঁচটি মাপ বা বিশিষ্টতা আছে, শব্দ, স্পর্শ, রূপ রস, গন্ধ।

গীতায় ছক্ অতীব সরল ও practical; সাংখ্যের ছক্ দেওয়াই হইয়াছে আরও দুই একটি ছক্ দেওয়া হইল, ও আনুষঙ্গিক ভাবে, বেদান্তাদি হইতে আরও কিছু কথা নীচে বলা হইল।

বেদান্তের ছক্ অন্য প্রকারের। ব্যোম হইতে মরুৎ, তাহা হইতে তেজ, তাহা হইতে অপ ও তাহা হইতে ক্ষিতি উৎপন্ন হয়। ব্যোমের একমাত্র মাত্রা বা গুণ তাহা শব্দ; মরুৎ-এ

আছে দুই মাত্রা. শব্দ. স্পর্শ; তেজে আছে তিন মাত্রা. শব্দ, স্পর্শ, রূপ; অপ-এ আছে চার মাত্রা, শব্দ, স্পর্শ রূপ, রস; ক্ষিতিতে আছে পাঁচ মাত্রা, শব্দ, স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ। ব্যোম, মরুৎ, তেজ, অপ ও ক্ষিতি, সূক্ষ্ম ভূতকে পঞ্চীকৃত করিলে, যথাক্রমে স্থূলভূত (বা স্থূল মহাভূত) পাওয়া যায়। পঞ্চীকৃত করার ক্রিয়া এইরূপ:—আট আনা সূক্ষ্ম ক্ষিতিভূত, (বা মহাভূত) ও দুই আনা সূক্ষ্ম অপ ভূত, দুই আনা সূক্ষ্ম তেজ ভূত, দুই আনা সূক্ষ্ম মরুৎভূত ও দুই আনা সূক্ষ্ম ব্যোম ভূত মিলাইলে যে ষোল আনা হয়, তাহা স্থূল ক্ষিতিভূত (বা মহাভূত); এই স্থূল ক্ষিতিভূত-অণু বা অণুর সমষ্টিকে আমরা ক্ষিতি বা মাটি বলি। অন্য চারিটি স্থূল ভূতের অণুরাও এইরূপে গঠিত হয় (যথা স্থূলভূত ব্যোমের অণু = আট আনা সূক্ষ্ম ব্যোমভূত ও দুই আনা করিয়া বাকী চারিটি সূক্ষ্মভূত।) তারপরে পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূতের সম্মিলিত সত্ত্বাংশে হয় অন্তঃকরণ, (যাহাতে থাকে মন বুদ্ধি চিত্ত ও অহংকার)। পঞ্চসূক্ষ্ম ভূতের সম্মিলিত রাজসাংশে হয় পঞ্চপ্রাণ (প্রাণ, অপান. সমান, উদান, ব্যান)। ব্যোমের সত্তাংশে শ্রোত্র ও রাজসাংশে বাগিন্দ্রিয়, মরুৎএর সত্তাংশে ত্বক ও রাজসাংশে পদ। তেজের সত্তাংশে ও রাজসাংশে, চক্ষু ও হস্ত। অপএর সত্তাংশে ও রাজসাংশে জিহ্বা ও জননেন্দ্রিয়। ক্ষিতির সত্তাংশে ও রাজসাংশে নাসিকা ও গুহ্য।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেম "অব্যক্তে" রাখিয়াছেন, পরমব্রহ্ম পুরুষোত্তমকে

যিনি beyond all levels ও সেই "অব্যক্তের" একটু নীচেই রাখিয়াছেন (যুক্তি দিয়া শান্ত আত্মাকে, (Pure consciousness, unmanifested self, অধ্যাত্ম, স্বভাব); তাহার; পাশে রাখিয়াছেন মূলা প্রকৃতি (Matrix, Unmanifested Object)। ইহাদের নীচে, ব্যক্তের প্রথম স্তরে রাখিয়াছেন মহৎ আত্মন (Mahat, the one life, great self, অধিদৈবত Cosmic Ideation, Divine Wisdom ; তার নীচে জ্ঞানাত্মন (knowledge of মহৎ আত্মন); তার নীচে মনস (Higher Mind অহঙ্কার, Individual Ego, জীব, অধিযজ্ঞ)। তার নীচে পড়ে lower Manas (মনস united with desire-nature, Personalities, ইন্দ্রিয়াদির inner objects), তার নীচে পড়ে, outer world, object of the outer senses, অধিভূত, etc.

তন্ত্রে, বৈষ্ণবগ্রন্থে ও পুরাণে, সৃষ্টিক্রম ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়গণ, অধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণ দ্বারা চালিত হয়, ইহা অনেকেই বলেন, যথা শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, রসনা, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, বাগিন্দ্রিয়, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, ইহাদের দেবতা যথাক্রমে, দিক, বায়ু, সূর্য, বরুণ, অশ্বিনী কুমার, অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র যম প্রজাপতি, চন্দ্র, ব্রহ্মা, শঙ্কর, বিষ্ণু। ব্যষ্টি চৈতন্যের জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি ভেদে নাম—বিশ্ব বা বিরাট, তৈজস ও প্রাজ্ঞ; সমষ্টি চৈতন্যের ঐরূপ নাম—বৈশ্বানর, হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর।

পঞ্চকোষে (অনেকে ইহাকে কোশ লেখেন , অর্থাৎ পাঁচটি খাপে শরীর গঠিত; বাহির হইতে ভিতরের দিকে, (১) স্থূল শরীর বা অন্নময় কোষ ; (২) পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চবায়ু মিলিত প্রাণময় কোষ (আত্মা ইহারই জন্য ক্ষুৎ পিপাসাদি যুক্ত, গমনশীল ইত্যাদি বলিয়া প্রতীত হয়) (৩) পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন মিলিত হইয়া মনোময় কোষ হয় (আত্মা ইহার জন্য জন্য শোক মোহ সংশয় চিন্তাদিযুক্ত প্রতীত হয়) (৪) পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বুদ্ধি মিলিয়া বিজ্ঞানময় কোষ হয়। (ইহাকেই ব্যবহার দশায় কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি অভিমানবান, ইহলোকে পরলোকে গমনশীল, জীব বলে ; ইহার জন্য অকর্তা ও অবিজ্ঞাতা আত্মা কর্ত্তা ও বিজ্ঞাতা বলিয়া প্রতীয়মান হয়।) (৫) প্রিয় সন্তোষ এবং আনন্দবৃত্তিমৎ অজ্ঞান-প্রধান অন্তঃকরণকে আনন্দময় কোষ বলে ; সংস্কার ইহাতেই থাকে ; অভোক্তা আত্মাকে ভোক্তা, অপরিচ্ছিন্ন, সুখ রহিত আত্মাকে, পরিচ্ছিন্ন ও সুখযুক্তবৎ করে। সাংখ্য মতে প্রকৃতি জড়া ; পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ জড় প্রকৃতির মধ্যে চেতনের সঞ্চার হয়। পুরুষ চেতন বটে কিন্তু নির্বিকার, অকর্ত্তা, কেবল সাক্ষী। নিরীশ্বর সাংখ্যের মতে, মুক্তি হয়, যখন পুরুষের প্রকৃতিতে তদাত্মকত্ব থাকে না।

গীতায় ভগবান ... সৃষ্টি বিষয়ে প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য দেন নাই (৯।১০ ; ১৪।৩) ; গীতার "আমি গর্ভাধান করি" বেদান্ত ইহাকে ঈক্ষণ বলিয়াছে। শ্রুতিতে আছে "স ঐক্ষত:"।

আত্মা, দেহত্রয় (অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর ত্রয়) হইতে অতিরিক্ত, পঞ্চকোষ হইতে বিলক্ষণ, অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী ও সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। অনাত্মাতে থাকে ষড়্ভাব বিকার—উৎপত্তি বিদ্যমানতা, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয়, বিনাশ। ....পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের পৃথিবীর সহিত সম্বন্ধিত অস্থি, মাংস, স্নায়ু চর্ম্ম ও রোম ; অপের সহিত সম্বন্ধিত শুক্র পিত্ত, ঘর্ম্ম, লালা, রক্ত ; তেজের সহিত সম্বন্ধিত-ক্ষুধা, তৃষ্ণা নিদ্রা ক্লান্তি, আলস্য : বায়ুর সহিত সম্বন্ধিত ধারণ, প্রসারণ, উৎক্রামন, চলন, সংকোচ : আকাশের সহিত সম্বন্ধিত কটি, উদর, হৃদয় কণ্ঠ ও শিরে অবস্থিত আকাশ। অনেক উপনিষদে ও ভাগবতে পঞ্চীকরণের পরিবর্ত্তে ত্রিবৃৎকরণ তত্ত্ব আনিয়াছে (তেজো বারি মৃদা)

শঙ্কর, বেদান্তের সহিত সমন্বয় করিতে, এই শ্লোকের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহা উপরে দেওয়া হইয়াছে।

ভূপেন্দ্রনাথ। ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম, মূলাধার স্বাধিষ্ঠান মনিপুর অনাহত বিশুদ্ধাখ্য—আর মন ও কূটস্থ আর শ্রীকৃষ্ণই আমি এই অষ্ট প্রকৃতি। ক্ষিতিতত্ত্ব, ইহার স্থান, মূলাধার ; জলতত্ত্ব, স্থান স্বাধিষ্ঠান ; তেজস্তত্ত্ব, স্থান মনিপুর ; বায়ুতত্ত্ব, স্থান অনাহত, আকাশ তত্ত্ব স্থান বিশুদ্ধ ; মন (মন+বুদ্ধি+অহঙ্কার), স্থান অজ্ঞাচক্র। মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার সৃষ্টির প্রধান কারণ ; ইহা না থাকিলে কর্ত্তৃত্বও থাকে না, কল্পনাও থাকে না। ইহারাই বিরজা প্রকৃতি বা মায়ার যেন মূর্ত্তভাব। প্রথমতঃ অনির্ব্বচনীয় নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে যে গুণময়ী মায়ার

বিকাশ হয়, তাহারই ক্ষেত্র হইল আজ্ঞাচক্র ; সেইজন্য কেহ কেহ ইহাকে অজ্ঞানচক্র বলেন। আজ্ঞাচক্র ভেদ করিয়া সহস্রারে পৌঁছিতে পারিলে তবে মায়াবরণ ভেদ হয়।

এই অজ্ঞাচক্রের মধ্যে চক্রমণ্ডলের মত এক প্রকার স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ দেখা যায়, তাহাই মনের রূপ এইজন্য মনের দেবতাকে চন্দ্র বলে। আজ্ঞাচক্রের মধ্যে যে সবিতৃ মণ্ডলের বিকাশ দেখা যায় তাহাই বুদ্ধিতত্ত্ব, কূটস্থের বহির্ভাগে ইহারই বিকাশ। এইজন্য কোন বিষয় মনে করিতে হইলে বা বুঝিতে হইলে. আজ্ঞাচক্রের বহির্দিকে ভ্রূমধ্যে একটু জোর দিয়া লক্ষ্য করিলে অনেক কথা মনে পড়ে. বা বোঝা হয়। বুদ্ধির দেবতা তাই ব্রহ্মা বা জগৎ প্রসবিতা সূর্য্য। অহঙ্কার জগৎ বিকাশের মূল ইহা অবিদ্যাযুক্ত অব্যক্ত ভাব। —অহঙ্কারের দেবতা শঙ্কর। প্রকৃতি ও পুরুষ সম্মিলিত অর্দ্ধনারীশ্বর শঙ্করই সমস্ত সৃষ্টির মূল শক্তি, অহঙ্কার। ইহাই সৃষ্টির প্রথম কারণ, সর্ব্বপ্রথম সগুণভাব বা ব্যক্তভাব। ইহারই আজ্ঞাচক্রের অভ্যন্তরে চিৎশক্তির স্ফুরণ। এই স্ফুরণই বিন্দুরূপা কূট। এই কূটস্থিত চৈতন্যের নামই কূটস্থ চৈতন্য বা পুরুষ বা ঈশ্বর। কূটের চতুর্দ্দিকে সূর্য্যকিরণ রাশির মত যে ছটা তাহাই চিজ্জ্যোতির বিকাশ, এবং অভ্যন্তরে চন্দ্র মণ্ডলের ন্যায় জ্যোতির বিকাশ হয়। উহারও অভ্যন্তরে উষালোকের মত যে জ্যোতির্ম্ময়ী প্রভাযুক্ত আকাশ পরিদৃষ্ট হয়, তাহাই চিদাকাশ। উহা হইতেই সমস্ত শক্তির স্ফুরণ হয় এবং উহাতেই লয় হয়। উহাই মহাদেবী বা মূলা প্রকৃতি, পুরুষের

বা ব্রহ্মের লীলাবিলাস-দেহ। ইন্দ্রিয়াতীত, তাই অব্যক্ত। এই অব্যক্ত শক্তি যখন ব্যক্ত হন তখনই তাহা বিন্দুরূপা হইয়া ফুটিয়া উঠেন।....উত্তম পুরুষ বা শ্রীকৃষ্ণ তিনি কূটস্থ থাকেন।....দীপ যেরূপ সকল বস্তুকে প্রকাশ করে, সেইরূপ কূটস্থের মধ্যে উত্তম পুরুষের প্রকাশে সকল বস্তু বা তত্ত্ব প্রকাশিত হয়।

রামদয়াল ও শ্রীধর। ভূমি ইত্যাদি, ইহারা তন্মাত্র। শঙ্করও তাই লইয়াছেন (স্থূল ভূত নহে), তাই ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা, বহুবচন। মন' অর্থে উহার কারণ অহঙ্কার, আর 'অহঙ্কার' অর্থে অবিদ্যাযুক্ত অব্যক্ত —মূল প্রকৃতি। বিষযুক্ত অন্নকে যেমন বিষ বলা হয় তেমনি অহঙ্কার ও বাসনাযুক্ত অব্যক্ত মূল প্রকৃতিকে অহঙ্কার বলা হইয়াছে। সংসারে অহঙ্কারই সব প্রবৃত্তির বীজ। ...মূল ঈশ্বরের মায়া শক্তি, এই ভাবে আট প্রকারের।

আনন্দগিরি। ভেত্কৃষ্ট আছে বলিয়া পরা, অপরা হইতে শ্রেষ্ঠ। (প্রশ্ন উ ৪৮; শ্বে ১।৪-৭; ২।১২; ৩৩। মহাভারত)

রামানুজ। বিচিত্র অনন্ত ভোগ্য পদার্থ, ভোগের সাধন ও ভোগ স্থানের রূপেস্থিত জগতের কারণ রূপা এই প্রকৃতি; গন্ধাদি গুণযুক্ত পৃথ্বী ইত্যাদি।

বশিষ্ঠ গীতায় অনুরূপ শ্লোক আছে।

শ্রীধর। শঙ্করাদির ব্যাখ্যার মত। পরে ক্ষেত্রাধ্যায়ে প্রকৃতিকে চতুঃবিংশতিতত্ত্ব রূপে বিস্তারিত করিবেন।

মধুসূদন। বুদ্ধি ও অহঙ্কার এখানে একার্থক। মন = অব্যক্ত প্রকৃতি। এই সব অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে।

Radhakrishnan. When the self illumines, the activities of the senses, of mind and of understanding, become processes of knowledge, and objects become objects of knowledge অহংকার বা the self-sense belong to the 'objects' side. It is the principle by which the ego relates objects to itself. It attributes to itself the body and the senses connected with it. It effects the false identification of the body with the spiritual subject, and the sense of 'I' or 'My' is produced.

মহানামব্রত। গীতার পুরুষোত্তম তত্ত্ব, ভগবানের 'আমি ও আমার' কথার আড়ালে রহিয়াছে গীতায় অপরা প্রকৃতি যেন আটের সমষ্টি। শিবের অষ্ট মূর্ত্তির মত।

সমন্বয় ভাষ্য। শক্তি রহিত হইলে, তাঁহার জগৎসৃষ্টিতে প্রবৃত্তি সম্ভবে না (বে সূত্র ১।৪।৩) শক্তি কখন মহান্ ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহেন, এইজন্য আচার্য্য "আমার প্রকৃতি" বলিয়াছেন।

অরবিন্দ। এই সমগ্র জ্ঞানের ভিত্তি স্বরূপ গীতা প্রথমেই দুই প্রকৃতির, প্রাতিভাসিক [phenomenal] প্রকৃতির ও আধ্যাত্মিক [spiritual] প্রকৃতির মধ্যে প্রভেদ রহিয়াছে।

[৫] অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্

জীবভূতাংমহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ। [৫]

পদচ্ছেদ। অপরা ইয়ম্ ইতঃ তু অন্যাম্ প্রকৃতিম্ বিদ্ধি মে পরাম্ জীব-ভূতাম্ মহা বাহো যয়া ইদম্ ধার্য্যতে জগৎ।

অন্বয়। ইয়ম্ তু অপরা মহাবাহো ইতঃ অন্যাম্ মে জীব-ভূতাং পরাম্ প্রকৃতিম্ বিদ্ধি. যয়া ইদম্ জগৎ ধার্য্যতে।

কঠিন শব্দ। অপরা = নিকৃষ্টা [যেহেতু জড়া] ইয়ম্ = এই, ইতঃ তু = "আর এইজড়বর্গরূপ ক্ষেত্র নামক প্রকৃতি হইতে" [মধুসূদন]। অন্যাম্ = পৃথক। জীবভূতাম্ = "চেতনাত্মক ক্ষেত্রজ্ঞ" [মধুসূদন]; জীব যে হইয়াছে। পরা = শ্রেষ্ঠা। যয়া ইদং জগৎ ধার্য্যতে = যাহা দ্বারা এই অচেতন জগৎ বিধৃত, বা অধিকৃত রহিয়াছে

অনুবাদ। হে মহাবাহো (অর্জ্জুন), এই (পূর্ব্বোক্ত জড়া প্রকৃতি) অপরা (অর্থাৎপরা নহে যাহা, অর্থাৎ) নিকৃষ্টা, ইহা হইতে অন্য বা পৃথক, আমার এক জীবরূপা পরা (চেতন প্রকৃতি আছে তাহা পরিজ্ঞাত হও, যাহা দ্বারা এই জগৎ বিধৃত রহিয়াছে।

কাপিল সাংখ্যে এক প্রকৃতি; এখানেদুই প্রকৃতি কাপিল সাংখ্যে পুরুষ ও প্রকৃতি স্বতন্ত্র তত্ত্ব এবং ইহারা কাহারও অধীন নহে; এখানে পরা ও অপরা প্রকৃতি, ভগবানের প্রকৃতি। ঈশ্বর, পরা প্রকৃতি, অপরা প্রকৃতি—ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ঈশ্বর, পুরুষ, প্রকৃতি, এবং সম্রাট-ক্ষেত্রজ্ঞ, জমীদার বা রাজা ক্ষেত্রজ্ঞ,

ক্ষেত্র (দেহ) ইহাদের সহিত তুলিত হয়। ঈশ্বর নিমিত্তকারণ; পরাও অপরা প্রকৃতি উপাদান কারণ।

গীতার পরাপ্রকৃতি, জীবাত্মা; কাপিল সাংখ্যের 'পুরুষ'। গৃহস্থানীয় ভাষায় ভগবান যেন পুরুষ ও তাহার দুই স্ত্রী পরা ও অপরা প্রকৃতি।

এই পরাপ্রকৃতি ভগবানের অন্তরঙ্গা সম্বিতাদি শক্তি নহে, যোগমায়া শক্তিও নহে; বহিরঙ্গা শক্তি নহে; ইহা তটস্থাশক্তি, যাহা জীবাত্মারূপে প্রকাশিত, তাহা দ্বারা এই জগৎ বিধৃত রহিয়াছে। তট, তীরের উচ্চ ভূমি ও নীচের জল, এই দুইয়ের মাঝে থাকে, সে যেন একদিকে উচ্চভূমি ও অন্যদিকে জলকে ধরিয়া রহিয়াছে, তাই ঐ নাম। যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ, জগৎ এখানে দেহ লইলে বেশ অর্থ হয়, কারণ দেহ একটি ক্ষুদ্র জগৎ; ভাণ্ড=ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড; জীবাত্মা, দেহ খাড়া রাখে। জীবাত্মা দেহ ছাড়িয়া গেলে. দেহ তৎক্ষণাৎ পড়িয়া যায়। আরও এক অর্থ আসে :—জীব ভোক্তা, জগৎকে ভোগ করে (ইহা কর্ম্মভোগেরও ক্ষেত্র, এই ভোগের জন্য জীব জগৎকে ধরিয়া রহিয়াছে। আরও এক অর্থ —ক্ষেত্র ক্ষেত্রকে কব্জায় রাখিয়াছে বা পুরুষ প্রকৃতিকে চেতনিত করিয়া দেহ সম্বন্ধিত কাজ করানর ব্যাপারে তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেয়।

দার্শনিক ভাবে বলিতে গেলে কোনও জিনিষ একেবারে অচেতন নহে; সব জিনিসের ভিতর অচিৎ আচ্ছন্ন চেতনা আছে, বেশী আর কম। এই চেতনারই এক বিভাব, আকর্ষণী; ইহাই

proton, electron, neutron, অণু পরমাণুকে গ্রথিত রাখিয়াছে। পুরুষ, চেতনিত প্রকৃতিকে ধরিয়া রাখে, স্বামী স্ত্রীকে ধরিয়া রাখে জীবাত্মা দেহকে ধরিয়া রাখে, স্রষ্টা, সৃষ্টির পর, সৃষ্টিতে অনুপ্রবিষ্ট হন। ধার্য্যতে = দৃশ্যমান পৃথিবী এই চেতনার দ্বারা উদ্ভাসিত, গিরীন্দ্র শেখর); যাহার দ্বারা জগতের ধারণার উৎপত্তি হয় গিরীন্দ্র শেখর), "জগৎ স্বভাবতঃই বিশীর্ণ; বিধ্বস্ত হইতে উন্মুখ তাহা এই ক্ষেত্রজ্ঞরূপ পরা প্রকৃতির দ্বারা ঊর্দ্ধে বিধৃত হইয়া আছে। শ্রুতি বলিয়াছেন এই জীব রূপ আত্মার দ্বারা অর্থাৎ মৎসংকল্পিত আমি সকলের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ ব্যক্ত করি [মধুসূদন] (ছা উ. ৬৩২)

রামানুজ। জড় প্রকৃতি চেতনের ভোগ্যরূপা।

শ্রীধর। পরাপ্রকৃতি চেতনা ও ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপা।

শঙ্কর। অন্তরে প্রবিষ্ট সেই পরাপ্রকৃতি দ্বারা সব কিছু ধৃত। পরা = বিশুদ্ধা; অপরা = নিকৃষ্টা।

অরবিন্দ। আমরা যেন না ভাবি, পরাপ্রকৃতি জীব ভিন্ন আর কিছুই নহে। গীতা বলিয়াছে, পরা প্রকৃতি জীব হইয়াছে, জীবভূতাম্।....তত্ত্ব বর্ণনায় এইটিই গীতার নূতন কথা। ইহার সাহায্যেই গীতা সাংখ্য দর্শনের মত হইতে আরম্ভ করিয়া সাংখ্যকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছে, এবং সাংখ্যের বাক্যগুলিকে রাখিয়াও তাহাদের ব্যাপক ও বৈদান্তিক অর্থ দিতে পারিয়াছে। সাংখ্যকে বলিতে হইয়াছে।' এই দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন আদিবস্তু

(primary entities) ... আমি = পুরুষোত্তম। অসংখ্য জগতে যত অসংখ্য জীব রহিয়াছে, সব মিলিয়াও পূর্ণ ভগবান নহে ; অনন্তের আংশিক প্রকাশ, তাই মমৈবাংশ। (অরবিন্দ দুই প্রকৃতির আলোচনা বহু পৃষ্ঠাব্যাপী একটি পূর্ণ অধ্যায়ে করিয়াছেন।

Modi. Sankara takes জীবভূতা as ক্ষেত্রজ্ঞ লক্ষণা, প্রাণ ধারণ নিমিত্ত ভূতা। Modi suggested জীবভূতা as জীবঘন। (প্রশ্ন উ V-57 that is নিরাকার ব্রহ্মণ which is a mass of life, just as it is a mass of Intelligence প্রজ্ঞাঘন বৃ উ [4. 5 13] and mass of রস; (রসঘন) ব্রহ্ম or অক্ষর is a Life Principle.

যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ = ব্রহ্ম having entered the world in the form of individual soul, supports the world এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত = বৃ উ ৪-৭) and ধৃতি is সংঘাত চেতনা ধৃতি (গীতা ১৩।৮)। অক্ষরমম্বরান্ত ধৃতে (ব্রহ্মসূত্র Modi thinks পরাপ্রকৃতি as অক্ষর ব্রহ্ম and belongs to কৃষ্ণ।

বিনোবা। যেমন কোন সেতারী সাত সুর থেকে কত কত রাগ বাহির করে, তেমনি অষ্টধা প্রকৃতি থেকে, ইত্যাদি।

জ্ঞানেশ্বরী। ধার্য্যতে = অচেতন পদার্থকে প্রাণবন্ত করে।

কৃষ্ণানন্দ। পরা ও অপরা উভয়ই পরব্রহ্মের অনির্বচনীয়া।

মায়ার বিবর্ত্ত বিকাশ। পরা প্রকৃতির জন্য জীব ভোক্তারূপে ও অপরা প্রকৃতির জন্য জড়দেহ ভোগ ভূমিরূপে প্রকাশিত।

মহানামব্রত। জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, ক্ষেত্রজ্ঞ-ক্ষত্র, পুরুষ প্রকৃতি ও তাহাদের মিলন ইত্যাদি লইয়া কত যে দার্শনিক তত্ত্বের উদ্ভব হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। Self ও not-self ইহাদের thesis, antithesis ও syntnesis ইত্যাদির প্রচেষ্টায় Hegel, Fichtc Sheiling প্রমুখ বিখ্যাত চিন্তাশীলদের দার্শনিক গ্রন্থরাজি পরিপূর্ণ। ....পুরুষ প্রকৃতি স্বতন্ত্র তত্ত্ব ধরিলেও সমস্যা উঠে, আবার এক ধরিলেও সমস্যা উঠে। গীতা সুন্দর সমাধান করিয়াছে : গীতার মতে একই পরমবস্তুর দ্বিবিধ প্রকাশরূপ ; একই পুরুষোত্তমের দুইটি প্রকৃতি। উহারা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়বস্তু ইহা temporary সত্য ; চরমে দুইই জ্ঞেয় : কাঁটা ও wheel এর চালক, spring. পুরুষোত্তম ধরিয়া রাখেন জীবশক্তি, উহা জগৎকে। ....জীবশক্তি কেবল জ্ঞাতা নহেন, ভোক্তাও ; বহিরঙ্গাশক্তি কেবল জ্ঞেয় নহেন, ভোগ্যও। ভোক্তার কর্ম্মানুযায়ী ভোগ্য প্রকৃতির পরিণাম। ....তারপরে দুইই হয় পরমেশ্বরের ভোগ্য। শঙ্কর মতে ব্রহ্ম নির্বিশেষ, জীব ও প্রকৃতির সত্তা, মায়িক মাত্র, পারমার্থিক নহে। Spinoza গীতার ও রামানুজের ভাবে মানবচৈতন্য ও প্রকৃতিকে পরমেশ্বরের দুইটি mode বলিয়াছেন। ....অপরা প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময়ী জড়া, অচেতনা, ... জীবচৈতন্যের কর্ম্ম ভোগের ক্ষেত্র। ....পুরুষোত্তম বিভু চৈতন্য, জীব অনুচৈতন্য প্রকৃতি জড়িত খণ্ড চৈতন্য, সংখ্যাতীত।

ভূপেন্দ্রনাথ। আকাশই ব্রহ্মের চিহ্ন, কিন্তু সে আকাশ এ আকাশ নহে, চিদাকাশ। চন্দ্র ও জ্যোৎস্নার মত, যেখানে শক্তি সেইখানে শিব, যেখানে কূটস্থ সেখানে পরমাত্মা। প্রাণই প্রকৃত পক্ষে জগৎকে ধারণ করিয়া আছে। এই নিত্যা বিরাট চৈতন্যময়ী মহাপ্রাণই মহাকালিকা।

মধুসূদন। অপরা = নিকৃষ্টা যেহেতু জড়া এবং পরের প্রয়োজনের জন্য ও সংসার-বন্ধন স্বরূপ। জীবভূতা = জীবভূত অর্থাৎ চেতনাত্মক ক্ষেত্রজ্ঞ নামে পরিচিত। পরা = প্রকৃষ্টা। ধার্য্যতে = বিধৃত রহিয়াছে এই জীবরূপ আত্মার দ্বারা অর্থাৎ মায়া কল্পিত নিজ অংশের দ্বারা আমি সকলের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ ব্যাকৃত করি।

Telang. Which is animate, by which this universe is upheld.

সমন্বয় ভাষ্য। জ্ঞান ও বলের ক্রিয়া (শ্বে উ ৬।৮), এই যুক্তিতে মৃৎ পাষাণাদিতে বলরূপে, প্রাণ সমূহে প্রাণরূপে এবং জীবগণেতে জ্ঞানরূপে, এই জীব প্রকৃতি অনুভূত হইয়া থাকে।

ভূপেন্দ্রনাথ। বিশ্বের প্রতি অণুগুলির মধ্যে চিৎ ও জড় মিলিত হইয়া বর্ত্তমান; যেখানে সত্তা, সেইখানেই তাহার প্রকাশ ও বর্ত্তমান। এই চিৎ জড় সম্মিলিত অবস্থার নামই প্রকৃতি। ইনিই মহামহেশ্বরী প্রাণরূপা ... জ্ঞানরূপা এই চিৎ ইচ্ছা শক্তিময়ী; জড়, ক্রিয়া শক্তিময়ী। এই চিৎজড়ময়ী প্রকৃতি, অনির্ব্বচনীয়া, শাস্ত্র বলেন। এই কর্ত্তৃভোক্তৃরূপী পারমেশ্বরী

প্রকৃতিকে মায়া নামেও অভিহিত করা হয়। যখন ইহাকে পরমেশ্বর হইতে অভিন্নরূপে দেখা হয়, তখনই তাহাকে মহামায়া বা মাহেশ্বরী শক্তি বা জগন্মাতা বা সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্রী বলা হয়। ....মহাপ্রলয়ে পুরুষবক্ষে স্থির শান্ত হইয়া যান এ অভিনয় কেন, কে বলিতে পারে? যখন শক্তি স্ফুরিত হইয়া সৃষ্টির দিকে উন্মুখ হয়, তখন সেই অব্যক্ত ব্রহ্মকলা হইতে নাদ উত্থিত হয়, এই নাদ হইতে ব্রহ্মবিন্দু প্রকটিত হয়; নাদ. বিন্দুর মধ্যে প্রবেশ করে ইহাই গর্ভাধান। সেই বিন্দুর মধ্যে বিশ্ব।

অরবিন্দ। গীতা বলে নাই যে, পরা প্রকৃতি তাহার মূল সত্তায় জীব জীবাত্মকাম। গীতা বলিয়াছে. পরা প্রকৃতি জীব হইয়াছে জীব ভূতাম্; এবং এই কথা হইতেই বুঝা যায় যে. জীবরূপে আবির্ভাবের পশ্চাতে পরা প্রকৃতি মূলতঃ আরও কিছু— পরম আত্মার স্বরূপ। পরে বলা হইবে. জীব ঈশ্বর, কিন্তু আংশিক প্রকাশরূপে ঈশ্বর, মমৈবাংশঃ। এমন কি অসংখ্য জগতে যত অসংখ্য জীব রহিয়াছে, সেই সব মিলিয়াও পুর্ণ ভগবান নহে, তাহারা কেবলমাত্র সেই এক অনন্তের আংশিক প্রকাশ—সেই ব্রহ্ম, অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।

অরবিন্দ। গীতাও যদি পুরুষ ও বিশ্ব প্রকৃতির ভিতর অনতিক্রমণীয় বিরোধ স্বীকার করিত, তাহা হইলে বিশ্ব প্রকৃতি হইত কেবল ত্রিগুণময়ী মায়া, এবং এই বিশ্ব প্রপঞ্চ হইত কেবল মায়ার খেলা।

(৬) আমি জীব জগতের শুধু উৎপাদক ও ধারক নহি, প্রলীনকারকও আমি।

এতদ্ যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপ ধারয়,

অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা। ৬

পদচ্ছেদ। এতদ্ যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণি ইতি উপধারয়, অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়ঃ তথা।

অন্বয়। সর্ব্বাণি ভূতানি এতদ্ যোনীনি, ইতি উপধারয়। অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ তথা প্রলয়ঃ।

কঠিন শব্দ। ভূতানি = ভবন ধর্ম্মা উৎপত্তিশীল) চেতন ও অচেতন সকল প্রকার পদার্থ। এতদ্ যোনীনি = এই উৎপত্তিস্থান হইতে। উপধারয় = ঠিক ভাবে মনে রাখ। অহম্ = "ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ নামক এই প্রকৃতিদ্বয় আমার উপাধি স্বরূপ বলিয়া তদ্ দ্বারা আমি সর্ব্বজ্ঞ অনন্তশক্তি মায়োপাধি ঈশ্বর" (মধুসূদন কৃৎস্নস্য জগতঃ = নিখিল কার্য্যবর্গের" (মধুসূদন): সম্পূর্ণ জগতের। প্রভব, প্রলয় = উৎপত্তি স্থান ও বিনাশ কারণ। (দ্রষ্টব্য ৮।১৮-২২; ৯।৪-১০; ১০।৮,৩২, ৩৯; ১১।৭৮, ৩৯; ১৩।১৬, ২০; ১৪ ৩, ৪।

অনুবাদ। (জড় ও চেতনা), উৎপন্ন সকল বস্তুই আমার এই উৎপাদনকারী দুই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, ইহা জানিও। আমি সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ। (মম যোনি ইত্যাদি ১৪।৩); জন্মাদ্যস্য যতঃ) (আমিই পরম কারণ; প্রলয়ে পরাপ্রকৃতি যাহা জীব চৈতন্য হইয়াছে, তাহা আমাতেই বিলয়

হয়! চৈতন্য মহাচৈতন্যে মিলিয়া যায়; অপরা প্রকৃতিও তাহার বিকৃতি সমূহকে তাহাতে বিলীন করাইয়া, আমাতে বিলীন প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে প্রকৃতিদ্বয় পুরুষ প্রকৃতি নামে সাংখ্যে স্বতন্ত্র তত্ত্ব; গীতায় দুইই ভগবানের প্রকাশ (১৩।২৬) ঈশ্বর নিমিত্ত কারণ। নির্গুণ পরব্রহ্ম সৃষ্টি ও প্রলয় কার্য্যে নির্লিপ্ত, কিন্তু এ ষট্‌ক মুখ্যতঃ সগুণ ভগবৎ বিষয়ক, ঈশ্বর বিষয়ক। প্রকৃতি —৩।৫ ২৭ ২৯, ৩৩; ৪ ৬; ৭।৪, ৫, ১২, ১৪, ৯।৭ ৮,১০,১২,১৩; ১ ।৫১; ১৩।১৯,২০,২১,২৩,২৯,৩৪,১৪।৫; ১৫।৭; ১৮।৪০, ৫৯

এই শ্লোকগুলিও দ্রষ্টব্য—৮।১৮-২২; ৯।৪-১০, ১০।৮-১২ ৩৯; ১১।৭, ১৮, ৩৭; ১৩।২, ৬, ১৬, ১৯, ২৬; ১৮।৩, ৪ [Modi]

রামানুজ। মহৎতত্ত্ব অব্যক্তে লীন হয়, অব্যক্ত তমে লীন হয়, তমঃ পরমপুরুষে এক হইয়া যায় (মু ২)

শঙ্কর। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞরূপ অপরা ও পরা প্রকৃতি; যোনি ও কারণ। এই দুই আমার প্রকৃতি, সব কিছুর কারণ, কাজেই আমিই সব কিছুর কারণ।

শ্রীধর। জড়া প্রকৃতি দেহরূপে পরিণত হয় কিন্তু আমার অংশ চেতনা ভোক্তৃরূপে দেহ সকলে প্রবেশ করিয়া, আপন কর্ম্মদ্বারা সেইগুলিকে ধারণ করে। অতএব আমিই জগতের পরম কারণ।

(মধুসূদনঃ —কঠিন শব্দ অনুচ্ছেদ দেখুন।)

Telang. Know that all things have these for their source.

অরবিন্দ। অহং কৃৎস্নে শ্লোক হইতে পরিষ্কার আসে যে এখানে পরমাত্মা পুরুষোত্তম, এবং সর্বোত্তম প্রকৃতি পরা-প্রকৃতিকে একই করা হইয়াছে।

সমন্বয় ভাষ্য। পরব্রহ্মের কর্তৃত্ব বিনা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের স্রষ্টৃত্বাদি সম্ভবপর নহে। ....ইহা না হইলে ক্ষেত্রজ্ঞই নিয়ন্তা ও ঈশ্বর হইলেন, ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান আবৃত হইবার সম্ভাবনা রহিল না।....

এইরূপে সমুদায় জগতের উৎপত্তি স্থান প্রকৃতিদ্বয়, এবং সেই প্রকৃতিদ্বয়ের উৎপত্তি স্থান আমি, এবং প্রকৃতিদ্বয় আমারই, সুতরাং সমুদায় জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের স্থান আমিই, এবং আমিই শেষ থাকি জানিও।

(৭) আমি সব কিছুর মূল কারণ; আমা হতে শ্রেষ্ঠতর [বা সেইরকম দ্বিতীয়] তত্ত্ব কিছু নাই। অসংখ্য জগৎ আমার দ্বারা সন্নিবদ্ধ রহিয়াছে। সব কিছুর ভিতরে ও বাহিরে **immanent** ও **transcendent** আমিই। আমিই সব কিছু। (উৎপত্তি ও প্রলয়ের কথার পর, জগতে তিনি কি ভাবে আছেন, এইবার সেই কথা বলিবেন)—

৭। মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়,

মযি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব। ৭।

পদচ্ছেদ। মত্তঃ পরতরম্ ন অন্যৎ কিঞ্চিৎ অস্তি ধনঞ্জয়, মযি সর্ব্বম্ ইদম্ প্রোতম্ সূত্রে মণিগণাঃ ইব।

অন্বয়। ধনঞ্জয়, মত্তঃ পরতরম্ কিঞ্চিৎ অন্যৎ ন অস্তি, ইদম্ সর্ব্বম্ সূত্রে মণিগণাঃ ইব ময়ি প্রোতম্।

কঠিন শব্দ। মত্তঃ = আমা ছাড়া; "স্বপ্নকাল-সৃষ্ট বস্তু যেমন স্বপ্নদ্রষ্টা হইতে ভিন্ন নহে মায়িক (ভেল্কি) যেমন মায়াবী, ঐন্দ্রজালিক ছাড়া নহে, সেইরূপ অশেষবিধ দৃশ্যরূপে যাহা পরিণত হয়, সেই মায়ার অধিষ্ঠান স্বরূপ সর্ব্বপ্রকাশক আমি পরমেশ্বর হইতে" [মধুসূদন]। পরতরম্ = শ্রেষ্ঠ superior [ভক্তি প্রদীপ]। অন্যৎ = দ্বিতীয় বস্তু; "অন্য কিছুই নাই; যাহা আমার উপর কল্পিত তাহা পরমার্থতঃ আমা হইতে ভিন্ন নহে; বেদান্তের বাচারম্ভণং নাম ধেয়ম" [মধুসূদন] প্রোত = গ্রথিত। পরতরং ইহাতে অনেক গুলি ভাব আছে (১), শ্রেষ্ঠ, (২), আমিই একমাত্র জগৎ-কারণ, পরমতত্ত্ব; কারণ স্বরূপ আমাতে, কার্য্য স্বরূপ জগৎ গ্রথিত (৩) আমা ভিন্ন আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই; তথা কথিত সব আমার উপর অধ্যস্ত।

অনুবাদ। ধনঞ্জয়, আমা হইতে শ্রেষ্ঠতর অন্য কিছু নাই, এবং (শুধু তাহাই নহে) সূত্রে গ্রথিত মনি সমূহের ন্যায় এইসব আমায় গ্রথিত।

মণির মালার সূত্রে যেমন মণিরা বিধৃত ও আশ্রিত থাকে, কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডও তেমনি আমাতে আশ্রিত। শুধু তাহা নহে, সূত্র যেমন মণিগুলির ভিতর অনুস্যূত, আমিও তেমনি; তাহা না হইলে এইসব টুকরা টুকরা হইয়া পড়িয়া যাইত। Transcendent ও আমি immanent ও আমি। সব কিছুর

নির্য্যাস, আবার সব কিছুর বাহ্যিক সত্তাও আমি। (পূর্ব্বে, তিনি উৎপত্তি ও প্রলয় বলিয়াছেন এখানে "স্থিতির" কথা বলিলেন। কি ভাবে তিনি অনুস্যূত, তাহা ৮ হইতে ১২ শ্লোকে বলিলেন।)

মধুসূদন। সর্ব্বমিদং প্রোতং = নিখিল জড়বর্গ আমারই সত্তায় যেন সৎ অস্তিত্ববান বলিয়া, আমারই প্রকাশে যেন প্রকাশমান হইয়া, মায়াকল্পিত ব্যবহারের উপযোগী হয়।

শঙ্কর। দীর্ঘ তন্তুদ্বারা বস্ত্র যেমন নির্ম্মিত, সূত্রের দ্বারা মণিসকল গ্রথিত, ইত্যাদি।

রামানুজ। যস্য পৃথিবী শরীরম্ (বৃ উ ৩।৭।৩), যস্যাত্মা শরীরম্ (শ ব্রা ১৪।৫।৬।৫) কার্য্যাবস্থায় ও কারণাবস্থায় স্থিত আমার শরীররূপ সমস্ত জড় চেতন; আমি তাহাদের আত্মা। ...জ্ঞান বলাদি গুণে আমা হতে কেহ শ্রেষ্ঠ নহে।

শ্রীধর। 'স্থিতির' কারণও আমি। দৃষ্টান্তটি সরল।

A voice in the wind, I do know
A meaning on the face of the high hills
Those utterance I cannot apprehend,
A something is behind them ;
that is God-George Mac-Donald

Gandhi Desai. The absolute that pervades the animate and the inanimate creation, sustaining all, holding it all, even as a thread sustains the gems in a necklace immanent through and through.

তিলক। সাংখ্য শাস্ত্রে অচেতন পুরুষ ও জড়া প্রকৃতি, দুই স্বতন্ত্র তত্ত্ব। গীতার তাহা মান্য নহে। গীতায় পুরুষ ও প্রকৃতি একই পরমেশ্বরের দুই বিভূতি।

Radhakrishnan. The existences of the world are held together by the Supreme Spirit, even as the gems etc.

বিশ্বনাথ। কার্য্য এবং কারণ, শক্তি এবং শক্তিমান, এতদুভয়ের একতাহেতু আমার অপেক্ষা পরতর আর কিছু নাই। একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন এইরূপে স্বকীয় সর্ব্বাত্মকত্ব প্রকাশিত করিয়া, এই শ্লোকে সর্ব্বান্তর্য্যামিত্ব পরিব্যক্ত করিতেছেন। চিৎ এবং জড়াত্মক সর্বজগৎ আমারই কার্য্য, সুতরাং জড়াত্মক এবং সূত্রে মণিগণের ন্যায় অন্তর্য্যামীরূপ আমাতেই গ্রথিত।

গোয়েনকা। সূত্রের উপর সূত্রে নির্ম্মিত মণি। জ্ঞানেশ্বরী এবং অনেকেই সোনার মণি ও সোনার সূত্র লইয়াছেন, বিদিত করিতে, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এবং জীব ও জগৎ ও ভগবান এক। ভিতরে ও বাহিরে সেই তিনিই।

কৃষ্ণানন্দ। সকল পদার্থই আমাকে অবলম্বন করিয়াই স্থিত। অধিষ্ঠান আমি। সূত্রই সত্য, মণি মিথ্যা। ....হিরণ্যগর্ভরূপ স্বপ্নদ্রষ্টা তৈজস আত্মার নাম সূত্র।

মহানামব্রত। দেহ ও দৈহিক বস্তু সত্তার হেতু জীবচৈতন্য,

উহার হেতু ঈশ্বর চৈতন্য। অপরার স্থিতি পরাতে, পরারস্থিতি পুরুষোত্তমে ; তাই সূত্রে মণিগণা ইব।

ভূপেন্দ্রনাথ। কূটস্থ চৈতন্যকে আশ্রয় করিয়া জীব ও জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে। এই কূটস্থ কুলকুণ্ডলিনীরূপ জীবশক্তি .... নামরূপময় কুণ্ডল স্বর্ণকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, সেইরূপ জীব ও জগৎ ব্রহ্মকে।

সমন্বয় ভাষ্য। "সূত্রে যেমন মণিগণ" এইরূপ দৃষ্টান্তে বুঝাইতেছে, প্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্ট, জগৎ ও জীব হইতে স্বতন্ত্র।

(৮) Transcendent তো বটেই তাঁহার ভিতরেই সব) immanent অর্থাৎ ভিতরের নির্য্যাসও অর্থাৎ যাহা না থাকিলে যে জিনিসই হয় না, তাহাও তিনি।

৮। রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ
প্রণব সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষ নৃষু। ৮

পদচ্ছেদ। রসঃ অহম্ অপ্সু কৌন্তেয় প্রভা অস্মি শশি সূর্যয়োঃ প্রণবঃ সর্ব্বভূতেষু শব্দ খে পৌরুষম্ নৃষু!

অন্বয়। কৌন্তেয়, অপ্সু অহম্ রসঃ শশি-সূর্যয়োঃ প্রভা অস্মি, সর্ব্ববেদেষু প্রণবঃ খে শব্দঃ নৃষু পৌরুষম্।

কঠিন শব্দ। রস = (এখানে) জলত্ব, জল হইতে জলত্ব যদি বাহির করিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে, উহা আর জল থাকে না ; জলত্ব বা রস যেন জলের সার, জলকে জানা = জ্ঞান ; আর জলের স্বাদকে জানা = বিজ্ঞান ; "পুণ্য রস অর্থাৎ তন্মাত্র নামে

যে মধুর রস, যাহা সকল জলে অনুগত" (মধুসূদন) । প্রভা= প্রকাশ। প্রণব=ওঁকার। খে=আকাশ। শব্দ="পুণ্য শব্দ অর্থাৎ তন্মাত্র" (মধুসূদন) । পৌরুষম্=পুরুষত্ব ; virility, রেতঃ (ব্যোমব্রহ্ম ; চেষ্টা, উদ্যম ।

অনুবাদ । কৌন্তেয়, আমি জলের জলত্ব, চন্দ্র সূর্য্যের আমি প্রকাশ, বেদ সকলের আমি প্রণব, আকাশের শব্দ ও পুরুষ সকলের আমি পুরুষকার । (ভাগবত ১১।১৬ ৩৪

উপরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, জলের জলত্ব লইলে সে আর জল থাকিবে না । রস যেন জলের প্রাণ । চন্দ্র সূর্য্য হইতে জ্যোতিঃ বাহির করিয়া লইলে তাহারা আর চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে না ; জ্যোতিঃহীন চন্দ্র সূর্য্য হয় না । প্রণবহীন বেদ হয় না । শব্দ বিনা আকাশের কোন গুণ নাই, শব্দই যেন উহার প্রাণ । এখানে শব্দ সেই অনাহত প্রকৃত যোগিজন উপলব্ধিতব্য, ওঁকার ধ্বনি যাহা ব্যোমে সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে ; অথবা ব্যোমে সেই প্রাথমিক স্পন্দন যাহার ক্রিয়ায় জগৎ সৃষ্ট হইতেছে । (এখানে বৈজ্ঞানিক ভাবে লইতে হইলে এবং আকাশের অর্থ vacuum ধরিলে, শব্দকে সেই বিশেষ প্রকারের তরঙ্গ সমূহ (transverse waves electro-magnetic waves) লইতে হইবে, যাহা vacuum এর ভিতর দিয়া যাইতে পারে, যথা radio waves এবং সূক্ষ্ম X-Rays ইত্যাদি ; যে প্রকার তরঙ্গের দ্বারা (Longitudinal waves) আমরা শব্দ শুনি

তাহা vaccum এর ভিতর দিয়া যায় না, উহার জন্য বস্তু-পরমাণুর দোলন চাই। অথবা শব্দকে যদি সাধারণ শ্রোতব্য শব্দ রাখা যায়, আকাশের অর্থ হইবে সেই প্রকারের বস্তু যাহার ভিতর দিয়া শব্দ-তরঙ্গ সেই বস্তুর পরমাণুগুলোকে longitudinally কাঁপাইয়া, যাইতে পারে।) পুরুষে পুরুষকার আমি; যে সর্ব্বদাই "হয় তো অদৃষ্টে ইহাই আছে এবং আমায় ইহাই ভুগিতে হইবে," এই বলিয়া চেষ্টাহীন, বা কর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে বসিয়া পড়ে, সে বুদ্ধিহীন পশুর মত বা প্রাণহীন প্রস্তরের মত। "উদ্যোগী পুরুষ মুপৈতি লক্ষ্মী দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি। মানুষের কিছু কর্ম্ম, প্রকৃতি করায়, কিন্তু, কিছু কর্ম্ম, ভবিষ্যৎ ভাগ্য যাহা গঠন করে এরূপ কর্ম্ম সে নিজে করে। পৌরুষ প্রথমে চাই। পরমহংসদেব বলিতেন, কৃপার বাতাস তো সর্ব্বদাই বইছে, পাল তোমায় তুলতে হবে। মহাবীর কর্ণকে বিদ্রূপ করায়, তিনি বলিয়াছিলেন, "সূতো বা সূতপুত্রো বা যো বা যো বা ভবাম্যহং, দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম, মদায়ত্তং হি পৌরুষম্।"

ভগবান এইবার নানা বস্তু লইয়া, নিজেকে সেই বস্তুর সেই গুণ বলিলেন, যাহা বস্তুর প্রাণসত্তা এবং তাহাকে পুষ্টি দেয়, আর যাহা না থাকিলে সে বস্তু আর সে বস্তু থাকে না। ইহাকেই রস বলা হয়, রসই বস্তুর সার। রস কথাটিতে অনেক ভাব আসে। প্রথমেই সাধারণতঃ ইহা মিষ্টত্বের স্মৃতি আনে। সে ভাবেও রস তিনি। রসই প্রাণসত্বা রসই আত্মা, সে ভাবেও

মিষ্ট তিনি। অব্যাকৃত জগৎকে তিনি যখন ব্যাকৃত করিলেন, শুধু নামরূপে নহে, ভিতরের প্রাণ সত্তাও তিনি হইলেন (তৈ উ ২ ৪)। আত্মা বা প্রাণ অপেক্ষা, মিষ্ট বা প্রিয় আর কিছুই নাই। সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ঐ আত্মা বা ঐ প্রাণ, উহা তিনিই। শ্রুতির বহুস্থলে আছে, সৃষ্ট পদার্থের ভিতর তিনি প্রবিষ্ট হইলেন। ক্রিয়াত্মক ইন্দ্রিয়ের প্রাণই আত্মা আমরা প্রাণ শব্দকে প্রাণ বায়ু অর্থে, বা ইন্দ্রিয় অর্থে বা metabolic activity অর্থ আজকাল ব্যবহার করি, কিন্তু উপনিষদাদির সময়ে প্রাণ শব্দ আত্মা অর্থেও ব্যবহৃত হইত যথা প্রাণই আঙ্গিরস, অঙ্গ সকলের রস : প্রাণ চলিয়া গেলে অঙ্গ সকল বিশুষ্ক হইয়া যায় (বৃ উ ১ ৩।৭, ৮)। প্রাণের ঐ আত্মা অর্থ, সাধারণ ভাষায়, এখনও তাহার চলন রহিয়াছে। উপনিষদের যে স্থলে "রসো বৈ সঃ" এই প্রসিদ্ধ বাক্যটি আছে তৈ উ ২।৪), সেখানে 'রস' শব্দ প্রাণসত্ত্বা বা আত্মা অর্থ পায়, তবে, সেই আত্মা অর্থের সহিত, তিনি নির্য্যাস, তিনি প্রধানগুণ, তিনি পুষ্টিকারক, তিনি মিষ্ট, তিনি প্রিয়, তিনি পূর্ণ এ সব ভাবগুলিও ফুটিয়া উঠে। তাই "রসোবৈসঃ" এই বাক্যটি এত প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। তিনি "আনন্দ" এ ভাবও আসে, কারণ মিষ্টত্বকে বোধ করা, প্রিয়কে বোধ করা, আনন্দকে বোধ করা। সচ্চিদানন্দ কথার আনন্দ এই বাক্যের মনে হয়, প্রাণসত্তাও এক অর্থ ; অন্য আরও অনেক অর্থ উহাতে আছে। আনন্দ শব্দে, আত্মা বা প্রাণসত্ত্বা অর্থ আছে বলিয়াই শ্রুতি বলিয়াছেন, যদি ইহা না থাকিত,

তবে প্রাণ ক্রিয়া বা অপান ক্রিয়া বলিয়া কিছু হইতে পারিত কি'। আমাদের মনে হয়, আনন্দ হইতে আমাদের জন্ম ইত্যাদির অর্থ, পরমাত্মা হইতে আমাদের জন্ম, পরমাত্মা আমাদের স্থিতি ও পরমাত্মায় আমরা বিলীন হইয়া যাই।

এই প্রিয় প্রাণ সত্ত্বার বা আত্মার যে প্রকৃত বোধ পাইয়াছে, সে "অমৃত" পাইয়াছে, সে "অভয়" পাইয়াছে ; "জরা মরণের বা পুনর্জন্মের ভয়" কোন ভয়ই তাহাকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না।

শঙ্কর। জলের যাহা সার, তাহার নাম রস।

রামানুজ। ৮—১১ এই সব বিলক্ষণ ভাব আমা হইতেই উৎপন্ন। অমারই শেষভূত (অধীন) ও উহারা আমার শরীর হওয়ায়, আমাতেই স্থিত ; অতএব ঐ ঐ, রূপে, আমিই স্থিত।

শ্রীধর। আমিই রস তন্মাত্র-রূপ বিভূতি ক্রমে রসের আশ্রয় ভাবে জলেই আছি। সমগ্র বৈখরীরূপ বেদে আমিই তাহার মূল স্বরূপ ওঁকার।

কৃষ্ণানন্দ। প্রণব = প্রণূয়াতে প্রকর্ষেণ স্তূয়তে পরব্রহ্ম অনেন (পরব্রহ্ম প্রকৃষ্টরূপে স্তুত হন)।

মহানামব্রত। ৮—১১ পুরুষোত্তমের বিভূতি যোগ ; এই বিভূতির কথা বলিবেন দশম অধ্যায়ে। যে কোন বস্তুর বা কার্য্যের সার সত্তারূপে তিনিই বিরাজিত ; ইহাই বিভূতি যোগ। ... মানুষের জীবনী শক্তির মূলে মহাপ্রাণ স্বরূপে যে পরমেশ্বরের সত্তা বিরাজমান, তাহাই তাহার পৌরুষ।

[৮] ভূপেন্দ্রনাথ। ভগবদ্ শক্তি একই বটে, আধারের

ভিন্নতাহেতু ভিন্ন ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। মানুষের মধ্যে তিনি পুরুষকার। যে পুরুষকারকে নিজ শক্তি বলিয়া অভিমান করে, সে অজ্ঞ।

মতিলাল। জড়া প্রকৃতিতে পরার স্থান হইয়াছে, সকল পদার্থের সাররূপে। এইরূপে তিনিই অধিষ্ঠিত থাকেন। স্ব স্ব রূপে থাকিয়াও বস্তুর সাররূপে ; এই তাঁর বিবর্ত্তন। ....পুণ্যগন্ধ কেন না পরা প্রকৃতি বিকৃতি নহেন।

মধুসূদন। (কঠিন শব্দ অনুচ্ছেদ দেখুন) (পুণ্য শব্দ সব তন্মাত্রগুলিরই বিশেষণ ইহার অর্থ অবিকৃত)

৯। পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাং চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু। ৯

পদচ্ছেদ। পুণ্যঃ গন্ধঃ পৃথিব্যাম্ চ তেজঃ চ অস্মি বিভাবসৌ, জীবনম্ সর্ব্বভূতেষু তপঃ চ অস্মি তপস্বিষু।

অন্বয় পৃথিব্যাম্ পুণ্যঃ গন্ধঃ চ বিভাবসৌ তেজঃ অস্মি, সর্ব্বভূতেষু জীবনম্ চ তপস্বিষু তপঃ অস্মি।

কঠিন শব্দ। পুণ্য গন্ধ "পুণ্য" এই শব্দটি একটি প্রহেলিকা, শঙ্কর, মধুসূদন ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন টীকাকারেরা ইহার ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; নীচে, উদ্ধৃতিতে সেগুলি দেওয়া হইল। কয়েকটি ব্যাখ্যা, যাহা আমাদের মোটা বুদ্ধিতে আসিয়াছে, সুধীজনের নিকট ক্ষমা চাহিয়া' নিম্নে দিলাম।

[১] শৌচে মাটির ব্যবহার হয় ; দুর্গন্ধময় বস্তুর উপর, বা মরা জন্তুর উপর, মাটি চাপা দিলে দুর্গন্ধ চাপা পড়িয়া যায়।

সুগন্ধ দুর্গন্ধ সকল প্রকার গন্ধ মাটি শুষিয়া (absorb করিয়া) লয়। একটু ব্যঞ্জনা দিয়া বলা যাইতে পারে না কি যে মাটিতে এমন কিছু অন্তর্লীন গন্ধ আছে, যাহা নিজেকে প্রকাশ না করিয়া সকল রকম গন্ধ চাপিয়া ফেলিতে পারে; ক্ষমতাশীল এই অন্তর্লীন গন্ধকে তাই হয়তো "পুণ্যাগন্ধ" বলা হইয়াছে। [বৈজ্ঞানিকেরা কিন্তু বলিলেন যে এইরূপ শুষিয়া লওয়া adsorption প্রক্রিয়ায় হয় যাহা খুব বেশী surface থাকিলে হয়, যে খুব বেশী surfac , খুব বেশী particles থাকিলে হয়; এইজন্য gas maskএ charcoal granules ব্যবহৃত হয়, cocoanut charcoalএর এ ক্ষমতা খুব বেশী। গন্ধ কেন, অনেক রংও এই ভাবে adsorb করা হয়। তৈলাদি পরিষ্কার করিতে Fuller's earthএর ব্যবহার, ইহার উদাহরণ।] তবুও, বলিতে পারা যায় না কি যে হয় তো গন্ধ সম্বন্ধীয় ঐ adsorption ক্ষমতাকে পুণ্য গন্ধ বলা হইয়াছে।

[২] শুষ্ক মৃত্তিকার উপর বা নূতন সোরাইয়ে জল ঢালিলে, একরূপ মিষ্ট গন্ধ বাহির হয়, যাহাকে সোঁদা গন্ধ বলে; অন্য কোনও বস্তু হইতে এরূপ গন্ধ বাহির হয় না। মাটি হইতে এরূপ মিষ্ট গন্ধ বাহির হয় বলিয়া, হয় তো উহাকে মাটিরপুণ্য গন্ধ বলাহইয়াছে।

[৩] যোগীরা বলেন, তাঁহারা মাটি শুঁকিয়া বলিয়া দিতে পারেন যে যেখান হইতে সেই মাটি আনা হইয়াছে, সে স্থলের

গুণ কিরূপ। মাত্র ক্ষমতাবান যোগীরাই ইহা বলিয়া দিতে পারেন বলিয়া, হয় তো ঐ mystic গন্ধকে পুণ্য গন্ধ বলা হইয়াছে।

[৪] যাহা কিছু স্বরূপ গুণ, যাহা না থাকিলে সে জিনিস সে জিনিসই নহে, সে স্বরূপ গুণ 'তিনি নিজে" তিনি immanent, এই অধ্যায়ের ৮ হইতে ১১ শ্লোকে, নানা উদাহরণে ভগবান তাহা বিঘোষিত করিতেছেন। ঐ স্বরূপ গুণগুলি "তিনি নিজে" বলিয়া, তাহাদের বিশেষণ ভাবে "পুণ্য" শব্দের প্রয়োগ উপযুক্তই হইয়াছে। 'পুণ্য" শব্দ মাত্র গন্ধে বলা হইল তাহা নহে, অন্যগুলিতে উহ্য আছে ধরিয়া লইতে হইবে।

[৫] অনেকে পুণ্য-গন্ধ শব্দের অর্থ অব্যাকৃত গন্ধ তন্মাত্র লইয়াছেন। তাঁহাদের বলিবার তাৎপর্য্য বোধ হয় এই যে, সকল রকম তন্মাত্র 'সু', সুরস, সুগন্ধ ইত্যাদি) এবং ঐ সু হওয়ায় তাহাদের পুণ্য রস, পুণ্য গন্ধ ইত্যাদি সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে! দুর্গন্ধ ইত্যাদি অপবিত্র বস্তুর সহিত মিশ্রণ ঘটিলে হয়; আসল গন্ধ 'সু'।

অনুবাদ। পৃথিবীর পুণ্যগন্ধ এবং অগ্নির তেজ আমি; সকল জীবের জীবন এবং তপস্বীর তপস্যা আমি। ("পুণ্যগন্ধ" উপরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে)। (অগ্নির তেজ বাহির করিয়া লইলে সে আর অগ্নি থাকে না। 'ক্ষিতি' সূক্ষ্ম ভূত, যাহাতে রূপ রসাদি পাঁচটা তন্মাত্র আছে, তাহা হইতে গন্ধ তন্মাত্র বাহির করিয়া লইলে, সে আর ক্ষিতি' সূক্ষ্মভূত থাকিবে না; জলের রসত্ব

লইলে সে আর জল থাকে না। তপস্বীর তপস্যা আমি, যাহা না থাকিলে, তপস্বীতে আর তপস্বী নাম থাকে না।)

মধুসূদন। সব তন্মাত্র পুণ্য, অর্থাৎ অবিকৃত, তাই "চ" প্রয়োগ। প্রাণিগণের অধর্ম্ম বিশেষেই তাই অপুন্যত্বাদি ভাবাপন্ন হয়।

শঙ্কর। সুরভি বা সুগন্ধ রূপ আমি ঈশ্বরে পৃথিবী প্রোত; গন্ধে স্বাভাবিক পবিত্রতা পৃথিবীতে দেখা যায়। যে অপবিত্রতা দেখা যায় তাহা লোকের অজ্ঞান ও অধর্ম্মাদির সহিত সম্বন্ধিত ও ভূতবিশেষ সংসর্গে উৎপন্ন। রামানুজ :-পুণ্যগন্ধ = পবিত্রগন্ধ। কৃষ্ণানন্দ :- পবিত্রতাই ভগবান। শ্রীধর :- পুণ্য = অবিকৃত। গন্ধ তন্মাত্র পৃথিবীর আশ্রয়। অথবা বিভূতিরূপে আশ্রয়ত্ব বলিতে ইচ্ছা করায়, মনোহর গন্ধেরই উৎকৃষ্টতা হেতু, তাহা ভগবদ্ বিভূতি বলিয়া পুণ্যগন্ধ বলা হইল পৌরুষ = উদ্যম।

ভূপেন্দ্রনাথ। পৃথিবীর তন্মাত্র গন্ধ সে গন্ধ সর্ব্বদাই পবিত্রাবস্থায় থাকে। জড়ত্বের মলিনতা স্পর্শে তাহা বিকৃত হয়। এই পবিত্র গন্ধ ভগবদ্ বিভূতি বা শক্তি। এই শক্তির আকার কিছুই নাই কিন্তু প্রকৃতির সহিত সংযোগ হইবামাত্র তাহা গন্ধরূপে বোধ হয়। ..যে দেবো দেবোঽগ্নৌ যো .... অপ্সু .... তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।

১০। বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্

বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্। ১০

পদচ্ছেদ। বীজম্, মাম্, সর্ব্বভূতানাম্, বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্ বুদ্ধিঃ বুদ্ধিমতাম্, অস্মি, তেজঃ তেজস্বিনাম্, অহম্।

অন্বয়। পার্থ, সর্ব্বভূতানাম্ সনাতনম্ বীজম্ মাম্ বিদ্ধি, অহম বুদ্ধিমতাম্ বুদ্ধি তেজস্বিনাম্ তেজঃ অস্মি।

কঠিন শব্দ। বীজ = কারণ [গীতা ১০।৩৯] সনাতন=সকল সময়ে; "অন্য কোন বীজ হইতে যাহা উৎপন্ন হয় না (মধুসূদন)। তেজ = অন্যকে অভিভূত করিবার এবং অন্য দ্বারা না অভিভূত হইবার শক্তি (মধুসূদন)।

অনুবাদ পার্থ সকল উৎপন্ন বস্তুর সকল সময়ে আমি বীজ, অর্থাৎ অন্য নিরপেক্ষ কারণের কারণ বলিয়া আমায় জানিবে। বুদ্ধিমানের বুদ্ধি এবং তেজস্বীর তেজ আমি।

এই বীজ শব্দের ভিতর কিছু অর্থ আছে। বীজ হইতে বৃক্ষ, বৃক্ষ হইতে বীজ, আবার বীজ হইতে বৃক্ষ। ইহাই আমরা পাই জন্মাদ্যস্য সূত্রে (ব্রহ্মসূত্র) ও যতো বা ইমাণি ইত্যাদি উপনিষদাদির শ্লোকে। গীতাতেও ৯।৪২ ইত্যাদি বহু শ্লোকে ইহাই আমরা পাই। তাহা হইলে, যদিও জগৎ সেই জগৎ বীজে বারবার চলিয়া যাইতে থাকে, জগৎ নাই তাহা নহে। হীরেন্দ্রবাবু তাঁহার "গীতায় ঈশ্বরবাদ" পুস্তকে এই বিষয়ের বহু পৃষ্ঠাব্যাপী সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন, এবং গীতায় আরও অনেক শ্লোক ও উপনিষদ ও ব্রহ্মসূত্র হইতে বহু উদ্ধৃতি দিয়া দেখাইয়াছেন যে ইহা বহু স্বীকৃত যে জগৎ মায়ার বিজৃম্ভন মাত্র নহে।

অরবিন্দ। যাহা ব্যক্তভাব ও বিকাশ, তাহা পরা প্রকৃতির

প্রকৃত স্বরূপ নহে। মূল গুণের যে আধ্যাত্মিক শক্তিকে লইয়া স্বভাব, তাহাই পরাপ্রকৃতির প্রকৃত স্বভাব।

রামদয়াল। সনাতন বীজ মূল বাসনা, অহং বহুস্যাম্।

কৃষ্ণানন্দ। অন্যান্য বীজ যেমন অঙ্কুর উৎপাদন করিয়া, বিনষ্ট হয়, এ তেমন নয়।

শঙ্কর। সনাতন=পুরাতন, মূল। বুদ্ধি=বিবেক শক্তি। তেজ=প্রভাব।

শ্রীধর। সনাতন=নিত্য; উত্তরোত্তর সকল কার্য্যেই ঘনিষ্ট ভাবে সংবদ্ধ কারণকে আমারই বিভূতি বলিয়া জানিবে, তাহা কিন্তু প্রকৃতির প্রকাশবৎ বিনাশশীল নহে। বীজ=সমান জাতীয় কার্য্যের উৎপাদন শক্তি।

[১০] ভূপেন্দ্রনাথ। সেই যে সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম ব্রহ্মের অণু যাহা জগৎ জীবের উৎপত্তির কারণ, তিনিই পরাপ্রকৃতি ব্রহ্মসূত্র বা প্রাণ, যাহা সুষুম্নার মধ্যে রহিয়াছে.....ক্রিয়ার পরাবস্থাই বুদ্ধি।

মধুসূদনঃ ব্যাখ্যাদি "কঠিন শব্দ" অনুচ্ছেদে দেখুন।

শ্রীধর। এই এইরূপে আমিই স্থিত।

১১। বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জ্জিতম্
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ।

পদচ্ছেদ। বলম্ বলবতাম্ চ অহম্ কাম-রাগ-বিবর্জিতম্ ধর্ম্ম অবিরুদ্ধঃ ভূতেষু কামঃ অস্মি ভরতর্ষভ।

অন্বয়। ভরতর্ষভ, অহম্ বলবতাম্ কামরাগ বিবর্জ্জিতম্ বলম্, চ ভূতেষু ধর্ম্মবিরুদ্ধ কামঃ অস্মি।

কঠিন শব্দ। কামরাগ বিবর্জ্জিতম্ = আসক্তি ও কামনা রহিত সামর্থ্য ; void of passion and lust (ভক্তি প্রদীপ) ; রাগকে ক্রোধও লওয়া যাইতে পারে (মধুসূদন । । বিশ্বনাথ) ; যাহাতে তমঃ ও রজঃ নাই (১৬।.৮ ; ১৮।৫৩) (সেই সামর্থ্য) যাহাতে ঈপ্সিত বস্তু কোনও রকমে পাইতেই হইবে সেরূপ তৃষ্ণা নাই ; ও যাহা পাইলে তাহাকে কোনও রকমে ধরিয়া রাখিতেই হইবে, এরূপ আসক্তি নাই ; অথবা সেই বল, যাহাতে ভোগ বিলাসের জন্য জোর করিয়া সামগ্রী সংগ্রহ করিতেই হইবে বা তাহা রাখিতে হইবে এইরূপ কোন কামনা ও আসক্তি নাই (২।৫৫ ; ৬।২৪) ; অর্থাৎ যাহা পরপীড়ক স্বেচ্ছাচারী পশু-বল নহে সাত্ত্বিকী বল। ধর্ম্মাবিরুদ্ধ = শাস্ত্র অবিরোধ, (শাস্ত্রানুমোদিত ভাবে ৩ ৩৭ ; ১১।৩) স্ত্রী পুত্র এবং বিত্ত প্রভৃতি বিষয়ে অভিলাষ।) উদাসীন থাকিলে কামনা বা সঙ্কল্পহীন হইলে সংসার প্রবাহের গতি বন্ধ হইয়া যায়, (কাম ক্রোধ সম্বন্ধে, অর্থাৎ তাহাদের দমন সম্বন্ধে, গীতায় অনেক কথা পাই) (মানুষ যেন ইচ্ছার দাস না হয়, ধর্ম্মের দাস থাকে।) কাম = অপ্রাপ্ত বস্তু যেন আমি পাইতে পাই (মধুসূদন)। বলবতাম্ = সংসার পরাঙ্মুখ যাহারা সেই ব্যক্তিগণের বল [মধুসূদন]।

অনুবাদ। হে ভারতশ্রেষ্ঠ (অর্জ্জুন) বলবানের সেই সামর্থ্য আমি, যাহা কামরাগ সংযুক্ত নহে (যাহা পশুবল নহে) ; প্রাণিগণের ভিতর ধর্ম্মানুমোদিত কামনা বা সঙ্কল্পও আমি।

শঙ্কর। আসক্তি রহিত বল অর্থাৎ ওজঃ, সামর্থ্য। কাম =

অপ্রাপ্ত বিষয়ের তৃষ্ণা ; প্রাপ্ত বিষয়ে প্রীতি, তন্ময়তা = রাগ। কেবল দেহাদি ধারণের জন্য যে বল আমি মাত্র তাহাতে থাকি। ....শাস্ত্রানুকূল কামনা যথা দেহধারীর জন্য ভোজন ও জল পানের ইচ্ছা, সে ইচ্ছারূপ কামও আমি।

শ্রীধর। কাম = অপ্রাপ্ত বস্তু সম্বন্ধে রাজস অভিলাষ। রাগ = অভিলষিত বিষয় পাইয়াও পুনর্ব্বার অধিক পাইতে চিত্তের প্রীতিজনক তৃষ্ণা নাম্নী তামসী আসক্তি। বল = সাত্বিক স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান সামর্থ্য। ধর্ম্মের অবিরোধী স্ব পত্নীতে পুত্রোৎপাদন মাত্রের উপযোগী কাম।

Gandhi. সাত্বিক strength devoid of lust which is the characteristic of রজস, and passion which is that of তমস. The four objects of pursuit of men are ধর্ম্ম (righteousness), অর্থ=wealth, কাম (desire for progeny, for fame etc. মোক্ষ = freedom. Where অর্থ and কাম are divorced from ধর্ম্ম they lead not to মোক্ষ, but to perdition.

Radhakrishnan. Desire as such is not forbidden ; it all depends on the objeet.

রামানুজ। বলবান দিগের কাম, রাগ রহিত বল ও প্রাণি দিগের ভিতর ধর্ম্মসম্মত কাম আমি।

মধুসূদন। ব্যাখ্যা, ‘ কঠিন শব্দ” অনুচ্ছেদে দেখুন।

[১১] ভূপেন্দ্রনাথ। প্রাপ্ত বিষয়ের প্রতি অধিক তৃষ্ণাই, রাগ ; অপ্রাপ্ত বস্তু পাইবার অভিলাষ, কাম। এইরূপ কাম রাগ

শূন্য যে বল তাহাই সাত্ত্বিক বল। স্বধর্ম্মানুষ্ঠান বা আত্মকর্ম্ম দ্বারা প্রাপ্ত যে সামর্থ্য তাহাই সাত্ত্বিক বল।....আত্মাতে যে মনের স্থিতি তাহাই ধর্ম্ম। সেই স্থিতির জন্য যে চেষ্টা বা সাধন করার ইচ্ছা তাহাই ধর্ম্ম।

Telang. I am also the strength, unaccompanied by fondness or desire. Desire is the wish to obtain new things ; foundness is the anxiety to obtain what has been obtained. I am love unopposed to piety.

(১২) জিনিসের নির্য্যাস বলিবার পর, জিনিসে তাঁহারই প্রকৃতির দেওয়া যে ত্রিগুণ আছে (যে ত্রিগুণ, প্রকৃতি, মানুষকে, তাহার কর্ম্মফলে দেয়) তাহার কথা বলিতেছেন।

১২। যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে

মত্ত এবেতি তান্‌বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি। ১২

পদচ্ছেদ। যে চ এব সাত্ত্বিকাঃ ভাবাঃ রাজসাঃ তামসাঃ চ যে, মত্তঃ এব ইতি তান্ বিদ্ধি ন তু অহম্ তেষু তে ময়ি।

অন্বয়। চ এব যে সাত্ত্বিকাঃ ভাবাঃ চ যে রাজসাঃ তামসাঃ, তান্ মত্তঃ এব ইতি বিদ্ধি তু তেষু অহম্ তে ময়ি ন। কেহ করেন, তেষু অহম্ ন, তে ময়ি ; ৯।৪,৫ শ্লোকে দুই ভাবই আছে।)

কঠিন শব্দ। এব, ইহার ভাষার্থ, সবগুলিই, কেহ বাদ নয়। মত্তঃ = আমা হইতে। ন তু অহং তেষু তে ময়ি, ইহার দুই প্রকার ব্যাখ্যা হয়—(১) আমি তাহাদের ভিতর নহি, তাহারা আমার

ভিতর; এবং (২) আমি তাহাদের ভিতর, তাহারা আমার ভিতর, দুইই না। তাহারা আমার ভিতর নাই, এরূপ কথা ৯'৫ শ্লোকে আসিয়াছে. সেখানে উহা ব্যাখ্যাতও হইয়াছে। এখানে, সংক্ষেপে ব্যাখ্যা, অনুবাদের পরে প্রদত্ত টিপ্পনীতে দেওয়া হইয়াছে।

অনুবাদ। যাহাই সাত্ত্বিক বা রাজসিক বা তামসিক ভাবের, তাহা আমা হইতে উৎপন্ন, জানিবে কিন্তু আমি সে সকলে নাই, তাহারা আমাতে রহিয়াছে। (ভাল মন্দ সবই তাঁহাতে, গীতা জগৎকে স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দেয় নাই।

এই ত্রিগুণ, আমার অপরা প্রকৃতির, এবং সেই প্রকৃতি "আমারই" হওয়ায়. আমা ছাড়া তাহার অস্তিত্ব নাই বলিয়া, বলা যাইতে পারে যে তাহারা আমা হইতে উৎপন্ন তাহারা আমার ভিতর আমি তাহাদের ভিতর নহি" ইহার অর্থ, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই আমার অধীন; আমি প্রকৃতির অধীন নহি; অথবা আমি অসীম, অসীম কি সসীমের ভিতর থাকিতে পারে? দেশ কাল আমার ভিতর, আমি দেশ কালের ভিতর নহি। (ভগবান, ইহার পূর্ব্বে তাঁহার immanence ভাবের কথা শেষ করিয়াছেন (তিনি মণি হারের সূত্রের মত, তিনি রস, তিনি প্রাণ ইত্যাদি। এখন, এখানে তাঁহার transcendent ভাবের কথা পাড়িলেন।

"আমি তাহাদের ভিতর নাই, তাহারাও আমার ভিতর নাই" ইহার অর্থ আমি গুণাতীত, কোন গুণ আমাতে নাই। (ভগবানের সগুণ নির্গুণ দুই ভাব, এ সব কথা নির্গুণ ভাব বিষয়ক)।

আমি নিগুর্ণ, নির্বিবশেষ, কিছুর আমাতে থাকা, বা আমার কিছুতে থাকা, আমার ঐ নির্বিবশেষ ভাবে. এরূপ কোন কথার স্থান নাই। অথবা, যাহা কিছু দেখিতেছ, সবই আমি. বাসুদেবঃ সর্ব্বম্।

শঙ্কর। প্রাণিগণের কর্ম্মানুসার যাহা কিছু সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভাব উৎপন্ন হয়, সব আমা হইতে উৎপন্ন জানিবে। না আমি তাহাদের অধীন, তাহারাও আমার অধীন নহে।

রামানুজ। উহারা আমার শরীর রূপ হওয়ায়, উহারা আমাতে স্থিত, কিন্তু আমি তাহাদের ভিতর স্থিত নহি। তাহা ছাড়া. শরীর তবুও আত্মার কিছু উপকারে লাগে, উহারা আমার কোনই উপকার লাগে না।

মধুসূদন। আমি অধিষ্ঠান সত্তা আমি না থাকিলে উহারা থাকে না, কিন্তু উহারা না থাকিলেও আমি থাকি।

শ্রীধর। শমদমাদি সাত্ত্বিক ভাব. হর্ষ দর্পাদি রাজস ভাব, ও শোক মোহাদি তামসভাব প্রাণিগণের নিজ নিজ কর্ম্মরূপে জন্মিয়া থাকে, সেই সমস্তই "আমার প্রকৃতির" গুণের কার্য্যহেতু আমা হইতেই জাত বলিয়া জানিবে। আমি তাহাদের অধীন নহি, তাহারাই অধীন ভাবে আমাতে বিদ্যমান থাকে।

তিলক। ত্রিগুণাত্মক জগতের নানাত্ব যদিও নিগুর্ণ আমা হইতে উৎপন্ন, তথাপি ঐ নানাত্ব আমার নিগুর্ণ স্বরূপে থাকে না। ভূতভৃৎ ন চ ভূতস্থ (৯।৪ ৫)।

Radhakrishnan. The author rejects the সাংখ্য doctrine of the independence of প্রকৃতি।

Krishna Prem. The disciple must in all things seek for the Essence, for that which makes them what they are.

নীলকণ্ঠ। ধর্ম্মজ্ঞান ঐশ্বর্য্যাদি সাত্ত্বিক ভাব, লোভ, প্রবৃত্তি আদি রাজসিক ভাব। নিদ্রালস্যাদি তামসিক ভাব—ইহারা আত্মা হইতে নির্গত হইয়াছে কিন্তু সর্ব্ব জগদাত্মত্ব হেতু আমি হওয়াতেও আমাতে বিকারিত্ব দোষ ঘটিতেছে না, কারণ আমি তাহাদের অধীন নহি। বস্তুতঃ তৎ সমস্ত মিথ্যা পদার্থ আমাতে অধ্যস্ত।

বিশ্বনাথ। শমদমাদি এবং দেবাদি সাত্ত্বিক, হর্ষ দর্পাদি ও অসুরাদি রাজসিক, শোক মোহাদি এবং রাক্ষসাদি তামসিক। ....আমি পদার্থ সমূহে বিরাজমান থাকিলেও ইহাদের অধীন নহি।

[১২] ভূপেন্দ্রনাথ। কর্ম্ম যখন গুণত্রয় হইতে উৎপন্ন, এবং গুণত্রয় ভগবানের প্রকৃতি হইতে জাত, তখন এ সকল ভগবান হইতেই উৎপন্ন বলা যাইতে পারে, তবে এই সকল কর্ম্ম দ্বারা বিকার প্রাপ্ত হন না। জীব গুণের বশীভূত; ভগবান নহেন। কূটস্থ চৈতন্যরূপে পরমাত্মা দেহের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, তিনি না থাকিলে দেহেন্দ্রিয়াদি মনের কোন স্পন্দনই থাকে না। ....মন যখন নাভির নিম্নে থাকে তখন তামসিক ভাবের আবির্ভাব হয়, ঊর্দ্ধে এবং কণ্ঠের নিম্নে থাকিলে রাজসিক ভাবের; আজ্ঞা-চক্রে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি আসে। ....তাই গুণাতীত কূটস্থ চৈতন্য

সর্ব্বদাই নির্ব্বিকার। অথচ আলোক যেমন গৃহস্থিত বস্তু সমুদায়কে প্রকাশ করে, কিন্তু যে বস্তুর সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ থাকে না, তদ্রূপ পরমাত্মা কূটস্থরূপে সকল জীবের মধ্যেই রহিয়াছেন, নচেৎ জীবের কোন জ্ঞানই থাকিত না। তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত থাকিত না কিন্তু জীব সেই কূটস্থে স্থিত নহে, সেই জীব তাঁহাতে নাই, তাঁহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত জানিতে পারে না। শুধু সাত্ত্বিক ভাব নহে, রাজস তামস ভাবও তিনি। তাই চণ্ডীতে পাই "অতি সৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ। ... মার বহু সঙ্গী দর্শনে ক্রুদ্ধ শুম্ভাসুরকে মা বুঝাইলেন—"একৈ-বাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা"

Telang. নত্বহং তেষু, তে ময়ি = they do not dominate over me. I rule them.

[১৩] এই গুণেরা কি করে, বা কি করায় ?

১৩। ত্রিভিগুর্ণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ,

মোহিতং নাভি জানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্। ১৩

পদচ্ছেদ। ত্রিভিঃ গুণময়ৈঃ ভাবৈঃ এভিঃ সর্ব্বম্ ইদম্ জগৎ, মোহিতম্ ন অভিজানাতি মাম্ এভ্যঃ পরম্ অব্যয়ম্।

অন্বয়। গুণ ময়ৈঃ এভিঃ ত্রিভিঃ ভাবৈঃ ইদম্ সর্ব্বম্ জগৎ মোহিতম্ এভ্যঃ পরম্ মাম্ অব্যয়ম্ ন অভিজানাতি।

কঠিন শব্দ। ত্রিভিঃ = এই পূর্ব্বোক্ত (তিনগুণ)। ত্রিভিঃ গুণময়ৈঃ ভাবৈঃ = "ত্রিবিধ গুণময় অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমো

গুণের বিকার স্বরূপ ভাব নিচয়ের দ্বারা, অর্থাৎ ভবন-ধর্ম্মা (উৎপত্তিশীল) পদার্থ রাশিতে" (মধুসূদন)। মোহিত = "বিবেকের অযোগ্যত্ব প্রাপিত হইয়া" (মধুসূদন)। এভ্যঃ পরম্ অব্যয়ম্ = "এই সমস্ত গুণময় পদার্থ হইতে যাহা পরম্ বা পর অর্থাৎ ইহাদের ভ্রম-কল্পিতত্বের যাহা অধিষ্ঠান এবং যাহা ইহাদের হইতে বিপরীত স্বরূপ সেই সর্ব্বপ্রকার বিক্রিয়া বিরহিত, অপ্রপঞ্চ আনন্দ স্বরূপ স্বয়ং প্রকাশ অব্যবহিত অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা অন্তর ও অন্তরঙ্গতম আমাকে (ঈশ্বরকে)" (মধুসূদন)। ত্রিগুণের ভাব, বা বিকার, রাগদ্বেষ ও মোহ। এভ্যঃ পরম্ = এই তিনগুণের অতীত। অব্যয় = নির্ব্বিকার, গুণাতীত, unchangeable, (ভক্তি প্রদীপ)। মোহিত = গুণগুলির বিকার সাত্ত্বিকাদি ভাবে (রাগদ্বেষ ও মোহে) প্রাণিসমূহ বিবেকশূন্য। ...."গুণাতীত, অবিনাশী জন্মাদিভাব বিকার রহিত আমাকে জানেনা (শঙ্কর)। আমি ঐ সমস্ত ভাবাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাদের স্পর্শরহিত, অতএব অব্যয় = বিকারহীন (শ্রীধর)। আমি ইহাদের আত্মা, ... কার্য্যাবস্থায় ও কারণাবস্থায় আমিই সব শরীররূপে স্থিত (রামানুজ)। অব্যয় = অপ্রচ্যুত স্বভাব (বলদেব ; সদৈকরূপ [যামুনাচার্য্য]।

অনুবাদ। অপরা প্রকৃতির, (পূর্ব্বোক্ত) এই তিন (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) গুণের ভাবের বা বিকারের দ্বারা সমস্ত সংসার ভ্রান্ত ও বশীকৃত হইয়া রহিয়াছে বলিয়া, এই সকল ভাবের অতীত, নির্ব্বিকার আমাকে জানে না, অর্থাৎ সেই ত্রিগুণের অতীত

আমার অবিনশ্বর অপরিবর্ত্তনশীল বিকার বর্জ্জিত (পরম অব্যয়) স্বরূপকে জানিতে পারে না। (প্রকৃতির ত্রিগুণ, মানুষের দেহে, মানুষের স্বভাবে, সকল বস্তুতে, সকল ক্রিয়ায় বর্ত্তমান থাকে। ইহারা বিকারপূর্ণ পরিবর্ত্তনশীল ; মায়া বা অজ্ঞান [মিথ্যাজ্ঞান]; বিষয়াভিমুখ-প্রবণতা এই ত্রিগুণ হইতে জাত, এবং মানুষকে মোহাবিষ্ট রাখে ; সে আমাকে মনে আনিতে সক্ষম হয় না।) মানুষ ত্রিগুণে মজিয়া আছে, ভগবানকে মনে রাখিবার কথা তাহার মনে আসে না [গীতা ৭ ২৭]

Radhakrishnan We see the changing forms ard not the Eternal Being, of which, the forms are the manifestations. We see the shifting forms as Plato's dwellers in the cave, see the shandows on the wall. But we must see the light from which the shadows emanate.

কৃষ্ণানন্দ। জীব ত্রিগুণময়ী মায়ায় মোহিত ও আত্মানাত্ম বিবেকহীন হইয়া, নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব আমাকে জানিতে পারে না।

মহানামব্রত। জীব যখন পরমেশ্বরেরই পরা প্রকৃতি, তখন তাঁহাকে ভুলিয়া যায় কেন ? তাহারই উত্তর দিলেন।

(১৩) ভূপেন্দ্রনাথ। আত্মসাগরে স্ফুরিত অসংখ্য দৃশ্য বুদ্‌বুদ্ দেখিয়া জীব মুগ্ধ। ....ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন দৃশ্যবর্গ কিছুই থাকে না, তাহাই গুণাতীত অবস্থা। সেই অবস্থায় না

থাকিলে মোহমুগ্ধ জীব তাঁহার গুণাতীত অব্যয় ভাবকে ধারণাই করিতে পারে না, সুতরাং মহামায়ায় জড়িত হইয়া যাহা নিত্যবস্তু তাহার প্রতি লক্ষ্য করিতে পারে না।

শঙ্কর। গুণের বিকার, সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক, অর্থাৎ রাগদ্বেষ ও মোহাদি পদার্থের দ্বারা, এই সব, বিবেক শূন্য হইয়াছে। এই সব গুণের অতীত, বিলক্ষণ, অবিনাশী, জন্মাদি ভাব রহিত, পরমাত্মা আমাকে ইহারা জানিতে পারে না।

রামানুজ। এই প্রকার এই জড়চেতনাত্মক সমগ্র আমারই, আমাতেই উৎপন্ন হয়, আমাতেই লয় হয় ও আমাতে স্থিত এবং আমারই শরীরভূত ও মদাত্মক (আমিই ইহার আত্মা). কার্য্যাবস্থায় ও কারণাবস্থায় আমিই সকল শরীররূপে সকল প্রকারে স্থিত। কারণরূপে, স্বামীরূপে, জ্ঞানাদি অসংখ্য কল্যাণময় গুণ প্রতিযোগিতাতেও, আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমার উপর .... শ্রেষ্ঠতর কেহ নাই। ত্রিগুণাতীত, আবার অসাধারণ গুণ সমূহের কারণ .... এরূপ যে আমি, আমাকে, এই ত্রিগুণে মোহিত জগৎ জানিতে সক্ষম হয় না।

শ্রীধর। পূর্ব্বকথিত এই তিন প্রকার গুণময় কামলোভাদি গুণের বিকাররূপ স্বভাব দ্বারা এই জগৎ মোহিত। ....আমি এই সমস্ত ভাব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাদিগের সংস্পর্শরহিত, ইহাদের নিয়ন্তা, অতএব অব্যয় অর্থাৎ বিকার বিহীন।

Telang. The whole universe ...... does not know me, who am beyond them and inexhaus-

tible; for this delusion of mine, developed from the qualities, is divine and difficult to transcend. Those who resort to me alone, cross beyond this delusion.

[১৮] পূর্ব্ব শ্লোকে কথিত ত্রিগুণ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মানুযায়ী, যে, নানা পরিমাণে সর্ব্বত্র প্রাবিষ্ট করাইয়াছে সেই কর্ম্মফল বিধাত্রী, "মে" আমার অর্থাৎ ভগবানের), সেই অপরা প্রকৃতি, যাহার এক নাম মায়া, তাহার কথা বলিতেছেন।

১৪। দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে। ১৪

পদচ্ছেদ। দৈবী হি এষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া, মাম এব যে প্রপদ্যন্তে মায়াম্ এতাম্ তরন্তি তে।

অন্বয়। হি, এষা দৈবী গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া, যে মাম্ এব প্রপদ্যন্তে তে এতাম্ মায়াম্ তরন্তি।

কঠিন শব্দ। গীতা মায়ার খুব সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়াছে, সকল অধ্যাহার বর্জ্জিত; ব্রহ্ম, অধ্যাস ইত্যাদি লইয়া টানাটানি করে নাই, অথচ অশুদ্ধা মায়া, অবিদ্যা, অজ্ঞান, সৃষ্টি-শক্তি, কর্ম্মফল-প্রদান কর্ত্রী, সব কথা ইহাতে আসিয়াছে; আর আসিয়াছে সেই মায়ার স্বামী মায়াধীশের ভজনার কথা। দৈবী = ঐশ্বরিক; পরমদেবের সহিত সম্বন্ধিত; ইন্দ্রজালের মত গুণ, কিন্তু আসুরিক ইন্দ্র জালের মত নহে; "সর্ব্বভাবে এক-অদ্বিতীয় দেব [দ্যোতন-স্বভাব] স্বয়ংপ্রকাশ পদার্থ গূঢ় (অবিদ্যা-প্রচ্ছন্ন) রহিয়াছেন, ইত্যাদি

শ্রুতি যাহার স্বরূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন, স্বতঃ দ্যোতনবান্ নির্বিভাগ স্বপ্রকাশ চৈতন্য ও আনন্দস্বরূপ সেই যে দেব তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া এবং তাঁহাকেই বিষয় করিয়া, ইহা (মায়া, অবিদ্যা) কল্পিত হইয়া থাকে—এই কারণে ইহাকে "দৈবী" বলা হইয়াছে" (মধুসূদন); অলৌকিক, অদ্ভুত, কারণ অঘটন-ঘটন পটীয়সী। এষা = এই। হি = কারণ।

বুঝিবার হয় তো সুবিধা হইতে পারে, এইরূপ কল্পনা করিলে যে পরা ও অপরা প্রকৃতি ভগবানের যেন দুই স্ত্রী জীবাত্মা বা চিৎ-কণ চিৎই, অগ্নি স্ফুলিঙ্গ অগ্নিই। অগ্নি-সৃষ্ট অগ্নি স্ফুলিঙ্গ সমূহকে যেমন এইরূপ ভাবে ভাবিতে পারা যায় যে তাহারা অগ্নির ভিতর রহিয়াছে এবং ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে, সেইরূপ এখানেও ভাবিলে সুবিধাই হইবে যে সর্ব্বব্যাপী ভগবানের ভিতর এই জীবাত্মারা রহিয়াছে ও ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

এই জীবাত্মারা প্রত্যেকটি প্রকটিত হইবামাত্র এক অতি সূক্ষ্ম আবরণে আবৃত হইয়া পড়ে বলিয়া, ইহাদের স্বাতন্ত্রতা নষ্ট হইতে পায় না, ও ব্রহ্মে মিশিয়া যাইতে পায় না। ঐ সূক্ষ্ম শরীরকে কারণ শরীর বা আনন্দময় কোষ বলা হয়। জ্ঞান-বাদীরা বলেন যে জীব ও ব্রহ্ম এক (অহং ব্রহ্মাস্মি, বা তত্ত্বমসি) এই জ্ঞান জীব পাইবামাত্র তাহার কারণ-শরীর ধ্বংশ হইয়া যায়, এবং ঐ জীবের মৃত্যুর পর, তাহার আর জন্ম হয় না, সে ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ লাভ করে, অগ্নিতে অগ্নিকণা মিশিয়া যায়।

পরা প্রকৃতি যেন ঐ জীবাত্মাদের ভাণ্ডারী; তাহারই নিকট

হইতে ইহারা বাহিরে আসিয়া অপরা প্রকৃতির নিকট হইতে মন-আদি যুক্ত সূক্ষ্ম শরীর গ্রহণ করিয়া, মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিয়া, ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত নির্ম্মিত স্থূল শরীর গ্রহণ করে। সূক্ষ্ম শরীরাবৃত জীবাত্মার স্থূল দেহ গ্রহণ করিয়া ভূমিষ্ঠ হওয়ার নাম জন্ম ও সেই স্থূল দেহ ত্যাগ করার নাম মৃত্যু। যে জ্ঞানী হইতে পারে নাই, মৃত্যুতে, সে কর্ম্মফলে তৎক্ষণাৎ কৃমি কীট মশকাদি হয়, বা কর্ম্মফলে স্বর্গনরকাদি ভোগ করিয়া আবার যথাযোগ্য ঘরে জন্ম লয় বৈষ্ণব শাস্ত্রে, বৈষ্ণবদিগের জন্য অন্যরূপ ব্যবস্থার কথা উক্ত হইয়াছে। প্রলয়ে, জীবাত্মারা, যাহারা তখনও মুক্তি পায় নাই, অপরা প্রকৃতি তাহাদের নিজের ভিতর ফিরাইয়া আনে, ও আবার প্রলয়ান্তে যথা সময়ে, ভগবৎ নির্দ্দেশে তাহাদের বাহিরে আনে। [অনন্য-ভক্তের কথা স্বতন্ত্র] [১৪।২] অন্য ভাষায় পরা প্রকৃতিই যেন জীবভূতা হন।

অপরা প্রকৃতি যেন অষ্ট উপাদানের (মন বুদ্ধি অহংকার ও ক্ষিত্যাদি পঞ্চ ভূতের) ভাণ্ডারী। অন্য ভাষায় ইহাই বলা হয় যে পরা প্রকৃতি যেন জীবাত্মা সমষ্টি [৯।৭, ৮] ও অপরা প্রকৃতি যেন অষ্ট উপাদানের সমষ্টি ভগবানের ইচ্ছায় ঈক্ষণে) প্রকৃতির (অপরা প্রকৃতির) ঐ সাম্যাবস্থা চলিয়া যায়, এবং উহা হইতে মন বুদ্ধি অহঙ্কার ও পঞ্চভূতের, একের পর একের উদ্ভব হইতে থাকে, এবং এইগুলি দিয়া ঐ প্রকৃতি জগতের, যত জড় বস্তুর সৃষ্টি ও পরিবর্ত্তন ভগবানের অধ্যক্ষতায় করিতে থাকেন (৯।১০)। ইনিই একাধারে ভগবৎ সঙ্কল্প, ভগবৎ শক্তি,

প্রাথমিক অষ্ট জড় উপাদানের সামূহিক সমষ্টি, তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন হওয়া বিভাব ও সেইগুলি দিয়া জগতের অসংখ্য জড়বস্তুর সৃজন ও পরিবর্ত্তন কর্ত্রী ; শক্তি ও উপাদান দুই ই। আবার ইনিই ক্ষেত্র ; বা ক্ষেত্র সৃষ্টি করেন ; ও জীবাত্মা হয় ক্ষেত্রজ্ঞ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কারণ-শরীরাবৃত জীবাত্মা, প্রকৃতির অষ্ট উপাদান গঠিত বিজ্ঞানময় মনোময় ও প্রাণময় কোষে, অর্থাৎ লিঙ্গ শরীরে প্রবেশ করে, ও তৎপরে স্থূল শরীরে প্রবেশ করে ও জীব হয়। ইহাই ঈশ্বরের বহুস্যাম্ হওয়া ; ইহাকেই শ্রুতিতে অন্যত্র বলা হইয়াছে যে ঈশ্বর শরীরাদি গঠন করিয়া তাহাদের ভিতর প্রবেশ করিলেন ; ইহাই "মম যোনি মহদ্‌ব্রহ্ম" শ্লোকাদিতে বিবৃত হইয়াছে [১৪।৩, ৪] ; ইহাই বিবৃত হইয়াছে "মমৈবাংশ" শ্লোকাদিতে (১৫।৭, ১১) ; ইহাই "পঞ্চভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে"। যাহাকে সাধারণতঃ ঐশ্বরিক প্রকৃতি (বা প্রকৃতি বলা হয় যাহা ঐশ্বরিক ইচ্ছা, বা ঐ ইচ্ছা প্রবুদ্ধ ঐশ্বরিক শক্তি, যাহার কথা ৯।১০ শ্লোকে আসিয়াছে তাহাই এই অধ্যায়ে, বুঝিবার সুবিধা করিয়া দিবার জন্য, দুই ভাগ করিয়া, দুই প্রকৃতি বা ভগবানের যেন দুই স্ত্রী ভাবে বর্ণিত হইয়াছে ; ইহাই ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্রভাবে, পুরুষ প্রকৃতি ভাবে, ও দুই পুরুষ ভাবে পরে বর্ণিত হইবে। দুই প্রকৃতির সংযোগ ভগবানই করিতে থাকেন [১৩ ২৬] ; দুই প্রকৃতিই প্রকৃতি, এবং ভগবানই সব। পুরুষ প্রকৃতি বিভাবে, আমরা পাইব, পুরুষ বা আত্মা, প্রকৃতিতে বা দেহমনাদিতে তদাত্মকত্ব পায়,

(স্বামী যেমন স্ত্রীকে পায়); সেই বিমোহিত হইয়া থাকিবার ফলে, প্রকৃতিকৃত কার্য্যের যে ফলভোক্তা হয় অর্থাৎ সুখ দুঃখাদি প্রাপ্ত হয়। এই তদাত্মকত্ব বিষম জিনিস, (ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে, পঞ্চভূতের ফাঁদে ৬।২৩ । (এইখানে বলিয়া লওয়া উচিত, প্রকৃতি শব্দ, ভিন্ন ভিন্ন স্থলে, ভিন্ন ভিন্ন অর্থ পাইয়া থাকে ;

অপরা প্রকৃতি কি, ও তাহার কয়েকটি কাজের বর্ণনা, উপরে দেওয়া গেল। এইবার ইহার সম্বন্ধে আরও কিছু বলা যাউক। এই প্রকৃতিকে বলা হয় ত্রিগুণময়ী বা ত্রিগুণাত্মিকা, অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা, যে সাম্যাবস্থা যথাকালে, অর্থাৎ ইচ্ছা যখন ভগবানের হয়, তখন ভাঙ্গিয়া যায়, ও প্রকৃতি হইতে (সাংখ্য যাহাকে প্রধান বলিয়াছে তাহা হইতে) বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন ও পঞ্চভূতগুলির একের পর একের জন্ম হইতে থাকে ; ইহাদের যোগাযোগে, অসংখ্য জড় বস্তু সমূহের ও তাহাদের কিছু জড় বস্তুর সহিত, পরা প্রকৃতির অর্থাৎ ভাণ্ডারী পরাপ্রকৃতি রক্ষিত আত্মাগুলির সংযোগে চেতনবস্তু সমূহের সৃষ্টি হইতে থাকে। ইহাকেই বলা হয়, ঈশ্বর বস্তু সমূহের সৃষ্টি করিয়া তাহার ভিতর প্রবেশ করেন।

এই যোগ বিয়োগ ক্রিয়া অদ্ভুত, অলৌকিক ; ঐশ্বরিক বা পরমদেবের লীলা, তাই দৈবী নাম পাইয়াছে : ইহা দৈবী অর্থাৎ দ্যোতনশীল এই কারণেও যে ইহা স্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। দৈবী, ইহার অর্থ, কাহার কাহারও মতে যে ইহা ইন্দ্রজাল, কিন্তু আসুরিক ইন্দ্রজালের মত নিকৃষ্ট শ্রেণীর নহে।

ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে অপরা প্রকৃতির দ্বিতীয় কাজ, সৃষ্ট বস্তু সম্বন্ধে, যথাযোগ্য পরিমাণে উপরিউক্ত ত্রিগুণ প্রাপ্তি করান। যে পারস্পরিক পরিমাণে আমরা এই ত্রিগুণ পাই, তাহা পাই আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে। অপরা প্রকৃতি সেই কর্ম্মফল দাত্রী। ঐ কর্ম্মফলে আমাদের যথাযোগ্য ঘরে জন্ম হয়, আমাদের যেরূপ স্বভাব বা প্রকৃতি পাওয়া উচিত তাহা পাওয়ায়, আর প্রারব্ধ যাহাকে বলে তাহা ঐ কর্ম্মফলই আনে। অপরা প্রকৃতির তৃতীয় কাজ, তাহার ঐ ত্রিগুণ আমাদের অনবরতঃ কাজ করাইতে থাকে; ইহা গোড়াতেই গীতা বলিয়াছে, ৩৫ শ্লোকে। এই কাজ করার হাত হইতে আমরা এক মুহূর্ত্তও মুক্তি পাই না, যতক্ষণ না ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ পাওয়া হয়। কর্ম্মসন্ন্যাস হয়ই না। এ সব কথাই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

এইবার মায়া কি, তাহা দেওয়া যাউক। ঋগ্বেদে মায়াকে পাই, ইন্দ্রজাল অর্থে। তাহার পর সৃজন পালনাদি প্রকৃতির ক্রিয়া, অলৌকিক ইন্দ্রজালবৎ ক্রিয়া হওয়ায়, প্রকৃতিরই আর এক নাম মায়া হইল (শ্বে উ) এবং সেইজন্য, মায়া ঐ নামও সৃষ্টিকারিণী ত্রিগুণময়ী ইত্যাদি সংজ্ঞা পাইল। উহারই অন্য নাম মহদ্ব্রহ্ম (১৪।৩); ভগবৎ শক্তির দ্বারা সবকিছু সৃষ্টি করে। ইহাকেই বলা হয়, বিশুদ্ধা বা সাত্ত্বিকী মায়ায় ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব পড়ায়, "ঈশ্বরের" সৃষ্টি হয়, এবং অশুদ্ধা বা মিশ্র ত্রিগুণ শালিনী মায়ায় ব্রহ্মের (বা কাহারও কাহারও মতে ঈশ্বরের) প্রতিবিম্ব পড়ায়, ত্রিগুণময় জীবের সৃষ্টি হয়।

আমাদের স্বভাব বা প্রকৃতি এই মায়া বা প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণে সাত্ত্বিক গুণ যদি বেশী পাইয়া থাকে, উহা আমাদের ভাল কাজের দিকে, বা ভগবানের দিকে লইয়া যাইবে; রাজসিকগুণ মনে বিক্ষেপ বা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিবে; তামসিকগুণ ভ্রান্তি, প্রমাদ মোহ বা আবরণ আনিয়া দিবে। প্রকৃতির ক্রিয়া ঐশ্বরিক, অর্থাৎ দৈবী বলা হইয়াছে; মায়াতেও ঐ বিশেষণ, এবং প্রকৃতির নিয়ম অলংঘ্য, দুরত্যয়া মায়াই প্রকৃতি বলিয়া, মায়াতেও ঐ বিশেষণ এই শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃতির বা যাহার অন্য নাম মায়া, তাহার ত্রিগুণ, তিন রজ্জুর মত, কাঠ পুত্তলীবৎ যে আমরা, আমাদের নাচাইতে থাকে (১৮৬১)। উপনিষদের সময়ে মায়া প্রকৃতিরই সংজ্ঞা ছিল ; গীতাতেও উহা সেই ভাবে আছে। মায়া প্রকৃতিই, সেইজন্য প্রকৃতির মত, একদিকে ভগবৎ শক্তি, ভগবৎ সঙ্কল্প (আত্মমায়য়া. ৪।৬) এবং অন্যদিকে ত্রিগুণ, যাহা আমরা নানা অনুপাতে নিজ কর্ম্মফলে পাই এ ত্রিগুণ পূর্ব্বের শ্লোকে বিবক্ষিত হইয়াছে। আমরা বহুবার বলিয়াছি, গীতা-মা ব্যাসকূট সমূহের অর্থ নিজেই বলিয়া দেন, কাছাকাছি শ্লোকে। বহুপরে, গৌড়পাদ এবং পরে শঙ্কর ও তাঁহার অনুবর্ত্তীরা মায়া শব্দে বহু জটিল, অর্থে আনিয়াছেন, তাঁহাদের মতবাদ পরিপুষ্ট করিতে। সে সব এখানে আলোচনা করিবার আমাদের স্থান নাই ; আমরা নিজেদের গীতার ভিতর রাখিতে চাহি।

এই দীর্ঘ টিপ্পনী এখানে করা হইল এইজন্য যে অনেকের বিশ্বাস যে ভগবান মায়া সৃষ্টি করিয়াছেন, নিজের ভেল্কী

দেখাইতে ও আমাদের নাহক হায়রান বা বিভ্রান্ত করিতে। ভগবান কি এতই কুটিল, এতই নির্দ্দয়! আমরা 'স্বখাত সলিলে ডুবে মরি।" আমাদের নিজেদের কর্ম্মফল-প্রাপ্ত রজঃ গুণ ও তমঃ গুণ বিক্ষেপ ও আবরণ সৃষ্টি করে; ভগবানের দিকে আমাদের যাইতে দেয় না। যদি অনুপাতে সাত্ত্বিকগুণ বাড়াইয়া ইহাদের দাবাইয়া রাখিতে চাওয়া যায়, তাহা হইলে ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় নাই। যে তাঁহারই শরণাপন্ন হয়, "মম মায়া তরন্তি তে", অর্থাৎ তাঁহার স্ত্রীবৎ ঐ অপরা প্রকৃতির দুরতিক্রম্য প্রভাব অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়; সে, এবং মাত্র সেই গুণাতীতত্ত্বের দিকে যাইতে সমর্থ হয়। ভগবান প্রকৃতির, অর্থাৎ নিজের শক্তির স্বামী, মায়াধীশ। আমরা কর্ম্মফলে ত্রিগুণ পাই, যাহা নানাকাজ করাইতে থাকে; এই ত্রিগুণই মযা। এই ত্রিগুণের অনুপাতে পরিবর্ত্তন হইতে থাকে, সাত্ত্বিকী গুণ বাড়িতে থাকে, এমনকি গুণাতীতত্ব আসিতে থাকে, "মামেব যে প্রপদ্যন্তে" মাত্র তাহারই ক্ষেত্রে।

অনুবাদ। আমাব ঐ [ত্রিগুণাত্মিকা] ঐশ্বরিক অলৌকিক শক্তি বা প্রকৃতি, যাহার অন্য নাম মায়া, তাহাকে অর্থাৎ তাহার নিয়ম অতিক্রম করা বা তাহার প্রভাবে না পড়া, দুঃসাধ্য। মাত্র আমাকেই যে পরিতুষ্ট করে অর্থাৎ, মাত্র আমারই যে শরণাগত হয়। মাত্র সেই, এই মায়ার অর্থাৎ প্রকৃতির ত্রিগুণের প্রভাব অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে।

কর্ম্মফল প্রদানকর্ত্রী, যে গুণ যে অনুপাতে জীবে দিয়াছে

সেইগুণ সেই অনুপাতে কাজ করিবেই, প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি [৩।৩৩]। ইহা যদি না করাইতে চাওয়া যায় তাহা হইলে ঐ মায়ার (বা প্রকৃতির) স্বামীর শরণাগত হওয়া প্রয়োজন।

ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ ; Lead kindly Light ....

মায়া শব্দ গীতায় ৭।১৪, ১৫; ও ১৮ ৬১ শ্লোকে পাই। যোগমায়া শব্দ পাই ৭।২৫ ও আত্মমায়া পাই ৪।৬ শ্লোকে

মায়া = "তত্ত্ব প্রকাশের পক্ষে প্রতিবন্ধক হইয়া অতত্ত্ব-প্রকাশের কারণ আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি যুক্তা অবিদ্যা" (মধুসূদন)। ইন্দ্রজালাদির ন্যায় মিথ্যাভূত প্রপঞ্চের প্রকাশিকা (নীলকণ্ঠ)। সাংখ্য শাস্ত্রের ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিকে গীতাতে ভগবান আপন মায়া বলিয়াছেন (তিলক)। সাংখ্যের প্রকৃতির গুণত্রয়কে এখানে মায়া শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে এবং ঐ মায়াকে ভগবানের শক্তি হিসাবে স্বীকার করায় দৈবী বলা হইয়াছে (গিরীন্দ্রশেখর)। কেহ কেহ বলিয়াছেন আসুরী ইন্দ্রজাল হইতে ইহা সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়া, ইহাকে দৈবী বলা হইয়াছে।

মধুসূদন। এই শ্লোকের কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী বিম্ব প্রতিবিম্ব ইত্যাদির আলোচনা করিয়াছেন।

শঙ্কর। দৈবী = আমি ব্যাপক ঈশ্বর, তাঁহার নিজ শক্তি, ত্রিগুণময়ী মায়া। এই কারণে যে, সকল ধর্ম্ম ছাড়িয়া, নিজ আত্মা আমি মায়াপতি পরমেশ্বরেরই সর্ব্বাত্মভাবে শরণ গ্রহণ করে, সে, সকল ভূতকে যে মোহিত করে, সেই মায়াকে পার হইয়া যায়, অর্থাৎ সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হয়।

রামানুজ। দৈবী = লীলায় প্রবৃত্ত আমি, পরমদেব দ্বারা নির্ম্মিত ......মায়া শব্দ, মিথ্যা বস্তুবাচক নহে। মন্ত্র ঔষধাদি দ্বারা মিথ্যা বস্তুকে সত্যতা বুদ্ধি উৎপন্ন করাইয়া দেয় বলিয়া বাজীকরকে মায়াবী বলে। সেখানে মন্ত্র ঔষধই মায়া। মিথ্যা বস্তুতে যে মায়া শব্দের প্রয়োগ হয় উহা মায়াজনিত বুদ্ধির বিষয় হওয়ায় ঔপচারিক, যেমন 'মঞ্চেরা চিৎকার করিতেছে ” মায়া তু প্রকৃতিং বিদ্যা ন্ (শ্বে ৪ ২০) ভগবানের স্বরূপকে আবৃত করা, আর নিজ স্বরূপে ভোগ্য বুদ্ধি করাইয়া দেওয়া মায়ার কার্য্য।

শ্রীধর। দৈবী = অলৌকিকী। গুণময়ী = সত্ত্বাদি বিকার-রূপা।

Krishna Prem. Only by turning them to the Eternal Atman can the illusion be crossed.

বলদেব ও বিশ্বনাথ বিশ্ব সৃষ্টির কারণরূপা গুণত্রয়াত্মিকা এই অলৌকিকী মায়া দুরতিক্রমণীয়া, গুণে অর্থাৎ রজ্জুদ্বারা ত্রিবেষ্টনে জীবগণকে বদ্ধ করিয়া রাখে.. আমি মায়ার নিয়ন্তা হওয়ায়, মদ্ বিষয়িনী ভক্তি প্রভাবে জীব এই মায়াকে অতিক্রম করিতে পারে 'এব' আমাকেই, অন্য দেবতাকে নহে।

নীলকণ্ঠ। যাঁহারা জন্মজন্মান্তরীণ পুণ্যপ্রভাবে, সর্ব্ব প্রাণিতে ভগবান বাসুদেবরূপে আমাকে জানিতে পারেন ইত্যাদি।

রামদয়াল। 'দৈবী', দুই অর্থে (১) ভগবান মায়া দ্বারা ক্রীড়া করেন, তাই দৈবী (২) দৈবী কারণ ঈশ্বরের স্বভাব।

গোয়েনকা। কার্য্যকারণ রূপা অপরা প্রকৃতির নাম মায়া।

কৃষ্ণানন্দ। যে মায়াকে বিশুদ্ধ চৈতন্যাশ্রিতা ও বিষয়ের মূল প্রকৃতি বলিয়া কল্পনা করা যায়, তাহার নাম দৈবী মায়া। অন্ধকার যে গৃহকে আশ্রয় করে, তাহাকে আবৃত করে, সেইরূপ দৈবী মায়া যে আত্মার আশ্রিত, তাহাকেই আবৃত করে। মনুষ্য কর্ম্মযোগাদির দ্বারা মায়ার হস্ত হইতে শীঘ্র মুক্ত হইতে পারেনা, কিন্তু যে ধর্ম্ম, পুরুষার্থ, দূরে ফেলিয়া, নিরাশ্রয়ের ন্যায় শরণাপন্ন হয়, ভগবান তাহাকে মুক্ত করিয়া দেন। এই একান্ত শরণাপন্ন হওয়াই ভক্তিযোগ, ইহাই নিরালম্ব সমাধি। ভগবানের শরণাপন্ন হওয়াই পৌরুষ, কেননা তাঁহার (পুরুষের) শক্তি ব্যতীত সে ইচ্ছাও হয় না।

সচ্চিদানন্দ। যাঁহারা নিস্ত্রৈগুণ্য হইয়া সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাস করেন, ইত্যাদি।

মহানামব্রত। মায়া একটি তত্ত্ব নহে, দুর্ব্বোধ্য। শঙ্কর অনির্ব্বচনীয়া বলিয়াছেন, আচার্য্যগণের ভিতর মায়ার স্বরূপ সম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে। গীতার দৃষ্টির ভঙ্গী এইরূপ—মায়া ত্রিগুণ স্বরূপা প্রকৃতিও তাই সুতরাং প্রকৃতি ও মায়া এক (মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্ শ্বে উ। দ্বিবিধ স্বভাবের জন্য দ্বিবিধ নাম। ....মা ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে 'য' প্রত্যয় করিয়া, স্ত্রীলিঙ্গে আপ প্রত্যয় করিলে মায়া শব্দ নিস্পন্ন হয় ....ত্রিগুণ দ্বারা সীমাবদ্ধ পরাপ্রকৃতি জীবই বদ্ধজীব বাচ্য। নিত্য কৃষ্ণদাস জীব, দুঃখ দুর্দ্দশাগ্রস্ত। অমৃতের সন্তান হয়েছে মরণধর্ম্মী। ... গীতা সাংখ্যের ভাষা লইয়াছে। রজ তমোগুণময়ী মায়া বলাও যা,

আবরণ বিক্ষেপাত্মক মায়া বলাও তাই। মায়া সদ্বস্তু নহে, এবং ক্রিয়া আছে, তাই অসদ্বস্তুও নহে ; তাই বলা হয় অনির্ব্বচনীয় যৎকিঞ্চিৎ।....অদ্বৈত মতে মায়া ব্রহ্মতেই থাকে, থাকিয়া ব্রহ্মকেই আবৃত করে।

মধুসূদন (তাৎপর্য্য টিপ্পনীসহ)। শুদ্ধ যে চৈতন্য, তাহা জীব ঈশ্বর ও জগৎ ইত্যাদি বিভাগ বিরহিত অনাদি অবিদ্যা মায়া) সেই শুদ্ধ চৈতন্যেই অধ্যস্তা (কল্পিতা)। দর্পণে যেমন মুখাভাস, এই জড় সত্ব প্রধান অবিদ্যা, শুদ্ধ চৈতন্যে অধ্যস্ত হইয়া চিদাভাস বা চিৎ প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে অর্থাৎ ইহা চিৎস্বরূপ হইয়া প্রকাশ পায় (দর্পণগত সূর্য্যের ন্যায়)। এই প্রতিবিম্বের যাহা বিম্ব তাহাকে পরমেশ্বর বলা হয়, তিনি অবিদ্যারূপ উপাধির দোষে কোনরূপ সম্পৃক্ত হন না। আর প্রতিবিম্বকে জীব বলা হয় যাহা অবিদ্যারূপ উপাধির দোষে দূষিত হইয়া থাকে। .. জীবের ভোগের নিমিত্ত ঈশ্বর হইতে আকাশাদি ক্রমে শরীরেন্দ্রিয় সংঘাত এবং সেই শরীরীর ভোগ্য নিখিল প্রপঞ্চ (বিশ্ব) উৎপন্ন হইয়া থাকে। শুদ্ধ মুখ যেমন মুখবিম্ব ও মুখ প্রতিবিম্বের মধ্যে অনুগত থাকে সেইরূপ ঈশ্বররূপ যে চিৎবিম্ব ও জীবরূপ যে চিৎপ্রতিবিম্ব তাহাদের উভয়ের মধ্যে অনুগত মায়ারূপ উপাধি বিশিষ্ট যে চৈতন্য তাহাকে সাক্ষী বলা হয়। (এই দ্বিতীয় মুখের কল্পনা আসে এইভাবে—বিম্ব প্রতিবিম্ব সাপেক্ষ শব্দ। দর্পণ সরাইয়া লইলে প্রতিবিম্ব থাকে না, প্রতিবিম্ব সাপেক্ষ বিম্বও থাকে না। তখন কেবলমাত্র শুদ্ধ মুখ থাকিয়া যায়।

মায়া সন্নিহিত মায়োপহিত বিম্বচৈতন্য ঈশ্বর, আর অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত চৈতন্যজীব ইহাই প্রতিবিম্ববাদ (ইহা বিবরণাচার্য্যের মত।

সাক্ষিচৈতন্যাশ্রিত (কল্পিত) মায়ায় সর্ব্বপ্রকার কার্য্য প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই কারণে ভগবান সাক্ষিচৈতন্যাশ্রিত মায়াকে দৈবী অর্থাৎ দেব সম্বন্ধীয় বলিয়াছেন অর্থাৎ সাক্ষি-চৈতন্য সম্বন্ধীয়। বিম্ব ঈশ্বর সম্বন্ধ মায়াকে "মম" বলিয়াছেন, মম অর্থাৎ পরমেশ্বরের। আর, যদিও অবিদ্যা প্রতিবিম্ব জীব একটিই মাত্র, (একজীববাদ), তথাপি অবিদ্যাজনিত অন্তঃকরণ সংস্কার সকল ভিন্ন ভিন্ন, তাই গীতায়, যাহারা কেবলমাত্র আমাকে আশ্রয় করে "মোহগ্রস্থ ব্যক্তিগণ আমায় পাইতে পারে না" ও চারি প্রকারের লোক আমাকে আশ্রয় করে, ইত্যাদি রূপে ভেদ নির্দ্দেশিত। শ্রুতিতেও দেবতা ও ঋষি সম্বন্ধেও ঐরূপ ভেদ প্রদর্শিত অনেক উদাহরণে। আবার অন্তঃকরণরূপ উপাধির ভেদ পর্য্যালোচনা না করিয়া (কেন না তত্ত্বদৃষ্টিতে ভেদ বলিয়া কোন কিছুই নাই সবই অভিন্ন একাকার) জীবত্বের প্রয়োজন যে উপাধি অর্থাৎ অবিদ্যারূপ যে উপাধি থাকায় শুদ্ধ চৈতন্য জীবরূপে ব্যবহার যোগ্য হয়, সেই উপাধির একত্ব নিবন্ধনই (কেননা মূলা বিদ্যা একটি ছাড়া বহু নহে) এই গীতা মধ্যে বহুস্থলে "এক" বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সমস্ত ক্ষেত্র অর্থাৎ দেহ মধ্যে আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে" "প্রকৃতি ও

পুরুষ উভ কেই অনাদি জানিও” ‘জীব জগতে আমারই শাশ্বত অংশ জীব স্বরূপ হইয়াছে।” শ্রুতিতেও এইরূপ উদাহরণ যথা “অগ্রে এই সমস্ত ব্রহ্মই ছিল; তিনি আত্মাকে নিজেকে জানিয়াছিলেন “আমিব্রহ্ম হইতেছি।” এই কারণে তিনিই সমস্ত স্বরূপ (সর্ব্বাত্মক) হইয়াছিলেন; “সর্ব্বজীবে এক অদ্বিতীয় দেব গূঢ় (প্রচ্ছন্ন) রহিয়াছেন” “এই জীবরূপ নিজ অংশেই অনুপ্রবিষ্ট হইয়া” “কেশের অগ্রভাগের শততম ভাগকে পুনরায় শত ভাগে কল্পনা করিলে যে শততমভাগ পাওয়া যায়, তাহাকে জীব বলিয়া জানিবে (অর্থাৎ জীব ঐ প্রকার সূক্ষ্ম); সেই জীবই আবার অনন্ত স্বরূপ হইয়া থাকে।” ...মায়ারূপ উপাধিতে যে চিৎ প্রতিবিম্ব হয় তাহা নিজেকে এবং পরকে জানিতে পারে, দর্পণের প্রতিবিম্বের মত নয়, কারণ তাহাতে অচেতনাংশ প্রতিবিম্বিত হয়। সুতরাং চিৎ প্রতিবিম্ব জীব বিম্ব চৈতন্যে কল্পিত। টিপ্পনী (বিবরণাচার্য্যের মতে বিম্বচৈতন্য ঈশ্বর, আর প্রতিবিম্ব চৈতন্য জীব। কিন্তু বার্ত্তিককার ও সংক্ষেপ-শারীরক কারের মতে শুদ্ধ চৈতন্য বিম্বস্থানীয়। অজ্ঞানে “যে চিৎপ্রতিবিম্ব তাহাই মায়োপাহিত চৈতন্য। তিনিই ঈশ্বর আর “বুদ্ধিতে” যে চিৎপ্রতিবিম্ব তাহাই বুদ্ধি উপহিত, বুদ্ধি তাদাত্মাপন্ন চৈতন্য, তাহাকেই জীব বলা হয়। বুদ্ধি নানা, কাজেই জীবও নানা। আর অজ্ঞান এবং কাজেই ঈশ্বরও এক। এপক্ষে জীব এবং ঈশ্বর উভয়ই শুদ্ধ চিৎএর প্রতিবিম্ব তবে বিবরণ কারের ন্যায় সংক্ষেপ শারীরিককারের মতে প্রতিবিম্ব বিম্ব হইতে

অনতিরিক্ত এবং তাহা প্রতিবিম্বস্বরূপে মিথ্যা হইলেও বিম্ব স্বরূপে সত্য ; বিম্ব প্রতিবিম্বের যে ভেদ দর্পণাদি উপাধিদেশে প্রতিবিম্বরূপে যে বিম্বসত্তা তাহা কল্পিত। কিন্তু বার্ত্তিককারের মতে প্রতিবিম্বটাই কল্পিত,—স্বরূপতঃ মিথ্যা ; তাহা বিম্ব হইতে অভিন্ন নহে। কাজেই বুদ্ধি-তাদাত্ম্যাপন্ন জীব প্রতিবিম্ব স্বরূপ বলিয়া তাহা স্বরূপতঃ অনির্ব্বচনীয় বা মিথ্যা। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা এই কাল্পনিক মিথ্যা জীবত্ব বাধিত হইলে শুদ্ধ ব্রহ্মভাবপত্তিরূপ মুক্তি হয়। সুতরাং এ মতে এই বুদ্ধি উপাহিত বুদ্ধি তাদাত্ম্যাপন্ন আত্মাকেই চিদাভাস বলা হইয়াছে। এই মতকে আভাসবাদ বলা হয়। আভাস পক্ষে (বুদ্ধি উপাহিত চৈতন্যই জীব এই মত) আভাস অনির্ব্বচনীয় হইলেও, তাহা জড় বিলক্ষণ, চিদাচিৎ স্বরূপ। ....জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য ও আসল সূর্য্য অভিন্ন, ইহা যতক্ষণ না বোধ হয়, ততক্ষণ জলের কম্পনে জলসূর্য্য কাঁপিতেছে বোধ হয়, সেইরূপ সেই আভাস চৈতন্য (জীব) যতক্ষণ না বিম্বচৈতন্যের (শুদ্ধ চিৎএর) সহিত নিজের একতা অবধারণ করিতে পারে, ততক্ষণ তাহা উপাধি জন্য সহস্র সহস্র বিকার অনুভব করিতে থাকে—অর্থাৎ বুদ্ধিরূপ উপাধির প্রভাবে নিজেকে কর্ম্মভোক্তা সুখী দুঃখী ইত্যাদি বোধ করিতে থাকে।

"তাৎপর্য্য" টিপ্পনী—অবিদ্যায় যে চিৎপ্রতিবিম্ব তাহাই জীব অন্তঃকরণ আবার তাহার অবচ্ছেদক হইয়া থাকে। কাজেই সেই সেই শরীরাবচ্ছিন্ন অন্তঃকরণ সেই সেই শরীরের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় সংস্পৃষ্ট হইলে তবেই সেই বিষয়টি জীব কর্তৃক প্রকাশিত (জ্ঞাত) হইবে। এ কারণে শরীর পরিচ্ছিন্ন বলিয়া যৎ

কিঞ্চিৎ (অল্প) বিষয়ই জীবের প্রকাশ্য হয়, এবং সেই কারণেই জীব স্বরূপতঃ বিষ্ণু হইলেও অল্পজ্ঞ হইয়া থাকে। যদি কেহ যোগাদি অভ্যাস করিয়া জ্ঞানের প্রতিবন্ধক স্বরূপ উপাধিগত এই পরিচ্ছিন্নতা দূর করিতে, অন্তঃকরণের ব্যাপকতা সাধন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার জ্ঞানও ব্যাপক হইবে।.. যদি কেহ দর্পণাদি প্রতিবিম্বিত মুখে তিলকাদি শোভা দেখিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে তাহা বিম্ব স্বরূপ মুখেই সম্পাদন করিতে হইবে, সেইরূপ বিম্বস্বরূপ ঈশ্বরে যাহা সমর্পিত হইবে তাহাই সেই বিম্বের প্রতিবিম্বস্বরূপ জীব প্রাপ্ত হইবে ; জীবের পুরুষার্থ লাভের আর অন্য কোন দৃষ্টান্ত নাই।

(১৮) ভূপেন্দ্রনাথ। প্রাণের চঞ্চল ভাব হইতে 'আমি ও আমার' ভাব উৎপন্ন হয়, ইহাই মায়া। চিরস্থির আত্মভাবের মধ্যে, 'আমি ও আমার' অর্থাৎ মায়া, ইহা নাই ইহাই দৈবী ভাব, ইহাই কূটস্থ ব্রহ্ম। ... প্রাণের চাঞ্চল্যেই মনের চাঞ্চল্য। সেই চঞ্চল মন থাকিতে আত্মার স্বরূপ কেহ বুঝিতে পারে না। ... আত্মক্রিয়া দ্বারা সেই চঞ্চল প্রাণকে স্থির করিতে পারিলে তখন সে স্থির প্রাণের সহিত এক হইয়া যায়। ক্রিয়াকে আশ্রয় করাই তাঁহার শরণাগতি। এই চঞ্চল প্রাণই মহামায়া, তিনিই "বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি" (চণ্ডী)। আত্মায় যে থাকে, সে মায়ার স্বরূপ দেখিতে পায়, মায়ায় মুগ্ধ হয় না।

(১৫) মায়ার পারে যাইবার এত সুন্দর উপায় থাকিতেও কাহারা ভগবানের ভজনা করে না, এবং কেন ? তাহার উত্তর—

(১৫) ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়া প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ। (১৫)

পদচ্ছেদ। ন মাম্ দুষ্কৃতিনঃ মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ, মায়য়া অপহৃত-জ্ঞানাঃ আসুরম্ ভাবম্ আশ্রিতাঃ।

অন্বয়। মায়য়া অপহৃতজ্ঞানাঃ আসুরম্ ভাবম্ আশ্রিতাঃ নরাধমাঃ দুষ্কৃতিনঃ মূঢ়া মাম্ ন প্রপদ্যন্তে।

কঠিন শব্দ। দুষ্কৃত = evilminded (ভক্তি প্রদীপ)। পাপের সহিত যাহারা নিয়ত সংসৃষ্ট।

অনুবাদ। মায়ার দ্বারা জ্ঞান বিরহিত হইয়া অসুর ভাবকে (১৬।৫) আশ্রয় করিয়া, পাপী ভ্রান্তমতি নরাধমেরা আমাকে ভজনা করেনা। (৭।২১, ১৬।২১ ইত্যাদি)। (চারিপ্রকারের দুষ্কৃতগণ তাহাদের নাম— মূঢ়, নরাধম, মায়ার দ্বারা জ্ঞানবিরহিত ও আসুরিক ভাবাশ্রিত)।

শঙ্কর। হিংসা, মিথ্যা ভাষণ আদি আসুরী ভাব আশ্রিত মনুষ্য ঈশ্বর শরণাগত হয় না।

রামানুজ। পাপ কর্ম্মের ন্যূনাধিকতায় মূঢ়, নরাধম, মায়াপহৃতজ্ঞান ও আসুরী প্রকৃতিশালী হয়।....বিপরীত-জ্ঞানীরা মূঢ়; একটু জানিবার পরও আসেনা সে নরাধম ; যে যুক্তি চালায় সে মায়াপহৃত জ্ঞান। যে আমাকে জানে, কিন্তু সেই জানায় দ্বের উৎপন্ন করে, সে আসুরীভাব প্রাপ্ত।

শ্রীধর। অধমে ভজনা করে না ; মূঢ় = বিচারহীন। মায়াপহৃতজ্ঞান = শাস্ত্রের ও আচার্য্যের উপদেশ-জাত জ্ঞান, মায়া কর্ত্তৃক নিরস্ত। আসুরিক স্বভাব = দম্ভ দর্প অভিমান।

অরবিন্দ। গীতায় প্রসঙ্গক্রমে বহু দার্শনিক তত্ত্ব স্থান পাইয়াছে, কিন্তু গীতা দার্শনিক আলোচনার গ্রন্থ নহে, কারণ গীতাতে শুধু আলোচনার জন্যই কোনও তত্ত্বের অবতারণা করা হয় নাই। গীতা শ্রেষ্ঠ সত্যের সন্ধান করিয়াছে, যেন তাহা শ্রেষ্ঠ কাজে লাগান যাইতে পারে। ....১৫-২৮ শ্লোকে ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয়। (অরবিন্দ একটি অধ্যায় ইহাতে দিয়াছেন।) সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম চতুর্দ্দশ শ্লোকে আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় একটি মূল দার্শনিক সত্যের বর্ণনা করিয়া, ইহার পরেই ষোলটি শ্লোকে উহার প্রয়োগ করিতে অগ্রসর হইয়াছে এই সত্যকে লইয়াই গীতা কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ের সূচনা করিয়াছে। ইহার পূর্ব্বে, শুধু কর্ম্ম ও জ্ঞানে যে সমন্বয় প্রয়োজন তাহা পূর্ব্ব ছয় অধ্যায়ে সম্পাদিত হইয়াছে। আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে তিনটি শক্তি (Power)—পুরুষোত্তম, আত্মা ও জীব, পরাৎপর Supreme নামরূপের অতীত আত্মা (Impersonal spirit), এবং বহুধা আত্মা (multiples only) এই তিনটিই ভাগবত ও ভগবান। আমাদের যে পরিণতি লাভ করিতে হইবে, তাহারই চরম সত্য পুরুষোত্তম। ....নির্ব্যক্তিক নামরূপের অতীত আমাতে রহিয়াছে সেই পরাপ্রকৃতি পুরুষোত্তমের প্রকৃতি, নিবৃত্তির অবস্থায়। আর ক্রিয়ার জন্য, প্রবৃত্তির জন্য ....পরা প্রকৃতি হইয়াছে জীব ....নীচের মিথ্যা ব্যক্তিত্ব (false personality) হইতে উপরে উঠিবার জন্যই আমাদিগকে নামরূপের অতীত নির্ব্যক্তিক আত্মাকে ধরিতে হয়।

মধুসূদন। নরাধম কেন? উত্তর মূঢ় বলিয়া। মূঢ় কেন? মায়াপহৃত জ্ঞানাঃ। এই কারণে আসুরী ভাবমাশ্রিতঃ।

(১৫) ভূপেন্দ্রনাথ। দুষ্কৃত অর্থাৎ সুকৃত নহে; সুখ = ব্রহ্ম = আত্মা, তাহাতে যাহারা থাকে না, তাহারা মূঢ় বা মূর্খ। তাহারা আমার চরণে অর্থাৎ আত্মা (আত্মাই চরণ, কারণ আত্মা এই শরীর হইতে অন্য শরীরে যায়; চরণ ও একস্থান হইতে অন্যস্থানে যায়) তাহাকে পড়ে না, অর্থাৎ ক্রিয়া করে না। তাহারা নরাধমও। অধম শব্দার্থ = মণিবন্ধ-কূটস্থ; অধঃ = নীচে; কূটস্থের নীচে থাকে; অন্যদিকে আসক্তি পূর্ব্বক দৃষ্টি করিলে আত্মায় দৃষ্টি ছেড়ে যায়। আর আত্মাতে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা ইহা সুরের কর্ম্ম; অসুরেরা বিপরীত। (১) মূঢ় = আমার সম্বন্ধে যাহাদের কোন জ্ঞান নাই, পশুর মত আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন ছাড়া কিছু বুঝে না, সাধনার দিক দিয়াও যায় না (২) নরাধম = যাহারা আমাকে একটু একটু বুঝে কিন্তু বিষয়াদিতে বা পাপকার্য্যের দিকে আসক্তি থাকায়, মণিবন্ধনের নীচে তাহাদের মন পড়িয়া থাকে; নামে না। সাধন পাইলেও করিতে পারে না, (৩) মায়াপহৃত জ্ঞান = যাহারা মাঝে মাঝে ভগবানের বা আত্মজ্ঞানের কথা শোনে, কিন্তু দোষ বাহির করিতে কুযুক্তি খোঁজে। তত্ত্বকথার শুনিবার পর মুহূর্ত্তে, যদি কাহারও সর্ব্বনাশ করিলে নিজের লাভ হয় তাহা করিতে ছুটিবে। যদি শোনে কোন সাধু লোহাকে সোনা করিতে পারে, তাহার পানে ছুটিবে। (৪) আসুর প্রকৃতি = ভয়ঙ্কর অভিমানী বা স্পর্দ্ধী। জানে, এরকম সাধণে কল্যাণ হবে,

কিন্তু করবে না। রাবণের মত পূজার আড়ম্বর রাখে। যাহা জানে না তাহা জানি বলিয়া প্রচার করে। নিজেকে ভগবান বলিয়া প্রচার করিবার দুঃসাহস রাখে, ইন্যাদি

বলদেব শ্রীকৃষ্ণও কর্ম্মাধীন, এই যাহাদের ধারণা, তাহারা মূঢ়; উচ্চবংশে জন্ম লইয়াও যাহারা অসৎকার্য্যে আসক্ত, তাহারা নরাধম।

বিশ্বনাথ। যাহারা সামান্য মাত্র ভক্তি সাধন করিয়া তাহা ছাড়িয়া দেয় তাহারা নরাধম। যাহারা রামকৃষ্ণাদি অবতারকে মানুষ জ্ঞান করে, তাহারা মায়াহৃত জ্ঞান।

(১৬) ভগবানকে যাহারা ভজনা করে, তাহারা কাহারা?

১৬। চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনা সুকৃতিনোঽর্জ্জুন
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ। ১৬

পদচ্ছেদ। চতুঃ-বিধাঃ ভজন্তে মাম্ জনাঃ সুকৃতিনঃ অর্জ্জুন, আর্ত্তঃজিজ্ঞাসুঃ অর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ।

অন্বয়। ভরতর্ষভ অর্জ্জুন, সুকৃতিনঃ অর্থার্থী আর্ত্তঃ জিজ্ঞাসুঃ চ জ্ঞানী চতুর্বিধা জনঃ মাম্ ভজন্তে।

কঠিন শব্দ। জ্ঞানী = নিষ্কামী জ্ঞানী, যে ভজনা করিবে, "না চাহিবে প্রতিদান" (৭ ১৭) জ্ঞানী কে? ইহার উত্তর এই অধ্যায়েই পাই; দূর হইতে বা অন্য গ্রন্থ হইতে, বা অধ্যাহার করিয়া আনিতে হইবে না, সে উত্তর, বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি যে মনে প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছে। যিনি ব্রহ্মভূত হইবার সহিত পরাভক্তি লাভ করিয়াছেন (১৮।৫৪, ৫৫) সুকৃতিনঃ = পুণ্যবানেরা; পুণ্য

না থাকিলে ভগবৎ স্মরণ হয় না ; এ পুণ্য মুখ্যতঃ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পুণ্য। আর্ত্ত = বিপন্ন, আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক দুঃখে কাতর। জিজ্ঞাসু = তত্ত্ব জিজ্ঞাসু জ্ঞান-লাভেচ্ছু। অর্থার্থী = প্রয়োজন সিদ্ধি যাঁহারা চাহেন কৃষ্ণপ্রেম অর্থার্থীর সঙ্গতি পূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়াছেন, অর্থাৎ মোক্ষ। মহাভারত শান্তি পর্ব্বে ৩৪১'৪৩-৪৫ চতুর্ব্বিধ ভক্তের কথা আছে। (জ্ঞানীর ভজনা নিষ্কাম, নিত্যযুক্ত ; অন্য তিনেদের, যতক্ষণ প্রয়োজন হয়, তাহারা ততক্ষণই ডাকে ; সকাম অস্থায়ী শ্রদ্ধা। জ্ঞানী ভক্তের ভাব পাই; ভাগবতের ১।৭।১৭ শ্লোকে ; আত্মারামশ্চমুনয়ো....

হরি।) ত্রৈবিদ্যারাও (৯ ২০) আমার নাম উচ্চারণ করিয়া যজ্ঞ করে, স্বর্গ পাইবার জন্য ; কিন্তু যজ্ঞই তাহাদের স্বর্গ দিবে, এই বিশ্বাস রাখে আমার নাম লওয়া হয় গৌণ। অর্থার্থীদের সহিত প্রভেদ এইখানে অর্থার্থী, বা এই চারিপ্রকার ভক্ত সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখে আমার উপর, আর তীব্রভাবে, মন প্রাণ দিয়া আমায় ডাকে।

অনুবাদ। হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন, চারি প্রকার সুকৃতি-শালীরা আমার ভজনা করে (মন প্রাণ দিয়া আমার আশ্রয় গ্রহণ করে, আমাকে স্মরণ করে আমাকে তুষ্ট করিতে চেষ্টা করে) :— যাহারা বিপন্ন, যাহারা তত্ত্বজিজ্ঞাসু (অর্থাৎ আমার বিষয় জানিতে চায়), যাহাদের কিছু কামনা থাকে (অর্থকামী, সুখকামী, স্বর্গকামী, এমন কি মুক্তি বা মোক্ষকামীও ইহার ভিতরে পড়ে)

ও যাহারা জ্ঞানী (যাহারা এই অধ্যায়ে বিবক্ষিত জ্ঞানবিজ্ঞানযুক্ত; যাহারা জানিয়াছে বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি।) জ্ঞানীদের এ জানাই নিষ্কাম নিত্যযুক্ত জানা) আর্ত্তঃ-লোকে সঙ্কটে পড়িয়া ভগবানকে ডাকে ; দ্রৌপদী আর্ত্তভাবে ভগবানকে ডাকিয়াছিলেন, ভগবান তাহার লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলেন ; কুম্ভীরাক্রান্ত গজেন্দ্র ; ইন্দ্রের কোপে পতিত ব্রজবাসীগণ।

তত্ত্বজিজ্ঞাসু—উদ্ধব, শৌনক, মুচুকুন্দ, জনক, শ্রুতদেব।

অর্থার্থী—ধ্রুব, সুগ্রীব,, বিভীষণ, উপমন্যু, সুরথ, সমাধি, পৃথু।

জ্ঞানী—নারদ, শুকদেব. প্রহ্লাদ, জনক, যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম। ভগবানের মাধুর্য্যে ইহারা মগ্ন হইয়া আছেন। এই চারি প্রকারের ভিতর জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ বিশেষ সেই প্রকার জ্ঞানী যে নিষ্কামী। তাই ভগবান তাহাকে তাহার অতিপ্রিয়, নিজ আত্মবৎ প্রিয় বলিয়াছেন। এইরূপ জ্ঞানীর কথা পরের শ্লোকগুলিতে আসিয়াছে।

Radhakrishnan. The attitude of the জ্ঞানী is one of self oblivious non-utilitarian worship of God for His own sake.

চিন্তামণি। এই শ্লোকে যে চারিপ্রকার ভক্তের উল্লেখ রহিয়াছে, তাহা যেন ২।৭ শ্লোকের উত্তর।

Krishna Prem. অর্থার্থী is often mis-understood and applied to him who seeks for wealth and worldly objects. The order of the words in the verse is sufficient to show that this is not the

true meaning. The অর্থার্থী is not he who makes for the অর্থ (matter) which is অনর্থ but he who seeks the true wealth, the পরমার্থ which is মুক্তি, liberation.

বিশ্বনাথ। জ্ঞানী, ইহারা নিষ্কাম ও বিশুদ্ধান্তঃকরণ সম্পন্ন সন্ন্যাসী। প্রথম তিন প্রকারেরা সকাম গৃহস্থ, ইহাদের ভক্তি কর্ম্মমিশ্রিতা; অষ্টম অধ্যায়ে ১২ ও ১৩ শ্লোকে যোগমিশ্রা ভক্তি বর্ণিত হইয়াছে। অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে কেবল ভক্তি আলোচিত হইয়াছে।

অরবিন্দ। ভাবপ্রাণ প্রকৃতির ভক্তি = আর্ত্ত; কর্ম্মপ্রবণ = অর্থার্থী; চিন্তাপ্রবণ = জিজ্ঞাসু, এবং সর্ব্বোচ্চ অন্তর্জ্ঞানময়সত্তার (the highest intuitive being) ভক্তি = প্রদীপ।

(১৬) ভূপেন্দ্রনাথ। আর্ত্ত = রোগ হলে ঠাকুরের নিকট ধন্না দেয়; সাধুর শিষ্য হয়, রোগ সারে যাতে। দস্যু ব্যাঘ্রাদি কর্ত্তৃক আক্রমণ ইত্যাদি। জিজ্ঞাসু = আত্মানুসন্ধান বা ব্রহ্মজ্ঞান পাইতে সাধুসঙ্গ ইত্যাদি। অর্থার্থী = ভোগ ঐশ্বর্য্য বিভূতি ইত্যাদির জন্য ভজনা। জ্ঞানী = নিষ্কামী ভক্ত।

শঙ্কর। আর্ত্ত = চোর, ব্যাঘ্র, রোগাদি আক্রমিত। জিজ্ঞাসু = ভগবানের তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক। অর্থার্থী = ধনপ্রার্থী ইত্যাদি। জ্ঞানী = বিষ্ণুতত্ত্বে জ্ঞানী, সুকৃতিনঃ = পুণ্যকর্ম্মকারী।

রামানুজ। পুণ্যকর্ম্মীরা, পুণ্যকর্ম্মের ন্যূনাধিকতায়, একের উপর এক, এই ভাবে চার নাম দেওয়া হইয়াছে। যে, প্রতিষ্ঠা ও ঐশ্বর্য্যহীন হইয়াছে, এবং ঐ গুলিকে আবার চায়, সে আর্ত্ত।

যে, ঐশ্বর্য্য পাইই নাই, এবং তাহা চাহে সে অর্থার্থী। যে, প্রকৃতি সংসর্গ রহিত, আত্মস্বরূপ প্রাপ্তির ইচ্ছুক, সে জিজ্ঞাসু। এই তিন হইতে ভিন্ন, ভগবদধীন, একরস-আত্মার স্বরূপ জ্ঞাতা, এবং কেবল তাহাই নহে, ভগবানকে পরম প্রাপ্য জানিয়া, যে তাঁহাকেই পাইতে চায়, সে জ্ঞানী।

মধুসূদন। এই জাতীয় লোকই ঈশ্বরোপাসনা করিয়া মায়া উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে যে জিজ্ঞাসু, তাহার জ্ঞান ঐ জিজ্ঞাসায় উৎপন্ন হয় বলিয়া, তিনি অব্যবহিত ভাবে মায়া উত্তীর্ণ হন। আর্ত্ত ও অর্থার্থী জিজ্ঞাসু হইলে, তদনন্তর জ্ঞান জন্মে, এবং তাহা হইলে তখন তাহারা মায়া অতিক্রম করে। আর্ত্ত ও অর্থার্থী, ইহারাও জিজ্ঞাসু হইতে পারে বলিয়া জিজ্ঞাসুকে মাঝে রাখা হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি—

আর্ত্ত অথার্থী দুই কামী ভিতরে গণি
জিজ্ঞাসু জ্ঞানী দুই মোক্ষকামী মানি,
এই চারি সুকৃতি হয় মহাভাগ্যবান্
তত্তৎ কামাদি ছাড়ি হয় শুদ্ধ ভক্তিমান্
সাধুসঙ্গ কিম্বা কৃষ্ণের কৃপায়
কামাদি দুঃসঙ্গ ছাড়ি শুদ্ধভক্তি পায়।

শ্রীধর। সুকৃতিগণ পুণ্যের তারতম্যানুসারে চারিপ্রকার। অর্থার্থী, ইহলোকে বা পরলোকে ভোগের আকাঙ্ক্ষাযুক্ত। জ্ঞানী = তত্ত্বজ্ঞানী।

[১৭] সেই জ্ঞানী সম্বন্ধে বলিতেছেন –

(১৭) তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি বিশিষ্যতে
প্রিয়োহি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ। (১৭)

পদচ্ছেদ। তেষাম্ জ্ঞানী নিত্যযুক্তঃ একভক্তিঃ বিশিষ্যতে, প্রিয়ঃ হি জ্ঞানিনঃ অতি অর্থম্ অহম্ সঃ চ মম প্রিয়ঃ। ১৭।

অন্বয়। তেষাম্ নিত্যযুক্তঃ একভক্তিঃ জ্ঞানী বিশিষ্যতে হি জ্ঞানিনঃ অহম্ অত্যর্থম্ প্রিয়ঃ চ সঃ মম প্রিয়ঃ।

কঠিনশব্দ। নিত্যযুক্ত = "যে সমস্ত অন্তরায়ের ফলে চিত্ত-বিক্ষেপ হয়, তাহা না থাকায়, তিনি পরমাত্মাতে সর্ব্বদা সমাহিত চিত্ত হইয়া থাকেন" (মধুসূদন) সর্ব্বদা যিনি ভগবানকে মনে ও তাঁহাতে সমাহিত থাকেন, সর্ব্বদা তদাত্মক ও তৎপরায়ণ থাকেন, যিনি মনেতে আমার সহিত যুক্ত থাকেন। একভক্তি = অনন্যশরণ ভাবে ঘনিষ্ঠ মৎপরায়ণ, বিষয়কে বা অন্য কোন দেবতাকে ভজনা করেন না। আর এক অর্থ আমরা করিয়াছি, ইহা শুদ্ধাভক্তি, প্রতিদান চাহেনা। হি = যেহেতু। অত্যর্থং = নিরতিশয় (নিষ্কামী জ্ঞানীভক্তের চিহ্ন নিত্যযুক্ত ও একভক্তি; রাগাত্মিকা ভক্তি, সকাম হইলেও নিষ্কাম; রাগাত্মিকা ভক্তিকে তাই ইহার ভিতর ফেলা যাইতে পারে। গোপীদের ভালবাসা আদর্শ; তাহা ছাড়া সেই এক-প্রেমে, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যাদি সব ভাব ছিল; পূর্ণাঙ্গ ভালবাসা)।

অনুবাদ। ইহাদের (অর্থাৎ এই চারি প্রকারের ভজনকারীর বা ভক্তের) মধ্যে জ্ঞানীভক্ত মধ্যে যিনি আমাতে সমাহিত,

যিনি সর্ব্বদা আমার আশ্রয়গ্রহণ করিয়া নিজেকে রাখেন, এবং এবং যিনি অনন্যভক্তির সহিত আমার ভজনা করেন তিনিই বিশিস্ট বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যেহেতু এইরূপ ভক্ত-জ্ঞানীর আমি অত্যন্ত প্রিয় এবং সেও আমার অত্যন্ত প্রিয়। (যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে)। (দ্বিতীয় ষটক ভক্তি বিষয়ক); নির্ব্যক্তিক ভাবে ভগবানের কথা সেইজন্য তত আলোচনা হয় নাই।। (আর্ত্ত, অর্থার্থী ও আশ্রয় লয়, কিন্তু জ্ঞানীর আশ্রয় লওয়া বিশেষ প্রকারের ব্যাপার। সকামী নিত্যযুক্ত হইতে পারে না, তাহার মন খানিকটা সংসারে ও কামনায় থাকে)।

শঙ্কর। আমাতেই অনন্যভক্তি, সেইজন্য শ্রেষ্ঠ।

শ্রীধর। জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ, তাহার হেতু নিত্যযুক্ত। জ্ঞানীর দেহাদিতে অভিমানের অভাবহেতু চিত্তবিক্ষেপ হয় না, তাঁহার পক্ষে তাই নিত্যযুক্ত ভাব ও একান্ত ভক্তি সম্ভব।

রামানুজ। জ্ঞানীর আমার সহিত নিত্য সংযোগ। অন্য দুই যতক্ষণ নিজের ইচ্ছিত বিষয় না পায় ততক্ষণ সংযোগ রাখে। "আমি জ্ঞানীর কিরূপ প্রিয়; তাহা আমি, সর্ব্বজ্ঞ, তবুও বলিতে পারি না, কারণ প্রিয়ত্বের ইয়ত্তা নাই। (বিষ্ণুপুরাণ)

Radhakrishnan. For one who has attained wisdom, there is no duality. He unites himself with the One Self in all.

গোয়েন্‌কা। একভক্তি = যে ভগবানে হেতু রহিত অবিরল প্রেমে যুক্ত। রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং সর্ব্বানন্দী ভবতি।

মহানামব্রত। কৃষ্ণভক্ত অযত্নেই ব্রহ্মজ্ঞান পায়। জ্ঞানীভক্ত নিত্যযুক্ত ও একভক্তি = একটি পরমবস্তুতে পরানিষ্ঠাময়ী ভক্তি যাহাদের।

Telang. Whose worship is addressed to one Being only.

(১৭) ভূপেন্দ্রনাথ। যতক্ষণ আমি তুমি থাকিবে, ততক্ষণ এক ভক্তি হওয়া সম্ভব নহে ....যিনি আত্মাতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত ....তিনি আত্মার সহিত এক হইয়া গিয়াছেন। আত্মাই আত্মার প্রিয়; সুতরাং জ্ঞানী আত্মারও আত্মা জ্ঞানীর প্রিয়। ... আত্মবিদ আত্মৈব ভবতি।

মধুসূদন = নিত্যযুক্ত = চিত্তবিক্ষেপ অন্তরায় না থাকায়, তিনি প্রত্যাগাত্মা হইতে অভিন্ন যে ভগবান, তাহাতে সর্ব্বদা সমাহিত। একভক্তি = একমাত্র ভগবানেই যাহার ভক্তি।

(১৮) উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্

আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্। (১৮)

পদচ্ছেদ। উদারাঃ সর্ব্বে এব এতে জ্ঞানী তু আত্মা এব মে মতম্, আস্থিতঃ সঃ হি যুক্তাত্মা মাম্ এব অনুত্তমাম্ গতিম্।

অন্বয়। এতে সর্ব্বে এব উদারা; তু জ্ঞানী আত্মা এব মে মতম্, হি সঃ যুক্তাত্মা অনুত্তমাম্ গতিম্ মাম্ এব আস্থিতঃ।

কঠিন শব্দ। উদারা = মহৎ great souls (ভক্তিপ্রদীপ) সঙ্কীর্ণমনা নহেন (মন ছোট থাকিলে ভগবানকে মনে পড়িবেই না। আত্মা এব = ইহার অর্থ এই যে জ্ঞানী আমাকে তাহার আত্মার

স্বরূপ ভাবে, আমিও তাহাকে তদ্রূপ ভাবি, (যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে ইত্যাদি)। অনন্য ভক্ত (বাসুদেবঃ সর্ব্বম্ বলিয়া যে জানে) যে এক মুহূর্ত্ত আমাকে ছাড়িয়া থাকিলে জীবনহীন হইয়া যায়, আমিই তাহার জীবন। আত্মাই সব হতে প্রিয় দেহ আত্মাকে আঁকড়িয়া থাকে, সেও সেইরূপ আমাকে আঁকড়িয়া থাকে, কাজেই সেও আমার আত্মাস্বরূপ হইয়া পড়ে। যুক্তাত্মা = যাহার দেহমন প্রাণ সব আমাতে যুক্ত হইয়াছে ও যে আমাতে সমাহিত stead-fast ভক্তিপ্রদীপ)। অনুত্তমাম্ = যাহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই। আস্থিত = অবলম্বন করিয়াছে। আত্মৈব, ইহার আরও একটি সঙ্গত অর্থ আমাদের মনে আসে, তাহা এই যে জ্ঞানী জীবন্মুক্ত, "বিদেহী" আত্মস্বরূপ; কারণ শরীর মুক্ত আত্মাই পরমাত্মা, (যাহাকে উপরে আত্মা বলা হইয়াছে)। তাহা ছাড়া, ভগবানের আত্মা, রাহুর শিবের মত, ভগবানই; জ্ঞানী ভগবানে একীভূত হয়। উদারা = "উৎকৃষ্ট, কেন না পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পুণ্য সম্ভার রহিয়াছে, তাহা না হইলে, আমাকে ডাকিতে তাহাদের মন যাইত না (মধুসূদন)।

অনুবাদ। ইহারা সকলেই মহৎ (কেহই সঙ্কীর্ণমনা নহে) তবে জ্ঞানী আমার আত্মার স্বরূপ (প্রিয়), ইহাই আমার অভিমত। সেই সমর্পিত-চিত্ত ব্যক্তি, যে স্থানে বা যেখানে যাওয়ার উপর আর কোন যাইবার স্থান নাই, সেই স্থান স্বরূপ আমাকে অবলম্বন বা আশ্রয় করিয়াছে। জ্ঞানী ভগবানকে নিজের আত্মার মত ভালবাসে, আমিও সেইজন্য, (যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে); জ্ঞানীকে আমার আত্মার মত ভালবাসি।

শঙ্কর। উদার=এ তিনও প্রিয়। জ্ঞানী আমার স্বরূপ, আমা হতে অন্য নহে। যে যোগারূঢ় হইতে প্রবৃত্ত।

শ্রীধর। উদার=মহান, মোক্ষভাগী। ....সর্ব্বোত্তম প্রাপ্য আমাকেই আশ্রয় করিয়াছে।

রামানুজ। উদার=সকলেই আমার উপাসনা করে, সকলেই উদার। জ্ঞানী আমার আত্মা কারণ আমার স্থিতি, তাহার উপর বলিয়া মানি, অর্থাৎ সে আমা বিনা জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয় না, আমিও সেইরকম।

Radhakrishnan. Prayer is the effort of man to reach God. It assumes that there is an Answering Presence in the world জ্ঞানী says Thy will, not mine, be done.

সচ্চিদানন্দ। জ্ঞানী সাক্ষাৎ আমাকেই পান, অর্থাৎ আমিই হইয়া যান। অবশিষ্ট তিনজন আমার বিভূতি বিশেষ মতে পান।

ব্যোমব্রহ্ম। ভক্তিতে কৃপণ নহে।

জগদীশ্বরানন্দ। জ্ঞানালোকে মনে হয় ভক্ত ও ভগবান অভিন্ন।

(১৮) ভূপেন্দ্রনাথ। ক্রিয়ার পর অবস্থাতে থাকার নামই জ্ঞান। .... অন্য তিনজন মোক্ষভাক বটে, কিন্তু জ্ঞানী মোক্ষ ভাক তো বটেই, আমার আত্মাও সে। নিরোধ অবস্থাই ব্রহ্মের রূপ। ...যখন উপরিউক্ত জ্ঞান সর্ব্বদা থাকবে, তখন সবই ব্রহ্ম। ...ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, প্রাণের তিন পা; এই তিন পা এক হইলে

সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হয়। তিনিই মহৎ, সেই ব্রহ্ম (প্রাণ) হইতে সমুদায় সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া তাহাদের প্রাণী বলে। সকলেতে প্রাণ বায়ুস্বরূপে সূক্ষ্মরূপে আছে। এই বায়ুর দ্বারাই সকলের স্থূল অণুর নাশ হয়।

(১৯) সে জ্ঞান কিরূপ?

১৯। বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ১৯

পদচ্ছেদ। বহূনাম্ জন্মনাম্ অন্তে জ্ঞানবান্ মাম প্রপদ্যতে
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।

অন্বয়। বহূনাম্ জন্মনাম্ অন্তে জ্ঞানবান্ সর্ব্বম্ বাসুদেবঃ ইতি
মাম্ প্রপদ্যতে সঃ মহাত্মা সুদুর্লভঃ।

কঠিন শব্দ। এই শ্লোকে জ্ঞানের সুন্দর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, কোন মতবাদ নাই, অবোধ্য কিছু নাই, কোন অধ্যাহার নাই। বহূনাম্ জন্মনাম্ অন্তে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পুণ্য সকলের কারণীভূত বহু জন্মের পর, চরম জন্মে. অর্থাৎ সমস্ত পুণ্যের বিপাক হইতে. সমস্ত পুণ্যের ফলে যাহা উৎপন্ন হয়, সেই অন্তিম জন্মে; যে জন্মে আত্মজ্ঞান হয়" (মধুসূদন)। বাসুদেব, ব্রহ্মবিন্দু উপনিষদে" সর্ব্বভূতাদি বাসঞ্চ যদ্ ভূতেষু বসত্যাপি, সর্ব্বানুগ্রাহকত্বেনং তদাত্মানং বাসুদেবং (আমি সকল সৃষ্ট প্রাণী মাত্রেই বাস করি, ইত্যাদি)। বাসনাদ্ বোতনাদ্দেব বাসুদেবং ততোবিদুঃ (মোক্ষধর্ম্ম)। বাসুদেব = যাঁহাতে সকলে বাস করে ও যিনি সকলে বাস করেন; transcend nt and immanent (শান্তিপর্ব্ব,

৩৪৩,৭৪)। ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বম্ (ঈ উ ১) বাসুদেব নাম বেদাদি শাস্ত্রে আছে। প্রপদ্যতে = সর্ব্বদা সকল প্রকার প্রেমের বিষয়রূপে সেবা করিয়া থাকে (মধুসূদন)। মহাত্মা = যিনি জীবন্মুক্ত-স্বরূপ (মধুসূদন)।

অনুবাদ। অনেক জন্মের সাধনায়; "বাসুদেবই সব" এই জ্ঞান আসে। যে এই জ্ঞান পায়, সে-ই জ্ঞানবান্। এই জ্ঞানে যে আমাকে ভজনা করে সেরূপ মহাপুরুষ অতি দুর্লভ। যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্ মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ (৭।১৩)। "বহূনাম জন্মনামন্তে" ইহার অর্থ হতাশ্বাস করিয়া দেওয়া নহে, ইহার অর্থ, যে ভক্তিমার্গে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহার কোন না কোন জন্মে বাসুদেব সর্ব্বমিতি জ্ঞান আসিবেই। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি ইহা মতবাদ-নিরপেক্ষ জ্ঞান বিজ্ঞানের "জ্ঞান"; পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। শুধু ব্রহ্মভূত ব্রহ্মজ্ঞানী হইলে চলিবে না; আরও ঊর্দ্ধে পরাভক্তিতে যাইতে হইবে (১৮৫৪)

শঙ্কর। জ্ঞান প্রাপ্তি জন্য যাহাতে সংস্কারের সংগ্রহ করা হয়, এইরূপ বহু জন্মের অন্তিম জন্মে, পরিপক্ক জ্ঞান প্রাপ্ত জ্ঞানী অন্তরাত্মারূপ আমাকে বাসুদেবকে, সব কিছু বাসুদেব, এই প্রকার প্রত্যক্ষরূপে প্রাপ্ত হয়। ....সেই-ই মহাত্মা। ....সহস্র মনুষ্যে অতি দুর্লভ।

শ্রীধর। অনেক জন্মের কিছু কিছু সঞ্চিত পুণ্যের ফলে, শেষ জন্মে জ্ঞানবান হইয়া ইত্যাদি।

রামানুজ। বহু পুণ্যময় জন্মের শেষ জন্মে "ভগবান বাসুদেবের

অধীন আমি একরস আত্মা, ও বাসুদেবের আধারের উপর আমার স্বরূপ স্থিতি ....সেই বাসুদেব আমার পরম প্রাপ্য ও প্রাপক"। ....এইরূপ ভাব আসে ৭..৮ শ্লোকে। ৭।৪, ৫, ৬ ৭ ১২ সব শ্লোকেই "সেই বাসুদেব সব" এই ভাব।

মহানামব্রত। বাসুদেব সর্ব্বময়; যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।

(১৯) ভূপেন্দ্রনাথ। বহু জন্ম সাধন করিয়া সেই পুণ্যের জোরে সাধক জ্ঞানলাভ করেন; পরে বহু জন্ম জ্ঞানলাভ করিতে করিতে শেষ জন্মে হয়তো প্রকৃত জ্ঞানী হইতে পারেন জ্ঞানী ভগবৎসত্তা ব্যতীত আর কোন কিছুর অস্তিত্ব বুঝিতে পারেন না। এইরূপ সর্ব্বাত্ম-দৃষ্টি দ্বারা সাধন দুর্লভ পরমাত্মাকে জানিতে পারিলেই তিনি মহাত্মা হন। ইহাই জ্ঞান পূর্ব্বিকা ভক্তি; অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে সমস্তই বাসুদেব এই জ্ঞান হয়। বিষ্ণু পুরাণে বাসুদেবের অর্থ— ভূতেষু বসতে সোঽন্তর্ব্বসন্ত্যত্র চ তানি যৎ, ধাতা বিধাতা জগতাং বাসুদেবস্তত প্রভুঃ। যত কিছু রূপ সব রূপের রূপই হইলেন কূটস্থ, ইহার পশ্চাতে থাকিলে ত্রিভুবন দেখা যায়। কূটস্থ ব্রহ্মের তিন চক্র, প্রথমে জ্যোতিশ্চক্র, পরে কৃষ্ণ চক্র, পরে নক্ষত্র চক্র, এই ত্রিচক্র, ইহাতে থাকিলে সুন্দর রূপে ব্রহ্মে থাকা যায়।

মধুসূদন। যদি প্রত্যেক জন্মেই অল্প বিস্তর পুণ্য সঞ্চয় হয়, তাহা হইলে তাদৃশ বহু জন্মের পর চরম জন্মে। সমস্ত পুণ্যের ফলে যে জন্ম হয়, যে জন্মে আত্মজ্ঞান হয় সেই অন্তিম জন্মে) বাসুদেবই সমস্ত, এই প্রকার জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া ইত্যাদি।

(২০) কিন্তু নানাবিধ ভোগের বাসনা যাহাদের মনে আছে, তাহারা (আমারই ব্যবস্থানুসারে সাধারণ ফল দানে সক্ষম, আমার সাধারণ শক্তি দেবতা সমূহ থাকায়) আমাকে না ভজিয়া নানাকারণে যথা অন্য ফলের জন্য (আমাকে পাওয়ার জন্য নহে) এবং শীঘ্র ফল পাইবার আশায় (৪।১২), সেই সেই দেবতার ভজনা করিবেই, যাহারা (আমারই ব্যবস্থায়) তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে সক্ষম। আমার ভক্তরাই শুধু আমার কাছে আসে। দেবতাদের পূজায় ফল নাই তাহা নহে; মোক্ষের জন্য, এবং প্রায়ই তুচ্ছ বিষয়ের জন্য ও শীঘ্র ফল পাইতে, তাহারা অর্চ্চিত হয়।

২০। কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেহন্যদেবতাঃ
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া।

পদচ্ছেদ। কামৈঃ তৈঃ তৈঃ হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তে অন্যদেবতাঃ
তম্ তম্ নিয়মম্ আস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া।

অন্বয়। স্বয়া প্রকৃত্যা নিয়তাঃ তৈঃ তৈঃ কামৈঃ হৃতজ্ঞানাঃ তম্‌তম্ নিয়মম্ আস্থায় অন্যদেবতাঃ প্রপদ্যন্তে।

কঠিন শব্দ। প্রকৃত্যা নিয়তাঃস্বয়া = "স্বীয় প্রকৃতির দ্বারা অর্থাৎ তাহার নিজের অসাধারণ যে পূর্ব্বাভ্যাস বাসনা, তাহারই বশীভূত হইয়া" (মধুসূদন) নিজ স্বভাবের দ্বারা প্রেরিত বা পরিচালিত হইয়া, কামৈঃ = ভোগের কামনা দ্বারা। তৈঃ তৈঃ = সেই সেই; তম্ তম্ = তাহা তাহা। আস্থায় = ধারণ করিয়া, অবলম্বন করিয়া।

অনুবাদ। নিজ নিজ ত্রিগুণান্বিত স্বভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়া (সেই অনুযায়ী) সেই সেই কামনা বা অভিলাষ সমূহের পূরণের জন্য জ্ঞান বিরহিত পুরুষেরা, যে যে দেবতাদের জন্য যে যে নিয়মাদি অবলম্বন করা উচিত (যথা একলক্ষ বার জপ, নির্জ্জলা উপবাস, এক শতবার প্রদক্ষিণ ইত্যাদি) তাহা করিয়া তাহাদের কামনা পূরণে সক্ষম আমার সেই শক্তি, অর্থাৎ সেই দেবতার অর্চ্চনাদি করিয়া থাকে। (রাজসিক, বিশেষ তামসিক লোকেরাই ইহা করে)।

শঙ্কর। পুত্র পশু স্বর্গ আদি ভোগের প্রাপ্তি বিষয়ক কামনা সমূহের দ্বারা যাহাদের বিবেক নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহারা জন্ম-জন্মান্তরের একত্রিত সংস্কারের স্বভাবে আমাকে ছাড়িয়া অন্য দেবতাদের, অর্চ্চনার নিয়মাদি অবলম্বন করিয়া, ভজনা করে।

রামানুজ। সংস্কারের প্রাপ্ত কামনানুরূপ ভোগসিদ্ধির জন্য উপযোগী সেই সেই দেবতার, সেই সেই উপযোগী নিয়ম পালন করিতে থাকিয়া ভজনা করে।

শ্রীধর। অভিলষিত বস্তুর জন্য আমাকে ভজনা করে এবং পায়ও। কিন্তু যাহারা অত্যন্ত-রাজস ও তামস স্বভাবের, তাহারা ইতর অভিলাষের বশীভূত ক্ষুদ্র দেবতাদের সেবা করে; তাহাদের আরাধন বিষয়ে যে সকল উপবাসাদি নিয়ম আছে তাহা পালন করে, ইত্যাদি।

Krishna Prem. The powers of Nature which

to modern eyes are but so many dead forms are in truth, embodiment of that one Being Power which wields the universe in Its unceasing play ... Modern man seeks to gain benefit from these Powers of Natuie by an understanding of their outward Beings Laws. But ancient men sought the same ends by different means. He attained his consciousness to the Life that ensouls all Nature and scught to control her powers from within.

(২০) ভূপেন্দ্রনাথ। পূর্ব্বাভ্যাসের অনুরূপ যে সংস্কার উৎপন্ন হয়, তাহাই জীবের প্রকৃতি, তাহার বশীভূত হইয়া কামাদি দ্বারা যাহাদের বিবেক-জ্ঞান অপহৃত, তাহারা অন্য দেবতার উপাসনা করে আত্মদেবের উপাসনা করে না। আজ্ঞাচক্র ভেদ না করিলে পরমাত্মতত্ত্ব পৌঁছিতে পারা যায় না ....যে সকল নিয়মাদি অনুষ্ঠান করে, তাহাও ঐ বহিঃ প্রকৃতির অনুযায়ী সুতরাং প্রকৃতির বাহিরে যাইতে পারে না।

মধুসূদন। আকর্ষণ, বশীকরণ মারণ প্রভৃতি যে সমস্ত বিষয় ভগবৎ সেবায় লাভ করিতে পারা যায় না বলিয়া কথিত, সেই সেই তুচ্ছ বিষয়ের দ্বারা অর্থাৎ অভিলাষের দ্বারা যাহাদের জ্ঞান অপহৃত হইয়াছে অর্থাৎ ভগবান বাসুদেবের নিকট হইতে বিমুখ হইয়া সেই সেই ফলপ্রদ ক্ষুদ্র দেবতার অভিমুখে স্থাপিত হইয়াছে সেই সমস্ত ব্যক্তি সেই সেই দেবতার আরাধনায় প্রসিদ্ধ জপ উপবাস প্রভৃতিরূপ সেই সেই নিয়ম অবলম্বন করিয়া,

সেই তুচ্ছাভিলাষের জন্য ইত্যাদি। স্বীয় প্রকৃতির দ্বারা অর্থাৎ তাহার নিজের অসাধারণ যে পূর্ব্বাভ্যাস বাসনা তাহারই বশীভূত হইয়া ঐরূপ করিয়া থাকে।

Telang. Those who are deprived of knowledge by various desires approach other divinities, observing various regulations (fasts etc) and controlled by their own natures which are the result of the actions done in previous lives.

(২১) তাহাদের পূজা আমি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ভাবেই করাই।

২১। যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্।

পদচ্ছেদ। যঃ যঃ যাম্ যাম্ তনুম্ ভক্তঃ শ্রদ্ধয়া অর্চিতুম্ ইচ্ছতি তস্য তস্য অচলাম্ শ্রদ্ধাম্ তাম্ এব বিদধামি অহম্।

অন্বয়। যঃ যঃ ভক্ত যাম্ যাম্ তনুম্ শ্রদ্ধয়া অর্চিতুম্ ইচ্ছতি, তস্য তস্য অহম্ তাম এব শ্রদ্ধাম্ অচলাম্ বিদধামি।

কঠিন শব্দ। যো যো = যে যে কামী ব্যক্তিরা। তনুম্ = দেব মূর্ত্তি [দেবতারা আমার শরীর, তাহারা জানেনা (বৃ উ ৩।৭)] তাম এব = সেই সেই দেবতার প্রতি। বিদধাম = করাইয়া দি।

শ্রদ্ধা চাই, অকপট শ্রদ্ধাকে তিনি অচলা করিয়া দেন।

অনুবাদ। (দেবাদি অন্য মূর্ত্তিতে ভক্তি স্থাপিত হইয়াছে, এরূপ সকামী যে যে অর্চ্চনাকারী যে যে দেব মূর্ত্তি শ্রদ্ধার সহিত অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করে, সেই সেই ভক্তের সেই সেই মূর্ত্তিতে অচলা

শ্রদ্ধার আমিই বিধান করিয়া দি। (কিন্তু আমার উপর তাহাদের শ্রদ্ধা সম্পাদন করি না", (মধুসূদন) ভগবান শ্রদ্ধার বিষয়ে, লোকেরা সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধায় দেব মূর্ত্তির ও রাজসী ও তামসী শ্রদ্ধায় যক্ষ, ভূত, প্রেতাদির ভজনা করে, পরে সপ্তদশ অধ্যায়ে বলিবেন। (দেবতারা সৃষ্ট হইয়াছেন এইরূপ লোকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে। এই রূপ পূজা, শেষ পর্য্যন্ত আমারই পূজা, তবে তাহা অবিধিতে করা, এবং আমাকে পাইবার জন্য নহে, ভগবান ইহা পরে বলিবেন।)

শঙ্কর। সেই সেই দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা অচল করিয়া দি।

শ্রীধর। তাহাদের অন্তর্যামী আমি, সেই সেই দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা অচল করিয়া দি।

রামানুজ ও বলদেব। সর্ব্বেশ্বর বোধক শ্রুতির শ্লোক—য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তরো, যমাদিত্যোন বেদ ইত্যাদি, আদিত্য যাহাকে জানেনা, কিন্তু আদিত্য যাহার শরীর।

অরবিন্দ। তাহাদের শ্রদ্ধা যদি পূর্ণ থাকে, তাহা হইলে ভগবান এই সকল নামরূপের ভিতর দিয়াই, তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। ....মায়াতে বদ্ধ কোনও জীবের পক্ষেই সেই যোগমায়া সমাবৃত ভগবানকে পাওয়ার কোন আশাই থাকিবে না। অতএব আপন আপন প্রকৃতি অনুসারে যে যে ভাবে ভগবানের দিকে অগ্রসর হয়, ভগবান তাহাদের ভক্তি গ্রহণ করেন, এবং ভগবদ্ প্রেম ও দয়ার দ্বারা তাহার প্রতিদান দেন।

Modi. Verses 21 23 reconcile polytheism with Monotheism.

(২১) ভূপেন্দ্রনাথ। অন্যদেব মূর্ত্তিও আমারই তনু; আমাকে যে রূপেই ভক্ত উপাসনা করুক, আমি সেই মূর্ত্তির প্রতি তাহাদের অচলা শ্রদ্ধার বিধান করিয়া দিই।....পাছে ক্ষুদ্র দেবতা বলিয়া পূজকের মনে ক্ষোভ হয় এবং তজ্জন্য যথা নিয়মিত যদি শ্রদ্ধার অভাব হয় তবে সে দেবতার উপাসনা ব্যর্থ হইবে, তাই তিনি সেই ভক্তের মনে সেই দেবতার প্রতি দৃঢ় শ্রদ্ধা উৎপন্ন করিয়া দেন....ঐ ভক্তির জোরে ক্রমশঃ আত্মদেবের প্রতিও ভক্তিলাভ হয়।

মধুসূদন। সেই সেই কামী ব্যক্তির পক্ষে অন্তর্যমী আমি সেই দেবমূর্ত্তির প্রতিই তাহার পূর্ব্ব বাসনা প্রাপ্ত যে শ্রদ্ধা তাহা অচল করিয়া দি, কিন্তু আমার উপর তাহাদের শ্রদ্ধা সম্পাদন করি না।

২২। স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্।২২

পদচ্ছেদ। স তয়াঃ শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ তস্য আরাধনম্ ঈহতে, লভতে চ ততঃ কামান্ ময়া এব বিহিতান্ হি তান্।

অন্বয়। সঃ তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ তস্য আরাধনম্ ঈহতে চ ততঃ ময়া এব বিহিতান্ তান্ কামান্ হি লভতে।

কঠিন শব্দ। তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্ত = আমা কর্ত্তৃক বিহিত সেই অচলা শ্রদ্ধা সংযুক্ত হইয়া মধুসূদন)। রাধনম্ ঈহতে = আরাধনা

সম্পাদন করে। বিহিত = বিধান করা। হি = ঠিকই। রাধ ধাতুর পূর্ব্বে উপসর্গ না থাকিলেও তাহা পূজার্থে প্রযুক্ত হয় মধুসূদন। ।

অনুবাদ। অন্তমূর্ত্তির উপাসক সেই শ্রদ্ধা (যাহা প্রয়োজন) তাহাতে যুক্ত হইয়া, সেই মূর্ত্তির উপাসনা করে (তাহার স্বভাবে যাহাকে করায়), এবং (সেই উপাসনায় সেই দেবতা হইতে, আমারই বিহিত ব্যবস্থায়, তাহার অভিবষিত বস্তু ঠিকই লাভ করে। (১৭ ৩,৪ , এ পুরস্কার আমারই ব্যবস্থায়, আমারই নানাবিধ ও নানা পরিমাণের মূর্ত্ত শক্তি, দেবতারা সেই পর্য্যন্তই দিতে পারে যতটা ক্ষমতা তাহাদের দিয়াছি।

শ্রীধর সেই দেবতা আমার অধীন হওয়ায়, এবং তাহারা আমারই মূর্ত্তি বিশেষ হওয়ায়, আমিই সেই সেই দেবতার অন্তর্যামীরূপে তাহাদের কামনা পূরণ করিয়া থাকি।

শঙ্কর। সেই দেববিগ্রহ হইতে কর্ম্মফল-বিভাগ, জ্ঞাতা আমি সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর দ্বারা নিশ্চিত করা, ইষ্ট ভোগ প্রাপ্ত করে। এ শ্লোকে "হিতান্" এই রূপ পদচ্ছেদ করিলে, ভোগে হিতান্ ইহাকে উপচারিক বুঝিতে হইবে কারণ, বাস্তবিক পক্ষে ভোগ কাহারও হিতের হয় না।

রামানুজ। ইন্দ্রাদি দেবতা আমারই শরীর, তাই অর্চ্চনার ফল পায়।

(২২) ভূপেন্দ্রনাথ। দেবতারা ভগবন্নিয়মের অধীন হইয়াই স্ব স্ব কার্য্য করেন। দেবতারা তাঁহাদের ভক্তগণকে যে ফল

দেন তাহাও সেই ঐশ্বরিক নিয়মের অধীন। ....আমাদের কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির প্রত্যেকটিরই পৃথক পৃথক অধিষ্ঠাতা দেবতা আছেন, তাঁহারা পুজিত হইয়া সন্তুষ্ট হইলে তত্তৎ ইন্দ্রিয়শক্তির বলাধান হয়, সেই সব ইন্দ্রিয় মধ্যে দৈবশক্তি সঞ্চার হয়। কিন্তু হস্তপদ চক্ষু প্রভৃতি কোন ইন্দ্রিয়কেই সেই সেই দেবতা শক্তি দান করিতে পারিতেন না, যদি সমস্ত দেহেন্দ্রিয়াদি প্রকৃতির অধীশ্বররূপে আত্মা তন্মধ্যে না থাকিতেন।

মধুসূদন। 'হি তান্' এই অংশটিকে পৃথক না করিয়া এক পদও করা যায়; তাহা হইলে অর্থ হইবে 'হিতান্' অর্থটি মনঃপ্রিয়; তাৎপর্য্য এই যে বাস্তবিক সেগুলি হিতকর নহে। কিন্তু অহিত হইলেও অজ্ঞতা বশতঃ সেইগুলি হিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

২৩। অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি। ২৩

পদচ্ছেদ। অন্তবৎ তু ফলম্ তেষাম্ তৎ ভবতি অল্প-মেধসাম্, দেবান্ দেবযজঃ যান্তি মদ্ভক্তাঃ যান্তি মাম্ অপি।

অন্বয়। তু তেষাম্ অল্পমেধসাম্ তৎফলম্ অন্তবৎ ভবতি দেবযজঃ দেবান্ যান্তি মদ্ ভক্তাঃ মাম অপি যান্তি।

কঠিন শব্দ। অল্প মেধসাম্ = অল্প বুদ্ধি লোকেরা। "যাহারা বিবেক করিতে অসমর্থ, (মধুসূদন)। অন্তবৎ = বিনশ্বর। তু = কিন্তু।

অনুবাদ। কিন্তু সেই অল্পবুদ্ধি অর্চ্চনাকারীদের ফল অস্থায়ী

বিনশ্বর হয়। (কারণ) দেবোপাসকগণ, (তাহাদের পূজিত) দেবগণকে প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ দেবস্থান স্বর্গে যায়), আর আমার ভক্তেরা আমাকে প্রাপ্ত হয়। (পুণ্যক্ষয়ে স্বর্গ হইতে পতন হয় (ক্ষীণে পুণ্যে ইত্যাদি, ৯।২১)। তাহা ছাড়া দেবগণই চিরস্থায়ী নহে; তাহারা আমার শক্তি হওয়ায়, সেই শক্তি সংহরণে, তাহারা বিলীন হইয়া যায়। আমাকে পাওয়া, অনুত্তমাম্ গতি। তাহা চিরকালের জন্য (৮।১৬; ৯।২৫)

শ্রীধর। দেবপূজক বিনাশশীল দেবতাদের পায়, আমার ভক্ত অনাদি অনন্ত পরমানন্দ স্বরূপ আমাকে।

গোয়েনকা। ভগবদ্ ভক্ত হয় পরমধামে বাস করে, বা অভেদভাবে ভগবানে একত্ব প্রাপ্ত হয়।

শঙ্কর। সমান পরিশ্রমে অনন্তফল পাইতে পারে; কিন্তু, অত্যন্ত দুঃখের কথা যে তবুও লোকে আমার শরণাগত হয় না।

রামানুজ। দেবতাদেরও তো সসীম ভোগ্য বস্তু ও সসীম জীবন, অতএব যে দেবতাদের সাযুজ্য প্রাপ্ত, তাহাদেরও তো সেই রকম হইবেই।

ভূপেন্দ্রনাথ দেবতারাই অন্তযুক্ত, সুতরাং তাঁহারা যে ফল দান করিলেন, তাহা কখনও অনন্ত হইতে পারে না। একমাত্র পরমাত্মা ব্রহ্মই অনন্ত ....জ্ঞানী ভক্তেরা তো অন্তে ব্রহ্মপদ লাভ করেনই, তাঁহার অন্য তিন প্রকার ভক্তও বাঞ্ছিত ফললাভ করিয়া পরিশেষে মুক্তিপদ লাভ করেন।

ভাবপ্রকাশ। যাহার যেমন শ্রদ্ধা আমি তাহাকে তেমনই দান করিয়া থাকি।

২৪। অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ

পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্। ২৪।

পদচ্ছেদ। অব্যক্তম্ ব্যক্তিম্ আপন্নং মন্যন্তে মাম্ অবুদ্ধয়ঃ, পরম্ ভাবম্ অজানন্তঃ মম অব্যয়ম অনুত্তমম্।

অন্বয়। অবুদ্ধয়ঃ মম অনুত্তমম্ অব্যয়ম্ পরম ভাবম্ অজানন্তঃ অব্যক্তম্ মাম্ ব্যক্তিম্ আপন্নম্ মন্যন্তে।

কঠিন শব্দ। অবুদ্ধয় = বুদ্ধিহীন ব্যক্তি ; "অবিবেকী" (মধুসূদন) অব্যক্তম্ ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে = "দেহ গ্রহণের পূর্ব্বে কার্য্য করিতে অসমর্থরূপে অবস্থিত, এক্ষণে কিন্তু বসুদেব ভবনে ভৌতিক দেহাবচ্ছেদে কার্য্য করিবার সামর্থ্যযুক্ত আমাকে (ঈশ্বরকে) সাধারণ জীববিশেষ বলিয়া মনে করে। ....মৎস্য কূর্ম্ম প্রভৃতি অবতাররূপে কার্য্যরূপতা প্রাপ্ত বলিয়া মনে করে" (মধুসূদন)। পরম্ অব্যয়ম্ মম ভাবম্ অজানন্তঃ = "যাহা সকলের কারণ স্বরূপ সেই নিত্য আমার যে উপাধিবিশিষ্ট স্বরূপ তাহা না জানিয়া" (মধুসূদন।) অনুত্তমম্ = যাহা হইতে আর উত্তম কিছু নাই। পরমভাব = ৩।৭,৮। অজানন্ত = তত্ত্বভাবে না জানিয়া। অব্যক্ত = ইন্দ্রিয়াতীত। ব্যক্তিম্ = ব্যক্তভাবে প্রকাশিত জীবভাব।

অনুবাদ। বুদ্ধিহীনেরা আমার অব্যয় অনুত্তম অব্যক্ত পরম ভাব, অর্থাৎ আমার প্রপঞ্চাতীত অক্ষর, বিকারহীন, অতি

উৎকৃষ্ট কিন্তু অপ্রকাশিত, লোক চক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত, ইন্দ্রিয়ের অবিষয় পরম স্বরূপকে না জানিয়া, আমারই ব্যক্ত ভাবে প্রকাশ প্রাপ্ত বিশেষ প্রাণী অর্থাৎ কূর্ম্ম, মৎস্যাদি অবতারে, উহা দেখিতে পায় না, অথবা মনুষ্যাবতারে, ইনি একজন মনুষ্য মাত্র ইহাই বিবেচনা করে ; ' অথবা ইহা পূর্ব্বে হইতে ছিল না, এখনই হইয়াছে, আর ইহা অন্য জীবেদের মত জন্ম মরণশীল ইহা ভগবান হইতেই পারে না (৯।১১) এইরূপ বিবেচনা করে ।

(আমার অব্যক্ত অপ্রকাশিত পরম ভাব, তাহা যে ব্যক্ত দেহই ধরি না কেন তাহাতে থাকে)। ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ অব্যক্ত, অবতারাদি তাঁহার ব্যক্ত মায়িক ভাব। ব্যক্ত হইলেই তাঁহার সব ক্ষয় হইয়া গেল তাহা নহে ; তিনি অব্যয়। (পূর্ণস্য পূর্ণ সাদায় পূর্ণ মেবাবশিষ্যতে ।)

শঙ্কর। আমার অবিনাশী নিরতিশয় পরমভাব অর্থাৎ পরম স্বরূপকে যে জানে না এইরূপ বুদ্ধিরহিত বিবেকহীন মনুষ্য, যদ্যাপি আমি নিত্য প্রসিদ্ধ সকলকার ঈশ্বর, তথাপিও আমাকে এরকম ভাবে, যে ইনি তো প্রথমে প্রকট ছিলেন না, এখন হয়েছেন মাত্র; আমার প্রভাব বুঝিতে পারে না বলিয়াই এইরূপ ভাবে।

রামানুজ। আমি শরণাগত বাৎসল্যতেই .... আমার স্বভাব শক্তিকে সঙ্গে লইয়া বসুদেব পুত্র হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছি। এরূপ আমার .... অবিনাশী ও পরম প্রভাব জানে না এরূপ মানুষ, সাধারণ রাজপুত্রের মত, ইহার পূর্ব্বে ইনি তো প্রকট ছিলেন না, কর্ম্মবশেই জন্মিয়াছেন, এই ধারণায় তাহারা আমার আশ্রয় লয় না, আমার আরাধনা করে না।

শ্রীধর। যদি বল, সমান যত্ন করিয়া ভাল ফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিলেও সকলেই, অন্য দেবতা ছাড়িয়া আমাকে কেন ভজনা করে না, তাহাতে বলিতেছেন—প্রপঞ্চের অতীত যে আমি আমাকে ব্যক্তি অর্থাৎ মনুষ্য, মৎস্য কূর্ম্মাদির ভাব প্রাপ্ত বলিয়া, বুদ্ধিহীনেরা মনে করে, কারণ তাহারা আমার পরমস্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না, যে স্বরূপ নিত্য, যাহা হতে উত্তম কিছু নাই। জগৎ পালনার্থ লীলাক্রমে আমি নানা বিশুদ্ধ সত্ত্ব মূর্ত্তি প্রকট করিয়া থাকি। ....তাহারা ক্ষুদ্র-ফল-দাতা অন্য দেবতার অর্চ্চনা করে।

মাধব। অব্যক্ত = প্রকৃতি সমুৎপন্ন দেহাদিবর্জ্জিত। ব্যক্তিম্ = প্রাকৃতিক দেহাদি সম্পন্ন। মনুষ্য মৎস্য কূর্ম্মাদি ভাব প্রাপ্ত।

Radhakrishnan. The forms we impose on the formless are due to our limitations.

Gandhi Desai. There is a wide difference among commentators. Sankar says, not knowing my higher nature as the Supreme Self। the ignorant think that I have just now come into manifestation, having been unmanifested hitherto, though I am the ever luminous Lord. Hill quoted Bamett, 'Some misguided men regard the Supreme who is the substratum of the universe as essentially material; existing either in a potentially

determinably অব্যক্ত or actually determinate ব্যক্ত condition. Gandhi agrees with Tilak and Radhakrishnan.

মধুসূদন। আমি সর্ব্বকারণ হইলেও মৎস্য কূর্ম্ম প্রভৃতি অনেক অবতার রূপে কার্য্যরূপতা প্রাপ্ত বলিয়া মনে করে; তাই অন্য দেবতা ভজনা করে। (ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ অব্যক্ত। অবতারাদি তাঁহার ব্যক্ত মায়িক ভাব) ভগবৎ তত্ত্ব দুর্জ্ঞেয়। ব্রহ্মাও বলিয়াছিলেন "যন্ন দেবা ন মুনয়ো ন চাহং ন চ শঙ্কর, জানন্তি পরমেশ্বরস্য তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।

বলদেব ও বিশ্বনাথ। ভাব শব্দে যে যে অর্থ পাওয়া যায়, যথা সত্তা, স্বভাব, অভিপ্রায় চেষ্টা, জন্ম ক্রিয়া, লীলা ইত্যাদি, সকল অর্থ এখানে লাগে। রূপ গোস্বামী ভাগবতামৃত গ্রন্থে বলিয়াছেন, ভগবানের স্বরূপ গুণ জন্ম কর্ম্ম লীলা—ইহাদের আদি ও অন্ত নাই। এই নিত্যভাব ভাগ্যবান ভক্তই উপলব্ধি করিতে সক্ষম। "যস্যপ্রসাদং কুরুতে, স বৈতং দ্রষ্টুমর্হতি।"

ব্যোমব্রহ্ম। অব্যক্ত = যাহা স্থূলরূপে প্রকাশিত নহে; ব্যক্তি মাপন্ন = স্থূলরূপে প্রকাশিত নরদেহধারী। মূঢ়েরাই আমাকে ব্যক্তিভাব প্রাপ্ত মনে করে।

গিরীন্দ্র। ব্রহ্মরূপ পুরুষ বা আত্মাকে দেহ বলিয়া মনে করে।

তিলক। যে লোক আত্মা ও ব্রহ্মকে একই না জানিয়া, ভেদ

ভাবে, ভিন্ন ভিন্ন দেবতার ফাঁদে পড়িয়া থাকে, সে দেবতাদিগের পশু, অর্থাৎ গবাদি পশু হইতে যেরূপ মানুষের লাভ হয়, সেইরূপ এই অজ্ঞানী পশু হইতেও দেবতাদিগেরই লাভ হয়, তাহাদের ভক্তদের মোক্ষলাভ হয় না।

গোয়েন্‌কা। অন্য প্রাণীদের মত ভগবানের জন্ম মরণ হয় না। অন্য প্রাণীরা জন্মাইবার পূর্ব্বে অব্যক্ত থাকে, অর্থাৎ তাহাদের কোন সত্ত্বা থাকে না, আর জন্মাবার পরে ব্যক্ত হয়, সেইরূপ কৃষ্ণও জন্মাবার পূর্ব্বে ছিলেন না "অল্প বুদ্ধিরা এইরূপ ভাবে।" নির্গুণ নিরাকার, সগুণ সাকার হয়েছে। এ ব্যাখ্যা ও সগুণ সাকার পরমেশ্বরকে নির্গুণ নিরাকার ভাবে এই দুই ব্যাখ্যাই ঠিক নয়।

কৃষ্ণানন্দ। আমাকে নরাকার দেখিয়া আমি ভগবান হইতেই পারি না, ইহা অজ্ঞানীরা বলে। ইহারা বলে অব্যক্ত ব্রহ্ম জন্ম মৃত্যু রোগ শোক রাগ দ্বেষের ভিতর দিয়া, কেন নিজেকে প্রকাশ করিবেন।

"সর্ব্বত্রগ অনির্দ্দেশ্য কূটস্থ অচল সেই ব্রহ্ম—আচ্ছাদন করে আছে অনন্ত ভুবন বলে কিনা সে পশেছে পঞ্জর পিঞ্জরে ?" (নরনারায়ণ, ক্ষীরোদ প্রসাদ)

মহানামব্রত। পরমভাবই মাধুর্য্যস্বরূপতা।

Telang. The undiscerning ones, not knowing my transcendent and inexhaustible essence, than which there is nothing higher, think me

who am unperceived, to have become perceptible. The ignorant do not know the real divinity of Vishnu, thinking him to be no higher than as he is seen in the human form.

ভুপেন্দ্রনাথ। দেহ দৃষ্টি থাকিলে দেহাতীত অব্যক্ত স্বরূপকে বুঝা যায় না, কারণ তাহা ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে। ....পরমাত্মার প্রপঞ্চাতীত অব্যয় স্বরূপ নিত্য নির্বিশেষ, নির্গুণ নিরাকার। এইরূপ দেহাতীত ভাবই ক্রিয়ার পরাবস্থায় উপলব্ধি হয়। ইহাই অব্যক্ত ব্রহ্মভাব, ক্রিয়াশূন্য অবস্থা। কিন্তু এই নির্গুণ ভাব হইতেই সগুণ ভাব আসিয়াছে। ক্রমশঃ সূক্ষ্মতম ভাব হইতে বুদ্ধি, মন ইন্দ্রিয় ও দেহাদি ব্যক্তভাব পরিস্ফুট হয়। এই ব্যক্তভাব মায়িক ভাব, ইহাতেই বিবিধ ক্রিয়া, পাপপুণ্য প্রভৃতি হইয়া থাকে। ....সাধন অভ্যাস করিতে করিতে ক্রিয়ার পরাবস্থারূপ অসঙ্গ অদ্বৈতাবস্থার উপলব্ধি করিয়া থাকে। যাহারা সাকার পুজা করে তাহাদের অবস্থা জ্ঞানের না অজ্ঞানের এই প্রশ্নের উত্তর এইরূপ :—অবতার রূপও পরব্রহ্মের প্রকট রূপ, ইহা মনে করিয়া তাঁহার ধ্যান পুজা করিলে জীব মুক্তির সোপান দেখিতে পাইবে, কারণ সেই সকল লীলা মূর্ত্তিতে ব্রহ্মের অনাবৃত ভাব থাকে অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যশক্তি সম্পূর্ণ ভাবে বর্ত্তমান থাকে। সাধারণ জীবও ব্রহ্মের অংশ, কিন্তু তাহাতে ব্রহ্মশক্তি অজ্ঞানাবৃত থাকে। সাধন করিতে করিতে প্রতি চক্রে অথবা কূটস্থের মধ্যে তাঁহার বহুবিধ শক্তি মূর্ত্তির প্রকট হয়,

উহা সবই সেই ব্রহ্মশক্তি। আবার জ্যোতিঃ জ্যোতির, অভ্যন্তরে গুহা এবং তন্মধ্যে নক্ষত্র, এ সমস্তই সাকার ভাব। আবার শিব বিষ্ণু দুর্গা সূর্য্য গণেশাদি মূর্ত্তিকে অবলম্বন করিয়া (তাহাও পরব্রহ্মেরই রূপ) এই ভাবে চিন্তা করিলে তাহাতেও ব্রহ্মোপাসনা হইয়া থাকে। মন যতক্ষণ ধরিতে ছুঁইতে পারে, ততদূর সাকার ভাবের সীমা, তাহার পর অধর অস্পর্শ অরূপ ভাব—অসীম চিৎসমুদ্র। ....আজ্ঞাচক্রে স্থিতিলাভ করিতে না পারিলে, কাহারও অন্তর্দৃষ্টি খুলে না। সুতরাং পরমাত্মার সর্ব্বোৎকৃষ্ট মায়াতীত নিত্যস্বরূপ যাহা তাহা ইহারা প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। সেই মায়াতীত অব্যক্ত ভাব, সকলের মধ্যেই রহিয়াছে, ...কিন্তু তাহা প্রত্যক্ষ করিতে না পারায় বিভিন্ন দেহে প্রকটিত চৈতন্যকে এক অখণ্ড চিৎসত্তারূপে বুঝিতে না পারায় তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে, দেখিতে পায়। দুগ্ধে ঘৃত আছে কিন্তু মন্থন চাই। মন্থন রূপ সাধনা দ্বারা দেহাদি হইতে পৃথক সেই জ্যোতিস্বরূপ আত্মাকে দেখিতে পান। সেই আত্মা সকল সময়েই সকলের দেহের মধ্যে রহিয়াছেন। কিন্তু আবরণ ও বিক্ষেপরূপ মায়াশক্তির দ্বারা আচ্ছাদিত বলিয়া তাহার স্বরূপ সব সময়ে বোধগম্য হয় না। কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারে কিছু কিছু সেই চৈতন্যের প্রকাশ অনুভব হয় মাত্র। সাধারণতঃ দেহীর দেহ মধ্যে সেই ব্রহ্ম আবৃতই থাকেন। সাধনা দ্বারা সেই আবরণ উন্মুক্ত করিতে হয়। কিন্তু কোন কোন দেহে ব্রহ্ম অনাবৃত, আবরণ-মুক্ত অবস্থায় থাকেন। তাঁহারাই অবতার পুরুষ, আজন্ম সিদ্ধ বা জীবন্মুক্ত পুরুষ বলিয়া

উক্ত হইয়া থাকেন। ইহাদিগকেও (যেমন শ্রীকৃষ্ণকে) অজ্ঞানান্ধ জীবেরা জানিতে পারে না।

২৫। নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্। ২৫।

পদচ্ছেদ। ন অহম্ প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ মূঢ় অয়ম্ ন অভিজানাতি লোকঃ মাম্ অজম্ অব্যয়ম্।

অন্বয়। যোগমায়া সমাবৃতঃ অহম্ সর্ব্বস্য প্রকাশঃ ন অয়ম্ মূঢ়ঃ লোকঃ মাম্ অজম্ অব্যয়ম্ ন অভিজানাতি।

কঠিন শব্দ। সর্ব্বস্য ন প্রকাশঃ = "সকল লোকের নিকট নিজরূপে প্রকট হই না। কিন্তু কোন কোন ভক্তের নিকটেই আমি নিজরূপে আত্মপ্রকাশ করি" (মধুসূদন) যোগমায়া সমাবৃতঃ = "যোগ অর্থাৎ আমার (ঈশ্বরের) সঙ্কল্প, সেই যোগের বশবর্ত্তিনী যে মায়া তাহাই যোগমায়া। সেই যোগমায়া দ্বারা, অর্থাৎ—অভক্ত লোক আমাকে যেন স্বরূপতঃ জানিতে না পারে, আমার সঙ্কল্পানুসারিণী আমার ঐ প্রকার মায়ার প্রভাবে উহা সাম্যকরূপে আবৃত হইয়া থাকে (মধুসূদন)। যোগমায়ার দ্বারা আবৃত, ইহার অর্থ ইহা নহে যে তিনি কাহাকেও দেখিতে পান না; পরের শ্লোকে তাহা পরিষ্কার করিয়া দিলেন। যোগমায়া অর্থাৎ ভগবানে সর্ব্বদাযুক্ত, সর্ব্বদা জাগ্রতভাবে বর্ত্তমান সেই শক্তি, যাহা সেবিকা ভাবে, ভগবানের সকল ইচ্ছা পূর্ণ করে। প্রলয়ে অন্য সকল শক্তি প্রচ্ছন্ন থাকে, কিন্তু যোগমায়া ভগবানকে বিশ্রামে বা যোগনিদ্রায় রাখে। (৪।৬ শ্লোকের

ব্যাখ্যায় প্রাসঙ্গিক ভাবে ইহার কথা বলা হইয়াছে। সেখানে মায়া, আত্মমায়া, যোগমায়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

অনুবাদ। যোগমায়ার দ্বারা আবৃত থাকায়, আমি সকলের দৃষ্ট হই না। জন্মরহিত, অক্ষয় অচ্যুত বিকারহীন আমি (অজোঽপি ইত্যাদি ৪।৬) আমাকে মোহাচ্ছন্ন এই সকল লোকেরা জানিতে সমর্থ হয় না। (গীতা ৯।১১, ভাগবত ১।৮ ১৯। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ভগবানের সেই শক্তিকে যোগমায়া বলা হয়, যে শক্তি তাঁহার সহিত সর্ব্বদা যুক্ত অর্থাৎ হাজির থাকিয়া, দাসীর ন্যায়, বা স্ত্রীর ন্যায়, তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া সেবা করে; তিনি যখন আবরিত থাকিতে চাহেন, তাঁহাকে আবরিত রাখে। তিনি যখন বিশ্রাম করিতে চাহেন, যোগনিদ্রারূপে তাঁহাকে বিশ্রাম প্রদান করে; যেখানে যে ভাবে তিনি লীলা করিতে চাহেন, সেই লীলার সব ব্যবস্থা সে করিয়া দেয়। এই যোগমায়াই ঠিক করিয়া দেয় ভগবানকে কাহার কাছে কতটা প্রকাশ করিবে। সৃষ্টি প্রলয়াদি ব্যাপারে, বা ত্রিগুণাত্মক উপাদান কারণের কাজ করায় বা কর্ম্মফল প্রদান ব্যাপারে সে হাত দেয় না। যোগমায়া যুধিষ্ঠিরাপেক্ষা ভীষ্মের নিকট ভগবানকে বেশী প্রকাশিত রাখিয়াছিল, ইনিই তন্ত্রের মহামায়া, মহামায়া দ্বার না ছাড়িলে ভিতরে প্রবেশ করা যায় না।

শঙ্কর। তিনগুণের মিশ্রণের নাম যোগ, আর উহাই মায়া; সেই যোগমায়া আবৃত আমি, প্রাণী সমুদয়ের জন্য প্রকট থাকি না (মাত্র, কাহারও কাহারও জন্য থাকি)।

রাম মুক্ত। অন্য জীব হতে বিলক্ষণ, শরীরের হেতুরূপ যে যোগনামক মায়া, সেই যোগমায়া দ্বারা ইত্যাদি। অজন্মা অবিনাশী সমস্ত জগতের একমাত্র কারণ .. মনুষ্যরূপে স্থিত। আমি অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বরকে জানে না।

Krisbna Prem. Delnded by the great illusion of plurality, men seek Him fruitlessly. Eikhart has said : Some people expect to see God, as they would see a cow.

সচ্চিদানন্দ যোগমায়া = ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগধর্ম্মী গুণময়ী মায়া। যোগ - যুক্তি আমার কোনরূপ অচিন্ত্য জ্ঞানের প্রভাব। তাহাই মায়া = যাহা ঘটে না তাহা ঘটাইতে নৈপুণ্য যাহার, তাহার দ্বারা আবৃত (শ্রীধর)। যোগ = ব্যক্ত ভাব ধরিবার যুক্তি। বৈদান্তিকেরা ইহাকেই মায়া বলেন। যোগমায়া দ্বারা আবৃত পরমেশ্বর ব্যক্ত স্বরূপধারী হন (তিলক)। রাজশেখর বসু :— ঈশ্বরকে যখন কর্ম্মপর মনে করা যায়, তখন তিনি যোগী, যথা ১১।৯, মহাযোগেশ্বর হরি; এই তথাকথিত যোগী নিষ্ক্রিয় থাকিয়াও স্রষ্টা পাতা হর্তা। রূপে, কর্ম্মপর প্রতীয়মান হন, ইহাই তাঁহার যোগমায়া। চন্দ্রশেখর বসু :—সরস্বতী ও যমুনা যেমন গঙ্গায় সঙ্গমিত হইয়াছেন, সেইরূপ প্রকৃতি ও জীবের অদৃষ্ট রূপিণী দুই মায়া নদী, ব্রহ্ম সনাতনী মহামায়া স্বরূপিনী গঙ্গাতে আসিয়া মিশিয়াছেন। এই সংযোজিত শক্তিকে মহামায়া কহা যাইতে পারে। গিরীন্দ্র শেখর :— মায়া শব্দের তিনটি অর্থ স্মরণ রাখা

কর্ত্তব্য, ১) প্রধান বা প্রকৃতি ইহা সাংখ্যের মূল প্রকৃতি, এবং জগতের জড় উপাদানের কারণ; সাংখ্য ইহাকে মায়া না বলিলেও বেদান্ত ইহাকে মায়া বলিয়াছে; (২) জীবের অনাদি কর্ম্ম বা অদৃষ্ট ; ইহা প্রকৃতির আশ্রয়ী ; ইহাকে দৈবিকী শক্তি বলা হয়। জীবকে অনাদি বলিয়া ধরায়, এই শক্তির কল্পনা ; (৩) উপরি; উক্ত দুই প্রকার মায়ার আধার পরব্রহ্ম হইতে অভিন্ন সৃষ্টি শক্তি: ইনি চৈতন্যরূপিণী মহামায়া ও জগতের বিবর্ত্ত কারণ। চন্দ্রশেখর বসুর মতে এই তিনের সংযোগ মহামায়া। সকল্প মধুসূদন)। ভগবৎস্বরূপ তিরোধানকারী যবনিকা (রামানুজ)।

বিশ্বনাথ। যোগমায়ার আবরণবশতঃ আমি অনন্ত ও অব্যয় হইলেও, সকল দেশকালাবস্থিত মানবগণের নিকট প্রকটিত হই না। মূঢ়রা আমাকে আকারধারী দেখিয়া, আমার অজত্ব ও অব্যয়ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না

অরবিন্দ। ভগবানের এই সকল আংশিক প্রকাশের অতীত যে অজ অব্যয় শ্রেষ্ঠভাব, কোনও জীবের পক্ষে, ভগবানকে সেই ভাবে জ্ঞাত হওয়া সহজ নহে। ....তিনি জগতের সহিত এক হইয়াও জগতের অতীত, সর্ব্বত্র অনুস্যূত থাকিয়াও অগোচর ; সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও সকলেরই নিকট প্রকাশিত নহেন, ইহা তাঁহারই যোগমায়ার দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে। (যোগমায়া আমাকে জন্মমৃত্যুর ভিতর দিয়া যাইতেছি এরূপ করায় ')

Modi. It is by যোগ that the Lord's form

includes with it, all beings and yet does not include them.

গোয়েন্‌কা। যোগমায়া = আত্মমায়া (৪ ৯)। যে যোগশক্তিতে ভগবান দিব্যগুণ সমূহের সহিত, স্বয়ং মনুষ্যাদি রূপে প্রকট হওয়া সত্ত্বেও লোক দৃষ্টিতে জন্মমরণধারী সাধারণ মনুষ্যের মত প্রতীত হয়, সেই মায়াশক্তির নাম যোগমায়া। সাধারণ মানুষের দৃষ্টিযোগ মায়ার পরদা ভেদ করিয়া যাইতে পারে না। শুধু যাহাকে তিনি পরিচয় দিতে চাহেন, তাহারই নিকট প্রত্যক্ষ হন (যেমে বৈষ ক্রুতে, ইত্যাদি) ভগবান মায়ার দ্বারা আবৃত, তাহার অর্থ জীবের চক্ষু আবৃত যেমন মেঘ দ্বারা সূর্য্যাবৃত হয়।

জ্ঞানেশ্বরী। মাঝে আদি মায়ার পরদা থাকায় মানুষ অন্ধ হইয়া রহিয়াছে ; নতুবা আমি কি নাই ?

কৃষ্ণানন্দ। তাঁহার এই স্বতঃ সঙ্কল্প শক্তিই যোগমায়ারূপে তাঁহারই স্বরূপকে লোকবুদ্ধির বহির্ভূত ও গুপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। ভক্তিহীনেরা দেখিতে ইচ্ছা করিলেও দেখিতে পায় না। মায়াবরণ ভেদ করিতে সরল বিশ্বাস ও অকপট ভক্তি প্রয়োজন। ....ভক্তি কথাটা লোকে যেমন বুঝে, তাহা গৌণী ভক্তি। ইহার যথাযথ সাধনে চিত্তের শুদ্ধি হইতে পারে, ঈশ্বর দর্শনের সাক্ষাৎ কারণ হয় না।

মহানামব্রত। যে শক্তি জীবকে ঢাকে তাহা মায়া ; যে শক্তি ঈশ্বরকে ঢাকে, তিনি যোগমায়া। ....শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্মের

পরমোৎকৃষ্ট স্বরূপ ; অনুত্তমম্ পরমং ভাবম্ (৭।২৪)। এই কথা ৯।১১, ১৪।২৭, ১৫।১২ শ্লোকে ভাল করিয়া বলিবেন। আমি যে ব্যক্ত হয়েও অব্যক্ত, গুণী হয়েও নির্গুণ, নিরাকার হয়েও নরাকার, ইহা বুঝিতে পারে না। আমি যে প্রপঞ্চাতীত অব্যক্ত ব্রহ্ম রূপেও পূর্ণ, আবার প্রপঞ্চে ব্যক্ত লীলা বিগ্রহরূপেও পূর্ণ, ইহা অনুভব করা কঠিন। অবতার গ্রহণ করা = জগদতীত পরতত্ত্ব জগতের মধ্যে প্রবেশ করা।

মহানামব্রত। যোগমায়ার অর্থ লইয়া আচার্য্যগণের মতভেদ আছে :—

শঙ্কর। যোগ বলিতে গুণানাং যুক্তিঃ ত্রিগুণের যোগ, সেই যোগরূপ যে মায়া, তাহাই যোগমায়া। মধুসূদন। যোগ = ভগবানের সঙ্কল্প, সঙ্কল্পের অধীন যে মায়া। তিলক। যোগও মায়া, একার্থবাচী, যোগ অর্থ সৃষ্টি কৌশল ; যোগ এব মায়া। কেহ কেহ বলেন মায়া অর্থে কৃপা ; জীবের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য ভগবানের যে কৃপাশক্তি তাই যোগমায়া। বিশ্বনাথ। ভগবানের নিজের অচিন্ত্য চিৎ-শক্তির একটি বৃত্তি। অন্তরঙ্গাশক্তি = চিৎশক্তি, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের ইহা এক বিশেষ প্রকারের পরিণতি, অঘটন ঘটাতে যোগ্যতা বিশিষ্ট। এই শক্তির মধ্যতায় সর্ব্বজ্ঞ ভগবান অজ্ঞবৎ প্রতিভাত হন, ক্ষুদ্রশক্তি জীবের মত। যশোদা নন্দন বন্ধন ছেদনে অসমর্থ .... যোগমায়া দুটি কর্ম্ম করেন, ভগবত্তাকে সমাবৃত করে বহির্মুখদের মোহে মোহিত করেন, আর উন্মুখ ভক্তদের ভগবৎ মাধুর্য্যে মোহিত করেন।

ভূপেন্দ্রনাথ। ভগবানকে বুঝিতে পারে না কেন? কারণ জীব সাধারণের অন্য বস্তুতে আসক্তি থাকে, তাহাতেই তাহাদের জ্ঞান সমাচ্ছাদিত থাকে ......ক্রিয়ার পরাবস্থা প্রাপ্তি হইলে বুঝা যায় ....কিরূপে এই জন্মমৃত্যুরহিত আত্মার দেহসঙ্গ হওয়ায়, অর্থাৎ দেহেতে আত্মবোধ হওয়ায় বারবার জন্মমৃত্যুর সংঘটন হইতেছে। ক্রিয়ার পরাবস্থায় যখন চিত্তের শুদ্ধি বা নিরোধ হয় তখনই পরাৎপর আত্মস্বরূপের প্রকাশ হয়, উহাই সত্য জন্মমৃত্যু রহিত অবস্থা। উহা "অদৃষ্টং অব্যবহার্য্যং অগ্রাহ্যং অলক্ষণং অচিন্ত্যং আত্মপ্রত্যয় সারং প্রপঞ্চোপশমং শিবমদ্বৈতম্। তিনি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন, ব্যবহারের অযোগ্য, কোন চিহ্ন নাই যে তদ্দ্বারা বুঝিতে পারা যাইবে। মন তাঁহার মনন করিতে পারে না, নিজবোধ রূপ অর্থাৎ কেহ বুঝাইয়া দিলেও বুঝা যায় না, নিজে নিজে বুঝিতে হয়, প্রপঞ্চো-পশম অর্থাৎ ক্ষিত্যাদি ভূতময় উপাধি শূন্য, শান্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়েরা যখন বিষয় গ্রহণ করে না, সেই অবস্থায় উপলব্ধব্য; তিনি দ্বৈত ভাব রহিত এইজন্য জন্মমরণাদি অমঙ্গল শূন্য শিবস্বরূপ। ....গুণ সংযোগ ভিন্ন হইলে তৎসহ মায়াও অদৃশ্য হইয়া যায়। ....ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নার অতীত হইলে আর গুণত্রয় তাহাকে বিড়ম্বিত করিতে পারে না। মোহ বিড়ম্বিত জীবেরাই মূর্খ কেননা তাহাদের বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি বা প্রজ্ঞানয়ন নাই।

শ্রীধর। যোগ = যুক্তি; আমার কোনরূপ অচিন্ত্য জ্ঞানের প্রভাব। মায়া = যাহা ঘটেনা, তাহা ঘটাইতে নৈপুণ্য যাহার।

....মূঢ় হইয়া, লোকেরা জন্মরহিত ও অবিনশ্বর আমাকে, আমার স্বরূপ জ্ঞানে জানিতে পারে না।

মধুসূদন। মায়া, যে বিদ্যমান বস্তুর স্বরূপকে আবৃত করে, এবং তাহাতে অবিদ্যমান অন্য কিছু দেখাইয়া দেয় ; ইহা লৌকিক মায়াতেও প্রসিদ্ধ আছে।

জগদীশ্বরানন্দ। অব্যক্ত = অপ্রকাশ, শরীর গ্রহণের পূর্ব্বে (শঙ্কর) ; ইদানীং অভিব্যক্ত, প্রকাশিত লীলা বিগ্রহের পরিগ্রহ অবস্থাতে।

Telang. Surrounded by the delusion of my mystic power (the veil surrounding me is created by my mystericus power which every body cannot pecrue) this deluded world knows not me unborn and inexhaustible.

২৬। বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন। ২৬।

পদচ্ছেদ। বেদ অহম্ সমতীতানি বর্ত্তমানানি চ অর্জ্জুন, ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাম্ তু বেদ ন কশ্চন।

অন্বয়। অর্জ্জুন, সমতীতানি চ বর্ত্তমানানি চ ভবিষ্যাণি ভূতানি অহম্ বেদ তু মাম্ কশ্চন ন বেদ।

কঠিন শব্দ। সমতীতানি = অতীত। কশ্চন = কেহই। 'তু' শব্দের দ্বারা জ্ঞানের প্রতিবন্ধ সূচিত হইতেছে (মধুসূদন)।

অনুবাদ। হে অর্জ্জুন, আমি অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, এই

তিনকালের সকল প্রাণী ও সকল বস্তুকে জানি বা দেখিতে পাই। কিন্তু কেহই আমাকে জানিতে অর্থাৎ দেখিতে পায় না। (কালাতীত হওয়ায় আমি ত্রিকালের সব কিছু জানি, আমার নয়নের নীচে তাহা বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে।)

বুদ্ধির যাহা অতীত, বুদ্ধি তাহাকে ধরিতে পারে না। "জ্ঞাতারম্ অরে কেন বিজানত।" পরমহংসদেব বলেছিলেন, ভগবান কি ভাবে আছেন জান ? চিকের ভিতর বড়লোকের মেয়েরা থাকে ; তারা সকলকে দেখতে পায় কিন্তু তাদের কেউ দেখতে পায় না।

শঙ্কর। আমার শরণাগত ভক্ত ছাড়া আমায় আর কেহই জানে না, আর আমার তত্ত্ব না জানায় আমার ভজনাও করে না।

রামানুজ। এই এখানে, কাহাকেও দেখিতে পাই না যে বাসুদেব সকলকে সমাশ্রয় প্রদান করিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এই জ্ঞানে সে আমার শরণাগত হয়।

শ্রীধর। (অবতার শ্রীকৃষ্ণ) তাঁহার আবরণ-শূন্য জ্ঞান শক্তি হওয়ায়, নিজের সর্বোত্তমতা দেখাইয়া, অন্যের অজ্ঞান বিষয়ে বলিতেছেন— আমি ত্রিকালের সকলকে জানি, আমি মায়ার আশ্রয়।

গোয়েন্‌কা। মাত্র অনন্য ভক্তির দ্বারা মানুষ তাঁহাকে জানিতে পারে, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে, তাঁহাতে প্রবিষ্ট হইতে পারে (১১।৫৪)।

ব্রহ্মানন্দ। মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি বশতঃ জীব চিন্মাত্র বা চিদ্‌ঘন শক্তি লক্ষ্য করিতে পারে না।

[২৯] ভূপেন্দ্রনাথ। মহাকাল অচঞ্চল স্থির স্বভাব, সুতরাং তাঁহাতে কাল নাই। যোগী পুরুষ যাঁহারা কালকে জয় করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট সমস্তই বর্তমানের ন্যায় বোধ হয়। ... এই কালের ভেদ হওয়াতেই জন্ম মৃত্যু স্থিতির বোধ হয়, এইরূপ বোধই অজ্ঞান। ব্রহ্ম কালাতীত; তাহাকে জানিতে হইলে ব্রহ্ম স্বরূপ হইতে হয়, কারণ ব্রহ্মই ব্রহ্মকে জানিতে পারেন। তুলসীদাস বলিয়াছেন "তোমারই কৃপাতে তোমাকে জানা যায়, এবং যে জানিতে পারে সে তখন সে থাকে না, তুমি হইয়া যায়।"

মধুসূদন। আমি অপ্রতিবন্ধ সর্ব্ব বিজ্ঞান ....ত্রিকালবর্ত্তী সমস্ত পদার্থের বিষয় জানি। মায়াবীকে লোকে দেখিতে পায় না। তু শব্দের ভাব, জ্ঞানের প্রতিবন্ধক রহিয়াছে বলিয়া আমায় দেখিতে পায় না।

২৭। ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।

সর্ব্বভূতানি সংমোহং সর্গে যান্তি পরংতপ। ২৭।

পদচ্ছেদ। ইচ্ছা দ্বেষ সমুত্থেন দ্বন্দ্ব মোহেন ভারত, সর্ব্ব-ভূতানি সংমোহম্ সর্গে যান্তি পরংতপ।

অন্বয়। ভারত, পরংতপ সর্গে ইচ্ছা দ্বেষ সমুত্থেন দ্বন্দ্ব মোহেন সর্ব্বভূতানি সংমোহম্ যান্তি।

কঠিন শব্দ। সর্ব্ব ভূতানি = সকল জীব। সর্গে = স্থূল

দেহ উৎপন্ন হইলে (মধুসূদন), জন্ম হইতেই। সম্মোহংযান্তি =মোহাভিভূত হয়। দ্বন্দ্ব=পরস্পর বিরোধী বস্তু সকল, যথা শীত গ্রীষ্ম, সুখ দুঃখ ইত্যাদি।

অনুবাদ। হে ভরত বংশ ধর শত্রু তাপন অর্জ্জুন, জন্ম হইবার পর হইতেই পরস্পর বিরোধী বস্তু সকলের (যথা শীত গ্রীষ্ম সুখ ইত্যাদির) প্রতি অনুরাগ ও বিরাগজাত মোহে প্রাণী সকল মোহাভিভূত হয়। (আমার দিকে দেখে না (৯।৩৪) আমাকে বুঝিতে চেষ্টা করে না) রাগদ্বেষ যুক্ত থাকিলে, সাধারণ জিনিসই যথার্থরূপে বুঝিতে দেয় না; ভগবানকে বোঝা সে তো অসম্ভব। আমাদের "নিস্ত্রৈগুণ্য" হইতে হইবে। (২।১৩, ২ ৪৫. ২।৬২, ৬৩; ৩।৫ ৩।৩৪, ৩৭ ও ২৩) (ইচ্ছা দ্বেষই আদিম শত্রু, জন্ম হইতেই আমাদের ভিতর আসে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কারে) কাম ক্রোধ হইতে মুক্তি পাওয়াই মুক্তি।

শঙ্কর। শীত ও গ্রীষ্মের মত পরস্পর বিরোধী, সুখ ও দুঃখ ও তাহার কারণ স্থিত ইচ্ছা ও দ্বেষ যথাসময়ে সকল ভূত প্রাণীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া দ্বন্দ্ব নামে কথিত হয়। এই দ্বন্দ্ব, পরমার্থ তত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞানের প্রতিবন্ধক স্বরূপ মোহ উৎপন্ন করে। এই ইচ্ছা দ্বেষের বশে পড়িয়া মানুষ বাহিরের বিষয়েরই জ্ঞান যথার্থভাবে পায় না, পরমার্থ বিষয়ের কথাই কি? তাৎপর্য্য এই, যে উৎপত্তি শীল সমস্ত প্রাণীই মোহের বশীভূত হইয়া উৎপন্ন হয়। ইহা হওয়ায়, প্রাণীরা নিজ আত্মারূপ পরমাত্মা আমাকে জানিতে পারে না, এবং সেইজন্য ভজিতেও পারে না।

রামানুজ। সব প্রাণীই জন্মকাল হইতেই ইচ্ছা ও দ্বেষ উৎপন্ন দ্বন্দ্বরূপ মোহে মোহিত হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে ত্রিগুণময় সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্বে যেমন যেমন রাগদ্বেষের অভ্যাস করিয়াছে উহাদেরই বাসনায় পুনরায় ঐ প্রাণীদের দ্বন্দ্ব নামক মোহ, রাগ ও দ্বেষ কার্য্যরূপে জন্মকালেই প্রকাশ হয়, আর সেই মোহে সকল প্রাণীই মোহিত হইয়া ইচ্ছা ও দ্বেষ করিতে থাকে, আমার সংযোগ বা বিয়োগে সুখী বা দুঃখী হয় না যেরূপ জ্ঞানীরা হয়।

শ্রীধর। স্থূল দেহের উৎপত্তি হইলে তাহার অনুকূল বিষয়ে ইচ্ছা ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ জন্মে। এই উভয় হইতে জাত, শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখ পরস্পর বিরোধী ভাবগুলি, জীবের মোহ অর্থাৎ বুদ্ধি ভ্রংশ উৎপাদন করে ; আমি সুখী, আমি দুঃখী এই সব ভাবিতে থাকে, আমাকে ভাবে না।

Gandhi-Desai. সর্গ may mean either at birth or in the universe.

অরবিন্দ। তাঁহাকে সমগ্র মাম্ এই ভাবে জানিতে পারিবে, যখন সর্ব্বত্র ও সর্ব্বভূতে এক আত্মাকে দর্শন করার স্থির দৃষ্টি লাভ করিবে। তখন সর্ব্বতোমুখী উত্তমাভক্তি হইবে।

মধুসূদন। ভোগানুরাগও ঈশ্বর তত্ত্ব বিজ্ঞানের প্রতিবন্ধকের অপর হেতু যোগমায়া অন্য হেতু)।

Telang. All beings are deluded at the time of birth, by the delusion caused by the pairs of opposites, arising from desire and aversion.

(২৮ কোন অবস্থা, সে দ্বন্দ্ব মোহ হইতে মুক্তি আনে, যে মুক্তি না আসিলে তোমার ভজনা হয় না।

২৮। যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানং পুণ্য কর্ম্মণাম্
তে দ্বন্দ্ব মোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ২৮।

পদচ্ছেদ। যেষাম্ তু অন্তগতম্ পাপম্ জনানাম্ পুণ্যকর্ম্মণাম্ তে দ্বন্দ্ব-মোহ-নির্ম্মুক্তাঃ ভজন্তে মাম দৃঢ় ব্রতাঃ।

অন্বয়। তু পুণ্যকর্ম্মাণাম্ যেষাম্ জনানাম্ পাপম্ অন্তগতম্, তে দ্বন্দ্ব মোহনির্মুক্তাঃ দৃঢ়ব্রতাঃ মাম্ ভজন্তে।

কঠিন শব্দ। দৃঢ়ব্রত="স্থির সঙ্কল্প হইয়া বুঝিয়া থাকেন যে ভগবানই একমাত্র সকল রকমে উপাস্য, আর সেই ভগবানের স্বরূপ এইরূপ (মধুসূদন)। অন্তগতং=নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তু=কিন্তু। দ্বন্দ্বের মোহ, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কারে হয়। পাপ দণ্ড ভোগের দ্বারা, বা তদনুযায়ী পুণ্যের দ্বারা বা ভগবানের করুণায় যখন ক্ষয় হইয়া আসে, তখন দ্বন্দ্বের মোহ নিবৃত্ত হয়, তখন মানুষ দৃঢ়ভাবে ভজনা করিতে সমর্থ হয়। পূর্ব্বের চতুর্ব্বিধা ভজন্তে' তাহাদের পাপ নিশ্চয়ই প্রায় বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

অনুবাদ। কিন্তু যে সকল পুণ্য কর্ম্মকারী ব্যক্তিগণের পাপ ক্ষয় হইয়া গিয়াছে তাহারা সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্ব বস্তুর মোহ হইতে মুক্ত হইয়া দৃঢ় পুণ্যের সহিত আমার ভজনা করে। সুকৃতিশালী এই সংজ্ঞা পায় তখন, যখন ভজনা করে; অর্থাৎ যখন পুণ্যকর্ম্মে

পাপ ক্ষয় হইয়া যায়, প্রকৃত ভজন করা তখন তাহাতে আসে (মৈত্রী ৩।১।২ ; ৬।২৯)।

শঙ্কর। যে পুণ্যকর্ম্ম পুরুষের পাপের প্রায় অন্ত হইয়াছে ইত্যাদি। "পরমাত্ম তত্ত্ব ঠিক এই প্রকারের, অন্য প্রকারের নয়" এইরূপ নিশ্চিত জ্ঞানশালী পুরুষকে দৃঢ়ব্রতী বলা হয়।

রামানুজ। কিন্তু যে পুরুষের অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত গুণময় পাপ সমূহ, যাহা দ্বন্দ্ব নামক ইচ্ছাও দ্বেষের কারণ, অনেক জন্মার্জ্জিত পুণ্যে নষ্ট হইলে ইত্যাদি। দৃঢ়ব্রত = দৃঢ় সঙ্কল্প।

শ্রীধর। তবে কেন কাহাকে কাহাকেও তোমার ভজন করিতে দেখা যায় তাহার উত্তর, এই শ্লোক।

Radhakrishnan. Quetes Tukaram "The self within me, now is died, And then enthroned in its stead; Yes, this I, Tuka testify, No longer now is "me" or "my".

ভূপেন্দ্রনাথ। ক্রিয়াকে পুণ্য কর্ম্ম বলা হইল এইজন্য যে অন্য সমস্ত কর্ম্মেই তাপ হয়, কিন্তু ক্রিয়া করিলে শরীরের তাপ ও অন্তর গ্লানি সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়।

মধুসূদন। সকলেই যদি মোহগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে চারি জাতীয় উপাসক হয় কি করিয়া? তাহার উত্তর এই শ্লোক, অর্থাৎ তাহাদের পাপক্ষয় হইয়াছে বলিয়া।

Telang. But the men of meritoricus actiors, whose sins have terminated worship me, being

released from delusion caused by the pairs of opposites and being firm in their belief conce-rning the supreme principles and the mode of worshipping it.

২৯। জরা মরণ মোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিকাম্ । ২৯।

পদচ্ছেদ। জরা-মরণ-মোক্ষায় মাম্ আশ্রিত্য যতন্তি যে তে, ব্রহ্ম তৎ বিদুঃ কৃৎস্নম্ অধ্যাত্মম্ কর্ম্ম চ অখিলম্।

অন্বয়। যে মাম্ আশ্রিত্য জরামরণ মোক্ষায় যতন্তি, তে তৎ ব্রহ্ম চ কৃৎস্নম্ অধ্যাত্মম্ অখিলম্ কর্ম্ম বিদুঃ।

কঠিন শব্দ। জরামরণ মোক্ষায় জরা ও মরণের ভয়ে চিত্তকে না রাখিতে, উহাদের প্রতি তিতিক্ষা, প্রদর্শন করিতে, অথবা জরা-মরণের সময়ে মুহ্যমান না হইতে, অথবা শরীর থাকিলেই জরা মরণাদি দুঃখ ভোগ, সেইজন্য পুনর্জ্জন্ম যাহাতে না হয়, তাহা করিতে। প্রায় সকল টিকাকার "জরা ও মরণ হইতে মুক্তিলাভের জন্য" এই অর্থ করিয়াছেন। জরা ও মরণ হইতে মুক্তিলাভ (বিশেষ যখন ও জরা মরণ অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার) তাহার জন্য ভগবানকে ডাকা, অত্যন্ত আব্দার পূর্ণ সকাম ব্যাপার হয় না কি ? আমি যেন ভাল থাকি, আমার যেন মৃত্যু না হয়, অত্যন্ত লঘু অভিলাষ ; ইহা, নিষ্কাম ভক্তিযোগ ঘটকের উপযোগী কথা হয় কি ? ভগবানের স্মরণের জন্য ইহা পুণ্যময় প্রার্থনা হয় কি ! তাহা ছাড়া, যে রাগদ্বেষ অভিনিবেশে

(যাহা জরাভয় ও মৃত্যুভয়) তাহাতে বিভ্রান্ত থাকে, তাহার অস্থির মন, ভগবানের বিভাব সমূহ, যাহাদের নাম, ছোট ছোট পারিভাষিক বাক্যে, ঋষিদিগের দ্বারা উক্ত হয়, সেই বাক্য সমূহের অর্থ বুঝিতে সক্ষম হয় কি ? জরা-মরণ ভীতি, "তাং স্তিতি স্ব" হইতে হইবে, পরমকে তাঁহার অলৌকিক ভাব সমূহে বুঝিতে হইবে। আমাদের মোটা বুদ্ধিতে আমরা একটু অন্য রকমের ব্যাখ্যা করিতে সাহসী হইলাম, মহাজনেরা যেন তাহা ক্ষমা করেন। ব্যাখ্যাটা অনুবাদের সঙ্গে দেওয়া হইল।

অনুবাদ। যে আমাকে আশ্রয় করিয়া, জরা মরণের প্রতি তিতিক্ষা প্রদর্শন করিতে যত্ন করে (২।২৪) (উহাদিগকে তুচ্ছ ভাবে, "উহারা আসিবে, বড়ই কষ্ট দিবে", এই সব চিন্তায় না থাকে, সে, ব্রহ্ম কি, পূর্ণ অধ্যাত্ম কি, সম্পূর্ণ কর্ম্ম কি ইহার উপলব্ধি পায়। ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, অধিভূত, অধিযজ্ঞ ইহারা ঈশ্বরের নানা বিভাব, দার্শনিক বা পারিভাষিক সংজ্ঞা। পরমহংসদেব বলিতেন, একবার যো সো করে যদু মল্লিকের সহিত আলাপটা করে ফেল। যদু মল্লিক নিজেই বলে দেবে, তাঁর কখানা বাড়ী ও কত টাকার কোম্পানীর কাগজ আছে। (বীত, রাগ ভয়, ক্রোধ, ৪ ১০ ; বা রাগ দ্বেষ অভিনিবেশের রাগও ক্রোধ বা রাগও দ্বেষ, ইহাদের কথা হইয়া গিয়াছে, এখন আনা হইল, অভিনিবেষ, বা মৃত্যু ভয়ের কথা)। অকপট চিত্তে ভগবানের যে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেই মঘ্যাসক্তমনাঃ, জ্ঞান বিজ্ঞান সহিত, অসংশয় সমগ্র মাং জানিয়া ফেলিতে সমর্থ

হয় ; তিনিই জানাইয়া দেন। জরা ও মরণের আরও এক অর্থ আমাদের মনে আসিতেছে, তাহা ত্রিতাপ ক্লেশ-জর্জ্জরিত অবস্থা ও সংসারে নিমজ্জিত অবস্থা (১২।৬, ৭) যাহারা জরা ও মৃত্যুর সমান। এই অধ্যায়ের এই শ্লোক এবং পরের শ্লোকে ভগবৎ তত্ত্বের নামভাবে যে সব পারিভাষিক শব্দগুলি আসিয়াছে (ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম কর্ম্ম, অধিভূত অধিদৈব, অধিযজ্ঞ) বোধ হয়। গীতাকারের সময়ে এগুলি খুব প্রচলিত ছিল, তাই প্রসঙ্গক্রমে, ভগবান এগুলির নাম করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, ভগবান এগুলির উপর কিছু জোর দিতে চাহেন নাই। এ অধ্যায়ে এগুলির উপর তো কিছু বলিলেনই না। পরের অধ্যায়েও, অর্জ্জুনের প্রশ্ন করা সত্ত্বেও, না ফেনাইয়া, এমন ভাষায় উত্তর দিলেন যে যদি চ প্রত্যেকটির আসল আসল কথা ছাড়া হইল না বটে, কিন্তু উত্তর অতি সংক্ষিপ্ত হইল। মনে হয়, ভগবান চাহেন, ভক্ত যেন ভক্তি লইয়া থাকে, নামগুলি শুনিয়া রাখুক, কিন্তু এগুলি লইয়া যেন মাথা না ঘামায় ; আপনিই সে জ্ঞানদীপিত হইয়া উঠিবে। ভগবান এইরূপ ভাব আরও কয়েক স্থলে করিয়াছেন যথা ৫।২৭ ভগবান জোর দিয়াছেন প্রয়াণকালের উপর।

কথাগুলি কিন্তু অসংখ্যবদ্ধ বাক্য সমষ্টি নহে ; আমরা অষ্টম অধ্যায়ে দেখাইয়াছি উহারা একটি integrated তত্ত্বগঠন করিয়াছে।

শঙ্কর। যে পুরুষ জরা ও মৃত্যু হতে মুক্তি পাইতে, আমি

পরমেশ্বরের আশ্রয় লইয়া অর্থাৎ, আমাতে চিত্ত সমাহিত করিতে প্রযত্ন করে যে যিনি পরব্রহ্ম তাঁহাকে ও সমস্ত অধ্যাত্ম অর্থাৎ অন্তরাত্ম বিষয়ক বস্তুকে ও সমস্ত কর্ম্মকে জানিতে পারে।

রামানুজ। যে ভক্ত জরামরণ হইতে মুক্ত পাইতে, প্রকৃতি সংসর্গরহিত আত্মস্বরূপের দর্শন পাইতে আমার আশ্রিত হইয়া যত্ন করে, সে ব্রহ্মকে জানিয়া লয়, এবং সম্পুর্ণ অধ্যাত্ম ও সমস্ত কর্ম্মকেও জানিয়া লয়।

শ্রীধর। এইরূপে আমার ভজন করিতে করিতে তাঁহারা সমস্ত জানিবার বিষয়গুলি অবগত হইয়া কৃতার্থ হয়। ...সমস্ত অধ্যাত্ম বিষয় জানেন, অর্থাৎ তিনি যাহা পাইতে পারেন সেই দেহাদি ব্যতিরিক্ত শুদ্ধ আত্মাকেও জানেন এবং তাহার উপায় স্বরূপ স রহস্য সমস্ত কর্ম্মও জানিতে পারেন।

Krishna Prem. They also one of the tone জ্ঞানীs, for they know the primordial unmani. fested Trinity, the one Eternal Brahman and Its aspects, the অধ্যাত্ম the unmanifested Self (the শান্ত আত্মন্ of the কঠ, and the unmanifested মূলা প্রকৃতি, here refered to as the totality of potential action অবিদ্যায়া মৃত্যুং তীর্ত্বা, বিদ্যয়াঽমৃত মশ্নুতে।

Radhakrishnan. জরামরণ মোক্ষায় = Strive for delivery from old age and desth.

রামদয়াল। জন্মমরণ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করাই আমাকে ভজনা করার প্রয়োজন।

নীলকণ্ঠ। জরা মরণ হইতে আত্মার মুক্তি সাধনের জন্য সমাহিত চিত্ত হইয়া যাঁহারা বেদান্ত-জ্ঞানলাভে যত্নশীল হন, মাত্র তাঁহারা সেই পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন। গোপাল উপাসকগণ তৎপদ প্রতিপাদ্য-ব্রহ্মবিষয়ে অভিজ্ঞ ....এবং নিখিল অধ্যাত্মিক কর্ম্ম অর্থাৎ ত্বম্ পদার্থের জ্ঞান সাধন, শ্রবণ মননাদিতেও অভিজ্ঞ। এই বিষয় ব্যাপারেই বলা হইয়াছে, যাহাকে জানিলে আর কোন বিষয় জানিবার থাকে না।

বলদেব ও বিশ্বনাথ। তিন প্রকার সকাম ভগবদ্ ভক্ত ও অন্য দেবতাদের কথা বলিয়া, এক্ষণে ভগবান অন্য অর্থাৎ চতুর্থ একপ্রকার তত্ত্বের, সকাম ভক্তের কথা বলিতেছেন। জরামরণ নাশের জন্য অর্থাৎ মোক্ষার্থ যাহারা আমাকে আশ্রয় করিয়া ভজনা করেন, তাহারা ব্রহ্ম আত্মা দেহকে অধিকার করিয়া যে রূপ ভোক্তৃ ভাবে বিরাজিত থাকে, সেই অধ্যাত্ম তত্ত্ব ও যাবতীয় কর্ম্ম, অর্থাৎ নানাবিধ কর্ম্ম জন্য জীবের সংসার প্রাপ্তির বিষয় বিদিত থাকেন।

অরবিন্দ। সপ্তম অধ্যায়ে এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে তাহা সংক্ষেপতঃ এই আমাদিগকে অন্তর্মুখী হইয়া এক উচ্চতর চৈতন্যের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে; আমাদের পার্থিব প্রকৃতিকে সম্পূর্ণভাবে বাদ দিতে হইবে না। গীতা ভারতের তৎকালীন সমসাময়িক মতকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। এখানে

জীবনকে অস্বীকার করিবার ভাব, নেতি নেতি ভাব কম, স্বীকার করার ভাবই বেশী যাহারা জরা ও মরণ হইতে, মরজীবন ও ইহার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য অধ্যাত্ম সাধনায় আমার শরণাপন্ন হয়, তাহারা সেই ব্রহ্মকে জানিতে পারে, সমগ্র ভাবে অধ্যাত্ম প্রকৃতিকে জানিতে পারে এবং অখিল কর্ম্মকে জানিতে পারে ; আর যেহেতু তাহারা আমাকে জানে এবং সেই সঙ্গেই অধিভূত অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞকে জানে, সেইজন্য এই দেহের জীবন ছাড়িয়া যাইবার সন্ধিক্ষণেও আমার সম্বন্ধে জ্ঞান তাহাদের থাকে, এবং সেই মুহূর্ত্তে তাহাদের সমগ্র চেতনাকে আমার সহিত যুক্ত করিয়া রাখেন এই কথাগুলির মধ্যেই ভগবানের জগৎলীলার আত্মপ্রকাশ সম্বন্ধে প্রধান প্রধান মূল সত্যগুলি সংক্ষেপে রহিয়াছে। প্রথমেই আছে "সেই ব্রহ্ম", পরে প্রকৃতিতে আত্মার মূল প্রকাশ অধ্যাত্ম ; তাহার পর অধিভূত এবং অধিদৈব যথাক্রমে বহির্জ্জগতের ব্যাপার এবং অন্তর্জগতের ব্যাপার ; শেষে অধিযজ্ঞ, ইহাই জাগতিক কর্ম্ম ও যজ্ঞের নিগূঢ় রহস্য।

ভূপেন্দ্রনাথ। দেহলাভ করিয়া দেহীর পরম সঙ্কট অবস্থা হইতেছে জরা ও মরণ। ....এই জরামরণের কবল হইতে সকলেই রক্ষা পাইতে চাহে বটে কিন্তু তাহা হইতে নিস্কৃতি লাভের উপায় কি তাহা জানে না। বিষয়বিমুক্ত চিত্তে অনন্যশরণ হইয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিতে পারিলে তবে কালভয় দূর হইতে পারে। অধ্যাত্মকর্ম্ম দ্বারা যখন ক্রিয়ার পরাবস্থা লাভ হয় তখনই জীব অনন্য শরণ হয়, ইহাই ভগবদাশ্রয়। ....এইরূপ আশ্রয় গ্রহণ

করিলেই চিত্ত শুদ্ধ হইবে, মন স্থির হইবে। কূটস্থ জ্যোতির প্রকাশ দেখিতে পাইবে। সেই সকল সাধকই পরে আবার বুঝিতে পারিবেন যে তাঁহাদের মধ্যে যে অধ্যাত্ম বা কূটস্থ রহিয়াছেন—উহা পরব্রহ্মের সহিত এক অভিন্ন ইহা বুঝিলেই জরামরণের প্রভাব হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে এবং যে অধ্যাত্ম কর্ম্ম দ্বারা আত্ম সাক্ষাৎকার করা যায়, সেই অধ্যাত্মকর্ম্মেরও রহস্য বুঝা যাইবে।

শ্রীধর। জরা ও মরণ নিবারণার্থ আমাকে আশ্রয় করিয়া যাহারা প্রযত্ন করেন, তাঁহারা সেই পরব্রহ্মকে ও সমগ্র অধ্যাত্ম অর্থাৎ দেহাদি ব্যতিরিক্ত শুদ্ধ আত্মাকে জানেন, এবং তৎসাধন কর্ম্ম সকলকেও জানেন।

মধুসূদন। জরামরণ প্রভৃতি বহুপ্রকার দুঃসহ সাংসারিক দুঃখ দূর করিবার জন্য সগুণ ভগবান অর্থাৎ আমাকে অবলম্বন করিয়া ফলাভিলাষ বিহীন হইয়া, ঈশ্বরার্পণ সহকারে যাহারা বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, সেই ক্রমে, পরে পরে, তাহাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে, তাঁহারা, যিনি জগতের কারণ স্বরূপ, যিনি মায়ার অধিষ্ঠান স্বরূপ, তৎপদের লক্ষ্য সেই শুদ্ধ নির্গুণ পরব্রহ্ম অর্থাৎ আমাকে জানিতে পারেন; এবং ত্বং পদের লক্ষ্য সেই উপাধি পরিচ্ছিন্ন জীবকে, এবং ত্বং পদের লক্ষ্য যে জীব প্রত্যগাত্মা, এই উভয়কে জানিতে হইলে যে সাধনের দরকার,

গুরূপসদন, শ্রবণ মনন প্রভৃতি কর্ম্মকেও তাঁহারা নিরবশেষ ভাবে জানিয়া থাকেন।

Telang. অধ্যাত্ম = Relation between the Supreme and individual Soul.

Chidbhavananda. Decay and death are the two factors inwanted by him.

৩০। সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞং চ যে বিদুঃ

প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্ত চেতসঃ। ৩০।

পদচ্ছেদ। স-অধিভূত—অধিদৈবম্ মাম্ স-অধিযজ্ঞম্ চ যে বিদুঃ প্রয়াণকালে অপি চ মাম্ তে বিদুঃ যুক্ত-চেতসঃ।

অন্বয়। যে সাধিভূতাধি দৈবম্ চ সাধি যজ্ঞম্ মাম্ বিদুঃ তে যুক্ত চেতসঃ প্রয়াণকালে অপি মাম্ চ বিদুঃ।

কঠিন শব্দ। অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞ এগুলি ঈশ্বরের নানা বিভাব পারিভাষিক শব্দ। অর্জ্জুনের প্রশ্নে ভগবান ব্যাখ্যা করিয়া দিবেন। (যদু মল্লিকের সঙ্গে আলাপ জমাইলে, যদু মল্লিক নিজেই সব বলিয়া দিবে)। যুক্ত চেতসঃ = যে আমাকে তাহার মনে যুক্ত রহিয়াছে ; আমাতে সমাহিত চিত্ত। বিদুঃ = উপলব্ধিতে রাখে।

অনুবাদ। যে অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞ সব (অর্থাৎ জ্ঞান বিজ্ঞান সহিত সমগ্রং মাং) জানিয়া ফেলে, আর, যে আমাকে তাহার মনে যুক্ত রাখে, মৃত্যুকালেও আমাকে উপলব্ধিতে রাখিতে (অর্থাৎ সেই ভাবে যুক্ত রাখিতে), সে সমর্থ হয়। ("কণ্ঠাগত

হলে এ প্রাণ, তখন কেমন করে ডাকি ?"—এ প্রশ্ন তাহার ক্ষেত্র উঠিবে না, যুক্ত চেতস থাকিতে তাহার অভ্যাসে আসিয়া গিয়াছে)।

শঙ্কর। (এই প্রকার) যে ব্যক্তি আমি পরমেশ্বরকে অধিভূত অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের সহিত জানে, সেই নিরুদ্ধ-চিত্ত যোগী মরণকালেও আমাকে তথাবৎ জানে।

শ্রীধর। অধিভূত, অধিদৈব, ও অধিযজ্ঞের সহিত যাঁহারা আমাকে, ভজনা করেন, তাঁহারা যুক্ত হওয়ায়, ...মরণ সময়েও আমাকে বিশেষভাবে জানিতে পারেন; তখন ব্যাকুল হইয়া আমাকে বিস্মৃত হন না; অতএব আমার ভক্তগণের যোগনাশের আশঙ্কা নাই।

রামানুজ। এই শ্লোকে "যে" শব্দ থাকায় প্রথমোক্ত অধিকারী হইতে ইহারা ভিন্ন মনে হয়। "যে ঐশ্বর্য্যকামী ভক্ত অধিভূত ও অধিদৈব সহিত আমাকে জানে" এইরূপ অনুবাদ করিতে হইবে। তাহা ছাড়া অধিযজ্ঞ তিনেরই জন্য, কারণ নিত্য নৈমিত্তিক রূপ মহাযজ্ঞ তিনেরই। ইহারা প্রয়াণকালে, আমাকে নিজ ইচ্ছিত গুণযুক্ত দেখে। 'তে চ' থাকায়, জরা মরণ মোক্ষকামী ভক্তদেরও প্রয়াণকালের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে। জ্ঞানীদেরও যজ্ঞে প্রয়োজন বলিয়া, তাহারাও আমাকে নিজ প্রাপ্যানুরূপ গুণযুক্ত ভাবে।

মধুসূদন। যাহারা আমাকে সাধিভূতাদি দেবরূপে এবং সাধিযজ্ঞ রূপে চিন্তা করিয়া থাকেন, তাঁহারা যুক্তচেতাঃ হওয়ায়

সংস্কারের পটুতা হেতু, মৃত্যু সময়ে ইন্দ্রিয় নিয়ে ব্যাকুল হইলেও আমার অনুগ্রহ হেতু, বিনা প্রযত্নেই আমাকে অবগত হইয়া থাকেন।

ভূপেন্দ্রনাথ। যাঁহারা অধিভূত অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের সহিত পরমাত্মাকে জানিয়াছেন, তাঁহারাই ব্রহ্মপদকে লাভ করেন, এ জানা কিরূপ, তাহা পর অধ্যায়ে বলা হইবে। মৃত্যু সময়ে শরীরের বিবিধ যাতনায় সাধারণতঃ ইন্দ্রিয় মন অভিভূত হইয়া পড়ে। তখন ....কেবল চিরাভ্যস্ত সংস্কারগুলি চিত্তের মধ্যে হিল্লোলিত হয়; ....কখনও বা জ্ঞানশূন্য হইয়া যায়। নিজেও ভগবৎ স্মরণ করিতে পারে না, কেহ করিলেও তাহা কর্ণে প্রবেশ করে না তবে যদি ভাগ্যবশে কেহ সাধনায় প্রযত্ন করিয়া থাকেন ...মরণ মূর্চ্ছাতে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইলেও আত্মজ্ঞান ছিন্ন হয় না। শরীরে সহস্র কষ্ট হইলেও মন বিবশ হয় না, আত্মধ্যানাভ্যস্ত চিত্ত আত্ম-চিন্তা কিছুতেই বিস্মৃত হয় না. সুতরাং সেই সাধকের যোগভ্রংশ হইবার আশঙ্কা থাকে না। পূর্ব্বেই মৃত্যুলক্ষণ অবগত হইয়া তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকেন। যোগী কিরূপে মূলাধারস্থ জীবশক্তি কুল কুণ্ডলিনীকে মেরু-মার্গের মধ্য দিয়া সহস্রারে পরমপুরুষ শিবের সহিত মিলাইয়া দিয়া তাহার জন্ম-মৃত্যু পথের গমনাগমনের ক্রীড়া অবরোধ করেন, তাহা অতীব বিস্ময়কর ব্যাপার। ইঁহারা সর্ব্বদাই মুক্ত। ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি। কিন্তু যাঁহারা শরীর থাকিতে থাকিতে এতদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই, তাঁহাদের জন্যও ক্রম মুক্তিরও

বিধান আছে। .. মাতা যেমন ভয়াতুর ব্যথিত শিশুকে ক্রোড়ে তুলিয়া লন, ভগবানও সেইরূপ সাধনে সদাভ্যস্ত সাধককে মরণের সময়ে দিব্যজ্ঞান দিয়া তাহাকে নিজধামে প্রবেশ করাইয়া লন।

Telang. যুক্ত-চেতস্ = Having minds devoted to abstraction অধিভূত = inaminated creation, অধিদৈব = by the being supposed to be dwelling in the sun. মধ্বাচার্য্য কৃত গীতা ভাষ্যের Subba Rao কৃত ইংরাজী অনুবাদ হইতে গৃহীত :—The means to a certain end being discussed next it is necessary to known what the end is. This, in this ষষ্ঠক is death with. Thus, cause and effect. 2) Obj ct of জ্ঞান is knowledge ; object of বিজ্ঞান is superior knowledge. (3) After যততামপি, a clause is supplied of which the translation is "(even among those that strive for it) there is but one who becomes accomplished of knowledge ; (even among those who are accomplished with etc.) (4) অহঙ্কার should be taken to imply and include মহত্তত্ত্ব (5) My Prakriti = Prakriti under my control. জীবভূতা means that which is the of everything, and, as such, remains for

ever. 7) This sloka is the answer to the supposition that there is a higher Father to the world. (8) রস or essence of a thing is that peculiar principle, part or element, which taken away, the thing cannot be what it is. As the Author of such escence of things, the Lord is in everything. (9) The pure or sweet small peculiar to the element of Earth, is certainly not acquired by it. 10 He is not only the properties, but also the cause etc. Rasa and other essential properties are here described, so that meditation may be practised taking them as Pratima or image. (13) The termination ময় in গুণময় has the তাদাত্ম্য (self same) force; that is, the things are identical with Gunas or or qualities. (14) মায়া is দুর্গা who brings about the illusion. মম = most beloved of Me. দৈবী is related to দেব ; দেব is one who is possessed of of the powers of creating etc, and of all the blissful qualities. (18 আত্মৈব = most beloved. আত্মন্ is also derived from the root A'p to obtain and means, he who obtains. (16) He who at

close of many births, resorts to Me, with the knowledge that etc. সর্ব্ব may also mean perfect. Vasudeva is the absolutely perfect being. (20) Why সুদুর্লভ ? Sloka is the answers. (21) The other gods are spoken of as the তনু or body of the Lord; for the Lord present in them, bestows upon the worshipper the fruits of his requision. (24) Those that are destitute of understanding, being incapable of realising My entirely different and excellent nature, think Me to be the manifest jiva ....where as I am the unmanifest, not possible to be fully comprehended. (or those who think Me the unmanifest Lord, to be one with the manifest and finite soul. (25) যোগ means power, মায়া is দুর্গা। I am not revealed to the reason of all. (29) This should not be interpreted as an injunetion to worship the Lord for the sake of মোক্ষ, for devout souls do not entertain a wish even for মোক্ষ।

ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারী কৃত রাম কণ্ঠের গীতার অনুবাদ হইতে গৃহীত।

(১) যোগাঙ্গ অভ্যাসে সিদ্ধ যোগীর কথা বলিয়া, উপসংহারে পূর্ব্ব অধ্যায়ে মদ্ভক্ত কর্ম্মযোগীর জ্ঞানকর্ম্ম সমুচ্চয় রূপ নিরতিশয় যোগের অনুষ্ঠাতারই শ্রেষ্ঠ যোগিত্ব উপপাদন করিয়া আরও অনেক কিছু জ্ঞাতব্য আছে, সে গুলির পূর্ব্ব সূচনা করিলেন, তাহাই পরিস্ফুট করিতেছেন। ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষের মদ্‌গাতে নান্তরাত্মনা ইত্যাদি, তাহাই মষ্যাসক্ত ইত্যাদিতে বলিতেছেন। আমার স্বরূপ অবগত হইয়া ভজনা করিতে করিতে যে প্রকারে সন্দেহাতীত রূপে আমার সম্পূর্ণরূপ প্রতিপত্তি তোমার হইবে, তাহা শ্রবণ কর। কেহ বলেন এ জগৎ প্রপঞ্চ স্বতঃ সিদ্ধ নিত্য প্রকৃতির পরিণামেই স্ফুরিত হয়। কেহ বলেন তাহা পরমাণু-পাকেই সম্ভূত। অপর কেহ ক্ষণিকজ্ঞান জনিত ভ্রম কারণ দ্বারাই বা অন্য প্রকারে তাহা প্রতিপন্ন করেন। ইহাতে প্রকৃত তত্ত্ব কি, তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে, তাহারই নিশ্চয়ার্থ অবধারণেই যাহাতে সমগ্র সংস্বরূপের জ্ঞান হয়, তাহাই বলিতেছি। (২) মদীয় স্বরূপ সংহিত বিষয়ের জন্য জ্ঞান (যাহা শাস্ত্র জন্য) সাক্ষাৎকার হেতু বিশিষ্ট জ্ঞানের (যাহা বিজ্ঞান) সহিত আমি বিবৃত করিব, ইত্যাদি। (৩) সেই পরম রহস্য সকলের পক্ষে সুলভ নহে। সৃষ্ট প্রাণিবর্গের মনুষ্য যোনিই দুর্লভ। মনুষ্যেরাই কর্ম্ম ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া চতুর্বর্গ সিদ্ধির অধিকারী। এ মত সহস্র সহস্র মনুষ্য মধ্যে ক্বচিৎ কেহ তথাবিধ কর্ম্ম পরিপাকরূপে সংসারে বিরক্ত হইয়া পুনর্জ্জন্মাভাব রূপ সিদ্ধির জন্য যত্নবান হন, ইত্যাদি। সেই যতমান পুরুষগণের

মধ্যে তত্ত্বজ্ঞান নিমিত্ত নিশ্চিন্ত মোক্ষলক্ষণ সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও ক্বচিৎ কোনও পুরুষ মদনুগ্রহে যাঁহার শ্রদ্ধা ভক্তি প্রসাদিত বিবেকজ্ঞান উদিত হইয়াছে, প্রকৃষ্ট পুণ্যরূপে তিনিই আমার যথার্থ স্বরূপ সংবেদন করিতে পারেন (আত্মার সাক্ষাৎকার করিতে পারেন)। (৪।৫) আমার অচিন্ত্য মায়াশক্তি মাহাত্ম্যে জড় চেতন বিভাগে নিজেকে দ্বিরূপে অবভাসন করিয়া, জগৎ ক্রীড়া প্রকটন করি। তন্মধ্যে সুখ দুঃখ মোহাত্মক সর্ব্বভাবানুগত গুণত্রয়রূপা জড়া অচেতনা আমার যে প্রকৃতি তাহা অষ্ট প্রকারে বিভক্ত। (৬) জীবরূপা প্রকৃতি আমা হইতে অভিন্ন হইয়াও, মায়ারূপে যেন ভেদ প্রাপ্ত হইয়াছে .... ৭) আমিই পরম কারণ আমার আর কারণান্তরের অপেক্ষা নাই। (৮-১১) যে গুণ প্রধানতঃ বর্ত্তমান, তাহাই সে বস্তুর আত্মপদ বাচ্য। ....পৃথিবীতে পুণ্যগন্ধ সর্ব্বগুণের মধ্যে প্রাধান্য বশতঃ, বিশিষ্ট। প্রাণিগণের মধ্যে আমি সঙ্কল্পাত্মক মনঃ (ধর্ম্মাবিরুদ্ধ কাম) জীব মধ্যে অহঙ্কারাত্মক পুরুষই আমিই। ....এইরূপে সর্ব্বভূতের হেতু বা বীজ আমি। প্রাধান্যতঃ রস ইত্যাদি বলা হইল, ইহা উপলক্ষণ মাত্র। (১২) প্রকৃতি পরিণামরূপে সকল ভাবেরই ত্রৈগুণ্যে অবস্থিত। (১৩) যদি সর্ব্বকর্ত্তা পরমেশ্বরেরই শক্তি উপাদানে সৃষ্টি, তাহা হইলে জীব সকলের এ মত ব্যামোহ কেন ? ....নিজ মায়াশক্তি বিবৃত করিয়া উত্তর দিতেছেন, ...দেহাদিতে আত্ম প্রতীতি উপলব্ধি করে।.... (১৪) সৎস্বরূপ আমারই সম্বন্ধিনী

শক্তি, অসৎ হইয়াও সত্যবৎ অবিভাসিত, তাহা আমারই ক্রীড়নে। আমার পারমার্থিকী শক্তি একটিই, যে শক্তি আমারই স্বরূপ পরামর্শময়ী বিদ্যাশক্তি। যে শক্তি আমারই মায়া, ইদন্তা দ্বারা "ইহা এই", "ইহা এই", এমন্ত ভাবে ব্যবহার করে। বেদ বস্তু সত্ত্বাদি গুণত্রয়াত্মক রূপেই বেদিত হয় বলিয়া, আমারই মায়া গুণময়ী, বিশ্ব ভাবময়ী, (দৈবী অর্থে আমারই ক্রীড়া) ....যাঁহাদের দেহাদিতে আত্মপ্রত্যয় বিদূরিত হইয়াছে, যাঁহারা যাঁহারা মৎস্বরূপ সমাপন্ন, তাঁহারাই মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন। (১৬) আমারই ইচ্ছায় আবির্ভূত বিদ্যাশক্তিতে প্রচোধিত হইয়া কৈবল্য প্রাপ্তির জন্য প্রবুদ্ধ, আমার অনুগ্রহ ইচ্ছায় তীব্রতার তারতম্য বশতঃ চারি প্রকার ব্যক্তি আমার ভক্ত হয়। তাহারা সুকৃতী। ....অর্তিভক্ত ত্রিবিধ দুঃখে জর্জ্জরিত ; দুঃখ নিবৃত্তির ইচ্ছায় লোক-প্রচলিত স্থূলোপায়াদি দ্বারা আমার ভজনা করে। সমাবেশ পেশীরা বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, জাগতিক বস্তুতে হেযোপাদেয় বিচারে সমর্থ হইয়া ("কে আমি" ইত্যাদি তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়া নানা শাস্ত্র শ্রবণে ব্রতী হয়, কিন্তু সকল সময়ে তাহাদের চিত্ত সংশয়ে আকুলিত থাকে, তাহারা জিজ্ঞাসু ভক্ত। ....যাহারা ইদমেব পরমংফলং এরূপ আত্মলক্ষণ অর্থ বস্তুর আকাঙ্খী, তাহারা অর্থী। ....চতুর্থভক্ত জ্ঞানী, তিনি সকল সংশয় হইতে মুক্ত, ইত্যাদি। (১৭) সকল ভক্ত মধ্যে জ্ঞানীই বিশিষ্ট, কেননা স্থূল সূক্ষ্ম কোন কিছুতেই তাহার গ্রহণীয় নাই। ....সকল অবস্থাতেই অবিচ্ছিন্ন সমাধিতেই নিত্যযুক্ত ....আমিই একান্ত প্রীতির কারণ

জানিয়াছেন সেই কারণে তিনিও আমার প্রিয়। (১৮) ইঁহারা উদারচেতা, কিন্তু তাঁহাদের চরম লক্ষ্য আমি নহি। জ্ঞানীরা, পক্ষান্তরে, একমাত্র আমার স্বরূপকেই অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি আত্মাই আমার। কেননা জ্ঞানীরা....আমাকে পাইবার জন্য অভেদ জ্ঞান পন্থা সমাশ্রয় করিয়াছেন, যুক্তাত্মা। (১৯) আর্ত্তাদি ভূমিকা উত্তীর্ণ হইয়া, বহু জন্মান্তে সর্ব্বমিদং অর্থাৎ চরাচর ভাবজাত যাহা কিছু তাহা সতত নির্ব্বিকার সামান্যরূপী ভগবান (সকল কিছু বাসিত বা আচ্ছাদিত করেন, বা সর্ব্বত বসতি করেন তিনি) "বাসুদেব" জ্ঞানে আমাতেই পরমকারণে প্রপন্ন হইয়াছেন এ মত .... পুরুষ কোটিতে সুদুর্লভ। (২০ ২৩) ফল আশায় বিভিন্ন দেবতা প্রভৃতিকে স্বকল্পিত মতে ভজনা করে। তাহাদের যে নিয়মে বা প্রবৃত্তিকে স্থিতিরূপা অচলা শ্রদ্ধা আমিই দান করি। ....যাহারা আমাকে আত্মতত্ত্ব বলিয়া জানেন, যতক্ষণ জ্ঞানিত্বের অবস্থায় উন্নীত না হন, আমাকেই সমাশ্রয় ভজনা, তাঁহারা আমাকেই পরম কারণেই অভেদে সমাপত্তি অর্জ্জন করেন। (২৪) এই শ্লোকটি রামকণ্ঠ প্রক্ষিপ্ত বিবেচনায় ব্যাখ্যা করেন নাই, কিন্তু অভিনব গুপ্ত করিয়াছেন, তাঁহার ব্যাখ্যা—ভগবৎতত্ত্ব যদি সর্ব্বগত হয়, তবে দেব অসুর উপাসকগণের ফল পরিমিত কেন? তাহারা অল্প বুদ্ধি হেতু পারমার্থিক আমার স্বরূপ ব্যতীত আর কিছুই যে বিদ্যমান নাই বিশ্বে, এ তত্ত্ব প্রত্যভিজ্ঞাত নহে। (২৫) বিশ্বরূপ হইলেও অদ্বয় চিন্মাত্র প্রকায়ের স্বরূপাবস্থান হইতে অপরিচ্যুতি লক্ষণ

ঐশ্বর সমষ্টিকে যোগ বলা হইয়াছে। এইরূপ যোগ মহিমায় সমুত্থিত যে মায়াশক্তি (যাহাতে আমার স্বরূপকে অন্যথা প্রতিপন্ন করায়) তাহার দ্বারা সমাবৃত বা ব্যবহৃত হইয়া, আসুর স্বভাব জন্তুদের নিকট প্রকাশিত নহি, তাহারা আমারই প্রকৃতিতে মোহগ্রস্ত। (২৭ আমাকে তাহারা কেন জানে না আমারই মায়াবশে, পরস্পর বিভিন্ন অনিত্য শরীর সম্পন্ন, জন্মবিনাশশীল ভূতবৃন্দ স্বরূপ অবিমর্শরূপ অজ্ঞান প্রাপ্ত হয়,....দ্বন্দ্বমোহ রাগদ্বেষ প্রস্পাত। তাৎপর্য্য এই মায়া মোহিত জীববৃন্দ জগৎকেই দস্যু জ্ঞানে বিভ্রান্ত হয় ২৯৩০) যথোক্তরূপে আমাকে আশ্রয় করিয়া যাহারা জন্ম মরণাদি দ্বেষ দোষ বিমুক্তির জন্য সতত উদ্যুক্ত হন, সেই সমাহিত ব্যক্তিগণ পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বর্ণিত সপ্তবিধ বিজ্ঞান দৃষ্টি'তে আমাকে অভেদে দর্শন করেন।

(রামকণ্ঠের গীতায় শঙ্কর হইতে অনেক স্থানে পাঠ ভেদ আছে)।

পরিপ্রশ্নমালা।

১—৩। ভগবান এখানে কোন যোগের ইঙ্গিত দিলেন? ষষ্ঠ অধ্যায়ের সহিত সম্বন্ধ দেখাও। জ্ঞান বিজ্ঞান জানিলে সকল বিষয় জানা যায়, ইহার অর্থ কি? ভগবানকে তত্ত্বতঃ জানা, সংখ্যায় কত জন জানিতে সমর্থ হয়? জ্ঞান বিজ্ঞান ব্যাখ্যা কর।

৪—১৩। জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রথম কথা ভগবান কি বলিলেন? তাহা জ্ঞান না বিজ্ঞান? উহা জীব ও জগৎ সৃষ্টি ও তাহাদের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিষয়ক যদি হয়, তো কিরূপ সম্বন্ধ তাহা বিবৃত কর। পরা ও অপরা প্রকৃতি কি? ভগবানের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ কিরূপ? অপরা প্রকৃতি ও আজৈবিক জগৎ কি ভাবে সম্বন্ধিত? পরা ও জীবাত্মা কি ভাবে সম্বন্ধিত? "যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ" তাহার অর্থ কি। চিৎ ও অচিৎ যাহা কিছু দেখা যায়, সমস্ত তৎসমূহের রস বা ভিতরের নির্য্যাসিত তিনি অর্থাৎ ভগবান তাহা দেখাও। মণিমালা সূত্রের মত তিনি তাহা যদি ইহাই হয়, তাহা হইলে মানুষ ভগবানের গুরুত্ব কেন উপলব্ধি করে না? কোন বস্তু তাহাদের জ্ঞান আচ্ছন্ন করিয়া রাখে? মায়া কি? জ্ঞান আচ্ছন্ন করার অর্থ কি? জ্ঞান আচ্ছাদনকারী বস্তু যদি মায়া হয়, তাহা হইলে, কি করিলে মায়াকে অতিক্রম করা যায়।

১৪—১৯। কাহারা কাহারা ভগবানের ভজনা করে না? কাহারা কাহারা শরণাপন্ন হয় ও ভজনা করে? আর্ত্ত অর্থার্থী জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী, ইহাদের অর্থ কি? এখানে কোন জ্ঞানে জ্ঞানী ব্যক্তিকে জ্ঞানী বলা হইয়াছে, পূর্ব্বের এবং পরের শ্লোক সমূহ হইতে বাহির কর। জ্ঞানী কেন ভগবানের এত প্রিয়? "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি' ইহার অর্থ কি? এ জ্ঞান কি শীঘ্রই উপলব্ধ হয়? তৃতীয় শ্লোকের সহিত সম্বন্ধ দেখাও।

২০—৩০। অনেকে অন্যান্য দেবতাদের ভজনা করে কেন? সে ভজনার ফল, একেবারে নিস্ফল হয় না কেন? স্থায়ীই বা হয় না কেন! অবতার ভাবে ভগবান আসিলে মানুষ তাঁহাকে চিনিতে ও বুঝিতে পারে না কেন? যোগমায়া কে? তিনি কি করেন? জন্ম হইতেই প্রাপ্ত রাগদ্বেষ ইহার অর্থ কি, ইহারা সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্ব অর্থাৎ বিপরীত প্রকৃতি বস্তুগুলির প্রভাবে মানুষকে বশীভূত করিয়া রাখে, ভগবানের দিকে মুখ ফিরাইতে দেয় না। ইহা ব্যাখ্যা কর। কখন ইহাদের মোহ হইতে মানুষ পার পায়? জরা মরণ মোক্ষায় হার অর্থ কি? এই জরামরণ মোক্ষায় ভগবানের শরণাগত থাকিলে মানুষ ক্রমেই ভগবানকে সমগ্রভাবে, অর্থাৎ ব্রহ্ম কি, অধ্যাত্ম কি অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞ কি এবং কর্ম্ম বা কি—সব বুঝিতে সক্ষম হয়, এইগুলির অর্থ বল - সমগ্র, তত্ত্বতঃ, প্রভব, জীবভূত, সূত্রে মণিগণাইব রস, পুণ্যগন্ধ, কাম রাগ বিবর্জ্জিত, ধর্ম্মাবিরুদ্ধ কাম, নত্ব হৎতেষু

তে ময়ি, পরম ব্যয়ম্ যুক্তাত্মা, অনুত্তমা প্রকৃত্যা নিয়তা স্বয়াং, তনু, পরমভাবম্, সমতীতানি।

জ্ঞান বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় শ্লোক :—সমস্ত অধ্যায়; পরিষ্কার ভাবে জ্ঞান সম্বন্ধীয় শ্লোক :—১৯।

ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় শ্লোক :— ২৯।

প্রকৃতি সম্বন্ধীয় শ্লোক :—৪, ৫, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ২৫, ২৭।

কর্ম সম্বন্ধীয় শ্লোক :—১৪, ১৯, ২০, ২৩।

ভক্তি সম্বন্ধীয় শ্লোক :—একভাবে সমস্ত অধ্যায়টাই ভক্তির উপক্রমণিকা। ৩, ৭, ১৪, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯. ২০ ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৭, ২৮, ২৯।

মনে রাখিবার মত শ্লোক :– ৩, ৪, ৫, ৭, ৮, ৯, ১১, ১৩, ১৪.১৬, ১৭, ২৩, ২৫।

নবম অধ্যায়—রাজবিদ্যা, রাজগুহ্যযোগ।

ভূমিকা।

নবম অধ্যায় সপ্তম অধ্যায়ের প্রসারণ; ইহাও আরম্ভ হইয়াছে জ্ঞান-বিজ্ঞান কথাটি লইয়া, যাহা লইয়া সপ্তম অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছিল, তবে এই জ্ঞানবিজ্ঞানে শুধু অব্যক্ত ভাবের কথা নহে, ব্যক্ত ভাবের কথাটা বেশী করিয়া আসিয়াছে। সপ্তম অধ্যায়ের শেষে শ্রীকৃষ্ণ, অধ্যাত্ম, অধিদৈব, অধিযজ্ঞ, অধিভূত ইত্যাদি কয়েকটি কথা ব্যবহার করিয়াছিলেন; অর্জ্জুন সেইগুলির অর্থ জানিতে চাওয়ায়, শ্রীকৃষ্ণ যে ব্যাখ্যা দিলেন, তাহা অষ্টম অধ্যায়রূপে, গীতাকার সপ্তম ও নবম অধ্যায়ের মাঝখানে রাখিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, এই অধ্যায়ে অব্যক্ত ও ব্যক্ত দুই বিভাগের এবং উপাসনা ইত্যাদির অনেক কথা থাকায় অর্থাৎ মিশ্রভাবের নানা প্রকরণ থাকায়, উহারা ইহাকে ভক্তি ষট্কের মাঝখানে রাখিবার একটি কারণ হইয়াছে। এই ষট্কে কি প্রকার আলোচনা স্থান পাইয়াছে তাহা সংক্ষেপে বলিতে গেলে, বলিতে পারা যায় যে ইহাতে, গোড়ার দিকে তো বটেই, দুইটি ধারা আলোচিত হইয়াছে, তাহা এই যে, ভগবানে এমন কি আছে যে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইব, এবং তাঁহার সমীপস্থ হইতে, তাঁহাকে অন্ততঃ অনুভবে পাইতে, কি প্রকারের অনুচিন্তন, তথা কি প্রকারের উপাসনার প্রয়োজন? সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে ছিল তাঁহাকে মনন ও স্মরণ এবং এই অধ্যায়ে বিশেষ করিয়া আসিয়াছে, তাঁহাতে এবং তাঁহাতেই নিত্য যুক্ত থাকা, ও সকল কর্ম তাঁহার নাম লইয়া

করা ও তাঁহাকে নিবেদন করা। এই অধ্যায়ের গোড়াতে অব্যক্ত ভাবের কথা আনা হইয়াছে, এবং আনুষঙ্গিক ভাবে উক্ত হইয়াছে, দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ পদ "মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি" ও "ন চ মৎস্থানি-ভূতানি" এবং তাহাদের চুম্বক "পশ্য মে যোগমৈশ্বরম"। তাহার পর কথিত হইয়াছে যে যদিচ তাঁহার অধ্যক্ষতায় হয়, কিন্তু, করে প্রকৃতি, এই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় এবং সকলকে কর্ম্মফলের অধীন রাখা; ভগবান অব্যক্ত নিষ্ক্রিয়, তিনি কিছুই করেন না। তাহার পর, ভগবান তাঁহার অন্য বিভাব, ব্যক্ত বিভাব, অবতার মূর্ত্তির কথা আনিলেন, এবং বলিলেন, মূর্খেরাই উহার ভিতর তাঁহাকে ধরিতে পারে না। তাহার পর, এই দুই ভাবের কি ভাবে ভজনা করা হয়, কেহবা জ্ঞানপন্থায়, কেহবা কীর্ত্তন উপাসনাদির দ্বারা করে, তাহা জানাইলেন। তাহার পর বলিলেন, উপরি উক্ত মাত্র ঐ দুই ভাবেই তিনি আছেন তাহা নহে, যাহা কিছু শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, তাহা তিনিই, তাহা তাঁহার প্রতীক, যথা অহং ক্রতুঃ ইত্যাদি। ইহাদের অনেকগুলি প্রতীকভাবে উপাসিতও হন। তাহার পর, আবার উপাসনার কথায় আসিয়া বলিলেন, লোকে যে সকামভাবে নানা দেবদেবীর পূজা ও যজ্ঞাদি করে, তাহার পুরস্কার নিশ্চয়ই তাহারা পায়; যে স্বর্গ চাহে সে স্বর্গ পায়, কিন্তু তাঁহাকে চাহে নাই বলিয়া "ক্ষীণে পুণ্যে" আবার তাহাকে ফিরিয়া আসিতে হয়। কিন্তু, প্রশ্ন হয়তো তুলিবে, তাঁহারই উপাসনায় থাকিলে, উপাসকের জীবন যাত্রা চলিবে কি করিয়া? ভগবান মুক্তকণ্ঠে তাহার উত্তর দিলেন, অনন্য ভক্ত যাহারা, তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং। দেবদেবী সমূহের পূজার ব্যবস্থা কেন তিনি করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে কয়েক স্থলে বলিয়াছেন; তাহাদের পূজা করা তাঁহাকে পূজা করা, তবে পূজকেরা উহা মনে আনে না

বলিয়া ঐ পূজা অবিধি পূর্ব্বক পূজা হয়; কাজেই যদিও অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাম্ ভোক্তা হওয়ায়ও, যে যাহাকে পূজা করে সে তাহাকে পায়। তাহার পর এই উপাসনার কথা চালাইয়া লইয়া গেলেন, এই অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত। বলিলেন, তিনি চাহেন অনন্য ভক্তি, নিত্যাভিযুক্ত থাকা, (ইহাই ভক্তিযোগ), মূল্যবান দ্রব্য সম্ভারের অর্পণও নহে, ক্রিয়াবিশেষ বহুলান্ও নহে। ভক্ত কিছু দিতে ভালবাসে বলিয়া, তিনি ভক্তি প্রদত্ত উপহার গ্রহণ করেন, কিন্তু তাহা অনায়াসে প্রাপ্তব্য পত্র পুষ্প ফল ও জল যেন হয়, মূল্যবান দ্রব্যসম্ভার নহে। ইহারও প্রয়োজন নাই; ভক্ত যদি প্রতিকর্ম্ম তাঁহাকে নিবেদন করে তিনি তুষ্টি লাভ করিবেন। তিনি সমোহহংসর্ব্বভুতেষু, তবে ভক্তের অনন্যভক্তি বিফল হয় না, ভক্তিতে সে ভগবানেরই হয় এবং ভগবানকে আপনার করে। তারপরে বলিলেন: গোড়াতে যে যাহাই থাকুক না কেন, ভক্তিযোগাবলম্বনে সে সাধু হইবেই; ভক্তিযোগ বাদবিচার বা ছুৎমার্গের উপরে; স্ত্রী, শূদ্র, নীচ যোনিজাত, যে কেহ ইহা গ্রহণ করিবে, সে পরমপদ লাভ করিবেই। তাহার পর, উপসংহারে, ভজনার ক্রম নির্দ্দেশক যে সঙ্গতিপূর্ণ নির্দ্দেশ দিলেন, এই অধ্যায়ের শেষের সেই শ্লোকটি তাহা এত মহত্বপূর্ণ যে ভগবান একবার অর্থাৎ মাত্র এখানে বলিয়াই তৃপ্তি পান নাই, অষ্টাদশ অধ্যায়ে আবার তাহা বিজ্ঞাপিত করিলেন।

ঐ অধ্যায়ে, ভক্তির সার্ব্বজনীনতার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে, তাই বলা হইয়াছে, ইহা রাজপথতুল্য, ইহাতে কষ্ট সাধ্য বা অবোধগম্য বলিয়া তেমন কিছু নাই, তাই ইহা রাজবিদ্যা ও সুসুখম। ইহাতে অতি মহত্বপূর্ণ, অতি ব্যাপক অথচ চুম্বকে বলা, উপাসনা বিষয়ক যে শ্লোকটি উপসংহারে দেওয়া হইয়াছে

তাহা চুম্বকে উক্ত হওয়ার জন্য, এবং মনের ভিতর ভাল করিয়া রাখিবার জন্য, এই অধ্যায়কে রাজ-গুহ্যযোগ বলা হইয়াছে। অনেক জিনিসই গুহ্য, ইহা রাজগুহ্য। কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের ইহা অপূর্ব্ব সম্মেলন। রাজযোগের একজন এই অর্থ দিয়াছেন Royal Path of Reality.

তিলক। এই অধ্যায়ে জ্ঞেয় ব্রহ্মের স্বরূপ ও জ্ঞান পরায়ণ ব্যক্তির কি গতি হয়, তাহা বলিতে, ভাগবৎ উক্ত ভগবৎ ভক্তির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।...অষ্টম অধ্যায়ে অব্যক্ত পুরুষের স্বরূপ বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রথমেতে অক্ষর ব্রহ্মের জ্ঞান হওয়াই কঠিন, আর পুনরায় উহাতেও সমাধির প্রয়োজন হইলে, সাধারণ লোকের ঐ মার্গই ছাড়িয়া দিতে হইবে। এই মুস্কিলের উপর দৃষ্টি দিয়া, এক্ষণে ভগবান ঐ প্রকার রাজমার্গ বলিতেছেন, যাহা অবলম্বনে সকল লোকের পক্ষে, পরমেশ্বরের জ্ঞান সুলভ হইবে, ইহাকেই ভক্তি মার্গ বলে। এই মার্গে পরমেশ্বরের স্বরূপ, প্রেমগম্য ও ব্যক্ত, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জানিবার যোগ্য হয়। ভক্তি মার্গও কর্ম্মমার্গের অংশ।

সচ্চিদানন্দ। অষ্টম অধ্যায়োক্ত সূচীর অনুসারে, ২৯ শ্লোকে কথিত 'অখিলম্' অর্থাৎ 'আধিযজ্ঞম্' কর্ম্ম, নবম অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য-বিষয়। অষ্টমাধ্যায়ে সংক্ষেপে বর্ণিত 'ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ আর 'অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে' এই বিষয় এখন বিস্তৃতভাবে কহিবেন।

বিনোবা। সমস্ত মহাভারতের মধ্যস্থানে গীতা, এবং গীতার মধ্যস্থানে নবম অধ্যায়।

গীতা সমন্বয়। এই অধ্যায়ে ভক্তিরূপ উপাসনার স্বরূপ সূচিত হইয়াছে, (শঙ্কর); অত্যাশ্চর্য্য ভগবানের ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিয়া

বলা হইয়াছে (শ্রীধর) ; ভক্তির উদ্দীপক নিজের ঐশ্বর্য্য ও তাহার প্রভাব বলিবেন (বলদেব ও বিশ্বনাথ) অষ্টম অধ্যায়ে ধ্যেয় ব্রহ্মের নিরূপণ দ্বারা ব্রহ্মধ্যাননিষ্ঠের গতি কথিত হইয়াছে, নবমে জ্ঞেয় ব্রহ্মের নিরূপণ দ্বারা জ্ঞান নিষ্ঠের গতি উক্ত হইতেছে (মধুসূদন) ; সেই ব্রহ্ম কি, অধ্যাত্ম কি, এই দুইটি প্রশ্ন জ্ঞেয় ব্রহ্ম বিষয়ক ; সেই প্রশ্নদ্বয় বিবৃত করিবার জন্য নবম অধ্যায় (নীলকণ্ঠ)। সপ্তম অধ্যায়ে যাহা বলা হইয়াছে, এই অধ্যায়ে তাহা সুস্পষ্ট করিতেছেন (মাধ্ব)।

মধুসূদন। ভগবদ্‌ভক্তি এবং ভগবৎ তত্ত্ব বিজ্ঞান প্রভাবে, অর্চিরাদিমার্গে গমনরূপ কালবিলম্ব বিনাই যাহাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই মোক্ষ প্রাপ্তি হয়, সেইজন্য সেই ভগবদ্ ভক্তি এবং ভগবৎ তত্ত্বের বিস্তৃত বিবরণ নিমিত্তই এই নবম অধ্যায়।

রামানুজ। উপাসকগণের ভিন্নতার সহিত সম্বন্ধিত ভেদ-সমূহের প্রতিপাদন করা হইল। এইবার উপাস্যদেব পরমপুরুষের মাহাত্ম্য ও জ্ঞানীদের ভেদ স্পষ্ট করিয়া ভক্তিরূপা উপাসনার স্বরূপ বলা হইবে।

শ্রীধর। সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে শুদ্ধ ভক্তির দ্বারা পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, বর্ণিত হইয়াছে। এই নবম অধ্যায়ে আপন ঐশ্বর্য্য ও ভক্তির অসামান্য প্রভাব বিবৃত করিতেছেন।

শঙ্কর। অষ্টম অধ্যায়ে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে এই শঙ্কা উঠিতে পারে, মাত্র ঐভাবেই সাধনা করিলেই মোক্ষ হয়, অন্যপ্রকারে নয়, ঐ শঙ্কা নিবৃত্তির জন্য এই অধ্যায় আরম্ভ হইল।

গিরীন্দ্রশেখর। অষ্টম অধ্যায় পর্য্যন্ত নানাপ্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান ও সাধন মার্গের আলোচনা করিয়া নবম অধ্যায় হইতে শ্রীকৃষ্ণ নিজ মতের উপদেশ বিশদ করিতে আরম্ভ করিলেন।···নবম

অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে রাজবিদ্যার বিজ্ঞান বর্ণিত হইবে বলিয়াছেন, কিন্তু নবম অধ্যায়ে তাহার উল্লেখ নাই; ১৩, ১৪ ও ১৫ অধ্যায়ে ইহা আলোচিত হইয়াছে। (গিরীন্দ্রশেখর, বিজ্ঞান অর্থে "অনুভব-সিদ্ধ জ্ঞানকে ভিত্তি করিয়া যে যুক্তি ও বিচার-সিদ্ধ দর্শন শাস্ত্র গঠিত হইয়াছে" লইয়াছেন)।

মতিলাল। সপ্তমে যাহার ভণিতা করা হইয়াছে, অষ্টমে তাহার ব্যাখ্যা, নবমে সবিশদ তাহা পরিব্যক্ত।

সূচী ও বিবৃতি।

১-১০। জ্ঞান বিজ্ঞান সহ ভক্তি বিষয়ক আলোচনার প্রারম্ভেই তিনি ভক্তিকে রাজবিদ্যা, সার্ব্বজনীন্ সাধন, হিংসাবিহীন ও কৃচ্ছ্রতা বিহীন সাধন বলিলেন। তার পরে তাঁর অমূর্ত্ত ও মূর্ত্ত ভাবের কথায়, তিনি নিজের সম্বন্ধে একটি প্রহেলিকাবৎ কথা বলিলেন "মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি, ও ন চ মৎস্থানি ভূতানি।" জগৎ কি ভাবে সৃষ্ট হয় কি ভাবে প্রলয় হয় তাহাও জানাইলেন।

১১-১৯। মূর্ত্ত মূর্ত্তিতে তিনি প্রকাশিত রহিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিতে। মূর্খেরা এ কথা না বুঝিয়া সেই মূর্ত্ত মূর্ত্তিকে অবজ্ঞা করে, সেই জন্য তাহারা সেইরূপ ফলও পায়। মহাত্মারা তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করেন ও তাঁহার উপাসনা করেন—সে উপাসনা জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারাও করা হয়, যাহা একত্বেন পৃথক্ত্বেন ও বিশ্বতোমুখে যাহা গৃহীত হইবেই এরকম উৎসর্গময় প্রকার সমূহের দ্বারাও হয়। তিনিই নানাবিধ বস্তুতে নানাবিধ ক্রিয়ায় ও নানাবিধ ভাবে রহিয়াছেন, সবই তিনি।

২০-২২। লোকেরা যজ্ঞ করে সাধারণতঃ স্বর্গে গমন করিতে। কিন্তু স্বর্গভোগের দ্বারা পুণ্য ক্ষয় হইয়া গেলে, আবার পৃথিবীতে ফিরিয়া যায়। আমায় যে পায়, তার আর ফিরিয়া যাইতে হয় না। আমাকে যে সকল কামনা ছাড়িয়া, অনন্য ভক্তির সহিত ভজনা করে,

তাহার যোগাক্ষেম আমিই বহন করি।

২৩-২৪। অন্য দেবতার ভজনা আমারই ভজনা ; কারণ আমিই সব, তবে লোকেদের খেয়ালে সে কথা আসে না বলিয়া ঐ উপাসনা আমার উপাসনা হইলেও, উহা অবিধিপূর্ব্বক অর্থাৎ প্রত্যক্ষতঃ নহে, ও অজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত উপাসনা। ফলও সেইরূপ হইয়া থাকে। দেব পূজকেরা দেব লোক ও পিতৃ পূজকেরা পিতৃলোক পায়, এবং ভূত পূজকেরা ভূতাদির কৃপা পায়। (যাহার যেরূপ উপাসনা, তাহার সেরূপ ফল হয়)। সে-ই আমায় পায়, যে আমার ভজনা করে।

২৩-২৮। আমি শুধু ভক্তি চাই, বাহির দেখান আড়ম্বর আমি চাই না, একটি ফুল, বা একটি পাতা, বা অভাবে এক গণ্ডুষ জল, আমাকে ভক্তির সহিত নিবেদন করিলে আমি তৃপ্ত হইয়া যাই। কিছু না পার, যাহা অতি সহজে দেওয়া চলে, এবং যাহা প্রকৃত ভক্তি যোগ, তাহা, আমাকে তোমার সকল কর্ম্ম, কামনাহীন ভাবে এবং ভক্তির সহিত, অর্পণ করা। ইহাতে শুধু যে আমি প্রীত হই, তাহা নহে, কোনও কর্ম্মে তোমার কর্তৃত্বাভিমান উৎপন্ন হইবে না, এবং কাজেই তোমার কর্ম্ম বন্ধন ঘটিবে না।

২৯-৩৩। আমি সকলের নিকট সমান হইলেও, ভক্তির জন্য ভক্ত আমার হয়, এবং আমি ভক্তের হই। আমার ভজনায় দুরাচারীও শীঘ্রই সদাচারী হইয়া যায়। আমার ভজনায় স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র এমন কি পাপ যোনিতে যাহাদের জন্ম, তাহারা সকলেই পরাগতি প্রাপ্ত হয়। সেই জন্য, জীবন আজ আছে কাল নাই, ইহা জানিয়া, আমাকে ভজনা কর।

৩৪। মন্মনা হও, আমার ভক্ত হও, আমার পূজা কর; আমাকে নমস্কার কর ; মৎপরায়ণ হইয়া আমাতে যুক্ত থাকিলে, অবশ্যই আমাকে পাইবে।

নবম অধ্যায়। রাজবিদ্যা রাজগুহ্যযোগ।

(১) ভূমিকাতে নবম অধ্যায়ের উদ্দেশ্য ও বিষয় বলা হইয়াছে। সেই বিষয়ের প্রস্তাবনা ভাবে ভগবান বলিলেন।

১। শ্রীভগবানুবাচ—

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে,

জ্ঞানং বিজ্ঞান সহিতং যৎ জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসে হ শুভাৎ ।১।

পদচ্ছেদ। ইদম্ তু তে গুহ্যতমম্ প্রবক্ষ্যামি অনসূয়বে, জ্ঞানম্ বিজ্ঞান সহিতং যৎ জ্ঞাত্বা মোক্ষসে অশুভাৎ

অন্বয়। শ্রীভগবান উবাচ। ইদম্ তু গুহ্যতমং বিজ্ঞানসহিতম জ্ঞানম্ অনসূয়বে তে প্রবক্ষ্যামি, যৎ জ্ঞাত্বা অশুভাৎ মোক্ষ্যসে।

কঠিন শব্দ। ইদং=এই; 'পূর্ব্বে যাহার বিষয় বলা হইয়াছে, এবং এখন আবার বলা হইতেছে" (মধুসূদন)। তু=ভগবানকে পাইবার প্রক্রিয়ার পূর্ব্ব অধ্যায়ে সহিত পার্থক্য নির্দ্দেশক। অর্থাৎ, এইবার নূতন অধ্যায়ের কথা শোন। গুহ্যতম=অতি গূঢ়; ইহাতে এমন কিছু আছে, যাহা অতি গুরুত্বের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা ৩৪ শ্লোক; ইহাকেই ১৮।৬৪,৬৫ শ্লোকে গুহ্যতম বলা হইয়াছে; অতি রহস্যপূর্ণ, কারণ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করায়" (মধুসূদন)। অপবিত্র, ছিদ্রান্বেষী মন ইহাতে প্রবেশ পায় না।

অনসূয়বে=যে দোষ খুঁজিয়া বেড়ায় না; ছিদ্রান্বেষী নহে অশুভাৎ= সংসার বন্ধন বা কর্ম্মফল ভোগ হইতে। জ্ঞানবিজ্ঞান=এই বাক্যটি গীতার কয়েক স্থলে (৩।৪১; ৬।৪; ৭।২; ১৮।৪৫) আসিয়াছে। সপ্তম অধ্যায়ে নানা উদ্ধৃতি সহ আমরা ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। আমরা আমাদের ব্যাখ্যা ভাবে বলিয়াছি যে, যে বিশেষ তত্ত্ব সার্ব্বভৌমিক, কোন মতবাদের উপর যাহা প্রতিষ্ঠিত নহে, সেই তত্ত্বের জ্ঞানই জ্ঞান, যথা সর্ব্বম্ খলি্দং ব্রহ্ম, সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম, বাসু-

দেবঃ সর্ব্বমিতি (ইহা সেই অধ্যায়েরই কথা, এবং বাসুদেব বাক্যের বিস্তৃত ব্যাখ্যাও আমরা সেই অধ্যায়ে দিয়াছি)। এই মূলতত্ত্বের বিস্তৃত স্বরূপ নানা তত্ত্ব, ও উহার সহিত সম্বন্ধিত নানা প্রশ্নের উত্তর, আমাদের সিদ্ধান্তে, বিজ্ঞান শব্দের ভিতর আসে। এ অধ্যায়ে, বিজ্ঞানে আসিয়াছে তাঁহার "যোগমৈশ্বরম্" কিরূপ, সৃষ্টি ব্যাপারে তাঁহার কাজ কিরূপ, অব্যক্ত ও ব্যক্ত বিভাব সম্বন্ধে জানিবার আরও কি কি কথা আছে, উপাসকেরা তাঁহার কিকি ভাবে উপাসনা করে, তিনি কিসে তুষ্ট হন, অনন্যভক্তি কি, আর ইহাতে আসিয়াছে সেই প্রসিদ্ধ শ্লোক ; যাহাতে বিশেষ ভাবে কথিত হইয়াছে ভক্তির সেই ধাপগুলি, যাহাতে তিনি প্রাপ্তব্য হন ; যে শ্লোক, বা যে ধাপগুলি এত প্রসিদ্ধ যে অষ্টাদশ অধ্যায়ে, ভগবান আবার ইহাদের উল্লেখ করিয়াছেন।

জ্ঞান বিজ্ঞানের অনেকেই অনেক রকম অর্থ করিয়াছেন ; একেবারেই যে তাহা চলিতে পারে না, তাহা নহে, যথা (১) জ্ঞান = শাস্ত্র দ্বারা পরোক্ষ ভাবে জানা ; বিজ্ঞান = অপরোক্ষ ভাবে উপলব্ধি করা ; মোক্ষপ্রদ ব্রহ্মজ্ঞান (২) বিজ্ঞান = ভগবৎ তত্ত্বসম্বন্ধে যে দর্শন গড়িয়াছে, যথা অধ্যাত্ম কি, অধিদৈবত কি ইত্যাদি (৩) অব্যক্ত বিভাবের অর্থাৎ ভগবানের নির্গুণ নিরাকার বিভাবের জ্ঞান ; ব্যক্ত বিভাবের, অর্থাৎ সগুণ নিরাকার বিভাবের ও সগুণ সাকার বিভাবের জ্ঞান। এ অধ্যায়ের মুখ্য কথা ভজনা। (৭।২ শ্লোকের ব্যাখ্যায় জ্ঞান-বিজ্ঞান শব্দ বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে, তাহা দেখুন)।

গুহ্যতম শব্দের উপরিউক্ত অতিসঙ্গত ব্যাখ্যা (১৮।৬৪,৬৮) ছাড়া, দুএক কথা আরও বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বকালে সকল

বিদ্যাই অধিকারী ভিন্ন কাহাকেও দেওয়া হইত না বলিয়া, তাহাদিগকে গোপনীয় বা রহস্যপূর্ণ বলা হইত। সেইজন্য উপনিষদ গোপনীয় অর্থাৎ রহস্যপূর্ণ বিদ্যা বলিয়া কথিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্ত মূর্ত্তির প্রতি অনুরাগ (ভক্তি), গুহ্য ব্যাপার এইজন্য যে অনধিকারীরা ইহাতে মন তো দিবেই না (কারণ ইহাকে অনেকে জ্ঞানাপেক্ষা নিম্ন সাধনা ভাবেন, এবং সেইজন্য তাঁহাদের প্রতাপে, ভক্তি-মার্গীদের লুকাইয়া সাধনা করিতে হয়), সেই ভক্তি বিরোধী লোকেরা বরং শ্রীকৃষ্ণের উপাসনাকে এই বলিয়া উপহাস করিবে যে কৃষ্ণ তো একটা মানুষ, সে আবার দেবতা হোল কি করে? গুহ্যতম সম্বন্ধে এই ভাবেও বলা হয়:—ধর্ম্মজ্ঞানকে গুহ্য বলা হয়, দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মজ্ঞান (কাহারও মতে ঈশ্বর জ্ঞান) গুহ্যতর, পরমাত্মা সম্বন্ধীয় জ্ঞান গুহ্যতম), (শ্রীধর); দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে যাহা বলা হইয়াছে তাহা গুহ্য, সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে গুহ্যতর আর এই অধ্যায়ে গুহ্যতম (বলদেব ও বিশ্বনাথ)। গুহ্যতম ও অনসূয়বে এই দুইটি কথার সার্থকতা আছে; কিরূপ জ্ঞান গু কিরূপ অধিকারীর নিকট তাহা বলা যাইতে পারে, ইহারা তাহা নির্দ্দেশিত করিতেছে। অষ্টাদশ অধ্যায়ে ভগবান, ছিদ্রান্বেষীকে গীতা শুনাইবে না, বলিয়াছেন।

অনুবাদ। শ্রীভগবান বলিলেন। অতি গূঢ়, এই বিজ্ঞান সহিত জ্ঞানের কথা, যাহা জানা থাকিলে, সংসার বন্ধন অর্থাৎ কর্ম্মফল ভোগ হইতে (তুমি) মুক্ত থাকিতে পারিবে, তুমি ছিদ্রান্বেষী নহ বলিয়া তোমাকে আমি জানাইব।

মধুসূদন। এই জ্ঞান অতি গুহ্য, কারণ ইহা অতি রহস্য, তাহার কারণ ইহা বিজ্ঞান সহিতম্, অর্থাৎ ইহার শেষে ব্রহ্মানুভব রহিয়াছে। অশুভাৎ মোক্ষ্যসে=অশেষবিধ দুঃখের কারণ যে

সংসার বন্ধন, তাহা হইতে সদ্যই মুক্তি পাইবে।

Telang. Most mysterious knowledge accompanied by experience, by knowing which, you will be released from evil.

ভক্তি প্রদীপ। বিজ্ঞান সহিতম্ জ্ঞানম = Truth regarding My Transcendental knowledge and Divine Love.

শঙ্কর। ইদং = ব্রহ্মজ্ঞান, যে যথার্থ জ্ঞান মোক্ষ প্রাপ্তির সাধন, যথা বাসুদেব : সর্ব্বমিতি ; আত্মবেদং সর্ব্বং ইত্যাদি। বিজ্ঞান = অনুভবযুক্ত, বা মোক্ষপ্রদ জ্ঞান।

রামানুজ। জ্ঞানবিজ্ঞান = ভক্তিরূপ উপাসনা ও উপাসনা সম্বন্ধী গতিভেদ।

শ্রীধর। জ্ঞান = ঈশ্বর বিষয়ক ; বিজ্ঞান = বিশেষভাবে জানা যায় যাহার দ্বারা, অর্থাৎ উপাসনা। ধর্ম্মজ্ঞান, গুহ্য ; আত্মজ্ঞান, গুহ্যতর ; পরমাত্মজ্ঞান, গুহ্যতম।

রামদয়াল। জ্ঞাননিষ্ঠ ভক্ত, জ্ঞেয় ঈশ্বর জানিয়া সদ্যমুক্ত হইতে পারেন তাহা বলিব ; ইহা 'কিং তদ্‌ব্রহ্ম' ইত্যাদির উত্তর। ইহা অপরোক্ষ জ্ঞান ; ধ্যানের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি ব্যতীত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অজ্ঞান নিবৃত্তি হয় না।

তিলক। ভক্তিমার্গ অথবা ব্যক্তের উপাসনারূপ বিদ্যা, সকল গুহ্য বিদ্যার শ্রেষ্ঠ।

অরবিন্দ। ইহাই ভগবান সম্বন্ধে সেই সাম্যজ্ঞান—সমগ্র মাম্—ইহাই সমস্ত তত্ত্বের পূর্ণজ্ঞানসহ মূলজ্ঞান, যাহা জানিলে আর কিছু জানিতে বাকী থাকে না। তিনি সব ও সর্ব্বত্র বিরাজিত, অথচ কোন কিছুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নহেন। অরবিন্দ

দীর্ঘ মুখবন্ধ দিয়াছেন।

বলদেব ও বিশ্বনাথ। কর্ম্ম জ্ঞান যোগাদির অপেক্ষা ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ; সেই ভক্তিই প্রধানীভূতা ও কেবলা, উহা সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে পরিব্যক্ত হইয়াছে।.. কেবলা ভক্তি প্রবলা, জ্ঞানের ন্যায় ; করণ শুদ্ধাদির সাপেক্ষিত নহে।...সেই ভক্তি প্রণোদক ভগবদৈশ্বর্য্যাদির পরিব্যক্তির জন্য এই অধ্যায়···নবম ও দশম অধ্যায় সকল শাস্ত্রের সার স্বরূপ গীতা শাস্ত্রের সার। জ্ঞান শব্দের ভক্তি অর্থ গ্রহণীয়,···নতুবা পরে বিরোধ উপস্থিত হইবে।

Radhakrishnan. জ্ঞান = wisdom ; বিজ্ঞান = detailed knowledge Metaphysical truth and scientific knowledge. They are complementary means of obtaining truth···The philosophers prove that God exists, but their knowledge of God is indirect ; the seers proclaim that they have felt the reality of God in the depths of their soul and their knowledge is direct 3/4/;6/8)

Gandhi. c f. Unto you, it is given to know the mysteries of the Kingdom of God (Luke 8.10)

Krsihna Prem. Throughout the world runs a tradition of a wondrous Secret (under different names) the Philosopher's Stone, the Elixer of Immortality, the Holy Grail, the Hidden Name of God etc...all are one if rightly understood.. "Having known Him one crosses over Death ; There is no other Path for going there" (শ্বে° উ°)

সন্তদাস। বিজ্ঞান—লাভের উপায় ভূত উপাসনার সহিত।

ভূপেন্দ্রনাথ। (১)। অষ্টম অধ্যায়ে সাধন দ্বারা কিরূপে ক্রমমুক্তি লাভ হইতে পারে, তাহা বলিয়াছেন। সপ্তম অধ্যায়ে অনুভবের সহিত জ্ঞান যাহা জানিলে কিছু জানিবার বাকী থাকে না, তাহা বলিয়াছেন, এই স্বানুভব জ্ঞান সকলে বুঝিতে পারে না। এ গুহ্যজ্ঞান দেওয়া যাইতে পারে, মাত্র সেই শিষ্যকে যাহার চিত্তশুদ্ধ হইয়াছে; ইহারা সংযমশীল ও সবল হইবেই। অনধিকারীকে গুহ্যতম জ্ঞানের কথা বলিলে বিপরীত ফল হয়,···সৎসঙ্গ, শাস্ত্রপাঠ ও সাধু-কৃপায় শ্রুতি উক্ত এইরূপ প্রশ্নের উদয় হয়, কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা, জীবাম কেন ক্বচ সংপ্রতিষ্ঠা। অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখতরেষু, বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্ (শ্বে॰ উ॰)। এই শ্রুতি-উক্ত জ্ঞেয় বস্তুকে জানিবার জন্য মনের উদ্যোগ, তাহাই "জ্ঞান"। শ্বেতাশ্বতরে সুন্দর অনেক কথা আছে যথা ২।১৭, ৩।৯,১০,১১। এই জ্ঞান বই পড়িয়া হয় না; ধারণ, ধ্যান সমাধি সাধন আবশ্যক।

কৃষ্ণানন্দ। যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া প্রাণ উৎক্রমণ পূর্ব্বক, কিরূপে মুক্তি লাভ হয়, এবং ভগবানে অনন্য ভক্তি যে তাদৃশী মুক্তি লাভের অসাধারণ হেতু, ইত্যাদি বিষয় অষ্টম অধ্যায়ে।·· ধ্যেয় ব্রহ্ম নিরূপণ পূর্ব্বক ধ্যান পরায়ণ পুরুষের কিরূপ গতি হয়, তাহাও পূর্ব্বাধ্যায়ে। এক্ষণে জ্ঞেয় ব্রহ্ম নিরূপণ পূর্বক, জ্ঞাননিষ্ঠ পুরুষের কিরূপ

গতি হয় এবং ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ এবং তন্নিষ্ঠ অনুরাগ আদি বিশেষ রূপে ব্যাখ্যা করিবার জন্য এ অধ্যায়। 'তু' শব্দে পূর্ব্বাধ্যায়ের সগুণ ব্রহ্মের 'ধ্যান', এবং এ অধ্যায়ের 'জ্ঞান', ইহাদের পার্থক্য সূচনা। ধ্যান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত, অজ্ঞানের পূর্ণ নিবৃত্তি হয় না। ধ্যান, আত্মজ্ঞান লাভের অনুকূল উপায়মাত্র। বিজ্ঞান সহ জ্ঞানতত্ত্ব গুহ্যতম। রাগদ্বেষাদি বর্জ্জিত না হইলে, জ্ঞান তত্ত্বের অধিকারী হইতে পারে না।

মহানাম ব্রত। প্রাচীনকালে বিচার করিয়া শিক্ষা দেওয়া হইত। ভক্তিপথের গোপনীয়তার কথা পাই আমরা আবার ১৮।৬৩-৬৭ শ্লোকে। "কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া, কভু প্রেমধন না দেন রাখেন লুকাইয়া।" এ ধনের অধিকারী গোপ গোপী। গুপ্ ধাতুর অর্থ গোপনে রাখা, তাই গোপ গোপী।

(২) ভগবান বলিলেন যাহা তোমাকে বলিতে চাহি, তাহা এইরূপ –

২। রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্।

পদচ্ছেদ। রাজবিদ্যা রাজগুহ্যম্ পবিত্রম্ ইদম্ উত্তমম্, প্রত্যক্ষ অবগমম্ ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুম্ অব্যয়ম্।

অন্বয়। ইদং রাজবিদ্যা রাজগুহ্যম্ পবিত্রং উত্তমম্ প্রত্যক্ষাবগমম্ ধর্ম্ম্যং কর্ত্তুম্ সুসুখম্ অব্যয়ম্।

কঠিন শব্দ। রাজবিদ্যা – শ্রেষ্ঠ ও সার্ব্বজনীন বিদ্যা, সকল

প্রকার অবিদ্যানাশক বিদ্যা, ভক্তিতত্ব ; "সমস্ত অবিদ্যার নাশ করে, আংশিক ভাবে নয় পূর্ণ ভাবে", (মধুসূদন) ; "স্বয়ং-প্রকাশ বিদ্যা, (রাজতে হইতে)" (শঙ্কর) ; কেহ "দহর শাণ্ডিল্যাদি বিদ্যা হইতে উত্তম," কেহ "যে বিদ্যা রাজন্যদিগের মধ্যে চলিত," কেহ "পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা" বলিয়াছেন ; আরও যথা—"রাজাদিগের ন্যায় উদারচেতাদিগের বিদ্যা, অথবা রাজারা যেরূপ মন্ত্রণা গোপনে রাখেন, সেইরূপ গোপনীয় বিদ্যা" (বলদেব) ; "যে বিদ্যার দ্বারা সদ্যই আত্মজ্ঞান লাভ হয়" (রামদয়াল) ; "রাজাগণের বলাধানের জন্য এ বিদ্যা" ॥

রাজগুহ্য = অতি গোপনীয় (কেন, তাহা প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যায় দেওয়া হইতেছে) (১৮।৬৪,৬৮) ; "বহুজন্ম সঞ্চিত" পুণ্যের বলেই ইহা উৎপন্ন হয় বলিয়া, বহুলোকেরই অজ্ঞাত (মধুসূদন) ; "যাহা গুহাতে, অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্বে নিহিত (শঙ্কর সত্যদেব)" ॥

পবিত্র = চিত্ত শুদ্ধিকর ; মনে পবিত্র ভাব আনয়নকারী ; "প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা সকল পাপ নহে, মাত্র একটি পাপের নিবৃত্তি হয়, তবুও নিজকারণে সূক্ষ্মরূপে থাকিয়া যায় বলিয়া, মানুষ পুনরায় সেই পাপ করে ; কিন্তু এই বিদ্যা, বহুসহস্র জন্মে সঞ্চিত স্থূল ও সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত সকল পাপের ও কারণীভূত অজ্ঞানের সদ্য সদ্যই উচ্ছেদ করে (মধুসূদন)"; "আত্মার প্রতীতিরূপ যে পাপ তাহা ক্ষয় করিয়া দেয় অথবা, "পবি" = বজ্র ; মৃত্যুরূপী বজ্র হইতে যাহা রক্ষা করে, (সত্যদেব)" ।

উত্তম = এই সব কারণে, বা তুলনায় উৎকৃষ্ট ; "উৎ শব্দে

ঊর্দ্ধগতি, ভগবানে আত্মবুদ্ধিই ঊর্দ্ধগতির চরম (সত্যদেব,"।
প্রত্যক্ষাবগম = প্রত্যক্ষ বা সোজাসুজি বোধগম্য ও প্রত্যক্ষ ফল-প্রদ ভোজন জনিত সুখের ন্যায় ইহা হাতে হাতে অনুভূতি ও তৃপ্তি আনে, ও পরে ভোজন-উৎপন্ন পুষ্টির ন্যায় ইহা অভীষ্ট সিদ্ধিও আনে। ফল, শ্রাদ্ধাদির ন্যায় অ-দৃষ্ট থাকে না। "বিষয় সমূহ পরোক্ষ, কারণ অক্ষ অর্থৎ ইন্দ্রিয়রূপ দ্বারের দ্বারা তাহা জ্ঞাত হয়। একমাত্র পরমাত্মাই প্রত্যক্ষ বস্তু ; পরমাত্ম স্বরূপে উপনীত হইবার পক্ষে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়, তাই প্রত্যক্ষাবগম (সত্যদেব)" ; ব্রহ্মজ্ঞান সঙ্গে সঙ্গে অনুভূত হয় ; (রামদয়াল"; "ভক্তিরূপা উাপাসনার দ্বারা উপাসিত হইলে, আমি তৎক্ষণাৎ উপাসকের প্রত্যক্ষ হই, (রামানুজ)"; 'অজ্ঞানের নাশরূপ ফল সাক্ষীচৈতন্য অপরোক্ষ হয় ; যজ্ঞাদির ন্যায় পরলোকে ভোগ্য ইহার ফল নহে, এইখানেই অনুভব করা যায় ; "অবগম শব্দের অর্থ 'প্রমাণ' ও ফল', অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হইতেছে প্রমাণ ও প্রত্যক্ষ হইতেছে ফল যাহার" (মধুসূদন) ; ' যাহা হইতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে, ব্যোমব্রহ্ম)"। ধর্ম্ম্যং = ধর্ম্ম হইতে অস্খলিত, (মধু-সূদন); এ সাধনায়, যজ্ঞের হিংসাত্মক পশু হননের ন্যায় কোথাও কিছু করিতে হয় না ; ইহা রাজধর্ম্ম, সামাজিক ধর্ম্ম বা পারিবারিক ধর্ম্ম কাহারও বিরোধী নহে ; "একমাত্র পরমাত্মাই লোকস্থিতি রক্ষার জন্য বিধৃতি রূপে, সেতুরূপে, ধর্ম্মরূপে বিরাজিত সত্যদেব "।

সুসুখম্ = সুখে আয়ত্ত করা যায় ; সাধন প্রথা সরল, 'ক্ষুরস্যধারা নিশিতা দুরত্যয়া' নহে ; "গুরু কর্ত্তৃক প্রদর্শিত

বিচারের সহিত, বেদান্ত বাক্যের দ্বারা ইহাকে সুখে সম্পাদিত করা যায়, (মধুসূদন)"; 'যাহা স্বরূপতঃ জ্ঞানই, তাহার অনুষ্ঠান কোনরূপ আয়াসসাধ্য হইতেই পারে না, (সত্যদেব," 'অব্যয়ম্ = অক্ষয় ফল প্রদ ; 'অনয়াস সাধ্য হইলেও, ফল ব্যয়িত হইয়া যায় না, মধুসূদন'; 'আমি উপাসনাকারীকে নিজেকে দান করিয়া দিবার পরেও, মনে হইতে থাকে, তাহাকে কিছুই দিলাম না, (রামানুজ)"। "রাজবিদ্যা অর্থে মাত্র ব্রহ্মবিদ্যা নহে, সাধন প্রণালীও, যথা দহরবিদ্যা ; ভক্তিই শ্রেষ্ঠ সাধন প্রণালী"।

অনুবাদ। এই [জ্ঞানবিজ্ঞান সম্বলিত] সার্ব্বজনীন ও শ্রেষ্ঠ বিদ্যা [ভক্তিতত্ত্ব] ইহা অতীব গোপনীয়, মনে পবিত্রতা আনে, ও তুলনায় উৎকৃষ্ট ; ইহা সাক্ষাৎ ফল প্রদান করে, ধর্ম্মসঙ্গত, সুখে আয়ত্তীকৃত করা যায়, ও অক্ষয় ফলপ্রসূ। [বাক্য গুলি উপরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে]।

শঙ্কর। রাজবিদ্যা = ব্রহ্মবিদ্যা। উপরে, নানা শব্দের অর্থ আছে।

রামানুজ। অব্যয় = আমার প্রাপ্তি করাইয়া নষ্ট হইয়া যায় না॥ উপরে, নানা শব্দের অর্থ আছে।

তিলক। প্রত্যক্ষাবগম = চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষগম্য। ইক্ষাকু প্রভৃতি রাজাদিগের পরম্পরায় প্রচারিত। এই শ্লোকের যে কোন অর্থই গ্রহণ কর না কেন, অক্ষর বা অব্যক্ত ব্রহ্মের জ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়া এই বর্ণনা করা হয় নাই ; ভক্তি মার্গই বিবক্ষিত।

অরবিন্দ। প্রত্যক্ষ অধ্যাত্ম উপলব্ধির দ্বারা মানুষ ইহার প্রমাণ পায়।

Radhakrishnan. প্রত্যক্ষাবগমং = It is not a matter for argument but is verified by direct experience, প্রতিবোধবিদিতম (কেন০ উ০ ২।২)।

Krishna Prem. 'On this path there is no such thing as blind belief', no faith mongering creed. The Truth shines by its own resplendent Light.

কৃষ্ণানন্দ। এই আত্ম জ্ঞান সকল বিদ্যার রাজা ... কার্য্য সহ অবিদ্যা ইহারই দ্বারা নিবৃত্ত হয়। বৈরাগ্য সহ আত্ম জ্ঞানের নিমিত্ত চিত্ত নিরোধ প্রকৃত রাজ যোগ। প্রাণায়ামের দ্বারা চিত্ত নিরুদ্ধ হইলে, তাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞানের কারণ নহে।

শ্রীধর। রাজবিদ্যা = বিদ্যারাজ ; [রাজদন্তাদি নিয়মে "রাজ" কথা প্রথমে আসিয়াছে ; অথবা, রাজগণের বিদ্যা। ধর্ম্ম্য = ধর্ম্মের অবিবেকী। প্রত্যক্ষাবগম = দৃষ্টফলযুক্ত।

ভূপেন্দ্রনাথ। অজ্ঞান নিবৃত্তি না হওয়ায় আত্মাকেই বিষয়াকারে মন দেখিতে পায়। বিষয় নিবৃত্ত মন আত্মাকারে স্থিত হইলেই পরম শান্তিময় অবস্থার উদয় হয়। এই অবস্থাই জ্ঞানের অবস্থা, স্বস্বরূপের অবস্থা ; যদ্দ্বারা ইহা লাভ হয়, তাহাই ধর্ম্ম। তাই ধর্ম্মতত্ত্ব রহস্যময়।...কোথায় কি একটু পুণ্য বা পাপ কর্ম্ম দ্বারা জীব সুকৃতি বা দুষ্কৃতি

সঞ্চয় করিল, তাহার ফলভোগ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা সঞ্চিত থাকিবে, জন্মান্তরে দেহ মন প্রাণে তাহার ছাপ দেওয়া থাকিবে। ইহা কিরূপে হয় তাহা আমাদের বুদ্ধির অগোচর রহস্যময়, গুহ্য।...ইহা হইতে গুহ্য, গুহ্যতম, আত্মতত্ত্ব। ইহাতে প্রত্যক্ষাবগম হয়। অনেকের ধারণা, ভক্তি ব্রহ্মবিদ্যা নহে; ইহা ঠিক নহে। যাহাতে ভগবৎ-প্রাপ্তি হয়, তাহাই ব্রহ্মবিদ্যা, ভক্তিও ব্রহ্মবিদ্যার অন্তর্গত। শুদ্ধজ্ঞান মার্গ বা যোগমার্গই ব্রহ্মবিদ্যার পন্থা নহে। যদ্দারা পরমানন্দরূপ ব্রহ্ম প্রত্যক্ষানুভব হয়, তদনুরূপ সাধন ভজনে প্রবৃত্তি হওয়াই ভক্তির লক্ষণ। জ্ঞান, যোগ, কর্ম্ম, সব ভক্তিলক্ষণান্বিত ব্রহ্মবিদ্যা।...এ সমস্তই অত্যন্ত রহস্য সাধনা; গুরুরা সহজে কাহাকেও দেন না। তাই রাজবিদ্যা, রাজ-গুহ্য।...মনের অবরোধ অবস্থায় পরিপক্ক হইলে, পরাবুদ্ধি আনে ব্রহ্ম সেই বোধেরই গম্য। আত্মাকারে অবস্থিত অবস্থা প্রাপ্তি না হইলে 'অদ্বয়' জ্ঞান তত্ত্ব বোঝা অসম্ভব।...

মহানামব্রত। বিদ্যার দুই অর্থ যাহা জানা যায় ও যাহার দ্বারা জানা যায়। দুইই এ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। আর রাজবিদ্যা, বিদ্যার যাহা শ্রেষ্ঠ, আর তাহা ভক্তি-যোগ। ঈশ্বরের স্বরূপ = রাজবিদ্যা, ও লাভের উপায় রাজ-গুহ্য। ছয়টি বিশেষণ দিয়াছেন— পবিত্র উত্তম ইত্যাদি।

ভক্তি প্রদীপ। The philosophy of soul of chapters 2 and 3 may be said to be a secret

truth ; the Transcendental Knowledge of the Supreme Lord based on the cult of Bhakti (of chapters 7 and 8), is a greater secret, but the greatest is the unadultereted devotion, which enables one to transcend the three qualities of Maya and realise the Self in its true perespective.

মধুসূদন। "কঠিন শব্দ" অনুচ্ছেদে মধুসূদন প্রদত্ত অর্থাদি দেওয়া হইয়াছে।

(৩) এই রাজবিদ্যায় যাহার আস্থা নাই তাহার কি হইবে ? উত্তরে বলিতেছেন—

৩। অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসার বর্ত্মনি ।৩।

পদচ্ছেদ। অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষাঃ ধর্ম্মস্য অস্য পরন্তপ, অপ্রাপ্য মাম্ নিবর্ত্তন্তে মৃত্যু-সংসারবর্ত্মনি।

অন্বয়। পরন্তপ অস্য ধর্ম্মস্য অশ্রদ্দধনাঃ পুরুষাঃ মাম্ অপ্রাপ্য মৃতু-সংসার-বর্ত্মনি নিবর্ত্তন্তে।

কঠিন শব্দ। পরন্তপ=শত্রুতাপন ; "যিনি পর অর্থাৎ অনাত্মাকে সন্তাপিত করিতে পারেন, বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপে উপনীত হইবার যোগ্য (সত্যদেব)। ধর্ম্ম=আত্মজ্ঞান (শঙ্কর, মধুসূদন); উপাসনা ভক্তি (রামানুজ); ভক্তি (বলদেব ও বিশ্বনাথ); ভক্তি ও জ্ঞান (শ্রীধর)। অশ্রদ্দধানাঃ=শ্রদ্ধাদিহীন, "যাহারা ইহার মধ্যে বেদবিরুদ্ধভাবে কু-হেতু দর্শন করায় দূষিতচিত্ত (মধুসূদন)। মৃত্যু সংসার বর্ত্মনি=মৃতুপূর্ণ সংসার পথে, সংসারে বারবার আসা

যাওয়া করে; 'নরক, তির্য্যক আদি প্রাপ্তির মার্গ; মরণ ধর্ম্মশীল সংসার (সন্তদাস)।

অনুবাদ। হে শত্রুতাপন অর্জ্জুন, যাহারা এই ধর্ম্মের অর্থাৎ ভক্তিতত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবিহীন, আমাকে না পাইয়া, তাহারা মৃত্যু-পূর্ণ সংসার পথে পরিভ্রমণ করিতে থাকে। (এই রাজবিদ্যা আমাকে পাওয়ায়, ও জন্ম মৃত্যু নিবারণ করে। (কঠ ২।৩।৪) (গীতা ৪।৪৪ দ্রষ্টব্য)

অরবিন্দ। কিন্তু শ্রদ্ধা চাই। শ্রদ্ধা যদি না থাকে, মানুষ যদি তর্ক বুদ্ধির উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে সেই উচ্চতর জ্ঞানকে জীবনে সত্য করিয়া তোলা সম্ভব হয় না।

Radhakrishnan. The sovereign knowledge is the identity of Krishna, the Incarnate Lord, with Brahman, source of all,...The first step to grow into the freedom of the Divine is the first in the Godhead.

Krishna Prem. No doubt faith is required to reach this knowledge, but ,that faith is not an intellectual belief...The faith required is the inner conviction that sent the Buddha on His lonely quest...

শঙ্কর। যে আত্মজ্ঞানরূপ ধর্ম্মে অর্থাৎ তাহার স্বরূপ ও ফলে, আস্তিক ভাব রহিত, যে দেহমাত্রকে আত্মাভাবে,...আমাকে না পাইয়া (যাহার জন্য তাহাদের শঙ্কাও নাই), মৃত্যু সংসারের নরক ও পশু পক্ষী আদি যোনি প্রাপ্তিরূপ মার্গে, তাহারা

বারবার ঘোরে।

রামানুজ। মৃত্যুরূপ সংসারচক্রে ঘোরে।

ভূপেন্দ্রনাথ। দ্রষ্টার ও দৃশ্যের সম্বন্ধ সংঘটিত হইলেই উহাকে দ্রষ্টার ভোগ্য বলে, এ ভোগ্যের ভিতর কতকগুলি বিষয় সুখরূপে কতকগুলি দুঃখ রূপে প্রকাশিত হয়; চিত্তে ইহাদের সংস্কার নিহিত থাকে, তাই দুঃখের প্রতি দ্বেষ ও সুখের প্রতি আসক্তি হয়। এই আসক্তি ও দ্বেষ ভাব আসাতেই জীবের বন্ধন হয়।— মলিন বুদ্ধিতে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের ভেদজ্ঞান হয়, ও বুদ্ধিতে নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি থাকায় ঐ ভেদজ্ঞান তিরোহিত হয় না, সুতরাং সংসার প্রবাহ অবিরাম ধারে চলিতে থাকে। এই চিত্তে ধর্ম্মসাধনা করিলেও তাহাতে ধর্ম্মের তেজারতি করা হয় মাত্র, প্রকৃত ভগবদ্মুখী প্রবৃত্তির উদয় হয় না।... চিত্ত শুদ্ধি করিতে হইলে প্রাণকে শুদ্ধ করিতে হইবে। ক্রিয়া দ্বারা প্রাণের ঐ সকল সংস্কার ক্ষীণ করা যায়। প্রাণের মধ্য হইতে কোন চিন্তার সংস্কার ক্ষয় হইলে, আর তাহা মনে আসিতে পারে না।... চিত্ত স্পন্দন থাকে না। নিরুদ্ধচিত্তই জীবের জন্মমরণের বাধক হয়। যিনি ক্রিয়াসাধন করেন না, তাঁহার চিত্ত একাগ্র হইয়া আত্মাতে বসিতে পারে না, সুতরাং তিনি আত্মার সহিত যোগযুক্ত হইতে না পারিয়া, বিষয়ান্তরে মনকে বসাইবার চেষ্টা করেন, সেই শ্রদ্ধাভক্তি শূন্য জীবগণ পরমানন্দ লাভে বঞ্চিত হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম যাতায়াতের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন না। বিবেকহীন ব্যক্তির নিকট সাম্পরায় প্রতিভাত হয় না। পরলোকে সদ্গতি প্রাপ্তির নিমিত্ত যে বিশেষ সাধনা আছে তাহার নাম সাম্পরায়।

শ্রীধর। মরণ ধর্ম্মশীল সংসার পথে পরিভ্রমন করে।

(৪) ভগবানের দুই বিভাব, অব্যক্ত (সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত, অন্তরে

বাহিরে অবস্থিত নিরাকার বিভাব, এবং ব্যক্ত বা সাকার বিভাব। নিজের অব্যক্ত transcendent এবং immanent বিভাব ও যোগৈশ্বর্য্য বিষয়ক কিছু বলিয়া, ভগবান বলিবেন যে তাঁহার ব্যক্ত সাকার বিভাবের ভিতরই রহিয়াছে সেই অসীম অব্যক্ত বিভাব। ভগবান বলিলেন—

৪। ময়াততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্ত মূর্ত্তিনা,
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেম্ববস্থিতঃ ।৪

পদচ্ছেদ। ময়া ততম্ ইদম্ সর্ব্বম জগৎ অব্যক্ত মূর্ত্তিনা, মৎস্থানি সর্ব্ব-ভূতানি ন চ অহং তেষু অবস্থিত।

অন্বয়। অব্যক্ত মূর্ত্তিনা ময়া ইদম্ সর্ব্বম্ জগৎ ততম্, সর্ব্বভূতানি মৎস্থানি, অহম্ চ তেষু ন অবস্থিতঃ।

কঠিন শব্দ। অব্যক্ত মূর্ত্তি=ইন্দ্রিয়ের অগোচর আমার অপ্রকাশিত স্বরূপের দ্বারা, "স্বয়ং প্রকাশ অদ্বিতীয় চৈতন্য ও সদানন্দ-রূপ, যাহা ইন্দ্রিয়ের অগোচর" (মধুসূদন), ততম্=পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে ('এই দৃশ্যমান মূর্ত্তিতে জগৎ পরিব্যাপ্ত নহে,' ইহাই তাৎপর্য্য, (মধুসূদন ; (জ্ঞান-বিজ্ঞানের, এই সব কথা এইবার আরম্ভ করিলেন)। আমারই সত্তায়, আমারই স্ফুরণে, যে গুলি যেন সত্যের ন্যায় স্ফুরণের ন্যায় রহিয়াছে, সেই গুলি মৎস্থ (মধুসূদন)।

অনুবাদ। ইন্দ্রিয়ের অগোচর আমার অব্যক্ত বিভাবের দ্বারা, জগৎ আমা কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত রহিয়াছে। সমস্ত ভূত অর্থাৎ সমস্ত প্রাণী ও সমস্ত বস্তু (অসীম এই) আমাতে অবস্থিত। (সসীম) তাহাদের (কাহারও) ভিতর, (অসীম) আমি বদ্ধ ভাবে) অবস্থিত নহি। (তাহাদের স্থান কোথায় যে এই বিরাট সর্ব্বাতীতকে তাহাদের ভিতর ধরাইবে ? তবে inmmanent ভাবে, অন্তর্যামী ভাবে, প্রাণভাবে,

চৈতন্ম ভাবে, কারণ রূপে, আমি ভিতরেও আছি)। (গীতা ৭।৭,১২;) (তৈ.উ.২।৬) (ঈ.উ ১)

ভগবান কি জগৎ ও প্রাণী সমূহ হইতে স্বতন্ত্র থাকেন? তাহার উত্তর "ময়া তত মূর্ত্তিনা"। ভগবানই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, তিনি জগৎকে আবৃত করিয়া আছেন, এবং জগতের অধিষ্ঠান বা আধার ভাবেও থাকেন (ঈশাবাস্য-মিদং সর্ব্বং)। জগৎ ভগবানে অধ্যস্ত, জগৎ না থাকিলেও ভগবান থাকিবেন। তরঙ্গ সমুদ্রে থাকে, সমুদ্রে তরঙ্গে থাকে না। "যে প্রকৃতিতে সব রহিয়াছে, সে প্রকৃতিও প্রলয়কালে আমাতেই বিলীন হইয়া যায়; শুধু থাকি আমি (৮।২০)"। জগৎকে যদি মায়া বল, তাহা হইলেও সে আধেয়; ভ্রমদৃষ্ট সর্পের রজ্জুই অধিষ্ঠান। জগৎ ভগবানে অধিষ্ঠিত, কিন্তু জগতের সহিত ভগবান সংশ্লিষ্ট নহেন, ইহাই এই অধিষ্ঠানের বিশেষত্ব।

মধুসূদন। জগৎ বিভ্রমের অধিষ্ঠানীভূত শুদ্ধ চিৎস্বরূপ আমারই সত্তায় জগৎ সত্তাযুক্ত, ও আমারই স্ফুরণে জগৎস্ফুরণ যুক্ত প্রতীয়মান হইতেছে।

শংকর। আমার দ্বারা অর্থাৎ অব্যক্ত স্বরূপ পরমাত্মার দ্বারা, যাহা আমার পরম ভাব, ইত্যাদি। ব্রহ্মা হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত, আমার অর্থাৎ পরমাত্মা দ্বারাই আত্মবান বলিয়া তাহারা আমাতে স্থিত বলা হয়।.. অজ্ঞানীদের প্রতীতি মাত্র হয় যে আমি তাহাদের ভিতর স্থিত; সাকার বস্তুর মত আমাতে সংসর্গ দোষ নাই। আমি বিনা সংসর্গে সূক্ষ্ম ভাবে, আকাশেরও অন্তর্যামী।

রামানুজ। আমি এই জগৎ ধারণ ও নিয়ম করার স্বামী, সেই জন্য উহা আমা দ্বারা প্রাপ্ত (শ্রুতি—যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্।…যং পৃথিবী ন বেদ বৃ উ'৩।৭।৩ ইত্যাদি)। এইভাবে, সমস্ত জড়-চেতন পরম

পুরুষের শরীর রূপে নিয়াম্য আমি ঐ সকলে স্থিত নহি, ইত্যাদি।

শ্রীধর। শ্রুতিঃ 'তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ। অতএব স্থাবর জঙ্গম সমস্ত ভূতই, মৎস্থ, অর্থাৎ কারণ স্বরূপ আমাতেই অবস্থিত, এই রূপ হইলেও ঘটাদিকার্য্যে মৃত্তিকাদির ন্যায় সেই সমস্ত ভূতে আমি অবস্থিত নহি। আমি অসঙ্গ।

রামদয়াল। আমি আমার কৃষ্ণ মূর্ত্তিতে জগৎ ব্যাপিয়া নাই, কিন্তু অব্যক্ত মূর্ত্তিতে জগৎ ব্যাপিয়া আছি; এই অব্যক্ত মূর্ত্তিটি আমার পরমভাব। সৎচিৎ আনন্দই ব্রহ্মের পরমভাব।...মায়ার স্পন্দনে ব্রহ্ম অব্যক্ত হইতে স্পন্দনে আসেন। মূর্ত্তিগ্রহণ করিলে তাঁহার নাশ হয় না. জগৎও যেমন মায়াময় মূর্ত্তি, রামকৃষ্ণাদিও সেইরূপ মায়িক মূর্ত্তি (রামদয়াল, ইহার পরে, মৎস্থানি বাক্যের রামানুজাদি দ্বারা প্রদত্ত ব্যাখ্যা পৃথক পৃথক দিয়াছেন, উপরে আমরা তাহা দিয়াছি)।...যাঁহারা জগৎকে অসত্য বলিতে চাহেন না, তাঁহারা অব্যক্ত মূর্ত্তিনা অর্থে তুরীয় ব্রহ্ম না বলিয়া মায়িক অন্তর্যামী ব্রহ্ম বলেন; শ্রুতি তাঁহাকে সুপ্তাভিমানী চৈতন্য বলেন; ইনিই ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, ইঁহা হইতে জীবের উৎপত্তি হয়, জীবের লয় ইঁহাতে হয়।...আত্মা ভিন্ন অন্য কিছু আছে এই জ্ঞানটাই অজ্ঞান। 'আমি সকল ভূতকে জানি,' ইহা মায়ামুক্ত তুরীয় ব্রহ্মে প্রযুক্ত হয় না, হয় মায়াধীশ ঈশ্বরে 'যতো বা ইমানি' 'অহং কৃৎস্ন জগতঃ' কথা, অরুন্ধতী ন্যায়, স্থূল হইতে সূক্ষ্মে বা তটস্থ হইতে স্বরূপে যাওয়া।

তিলক। এই বিরোধাভাস এইজন্য হয় যে, পরমেশ্বর নির্গুণও বটে, সগুণও বটে।

অরবিন্দ। ভগবানের যে শ্রেষ্ঠতম সত্তা তাহা অব্যক্ত—কখনও

প্রকাশিত হয় না। তাহার যে সত্য শাশ্বত মূর্ত্তি, তাহা জগতের মধ্যে ব্যক্ত হয় না, প্রাণও তাহাকে ধরিতে পারে না...আমরা যাহা দেখিতে পাই তাহা ভগবানের আত্মসৃষ্ট রূপ। এইসব জীবের জীবন ও কর্ম্মের লীলা তাঁহার মধ্যে চলিতেছে, তাহাদের মধ্যে তাঁহার জীবন ও কর্ম্মের লীলা চলিতেছে না; তাঁহা হইতেই তাহাদের সত্তা উদ্ভূত; তাহারা তাঁহার সম্ভূতি (beccmings), তিনি তাহাদের মূলসত্তা being...

Radhakrishnan. His absolute reality is far above the appearance of things in space and time.

সন্তদাস। আমি ইহাদিগকেও অতিক্রম করিয়াও বর্ত্তমান আছি।

কৃষ্ণানন্দ। অজ্ঞান কল্পিত সমস্ত জগৎই পরমাত্মার সত্তায় প্রকাশমান বোধহয়। তাই তিনি সর্ব্বতোব্যাপী। এ সত্তা, চক্ষুরাদির বিষয় নহে, তাই অব্যক্ত। তিনি বস্তুর সত্তায় সত্তাবান নহেন; বস্তুর উৎপত্তি বিনাশ আছে, তিনি নিত্য। স্বপ্রকাশ।

Maddhwa. (Rau). Lest it might be supposcd that the world is the receptacle for the Lord, this sloka is given.

শঙ্কর। আমার অব্যক্ত রূপ পরমাত্মা দ্বারা, অর্থাৎ আমার যে পরমভাব, যাহা মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ে অপ্রত্যক্ষ, তাহার দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত। জগৎ আব্রহ্ম স্তম্ব পর্যন্ত তাহাতে স্থিতা; প্রাণীরা আমার দ্বারা আত্মবান হয় বলিয়া আমাতে স্থিত বলা হইতেছে। অজ্ঞানী ভাবে, আমি তাহাদের ভিতর স্থিত। সাকার বস্তুর মত, আমাতে সংসর্গ দোষ নাই। বিনা সংসর্গে

আমি অন্তর্ব্যাপী।

ভূপেন্দ্রনাথ। যখন জীবের জগৎদৃষ্টি থাকে, তখন জীব-সমূহের আত্মারূপে অবস্থিত আমাকে কেহ বুঝিতে পারে না। আমার সহিত সম্বন্ধ যুক্ত বলিয়াই, সকল বস্তুকে চৈতন্যবান বা অস্তিত্ববান বলিয়া মনে হয়। জগৎ, রজ্জুতে সর্পবৎ; কুটস্থচৈতন্যই সর্ব্বত্র প্রতিবিম্বিত হইতেছেন···স্বর্ণকে বাদ দিয়া স্বর্ণ বলয় থাকা সম্ভব নহে। সুতরাং যাবতীয় বস্তুর কুটস্থ চৈতন্য ব্যতীত যখন অস্তিত্বই নাই, তখন তাহাদিগের মধ্যে তাঁহার থাকা সম্ভব নহে।··· তুমি আমি ও এই জগৎ আত্মারূপ সমুদ্রে বুদ্‌বুদের মত ফুটিয়া উঠিতেছি, আবার বুদ্‌বুদের মত তাহাতে ডুবিয়া যাইতেছি—এই বুদবুদের উঠা ডোবাই জগৎ লীলা—সৃষ্টি স্থিতি লয় চক্র।··· এই প্রকারের কারণভূত ব্রহ্ম প্রাণরূপে সকলের মধ্যে থাকিয়া ভূতজাত বস্তু মাত্রকেই প্রকাশ করিতেছেন। আমরা বস্তু মাত্রের নামরূপ দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু অব্যক্ত প্রাণ সূত্রের কোন সন্ধান জানি না। ব্যক্ত প্রাণ শ্বাসকে দেখিতেছি বটে, কিন্তু তাহাতেও লক্ষ্য নাই।···জগদাদি চাঞ্চল্য যাহার, সেই প্রাণে লক্ষ্য রাখিলে প্রাণের চাঞ্চল্য যে শ্বাস তাহা স্থির হইয়া যাইবেই।..অপরিচ্ছিন্ন মহাভাব ঘটদ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইলে ঘটাকাশ তাহার উপাধি হয়—এই ঘটস্থ আকাশের সংযোগই প্রাণের ব্যক্তাবস্থা, সেই ব্যক্তাবস্থাতে তাহার স্পন্দন অনুভূত হয়। এই স্পন্দন হইতে বাসনা ও বাসনা হইতে জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার চক্রের খেলা আরম্ভ হইয়া থাকে। অস্পন্দিত অব্যক্ত স্থিরভাবই মহাপ্রাণ, স চ প্রাণস্য প্রাণঃ, ইহা জ্ঞেয় পদার্থ। মহাভাব ঘটস্থ হইয়া যখন কুটস্থ চৈতন্যরূপে বিম্বিত হয়, তখন তিনি ধ্যেয়ও বটেন, সাকারও বটেন।

Telang. The whole universe is pervaded by me in an unperceived form. All entities live in me, but I do not live in them (because he is untained by anything. And therefore also the untainted do not live in them, as said in the next sentence.

ভক্তিপ্রদীপ। ময়া অব্যক্ত মূর্ত্তিনা = By My Unmanifested External Principle. All beings, sentient and insentient exist in Me, as I am the Prime cause of all causes. But I do not exist in them, as I am extremely different from and independent of them.

(৫) জগৎ আমাতে ইন্দ্রজাল ভাবে থাকে, অর্থাৎ জগৎও আমাতে নাই।—

৫। ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ।৫।

পদচ্ছেদ। ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগম্ ঐশ্বরম্, ভূতভৃৎন চ ভূতস্থঃ মম আত্মা ভূতভাবন :

অন্বয়। মে ঐশ্বরম্ যোগম্ পশ্য, ভূতানি চ মৎ স্থানি ন। মম আত্মা ভূতভৃৎ, ভূত ভাবনঃ ভূতস্থঃন।

কঠিন শব্দ। ঐশ্বর যোগ = অঘটন-ঘটন-চাতুর্য্য; বিরুদ্ধ বিষয়ের একসঙ্গে থাকানর দৈবী ক্ষমতা, সঙ্কল্পের দ্বারা যে ক্ষমতা আমি আমাতে আনাই। [৪ হইতে ১০ শ্লোক : অদ্ভুত ক্ষমতা (১১।৮)] ভূতভৃৎ = যাহা উপাদান কারণ বলিয়া সমস্ত ভূতবর্গকে ভরণ করে, ধারণ করে বা পোষণ করে (মধুসূদন)। "ভূতভাবনঃ =

যাহা কর্ত্তারূপে সমস্ত ভূতের উৎপাদন করে, (মধুসূদন)"। মৎস্থানি ন=আমাতে অবস্থিত নহে, অর্থাৎ আমাতে সংশ্লিষ্ট নহে, কারণ আমি অসঙ্গ, নির্লিপ্ত। ভূতস্থঃ ন=ভূত মধ্যে অবস্থিত নহি। (৭।১২) মমাত্মা=আমি; ইহা রাহুর শির, এইরূপ উক্তির ন্যায়, রাহুর শিরই সব, দেহ তাহার নাই; ভগবানের আত্মা, দেহ সবই তিনি; "আমার পরম স্বরূপ" (শ্রীধর) "পরমার্থ স্বরূপ সচ্চিদানন্দ ঘন আমি" (মধুসূদন)।

অনুবাদ। ভূত সকল, অর্থাৎ প্রাণী ও বস্তু সকল, ইহারাও আমাতে অবস্থিত নহে। আমার ঐশ্বরিক যোগ বা ক্ষমতা, (বিরুদ্ধ বিষয়ের একসঙ্গে থাকানর এই যে ক্ষমতা) (অর্থাৎ পূর্ব্বে বলিয়াছি ভূতেরা আমাতে আছে, এবং এখন বলিতেছি ভূতেরা আমাতে নাই, এই দুই বিপরীত বিষয়ের একসঙ্গে হওয়ানর ক্ষমতা) তাহা দেখ। আমি ভূতবর্গের (অর্থাৎ প্রাণী ও বস্তু সকলের) ধারক, পোষক ও উৎপাদক, কিন্তু আমি ভূত সমূহে অবস্থিত নহি। ভগবান যেন বলিলেন, আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে প্রাণী সমুদয় আমাতে অবস্থিত, আবার এখন বলিলাম যে তাহারা আমাতে অবস্থিত নহে; ইহা বিরুদ্ধ অর্থ সম্পন্ন কথা নহে কি? কিন্তু ইহাই আমার রহস্য; আমি ঐন্দ্রজালিকের মত। সকল সঙ্কল্প সকল যোগ, আমি ঐশ্বরিক মায়া-শক্তিতে আকারিত করাইতে সমর্থ। আমি যোগেশ্বর (১৮।৭৫)। আমি নির্গুণ, সগুণ, নির্বিশেষ, সবিশেষ, নিরাকার, সাকার। আমার সগুণভাবে আমাতে সব কিছু আছে; আমার নির্গুণভাবে আমাতে কিছুই নাই। আমি অসঙ্গ নির্লিপ্ত, সংশ্লেষ শূন্য। ত্রিগুণাতীত আমার যে ভাব, তাহার ভিতর ত্রিগুণ বা ত্রিগুণ বিশিষ্ট কোন কিছু (যথা,

এই জীব জগৎ) তাহাতে আছে, এমনকথা উঠিতেই পারে না। আমার সমরস, বা স্বগত-ভেদ-রহিত ভাবে, আমাতে রাম, শ্যাম, যদু, বাড়ী ঘর, সব এক হইয়া, তাহাদের সমভাবে সত্ত্বা-ভাবে, অর্থাৎ পরমাত্মা 'আমি' ভাবে আমাতে রহিয়াছে, পৃথক্ পৃথক ভাবে তাহারা অবস্থিত নহে। আমিই যখন সব, আমা ছাড়া কোন কিছু যখন হয় না, তখন আমার ভিতর 'কিছু' রহিয়াছে, এ কথার কোন অর্থ হয় না। ভারিতেছ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমার ভিতর রহিয়াছে, আমার একাংশে স্থিত; একভাবে ইহা খুবই ঠিক, কিন্তু আর এক ভাবে, এসব ইন্দ্রজাল, শুধু আমিই আছি, প্রতীত যাহা কিছু, তাহার কোন সত্ত্বা নাই। মায়াবাদের ভাষায়, রজ্জুই আছে, সর্প নাই। "না", "হাঁ", আমি সব কিছু। আমি যোগেশ্বর।

পূর্ব্ব শ্লোকের কথাটাও এই যোগমৈশ্বরমের আর এক উদাহরণ। পূর্ব্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে যে ভগবান বলিলেন যে ভূতেরাই আমার ভিতর অবস্থিত, ন তু অহং, তেষু অবস্থিত; অসীম আমি সসীমের ভিতর থাকিতে পারি না"। শ্লোকের উপর টিপ্পনীতে আমরা বলিয়াছি যে immanent ভাবে তিনি সকলকার ভিতরও আছেন। সপ্তম অধ্যায়েই আছে যে তিনি সূত্রে মণিগণা ইব; তাহা ছাড়া, তাঁহার অপরা প্রকৃতিই যখন উপাদান কারণ, তখন অন্ততঃ পরোক্ষভাবে—তিনিই উপাদান কারণ; তখন মাটি যেমন ঘটে থাকে, তিনিও তেমনি সকলকার ভিতর আছেন। তিনি কাহারও ভিতর নাই, আবার সকলকার ভিতরও আছেন; ইহাও যোগমৈশ্বরম, তিনি দেশকালের অতীত, দেশকালের ভাষায় তাঁহার বিষয়ে কথা বলা হয় না।

প্রলয়ে সব কিছু প্রকৃতিতে লীন হইয়া যায়, এবং প্রলয়ান্তে তিনিই "প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ" এবং তাহার পরে "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্" (৯।৪,১০)। এইভাবে তিনি উৎপাদক, তিনিই পোষক। ইহা হওয়া সত্ত্বেও. তিনি নির্লিপ্ত, অসঙ্গ বলিয়া, কোন ভূতেতে সংশ্লিষ্ট নহেন; তিনি ভূতস্থ নহেন, আকাশ যেমন বায়ুস্থ নহে।

আরও একভাবে 'ন চ মৎস্থানি' বোঝা যাইতে পারে:—উহারা আমার ভিতর নিশ্চয়ই নাই, থাকিলে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে (directly or indirectly), আমাদের পরস্পর ছোঁয়াছুঁয়িভাবে থাকা হইত, আমার স্পর্শ তাহারা পাইত। তাহা ঘটে কি? আবার একের ভিতর বা একের সহিত অন্য কিছু থাকিলে, গুণের আদান প্রদান ঘটিবেই, যথা ঠাণ্ডা জলের ভিতর বা তাহার সহিত গরম জল রাখিলে, দুই ক্রমে এক তাপাঙ্কে আসিতে বাধ্য হয়। সেইরূপ কিছু এখানে হয় কি? উহাদের গুণ আমাতে আসা ও আমার গুণ উহাদের ভিতর যাওয়া ঘটে কি?

সাধারণ আরও একভাবে 'ন চমৎস্থানি' বোঝা যাইতে পারে। সোনায় যদি তামা থাকে, সংশ্লেষের জন্য তামার গুণ সোনায় আসিবে (ইহা উপরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে)। কিন্তু তামার যদি কোন গুণ সোনায় না আসে, তাহা হইলে তামার থাকাটা, না-থাকার সমান, ইহা বলিতে পারা যায় না কি?

অরবিন্দ। সব তাঁহার মধ্যে রহিয়াছে, ইহা বলিলেও আবার এবিষয়ের সমস্ত সত্যটা বলা হয় না, প্রকৃত সম্বন্ধটা সমগ্রভাবে বলা হয় না; এরূপ বলিলে ভগবানের উপর দেশবাচক ভাব আরোপ করা হয়। কিন্তু ভগবান দেশ ও কালের অতীত। দেশ ও কাল,

অনুস্যূতি (immanence) ও ব্যাপ্তি (pervasion ও অতিক্রান্তি (exceeding)-এসব তাঁহার চৈতন্যের খেলা। তাহার ঐশ্বরিক শক্তির এক যোগ আছে—যে যোগম্ ঐশ্বরম্—সেই যোগ দ্বারা পরম ভগবান তাঁহার আপনার অনন্ত আত্মরূপায়নের মধ্যে নিজের নানা নামরূপের প্রকাশ করেন, সে আত্মরূপায়ণ জড় নহে অধ্যাত্ম—জড জগৎ সেই আত্মরূপায়ণের কেবল বাহ্যিক প্রতিচ্ছবি মাত্র। এই অনন্ত আত্মদর্শন, তাহার সমগ্র আত্মদর্শন নহে (pantheism) মতে ভগবানের সহিত বিশ্বকে যে এক বলা হয়, তাহা ইহা অপেক্ষা আরও সঙ্কীর্ণ . মম আত্মা = ভাস্কর যুক্ত আত্ম-সত্তা। আমরা দুইটি তত্ত্ব পাইতেছি, সৎ (being) and সম্ভূতি becoming ; স্বয়ম্ভূ আত্মা, ও ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত সর্ব্বভূত ক্ষর সত্তা, অক্ষর সত্তা। কিন্তু এই যুগল তত্ত্বের উচ্চতম সত্য ও তাহাদের মধ্যে বিরোধের সমন্বয় কেবল সেইখানেই পাওয়া যাইতে পারে যাহা এই বিরোধের অতীত, তাহা পরম ভগবান, তিনি তাঁহার যোগ-মায়ায় (অর্থাৎ অধ্যাত্ম চেতনার শক্তির) দ্বারা আধার আত্মা ও আধেয় সর্ব্বভূত এতদুভয়কেই প্রকট করিতেছেন।

ভক্তি প্রদীপ। Beings do not exist in my Real self (but exist in My External Mayik or cosmic potency···know it to be My sovereign yoga Power... I am really dissociated from all mundane things. .. Just as a Jiva exist in the body without any attachment ..

মধুসূদন। ন মৎস্থানি = শরাবাদিস্থিত জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য সেই জলের কম্পনে কম্পিত হইলেও আকাশস্থিত সূর্য্যে যেমন

জল জমিত কম্পন নাই, সেইরূপ আমার উপরে যে সমস্ত ভূতবর্গ কম্পিত হইয়া রহিয়াছে, পরমার্থতঃ তাহা আমাতে নাই।

ব্যোমব্রহ্ম। আমাতে সকলেই আছে, কিন্তু প্রত্যেকেই ক্ষুদ্র জীবরূপে নিজ নিজ ভাবে অবস্থিত বলিয়া বিরাট চৈতন্য-স্বরূপ আমার অস্তিত্ব টের পায় না, যেমন আমাদের শরীরের জীবাণু সমূহ। আমি কোন ভূতেই নাই, তাহার অর্থ, আমার চৈতন্য লইয়াই সকলে চৈতন্যময়, আমি না থাকিলে সকলেই নিজ নিজ স্বরূপ হারাইয়া ফেলে, আমি তাহাদের ভাবে বা ক্রিয়ায় নাই, তাহারা নিজের নিজের কাজ স্বাধীনভাবে করে।...

রামদয়াল। পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আমি, আমাতে জগদাড়ম্বর কোথায়? প্রথমে বলিলাম, মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি অর্থাৎ মায়া আমার উপর বহু প্রাণী, বহু আকার, বহু সৃষ্টিতরঙ্গ তুলিতেছে।...কিন্তু মূলে আমাতে কিছুই নাই, তাই বলিলাম নচমৎস্থানি ভূতানি···যাহা দেখিতেছ তাহা আমার আত্মমায়ার অঘটন ঘটনা চাতুর্য্য।

তিলক। এই বিরোধাভাস এইজন্য যে পরমেশ্বর নির্গুণও বটে, সগুণও বটে। যোগ শব্দের অর্থ যদিও অলৌকিক সামর্থ্য বা যুক্তি করা যায়, তথাপি মনে থাকে যেন, অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হইবার এই যোগ অথবা যুক্তিকেই মায়া বলে। এই 'যোগ' পরমেশ্বরের অত্যন্ত সুলভ; অধিক কি, ইহা পরমেশ্বরের দাসই, এইজন্য পরমেশ্বরকে যোগেশ্বর বলে।

Radhakrishnan. The Supreme is the source of all phenomenon but is not couched by them, This is the yoga of divine power. Though He

creates existences, God transcends them to such a degree that we cannot even say that He dwells in them. Even the idea of immanence of God is, strictly speaking, untenable. All existences are due to His double nature, but as His higher proper nature is 'Atman' which is unconnected with the work of prakriti, it is also true that beings do not dwell in Him nor He in them. They are one and yet separate. The Gita does not deny the world....The teacher inclines not to pantheism which asserts that everything is God, but to pantheism that denotes that everything subsists in God.

Gandhi. He soothes man by revealing to him all kinds of panadoxes. All beings are in Him, all creation is His ; but as, He transcends it all He really is not the author of it all ; it may be said with equal truth, that the beings are not in Him....The paradoxes may be explained as applicable to both the personal and impersonal aspects of the Lord. The Invisible is not in the visible, It transcends it. Again as everything is strung on Him, as gems on a thread, He, the thread runs through them and sustains them ; they are not in Him as they do not sustain Him.

Krishna Prem. The Gita, too has recourse to paradox, the paradox that all beings dwell and yet do not dwell in the One Supreme...It should be borne in mind that Krishna speaks from different levels. In verse 4, He is speaking of His Great Unmanifested Form (অব্যক্ত মূর্ত্তি) the পরব্রহ্ম, Rootless Root of all...But yet it is not in that ultimate ব্রহ্ম that beings may be said to dwell, for it is not until from that One have sprung forth the Two, the Unmanifested Self or Subject and the Unmanifested Root of Objectivity, that "the beings" come into existence at all. It is from the mystic union, the যোগম্ ঐশ্বরম্ of these Two that the beings come forth and therefore they cannot be said to stand in the One, but rather in the Two.

রামানুজ। আমার ভূতাদি ধারণ করা, ঘটাদি পাত্রের জলধারণ করার মত নয়; কেবল মাত্র সঙ্কল্পে সে ধারণ হয়।··· আমি ভূত সমূহের ধারণ পোষণ করি, কিন্তু কোনও উপকার তাহদের দ্বারা হয় না। আমার আত্মা = মনোময় সঙ্কল্প।

শ্রীধর। আমার আসক্তিহীনতা হেতু ভূত সকল আমাতে অবস্থিত নহে।···আমার যোগমায়ার বৈভব মানব চিন্তার অতীত হওয়ায় একটুকুও বিরুদ্ধ নহে। আমার আত্মা = পরমস্বরূপ।···যেরূপ জীব দেহধারণ ও পোষণ করিয়া অহঙ্কারের আশ্রয়ে তাহাতে সংশ্লিষ্ট থাকে, এইরূপে কিন্তু আমি সমগ্রভূত ধারণ ও পালন

করিয়া, অহঙ্কার না থাকায়, সেই সকল ভূতে সংশ্লিষ্ট নহি।

শঙ্করানন্দ। যেমন জড় পদার্থ সূর্য্যালোকে ব্যাপ্ত হইয়া, চক্ষুর দ্বারা গৃহীত হয়, অব্যক্ত হইয়া নহে, সেইরূপ জগৎ আমার চেতন দ্বারা ব্যক্ত হইয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়। যেমন জলে তরঙ্গ, সেইরূপ সকল প্রাণী আমার সত্তায় সত্তান্বিত হইয়া আমাতে স্থিত হইয়া আছে। আবার নেতি নেতি আদিষ্ট হয়, ব্রহ্মের অদ্বিতীয়তা সিদ্ধ করিবার জন্য। ব্রহ্মের প্রবেশ ব্যাপার, সংযোগাদি ক্রিয়া, সম্ভব নহে।

কৃষ্ণানন্দ। আমি বস্তুতঃ কিছুরই অধীন নহি, ও কোন বস্তুতেই আমি অধিষ্ঠান করি না, কেবল কণকে কুণ্ডল বুদ্ধির ন্যায়, ভূত সকলের স্থিতি আমাতে আরোপিত হয়। দৃশ্য জগৎ কণক কুণ্ডলের ন্যায়, তাঁহার মহিমা মাত্রে,…মায়ায় প্রতিষ্ঠিত।.. দেশ-কালের প্রকৃত সত্যতা নাই বলিয়া, তাহাতে পরিদৃষ্ট জগৎ মিথ্যা। স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত' (ছা ৭।২৪ ১)।

শঙ্কর। বাস্তবে, ব্রহ্মাদি কেহই আমাতে স্থিত নহে, তুমি আমার ঈশ্বরীয় যোগ, যুক্তি, ঘটনাকে দেখ, অর্থাৎ যথার্থ আত্ম-তত্ত্বকে দেখ। সংসর্গ রহিত আত্মা কোথাও লিপ্ত হয় না (অসঙ্গো ন হি সজ্জতে, বৃ উ ৩।৯।২৬) আরও আশ্চর্য্য যে ভূতভাবন আমার আত্মা সংসর্গ রহিত হইয়াও, ভূতের ভরণ পোষণ করে, কিন্তু ভূতে স্থিত নহে, উহা সম্ভবও নহে।...(লৌকিক নীতিতে 'আমার' আত্মা বলা হইয়াছে)।

ভূপেন্দ্রনাথ। (৪) সকলেই আত্মাতে থাকে, কিন্তু আত্মাকে না দেখাতে তাহার থাকা হয় না, কারণ দৃষ্টি অন্য বস্তুতে রহিয়াছে—খাসে দৃষ্টি নাই। রজ্জুতে সর্প বোধ হইলে, সর্প

যেমন রজ্জুতে থাকে না, আমিও সেইরূপ আমার কার্য্যরূপ এই জগতে থাকি না। কূটস্থচৈতন্যকে বাদ দিয়া কোন বস্তুর সত্তা থাকে না।.. এই প্রকাশের কারণভূত ব্রহ্ম প্রাণরূপে সকলের মধ্যে থাকিয়া, ভূতজাত বস্তুমাত্রকেই প্রকাশ করিতেছেন।.. ব্রহ্মাণ্ড প্রাণরূপ সূত্রে গাঁথা। আমরা বস্তুমাত্রের নামরূপ দেখিতে পাইতেছি, অব্যক্ত প্রাণসূত্রের কোন সন্ধান জানি না।. প্রাণই অব্যক্ত রূপে স্থির। বাহ্যবস্তুতে লক্ষ্য রহিয়াছে, শ্বাসে দৃষ্টি নাই, জগদাদি অনন্ত তরঙ্গ দেখিতেছি। কিন্তু এই চাঞ্চল্য বা তরঙ্গ যাহার, সেই প্রাণে লক্ষ্য রাখিলে প্রাণের চাঞ্চল্য যে শ্বাস তাহা স্থির হইয়া যাইবেই, জগৎ ব্যাপার মন হইতে মুছিয়া যাইবে। প্রাণের ব্যক্তাবস্থায় তাহার স্পন্দন অনুভূত হয়। এই স্পন্দন হইতে বাসনা ও বাসনা হইতে জন্মমৃত্যুরূপ সংসার চক্রের খেলা আরম্ভ হইয়া থাকে। অস্পন্দিত অব্যক্ত স্থিরভাবই মহাপ্রাণ—স চ প্রাণস্য প্রাণঃ—ইহাই জ্ঞেয় পদার্থ; ক্রিয়ার পর অবস্থাই সেই জ্ঞেয় পদার্থ।

মহানামব্রত। সর্ব্বভূতের ধারক ও পালক, কিন্তু ভূতগণ তাঁহাতে অবস্থিত নহে।.. কথা দুটি আপাত বিরোধী। চারিটি কথা আসিয়াছে (১) আমা কর্ত্তৃক জগৎ ব্যাপ্ত, (২) সমস্ত ভূত আমাতে স্থিত (৩) ভূতগণ আমাতে স্থিত নয় (৪) আমি ভূতগণে স্থিত নহি। প্রথমটি সত্য, কারণ তিনি বিশ্বব্যাপী ভূমা পুরুষ; দ্বিতীয়ও সত্য, কারণ তিনি নিখিল বিশ্বের উপাদান কারণ; তৃতীয়ও সত্য, কারণ ব্রহ্মবস্তু নির্ব্বিশেষ, নির্গুন, নিঃসঙ্গ; চতুর্থও সত্য, কারণ তিনি বিশ্বের নিমিত্ত কারণ এই বিরুদ্ধতার সমাবেশেই ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব। (১৩৯৩-১৬)।

Telang. Nor yet do all entities live in me— see my divine power. Supporting all entities and producing all entities my Self lives not in those entities.

ভগবান তাঁহার নির্লিপ্ততার এক সর্ব্বজনবোধগম্য তুলনামূলক উদাহরণ দিলেন—

৬। যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্
তথাসর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ।৬।

পদচ্ছেদ। যথা আকাশ-স্থিতঃ নিত্যম্ বায়ুঃসর্ব্বত্রগঃ মহান্, তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানি ইতি উপধারয়।

অন্বয়। সর্ব্বত্রগঃ মহান বায়ুঃ যথা নিত্যম আকাশস্থিতঃ তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানি উপধারয়।

কঠিন শব্দ। সর্ব্বত্রগ=সর্ব্বত্রবিচরণশীল। মহান্=পরিমাণেও বিশাল। নিত্য=সকল সময়ে। উপধারয়=অবধারণ কর : বিবেচনা পূর্ব্বক বুঝিয়া লও।

অনুবাদ। সর্ব্বত্র বিচরণশীল এবং পরিমাণেও বিপুল বায়ু যেমন আকাশে অবস্থিত, সেইরূপ ভূত সকল আমাতে অবস্থিত, ইহা বুঝিয়া লও। (আকাশ বায়ু হইতে নির্লিপ্ত থাকে।)

মহান্ ও 'সর্ব্বত্রগ' এ দুটি কথার সার্থকতা আছে, বায়ু পরিমাণে অপরিমিত হইলেও, আকাশ তাহা হইতে বড়, নতুবা সে বিচরণ করিতে সমর্থ হইত না; বায়ু যখন বিচরণশীল, তখন আকাশ ও বায়ু কোথাও সংযুক্ত অবস্থায় নাই। সেইরূপ অসংখ্য অসংখ্য প্রাণী, অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড ভগবানে রহিয়াছে, কিন্তু তাহা মাত্র একাংশে, ভগবান তাহাতে পরিপূরিত হইয়া যান নাই। গতিশীল বলিয়াই জগৎ নাম; প্রাণিগণ তথা ব্রহ্মাণ্ড সকল যখন

ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তখন নিশ্চয়ই ভগবানে তাহাদের কোথাও সংযোগ নাই। আকাশের ভিতর বায়ু, আবার বায়ুর ভিতর আকাশ, সেইরূপ ভগবানও সর্ব্বত্র, জীব জগতের ভিতরে ও বাহিরে আছেন। কিন্তু আকাশ যেমন বায়ু হইতে নির্লিপ্ত-ভাবে অবস্থান করে, ভগবানও সেইরূপ নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করেন; বায়ু যদি দুর্গন্ধ বিশিষ্ট হয়, আকাশ তাহাতে প্রভাবিত হয় না।

শ্রীধর। বায়ু অবয়বহীন হওয়ায় সংযোগের অভাব।

রামানুজ। সকল ভূত, তাহাদের দ্বারা অ-দৃষ্ট ভগবানে স্থিত।

শঙ্কর। আকাশের সমান, সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ আমাতে, ভূতেরা নির্লিপ্তভাবে রহিয়াছে।

অরবিন্দ। অরবিন্দ দশপৃষ্ঠাব্যাপী গভীর দার্শনিক আলোচনা করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপ করা অসম্ভব, সকলকে তাহা পড়িতে অনুরোধ করি। অবান্তর স্বরূপ দু একটি কথা উদ্ধৃত করিতেছি—অপেক্ষাকৃত নীচের সত্যে আমরা পাই তাঁহার সহিত পার্থক্যের সম্বন্ধ। এই সকল সম্বন্ধ বিশ্বাতীত সত্য হইতে বিভিন্ন. যেহেতু তাহারা বিভিন্ন এবং যেহেতু তাহারা সৃষ্ট, সেই হেতু একমাত্র বিশ্বাতীত পরম বস্তুর উপাসকগণ এ সকলকে আংশিক বা সর্ব্বৈব-ভাবেই মিথ্যা, মায়া বলিয়াই ঘোষণা করেন, অথচ সকল তাঁহা হইতেই আসিয়াছে, তাঁহারই সত্তা হইতে উৎপন্ন রূপ—মিথ্যা শূন্য হইতে তাহারা সৃষ্ট হয় নাই।...শঙ্করের মায়াবাদে যে যুক্তি তর্ক আছে, তাহা বাদ দিয়া উহার মূলে যে অধ্যাত্ম উপলব্ধি রহিয়াছে, তাহা ধরিলে দেখা যায়, উহা এই আপেক্ষিক অসত্যতার

অনুভূতিকে লইয়াই বাড়াবাড়ি করিয়াছে। মনের উপরে উঠিলে আর এই গোলমাল থাকে না।...ভগবানের যে বিশ্বাতীত সত্তা, তাহাই সর্ব্বভূতের মধ্যে অবস্থিত নহে, সর্ব্বভূতও তাহার মধ্যে অবস্থিত নহে; কারণ, আমরা সে সত্তা (Being) ও সম্ভূতির (Becoming) মধ্যে প্রভেদ করি, তাহা কেবল রূপাত্মক জগতেই প্রযোজ্য। এইসব দেশকালবাচক শব্দ ব্যবহার করিয়াই আমাদিগকে বলিতে হয় যে বিশ্ব এবং বিশ্বের সকল বস্তু স্বপ্রতিষ্ঠ-ভাগবত সত্তার মধ্যে রহিয়াছে, যেমন অন্য সকল জিনিষ আকাশের মধ্যে রহিয়াছে। বিশ্বসত্তা সর্ব্বব্যাপী ও অনন্ত, এবং স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তাও সর্ব্বব্যাপী ও অনন্ত; কিন্তু স্বপ্রতিষ্ঠ অনন্ত হইতেছে অচল, স্থির, পক্ষর, আর বিশ্বসত্তা হইতেছে সর্ব্বব্যাপী গতি সর্ব্বত্রগঃ।

রামদয়াল। চন্দ্র সূর্য্য বায়ু অগ্নি মৃত্যু ইহারা যদি মায়িক, তবে শ্রুতি মিথ্যা বস্তু লইয়া এত আলোচনা করেন কেন? তাহার উত্তর ব্রহ্মের সৎভাব ও স্ফুরণ ভাব লইয়াই বেদ; সৎ ভাবটি স্বরূপ, স্ফুরণ ভাবটি মায়া। মায়াকে ত্যাগ করিয়াই সৎভাবে থাকাই পরমার্থ। মায়া অবলম্বনেই ব্রহ্ম স্বস্বরূপে সর্ব্বদা থাকিয়াও সগুণ ব্রহ্মে বিবর্ত্তিত হন। মায়া অবলম্বনে তিনি সুষুপ্তাভিমানী চৈতন্যে বিবর্ত্তিত হন। এই সুষুপ্তাভিমানী চৈতন্যই প্রাজ্ঞ পুরুষ, ইনিই ঈশ্বর, অন্তর্যামী, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা, সগুণ ব্রহ্ম, মায়াধীশ; চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি বায়ু মৃত্যু ইহারই অধীনে কার্য্য করে। (গীতাপ্রেমী আত্মবোধ ৩৪)।

Radhakrishnan. Space holds them all, but is touched by none God's utter transcendence, which is later developed by Madhva, comes out here. Even in

Ramanuja's account, the universe is the manifestation of the Divine. But so completely He transcends the universe that he is separated from all worldly beings ...

Gandhi No amount of commotion in the atmosphere affects the ether.

ভূপেন্দ্রনাথ। চাঞ্চল্য হেতু জীব আমাকে লক্ষ্য করিতে পারে না, তাই আমাতে থাকিয়াও তাহার থাকা হয় না।—দেহাদি, আত্মার সহিত যুক্ত হইয়াও আত্মার সহিত মিলিত হইতে পারে না, এই ভূতনিচয় নির্লিপ্ত আত্মচৈতন্যে অবস্থিত থাকিয়াও, সেই চৈতন্যের সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে পারে না।···যদিও তাঁহার প্রকৃতি তাঁহাতে স্বতঃ বিদ্যমান, তথাপি তূরীয়াবস্থাতে তিনি ব্রহ্মসংলীনা হইয়া থাকেন, তাঁহার কোন কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না। নিঃসঙ্গ ব্রহ্ম যখন মায়াকে অঙ্গীকার করেন, তখন তিনি সগুণ ব্রহ্ম বা মহেশ্বরী হন। তখনই তাহার মধ্যে সৃষ্টি ইচ্ছার উদয় হয়। তখন 'স ঐক্ষত একোঽহম্ বহুস্যাম্'—সেই ঈক্ষণ হইতে ব্রহ্ম-শক্তি প্রাণ স্পন্দিত হইয়া উঠে—তখন যে প্রকৃতি তাঁহার সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলিত হইয়া এক হইয়াছিল, তাহা যেন একটু তাঁহা হইতে পৃথক্ হইয়া যায়। ইহাই শিবশক্তি-রূপে প্রকাশভাব, ইহাই সেই সদ্ বস্তুর পুরুষ প্রকৃতিরূপে পরিণাম। শেষে অসংখ্য পরিণাম ও অসংখ্য জীব। জ্ঞানদৃষ্টিতে সেই এককে অনুভব করিলেই বহুত্বের বিকাশ রুদ্ধ হইয়া যায়,.. এইজন্য মধ্যাবস্থায় যে অসংখ্য পরিণাম ও অসংখ্য জীবের উৎপত্তি, তাহাকে

জ্ঞানীরা মায়া বলিয়াছেন। এই শিবশক্তি মিলিত ঈশ্বর ভাবের নিকটই ভীত ও ব্যাকুলিত জীব পরিত্রাণের জন্য ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করে—রুদ্র, যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং (শ্বে উ ৪।২১)।

মধুসূদন। পরস্পর অসংশ্লিষ্ট বস্তুদ্বয়েরও যে আধার আধেয় ভাব হইতে পারে, তাহা দেখাইতেছেন। বায়ু সর্ব্বত্রগ, ও পরিমাণে মহান। এতাদৃশ হইলেও, আকাশে অবস্থিত হইয়াও, এবং জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও সংহারকালেও রহিতে থাকিলেও, তাহা যেমন আকাশের সহিত সংসৃষ্ট হয় না, সেইরূপ আকাশাদি মহৎ অর্থাৎ সর্ব্বত্রগ ভূত সকল অসঙ্গস্বভাব আমাতে (পরমেশ্বরে) সংশ্লিষ্টতা বিনাই অবস্থিত রহিয়াছে।

ভক্তি প্রদীপ। Ether is container of air, but is detached from it.

(৭) অর্জ্জুন যেন জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রলয়ে ভূতগণের কি হয়, তাহারা যায় কোথায়, আসে কোথা হইতে? উত্তরে ভগবান বলিলেন—

৭। সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্,
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্।৭

পদচ্ছেদ। সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিম্ যান্তি মামিকাম্, কল্পক্ষয়ে, পুনঃ তানি কল্প-আদৌ বিসৃজামি অহম্।

অন্বয়। কৌন্তেয়, কল্পক্ষয়ে সর্ব্বানি মামিকাম্ প্রকৃতিম্ যান্তি, পুনঃ কল্পাদৌ তানি অহম্ বিসৃজামি।

কঠিন শব্দ। কল্পক্ষয়ে—কল্প যখন শেষ হয় অর্থাৎ ব্রহ্মার দিবস যখন শেষ হয়। ইহা ৪৩২০০০০০০০ মানবীয় বৎসর, ইহা

গত হইলে ব্রহ্মা নিদ্রিত হন ; এবং প্রলয় হয়। ঐ পরিমাণ সময় ব্রহ্মা নিদ্রিত থাকেন, উহা ব্রহ্মার রাত্রি। (৮।১৭।১৯)। রাত্রি অন্তে, ব্রহ্মা নিদ্রোত্থিত হন, জগৎ প্রকটিত হয়। ব্রহ্মার রাত্রি আসিলে, জগৎ প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়। রাত্রি অন্তে, জগৎ যাহা প্রকৃতির ভিতর ছিল, আমি তাহাকে অভিব্যক্ত করিয়া দি। মামিকা প্রকৃতিম্ যান্তি="আমার শক্তিরূপা যাহা কল্পিত, স্ব স্ব কারণভূত ত্রিগুণাত্মিকা সেই মায়াতে প্রয়াণ করে, অর্থাৎ তন্মধ্যেই সূক্ষ্মরূপে প্রলীন হয়, (মধুসূদন)। কল্পাদৌ= কল্পারম্ভে ; সৃষ্টিকালে। বিসৃজামি=বিসর্জ্জন করি, বাহির করিয়া দি।

অনুবাদ। হে কৌন্তেয়, কল্পের শেষে, (অর্থাৎ সেই সময় যখন ব্রহ্ম নিদ্রাপ্রাপ্ত হন বলিয়া কথিত হয়) (অর্থাৎ যখন প্রলয় সংঘটিত হয় ও সমস্ত জগৎ বিলীন হয়, তখন) সকল ভূত (অর্থাৎ সকল প্রাণী, সকল বস্তু), আমাব (ত্রিগুণাত্মিকা) প্রকৃতিতে বিলীন হয়। পুনরায় নূতন কল্পের আরম্ভে (অর্থাৎ সেই সময় যখন ব্রহ্মা নিদ্রোত্থিত হন ও সৃষ্টির বিকাশ আরম্ভ হয়) সেই ভূত সকলকে (যাহা প্রকৃতিতে বিলীন হইয়াছিল) পুনরায় আমি ব্যক্ত করিয়া দি (গী ৭।৬) ; (গীতাপ্রেমী ১২।২১১।৭)।

ভগবান যেন বলিলেন, তবে কি আমি নিষ্ক্রিয় নহি? আমি নিষ্ক্রিয়, আবার আমি সক্রিয়ও ; আমার এই সক্রিয়তাই প্রকৃতি নামে অভিহিত হয়। প্রকৃতি আমারই জ্ঞান-বল-ক্রিয়াত্মিকা শক্তি ; আমারই ইচ্ছায় স্ফুরিত হইয়া, আমারই অধ্যক্ষতায় কাজ করে। স্বতন্ত্রভাবে সে কোন কাজ করিতে পারে না। আমি কাজ করি, বা করি না প্রকৃতি করে, দুই কথাই বলিতে পারা যায়। আমার

ঐ শক্তিরূপা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতে, যাহাকে অনেকে মায়া নাম দিয়াছে, সেই প্রকৃতিতে জগৎ সূক্ষ্মরূপে প্রলীন হয়—ক্ষিতি অপ্-এ যায়, অপ্ তেজে যায় এবং সর্ব্বশেষে অব্যক্ত প্রকৃতিতে (৮।১৮) পূর্ব্বেকার জগৎ বিলীন হইয়া যায়; আর আমার ঐ প্রকৃতি আমাতে স্থিত হইয়া নিষ্ক্রিয় ভাবে অবস্থান করে। পরে, আমার যখন ইচ্ছা হয়, আমি যখন সঙ্কল্প করি, তখন প্রকৃতি উদ্বুদ্ধ হয়, এবং বিলীন জগৎ, ধাপে ধাপে মূর্ত্ত হইয়া উঠে।

(ভগবানের এই প্রকৃতি, ৩।৫ শ্লোকের প্রকৃতি, ৭।৪,৫ শ্লোকের প্রকৃতি (বা প্রকৃতিদ্বয়) সব এক, ভগবৎশক্তি, মাত্র ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বর্ণিত হইয়াছে)।

পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন; ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। ব্রহ্ম যখন নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকেন, তখন তাঁহাকে শুদ্ধ ব্রহ্ম বলে; আর যখন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ইত্যাদি করেন, তখন তাঁহার শক্তির কাজ বলে।

রামানুজ। চরাচর সমস্ত প্রাণী, কল্পের শেষে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার শান্ত হইবার সময়, আমার শরীর দেশ, নামরূপ বিভাগ রহিত, তমঃ শব্দে আখ্যায়িত জড় প্রকৃতিতে লীন হইয়া যায়।

শ্রীধর। যে যোগমায়ার দ্বারা অসঙ্গ আমার স্থিতি, ইত্যাদি। বিসৃজামি—যাহা অপ্রকাশিত ছিল তাহা প্রকাশ করি।

সচ্চিদানন্দ। বিসর্গ পদের বিবরণ।

কৃষ্ণানন্দ। সৃষ্টি ও স্থিতিকালে ভগবান জগৎ হইতে স্বতন্ত্র; প্রলয়কালেও স্বতন্ত্র, তাই বলা হইল।.. জগৎ বিনষ্টকালে, সব পদার্থ ত্রিগুণময়ী মায়ায় প্রবিষ্ট হয়।.. সৃষ্টিকালে, কারণরূপ বীজ হতে তত্ত্ব সকল সংগ্রহ করিয়া, ইত্যাদি।

শঙ্কর। প্রলয়কালে, আমার ত্রিগুণময়ী, অপরা (নিকৃষ্ট) প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হয়, আবার, উৎপত্তি কালে, আগেকার মত, আমি প্রাণীদের উৎপাদন করি।

মধুসূদন। কল্পিত প্রপঞ্চের উৎপত্তি ও স্থিতিকালে তাহার স'হত পরমাত্মার সংশ্লেষ হয় না, তাহা বলিয়া, প্রলয় কালেও হয় না তাহা বলিতেছেন:···মামিকাম্ প্রকৃতিম্ যান্তি=আমার শক্তিরূপে যাহা কল্পিত স্ব স্ব কারণভূত ত্রিগুণাত্মিকা সেই মায়াতে সূক্ষ্মরূপে প্রলীন হয়··সৃষ্টিকালে, আমি (ঈশ্বর) পূর্ব্বে যেগুলি প্রকৃতি মধ্যে অবিভক্তরূপে ছিল, সেগুলিকে বিভক্ত করিয়া অভিব্যক্ত করিয়া দি।

ভূপেন্দ্রনাথ। এই জগৎ অনির্ব্বচনীয়া মায়া হইতে উৎপন্ন হয় ও তাহাতেই লয় হয়। মায়াই যদি জগৎ উৎপত্তির হেতু হয়, তবে ভগবানকে আবার হেতু বলা কেন? উত্তর—মায়া নিমিত্ত কারণ—জগৎ রূপা যে বিকৃতি তাহার উপাদান হেতু মায়া। কিন্তু মায়া স্বয়ং সত্য নহে, এইজন্য তাহার পরিণাম জগদাদি ভাবও অসত্য। কিন্তু যাহাকে অবলম্বন করিয়া এই মায়িক পরিণাম হয়, সেই মূল কারণ, সেই সত্য বস্তুই জগতের কারণ। তবে ভগবানকেই সমস্তের কারণ বলে কেন? কারণ, এই মায়াও ভগবানের শক্তি, এবং তাহা হইতে অভিন্ন। নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। সমুদ্রের জলই তরঙ্গ হয়। ক্ষিতাপ্‌তেজমরুৎব্যোম্ মন বুদ্ধি, অহংকার, এই অষ্ট প্রকৃতি, দেহীর অনুগমন করিয়া পুনরায় জীবরূপে উৎপন্ন হয়।···প্রকৃতির রূপে সমস্ত জীব।

(৮) অর্জ্জুন যেন জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রকৃতি কি ভাবে চালিত হয়, আর জীবেরাই বা যখন আবার প্রকটিত হয়, তখন কি করে?

উত্তরে ভগবান বলিলেন—

৮। প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ

ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতে র্বশাৎ।৮।

পদচ্ছেদ। প্রকৃতিম্ স্বাম্ অবষ্টভ্য বিসৃজামি পুণঃ পুণঃ, ভূতগ্রামম্ ইমম্ কৃৎস্নম্ অবশম্ প্রকৃতেঃ বশাৎ।

অন্বয়। স্বাম্ প্রকৃতিম্ অবষ্টভ্য প্রকৃতেঃবশাৎ অবশম্ ইমম্ কৃৎস্নম্ ভূতগ্রামম্ পুনঃ পুনঃ বিসৃজামি।

কঠিন শব্দ। স্বাম্—নিজের; 'আমার নিজের উপর কল্পিত মায়া নামক অনির্ব্বচনীয় প্রকৃতিকে (মধুসূদন)। অবষ্টভ্য—অবলম্বন করিয়া, কাজে লাগাইয়া; "নিজ সত্তা এবং নিজ স্ফুরণকে দৃঢ় করিয়া" (মধুসূদন)। প্রকৃতেঃ বশাৎ=প্রকৃতির নিয়মের বশে, অর্থাৎ তাহাদের কর্ম্মফলের বশে, "মায়ার বশে, অর্থাৎ অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ দ্বেষ অভিনিবেশের কারণ স্বরূপ আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তির প্রভাবে"। অবশম—অনিবার্য্যভাবে বশীভূত থাকায়; প্রকৃতির কার্য্যে বোধশক্তি বিরহিতভাবে। ইমং কৃৎস্নম ভূতগ্রামং—এই অখিল ভূত সকলকে; আকাশাদি রূপ যে ভূতবর্গকে। বিসৃজামি—সৃষ্টি করি; "আমি মায়াবীর ন্যায়, পুণঃ পুণঃ কেবল কল্পনার দ্বারাই বিবিধ প্রকারে সৃষ্টি করি"। প্রবৃতিতে বিলীন অবস্থা হইতে বিসর্জ্জিত বা পৃথক করাই।

অনুবাদ। আমার শক্তিরূপা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে কাজে লাগাইয়া, প্রকৃতির দ্বারা, অর্থাৎ প্রকৃতির নিয়মে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মফলের দ্বারা অনিবার্যরূপে বশীকৃত এই জীব সকলকে, আমি বার বার প্রকটিত করাই। (৩,৫; ৭,৬; ৮।১৯; ৯।১০) (গীতাপ্রেমী মহাভারত ১২।২১১।১)।

পূর্ব্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে, ভগবান যেন বলিলেন, আমার শক্তি প্রকৃতি যদিও আমার ইচ্ছায় ও পর্য্যবেক্ষণে কাজ করে, তবুও প্রকৃতির কাজ আমার কাজ ও সেই হিসাবে আমিই সৃষ্টি করি (বা সৃষ্টি করাই) বলিতে পার। কল্পান্তে জীবেরা প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়, তবে নষ্ট হয় না, কারণ তাহার কর্ম্মফল নষ্ট হয় না। সেই কর্ম্মফল অনুসারে, নূতন কল্পারম্ভে সে আবার সৃষ্ট হয়। এইজন্যই সৃষ্টি প্রবাহ অনাদি; কর্ম্মফল জীবকে বার বার সৃষ্টি করায়; কর্ম্মফল অনুসারে যাহা তাহার প্রাপ্য, সেইভাবে এবং সেই যোনিতে সে সৃষ্ট হয় (১৩।২৯) কর্ম্মফলানুযায়ী সুখদুঃখ বোধ করে। ইহার জন্য দায়ী সে। কৃতকর্ম্মে সংস্কার উৎপন্ন হয়, সেই সংস্কার পরজন্মে স্বভাব অর্থাৎ তাহার প্রকৃতি হইয়া পরিস্ফুট হয় ও কর্ম্ম করায়। সে, সেই কর্ম্ম সকল, ও নূতন কর্ম্ম করিতে থাকে ও তাহার, আবার সংস্কার হয়,—এইভাবে জীবের, জন্মের পর জন্ম চলিতে থাকে। জীব কোথায় জন্ম লইবে, কিরূপ সুখদুঃখ ভোগ করিবে, জন্মিবার পূর্ব্ব হইতেই, প্রকৃতির নিয়মে তাহার কর্ম্মফলের দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়া যায়। সেই স্থিরকরণ ব্যাপারে, জীব তাহার নিজ ইচ্ছা খাটাইতে পারে না, তাহা হইলে সর্ব্বোচ্চ ঘরে ও খুব সুখের জন্ম যে লইত। তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মের ফল সে শক্তিহীন ভাবে ভোগ করে। জগন্নাথ মূর্ত্তি হস্তপদহীন; আমাদের মনে হয়, তাহার অর্থ, জীবের কর্ম্মফলের উপর জগন্নাথের কোনও হাত নাই। বারিবর্ষণে, কোনও বীজ হইতে ভাল অঙ্কুর উদ্ভব হয়, কোনও বীজ হইতে হয় না; তাহার জন্য বীজ দায়ী, মেঘ দায়ী নহে।

ভক্তি প্রদীপ। স্বাম্ প্রকৃতিম্=through the agency of

My Maya in potency. অবশম্ প্রকৃতেঃ বশাৎ = entirely dependent on and graded by my Prakariti.

রামানুজ। বিবিধ পরিণামশালী নিজ প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া, তাহার আট প্রকারের ভেদে আমি চার প্রকারের ভূত রচনা করি—দেব, তির্য্যক, মনুষ্য ও স্থাবর; এই চার প্রকারের ভূত। ইহারা সর্ব্বমোহিনী গুণময়ী প্রকৃতির বশে বিবশ।

কৃষ্ণানন্দ। আমি নিজ মায়ারূপ প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া ইত্যাদি। পরমাত্মা কিরূপে জগৎ রচনা করেন, জগৎ রচনার অভিপ্রায় কি, ইহা নিজের বা অন্যের ভোগার্থে রচিত হয় কিনা, ইত্যাদি অর্জ্জুনের মানসিক প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য ও তাহার সংশয় দূর করিবার জন্য জগতের মিথ্যাত্ব এইভাবে প্রতিপাদন করিতেছেন। সাংখ্যের এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন যুক্তি নাই। পুরুষ প্রকৃতির সম্বন্ধ সাংখ্য মতে অনাদি।

শ্রীধর। প্রকৃতিম্ স্বাম্ অবষ্টভ্য = আমার অধীন প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া; প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া। প্রকৃতেঃ বশাৎ = প্রাচীন কর্ম্ম-নিমিত্ত তত্তৎ স্বভাববশতঃ অবশ, অর্থাৎ কর্ম্মাদি পরবশ।...প্রপঞ্চে লীন চতুর্ব্বিধ (জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ) কর্ম্মাদির অধীন এই সমস্ত ভূত পুনঃ পুনঃ বিশেষভাবে সৃজন করি।

আশুদাস। শ্রীধর স্বাম্ অর্থে স্বাধীন বুঝিয়াছেন। ফলকথা জগৎ সৃষ্টিকালে ঈশ্বরই প্রধান, অথবা প্রকৃতি প্রধান,

এমন কথা পরিষ্কার ভাবে বলিতেছেন না। প্রকৃতির সাহায্য বিনা সৃষ্টি হয় না; যাহা হয় তাহা প্রকৃতির বশে, প্রাচীন কর্ম্ম-বীজ বা বাসনা বীজের বশে হয়।

শঙ্কর। প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, এই বিদ্যমান সমগ্র অস্বতন্ত্রভূত সমুদায়, যাহা স্বভাববশে অবিদ্যাদি দোষযুক্ত, আমি প্রকৃতিকে বশে আনিয়া বারম্বার তাহাদের রচনা করি।

মধুসূদন। সৃষ্টিকে ভোগার্থ বা মোক্ষার্থ বলা চলে না (মধুসূদন, নানা যুক্তি দিয়াছেন) কাজেই সৃষ্টি তাঁহার স্বশক্তি মায়ার অঘটন ঘটন পটীয়সীত্ব ছাড়া আর কি হইতে পারে? মায়ার কার্য্য মধ্যে কোনও প্রয়োজন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

Krishna Prem By a Mystic Union, the যোগমৈশ্বরম্, the Unmanifested Self, unites as it were, imaginatively, with the Unmanifested Nature, the মূল প্রকৃতি, The Self leans on, or 'embraces" the Dark Nature; and at that embrace, the seeds of plurality buried within from previous universes, shoot into life, and the Great Descent begins. This Descent is a graded perception of increasing objectivity. As the self' gazes' at each level, a further objectvisation takes place, resulting in Plane after Plane of beings···All are visions of the Eternal Mind.

জ্ঞানেশ্বরী। আমি যখন স্বভাবতঃ প্রকৃতিকে আশ্রয় দি, তখন পঞ্চভূতাত্মক আকারের রূপে প্রকৃতি উৎপন্ন হয়।...

আমাকে নিজে কিছু করিতে হয় না। যেমন আশ্রয় রাজার, লোকেরা করে।

Radhakrishnan. The unmanifested nature, when lit by the unmanifested self, produces the objective universe, with its different planes. The ego is subject to the Law of Karma and is therefore helplessly obliged to take embodiment in cosmic life. The Supreme controls nature.

মতিলাল। মধুসূদন অবষ্টভ্যের অর্থ দিয়াছেন, স্বীয় সত্তার আনন্দ প্রকৃতিতে উপস্থিত করিয়া, প্রকৃতির মধ্যে সৃষ্টিকারী যে দিব্য স্বভাব তাহারই প্রবর্ত্তন করিয়া দেন।

কৃষ্ণানন্দ। যে সকল ভূত প্রলয়কালে অবির্ব্বচনীয়া প্রকৃতিতে বিলীন থাকে প্রকৃতির নিজ সত্তা স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে, তাহারা নিজ নিজ পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পানুরূপ আকৃতি প্রকৃতির সহিত প্রকাশিত হইয়া পড়ে। মায়ার স্বাভাবিক উন্মেষ বশতঃ জগতের পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি হইতে থাকে। চৈতন্যরূপ পরমাত্মা, তাহার সাক্ষী মাত্র। মনুষ্যের ইচ্ছাদি মায়া প্রভাবেই হইয়া থাকে কিন্তু পরমাত্মা মায়াতীত। জগৎ রচনা বিষয়ে তাহার কোন ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য নাই। সাংখ্যের মতে (পুরুষ প্রকৃতির সংযোগে সৃষ্টি হয়) কোন যুক্তি নাই। চিন্মাত্র পুরুষ ও অব্যক্ত প্রকৃতির সম্বন্ধ কিরূপে হইতে পারে? অবিদ্যা বশতঃ পুরুষ প্রকৃতিকে উপদর্শন করে, কিন্তু তাহাতে পুরুষের অব্যক্ত প্রকৃতির উপবর্শন হয় না। এইজন্য, সাংখ্যে, সংযোগ অনাদি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ইহাও অব্যক্ত মায়ার নামান্তর মাত্র।

শঙ্কর। নিজ প্রকৃতিকে বশে আনিয়া, প্রকৃতি উৎপন্ন এই বিদ্যমান সমগ্র অস্বতন্ত্রভূত সমুদায়কে, যাহা স্বভাব বশ, অবিদ্যাদি দোষে পরবশ, বারবার রচনা করি।

Telang. I bring forth again and again this whole collection of entities, without a will of its own, by the power of nature.

মহানামব্রত। "প্রকৃতিকে বশীভূত (অবষ্টভ্য) রাখিয়া সৃষ্টি করি।" সৃষ্টি ব্যাপারে তিনি প্রকৃতিকে (বহিরঙ্গা গুণময়ী মায়া-শক্তিকে) অধীনে রাখিয়া কার্য্য করেন। যখন অবতার গ্রহণ করেন, তখন গুণাতীতা নিজ প্রকৃতিতে (অন্তরঙ্গা যোগমায়া শক্তিতে) অধিষ্ঠান করিয়া অবতরণ করেন। কর্ম্মফল, প্রলয়ে, সংস্কার, স্বভাবরূপে সুপ্ত থাকে। সেই স্বভাব বশেই জীবগণ ভিন্ন ভিন্ন যোনি ও অবস্থা লাভ করে (অবশং প্রকৃতের্বশাৎ)। (প্রকৃতি = বহু জন্মের কর্ম্মফল সমূহ যাহা স্বভাবে পরিণত)। ঈশ্বর, প্রকৃতির নিয়ন্তা, জীব প্রকৃতির অধীন।.. প্রকৃতি জড়, তিনি কর্ম্মের (এই সৃষ্টি কার্য্যের) কর্ত্তা হইতে পারেন না; ঈশ্বর চৈতন্যময়, তিনিও কর্ম্মের কর্ত্তা হ'তে পারেন না। তবে কর্ম্মের কর্ত্তা কে? "চিৎস্বরূপের ভিতর যে সৎস্বরূপতা আছে, তাহাই কর্ম্মের কর্ত্তা; তিনি যে শুধু আছেন মাত্র, ইহাতেই প্রকৃতি ক্রিয়াবতী। শ্রুতি বলেছেন, তাঁহার ঈক্ষণই যথেষ্ট; গীতার কথাও সেইরূপ (৯।১০) শিব শব; মহাকালী ক্রিয়াবতী।

মতিলাল। আমি আত্মপ্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া স্বভাববশতঃ কর্ম্মপরবশ এই ভূত সমূহকে বার বার সৃষ্টি করিয়া থাকি।

(১) যদি জিজ্ঞাসা কর এ পরোক্ষ সক্রিয়তায় আমি কি কর্ম্মে

আবদ্ধ হইনা, তাহার উত্তর—

৯। ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মযু। ৯

পদচ্ছেদ। ন চ মাম্ তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়, উদাসীনবৎ, আসীনম্ অসক্তম্ তেষু কর্ম্মসু।

অন্বয়। ধনঞ্জয়, তেষু কর্ম্মসু অসক্তম্ চ উদাসীনবৎ আসীনম্ মাম্ তানি কর্ম্মাণি ন নিবধ্নন্তি।

কঠিন শব্দ। অসক্তম্=অনাসক্ত; আকৃষ্ট ভাবে লাগিয়া না থাকা। আসীনম্=অবস্থিত। ন নিবধ্নন্তি=বন্ধন করিতে নারে না। উদাসীন=কর্ম্মফলে প্রভাবান্বিত না হওয়া।

অনুবাদ। ধনঞ্জয়, সেই সমস্ত কর্ম্মে (অর্থাৎ সৃষ্টি আদি কর্ম্মে) আমি অনাসক্ত ও উদাসীনের মত থাকি; আমাকে (আমার) ঐ সকল কর্ম্ম বন্ধন করিতে পারে না।

জগৎকে যদি মায়া বা অসৎ বল, তাহা হইলেও আমি অস্পৃষ্ট, কর্ম্ম বন্ধনে পড়ি না।

জগৎকে আমি অসঙ্গ ভাবেই ধারণ করিরা আছি; সৃষ্টি ও প্রলয় অসঙ্গ ভাবেই করি। (ব্রহ্মসূত্র।২।১। ৩৪-৩৫ :—ভগবানে বিষমতা, নির্দ্দয়তাদি দোষ নাই কারণ উনি সমস্ত পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মফল দ্বারা করান। মেঘের বারি বর্ষণে নৈর্ঘৃণ্য ও বৈষম্য নাই] সুবৃক্ষের বীজ হইতে সুবৃক্ষ ও কুবৃক্ষের বীজ হইতে কুবৃক্ষ উৎপন্ন হয়। মেঘ এই উৎপাদনতায় উদাসীন, কাজেই কর্ম্মফলবদ্ধ হয় না।

অনাসক্ত, নির্লিপ্ত, উদাসীনবৎ কর্ম্ম করিলে, কর্ম্ম বন্ধন ঘটে না।

রামদয়াল। কর্ম্ম করিয়া যদি সুখ বোধ হয় বা দুঃখ বোধ হয়, তবেই কর্ম্মের বন্ধন। আমার কিন্তু কিছুই হয় না, তাই বন্ধন নাই।

শ্রীধর। আমি আপ্তকাম বলিয়া আমার কর্ম্মে আসক্তি নাই।

Rrdhakrishnan. Though the Supreme controls creation and dissolution as their spirit and guide, He is not involved in them for He is above the processes of cosmic events.

অরবিন্দ। কালের চক্রে যে সব কর্ম্মপরম্পরা চলিতেছে, তাহাদের পূর্ব্বে, তাহাদের সমকালে, এবং তাহাদের পরেও, তিনি যেমন আছেন ঠিক তেমনিই থাবেন।

কৃষ্ণানন্দ। ভগবানে কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব নাই।.. তিনি করুণাময় বা নিষ্করুণ নন্, শরণাগত হইলে সাত্বিক ভাব আসে, তাহাই অনুকূল ফল উৎপন্ন করে, কর্ম্মফল তিনি পরিবর্ত্তিত করেন না।

শঙ্কর। কর্ম্মবন্ধনে পড়ি না, কারণ আমি উদাসীন নির্লিপ্ত, কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাসক্তি রহিত।

রামানুজ। আমাতে বিষমতা নির্দয়তা দোষ নাই। বৈষম্যে নৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ (ব্রহ্ম সূত্র ২ ১।৩৪)। প্রলয়ে কৃতকর্ম্ম ধ্বংশ হয় না, কর্ম্মানুষায়ী ফল জীব সর্বদা পায়।

মধুসূদন। আমা কর্ত্তৃক যে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, তাহারা আমাকে আবদ্ধ করিতে পারে না, কারণ সেগুলি স্বরূপতঃ মিথ্যা।

(১০) ভগবান বলিলেন, তাঁহারই অধ্যক্ষতায়, প্রকৃতি কর্ত্তৃক এই সচরাচর জগৎ সৃষ্ট হইতে থাকে; ইহার সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া নানা পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে। আমি রচনা করি, আবার আমি নির্লিপ্ত-এ দুটি কথার, ভগবান এই ভাবে সমন্বয় করিলেন)।

১০। ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ-সূয়তে সচরাচরম্
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ।২০

পদচ্ছেদ। ময়া অধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম, হেতুনা অনেন কৌন্তেয় জগৎ বিপরিবর্ত্ততে।

অন্বয়। কৌন্তেয় ময়া অধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সচরাচরম্ জগৎ সূয়তে, অনেন হেতুনা জগৎ বিপরিবর্ত্ততে,

কঠিন শব্দ। সূয়তে = উৎপাদন করিতেছে। অধ্যক্ষ = পরিদর্শক; নিয়ন্তা (মধুসূদন), অধিষ্ঠাতা (নীলকণ্ঠ, মহীধর)। হেতু = কারণ। বিপরিবর্ত্ততে = বিশিষ্টরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে, [ধাপে ধাপে, নিয়ম রক্ষা করিয়া, সবকিছু হইতেছে]; সংসার চক্র নানা বিষদৃশ্য দেখাইতে থাকিয়া ঘূর্ণিত হইতেছে।

অনুবাদ। কৌন্তেয় [অর্জ্জুন], আমার পরিদর্শনে থাকিয়া, [আমার] প্রকৃতি, চরাচরসমন্বিত এই জগৎ সৃষ্টি করিতেছে, ও [এই পরিদর্শনে] নানা বিশিষ্ট পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া চলিয়াছে।

আমি পর্য্যবেক্ষক, আমার দ্বারা প্রকৃতিতে প্রেরণা সঞ্চালিত হয়। অর্থাৎ আমার সকল্প, আমার ত্রিগুণাত্মিকা শক্তির দ্বারা, জগৎ সৃষ্ট করায় [মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্‌গর্ভ দধাম্যহম. সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত, ১৪৩]। আমায় ইচ্ছায় সৃষ্টি ও নানা প্রকার পরিবর্ত্তন সমূহ সংঘটিত হইতে থাকে, উপযুক্ত সময়ে, আমার কার্য্য কারিণী শক্তিতে জগতের বিলীনতাও ঘটে। একভাবে দেখ, নানা, নানাভাবে প্রত্যক্ষবৎ পরিদৃষ্ট হইতেছে; আবার অন্য ভাবে দেখ, কিছুই নাই, জগৎ সমস্তটাই কল্পনা; আবরণ ও বিক্ষেপ সব ঐ মায়া নামে উক্ত প্রকৃতির কাজ। আমি অব্যক্ত, আবার আমিই বিশিষ্ট ভাবে ব্যক্ত, সর্ব্বত্র ঋতং সত্যং [অব্যতিক্রম নিয়মে স্থাপিত সত্য] রহিয়াছে। ইহাই যোগমৈশ্বরম। সূর্য্য জগৎকে প্রকাশিত করে, সৃষ্ট করে না; প্রকৃতিও প্রাণিগণকে প্রকাশিত করে, সৃষ্টি করে না।

মধুসূদন। অবিক্রিয় দৃশিমাত্র স্বরূপ [চিন্মাত্র স্বরূপ] সর্ব্ব-প্রকাশক নিয়ন্তা আমা-কর্ত্তৃক অবিভাসিত হইয়া, সৎরূপে এবং অসৎ-রূপে যাহাকে নিরূপণ করা যায় না, সেই ত্রিগুণাত্মিকা মায়া, ঐন্দ্র-জালিক কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত অর্থাৎ প্রেরিত মায়া যেমন হস্তী অশ্ব, ইত্যাদি উৎপাদন করে সেই রূপে এই চরাচরাত্মক জগৎ উৎপাদন করিতেছে ; আমি কিন্তু মায়া এবং মায়ার কার্য্যের প্রকাশ সাধন ছাড়া অন্য কোন ব্যাপার করি না, অর্থাৎ আমি যে তাহাদের প্রকাশ সাধনরূপ কর্ম্ম করি তাহাও নহে, কিন্তু সেগুলি প্রকাশ স্বরূপ আমার উপর কল্পিত বলিয়া আমারই প্রকাশে সেই মায়া এবং মায়ার কার্য্যজাত প্রকাশ পাইয়া থাকে। আমরাই প্রেরকতারূপ এই যে হেতু, ইহারই জন্য ওই সচরাচর জগৎ বিবিধ প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ অনবরতঃ জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মরণান্ত বিকার ধারা (ছয় প্রকার, বিবিধ) প্রাপ্ত হয়, ইত্যাদি।

তিলক। কাহারও মতে জগৎ বিপরিবর্ত্ততে পদ বিবর্ত্তবাদ সূচিত করে। কিন্তু জগতের সৃষ্টি ও বিনাশ, অর্থাৎ ব্যক্ত, অব্যক্ত হইতে হয়, এবং পুনরায় অব্যক্ত, ব্যক্ত হইতে হয়। আমি বুঝি না ইহা অপেক্ষা বিপরিবর্ত্ততে পদের বেশী কিছু অর্থ হইতে পারে, এবং ভাষ্যেতে অন্য কোনও বিশেষ অর্থ ব্যাখাত হয় নাই।

কৃষ্ণানন্দ। প্রকৃতি জড়া, চৈতন্য নিষ্ক্রিয়, কেহই স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টি করিতে পারে না। চৈতন্যের সত্তা সন্নিকর্ষ বশতঃ প্রকৃতি হইতে জগৎরূপ ক্রিয়ার স্ফূর্ত্তি হইতে থাকে। শ্বে উ ৬।২৯ (একোদেবঃ) শ্লোক দিয়াছেন।

শ্রীধর। যথা- অধ্যক্ষেণ—আমি অধিষ্ঠাতা এবং নিমিত্ত ভূত

বলিয়া। বিপরিবর্ত্ততে—পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইতেছে। হেতু—সন্নিধি মাত্র দ্বারা, জগৎ পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন অর্থাৎ জন্মলাভ করে, ইহা নিকট স্থিতির দ্বারা অধ্যক্ষতা।

অরবিন্দ। প্রকৃতির মধ্য দিয়া তাহার যে কর্ম্ম চলিতেছে, সে কর্ম্মের তিনিই অধ্যক্ষ; তিনি প্রকৃতির মধ্যে সঞ্জাত কোন সত্তা নহেন, কিন্তু তিনি সেই সত্তা যিনি অধ্যাত্ম সৃষ্টিকর্ত্তা রূপে প্রকৃতিকে সচরাচর বিশ্ব প্রসব করান।

আশুদাস। ঈশ্বরের সত্তাতেই প্রকৃতির সত্তা, তথাপি কার্য্য প্রকৃতির বশেই হয় ঈশ্বর সকলকে ধারণ করেন, তথাপি নির্লিপ্ত।

শঙ্কর। বেদান্তেও বলে, একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ় সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, কর্ম্মাধক্ষ্য সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষীচেতা কেবলো নিগু‌র্ণশ্চ। (শ্বে০ উ০ ৬।২২)।

রামদয়াল। উপরি উক্ত শ্লোক ব্যাখ্যা ভাবে দিয়াছেন।

জ্ঞানেশ্বরী। যেমন সূর্য্য পৃথিবীর সকল ব্যাপারের কেবল নিমিত্ত বা সাক্ষী, ইত্যাদি।

Radhakrishnan. Anandagiri advises that me should not raise the question of the purpose of creation. We cannot say that it is meant for the enjoyment of the Supreme, for the Supreme really enjoys nothing It is a pure consciousness, a mere witness, and there is no other enjoyer, for there is no other conscious entity nor is the creation intended to secure 'moksha', for it is opposed to

moksha. Thus neither the question, nor an answer to it is possible, and there is no reason...for it, as creation is due to the maya of the Supreme. (cf. Rg. Veda :—Who could perceive it directly, and who could declare whence born and why this variegated creation) ?"

সন্তদাস। আমি আমার শক্তিরূপা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া ইহাকে পরিচালিত করি।

শঙ্কর। আমার অধ্যক্ষতায় জগৎ সকল অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে।...সমস্ত প্রবৃত্তি জ্ঞানাধীন ও জ্ঞানে লয় প্রাপ্ত হয়। যে এই জগতের অধ্যক্ষ, সাক্ষী চেতন, সে পরম হৃদয়াকাশে স্থিত (যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ তৈ ব্রা ২।৮।৯)—যিনি ভোগ সম্বন্ধ রহিত, যিনি ছাড়া কেহ ভোক্তা হইতে পারে না, তাহা হইলে সৃষ্টি কিসের জন্য ? উত্তর—অনির্ব্বচনীয়। "কো অদ্ধা বেদ ইত্যাদি, (তৈ ব্রা ২।৮।৯ ; ইহাকে কে জানে ?) ভগবান্‌ও বলিয়াছেন 'অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।

রামানুজ। আমার প্রকৃতি কর্ম্মানুরূপ জগৎ রচনা করে। সত্যসঙ্কল্প হওয়া, নির্দয়তারূপ দোষ রহিত হওয়া—এইসব ঐশ্বর যোগ। 'মায়াবী পরম-পুরুষ বিশ্ব রচনা করেন ; জীব মায়ায় বদ্ধ থাকে। মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ ইত্যাদি (শ্বে ৪।৯-১০)।

মহানামব্রত। এই চিদ্ বিগ্রহের পরম স্বরূপ জানে মাত্র তাহারা, যাহারা সত্ত্ব গুণাশ্রয়ী (ষোড়শ অধ্যায়)।

Telang. Nature gives birth to moveables and

unmovables through me the Supervisor, and by reason of that, the universe revolves.

ভক্তি প্রদীপ। My Prakriti brings forth, under my supervision. It is for this reason that world comes into existence.

মধ্বাচার্য্য। (Rau) By Me directly supervising etc, because of this, the world variously comes round and round.

ভূপেন্দ্রনাথ। তিনি সৃষ্টি করেন, আবার উদাসীন, ইহা বিরোধী কথা নহে কি? উত্তর—আমি সকল স্থানেই একমাত্র জ্ঞান স্বরূপে বিরাজমান, আমার কোন প্রকার বিকার নাই; আমিই অধ্যক্ষরূপে প্রেরণা করি বলিয়া, আমার মায়া—ত্রিগুণাত্মিকা অবিদ্যা লক্ষণা প্রকৃতি—এই চরাচর জগৎকে প্রসব করিয়া থাকে ("একোদেবঃ", ইত্যাদি, শ্বে উ)। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে এই পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চের যিনি অধ্যক্ষ, তিনি পরম আকাশে বিরাজমান।... অজ্ঞানী, চৈতন্যকে বিপরীত ভাবে দেখে। ঊর্দ্ধমূল অধঃশাখ—মূলস্থানে একমাত্র চিৎরূপে শিব শক্তি মিলিত। অসংখ্য প্রবাহিকার মধ্য দিয়া অবতরণ।

(১১) আমি কে ও আমি কি করিতে পারি না পারি, ইহা না জানিয়া, মূঢ়েরাই আমার এই মানুষী মূর্ত্তিকে অবজ্ঞা করে, এই ধারণায় যে যে অব্যক্ত এবং অসীম, সে কেন এই ব্যক্ত ও ক্ষুদ্র মানুষ দেহ ধরিতে যাইবে? এ লোকটা ঈশ্বরের ঈশ্বর হইতেই পারে না।

১১। অবজ্ঞানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত মহেশ্বরম্ ।১১

পদচ্ছেদ। অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ মানুষীম তনুম আশ্রিতম, পরম ভাবম্ অজানন্তঃ মম ভূত-মহা-ঈশ্বরম্।

অন্বয়। মূঢ়াঃ মম ভূত মহেশ্বরম্ পরম ভাবম্ অজানন্তঃ মানুষীম্ তনুম্ আশ্রিতম্ মাম্ অবজানন্তি।

কঠিন শব্দ। মূঢ়েরা=বোকারা, "অবিবেকী ব্যক্তিরা" (মধুসূদন)। ভূত মহেশ্বর=জীবের নিয়ন্ত্রণকারী যে সব দেবতা তাহাদেরও ঈশ্বর, অর্থাৎ পরমেশ্বর। অবজানন্তি=অবজ্ঞা করে। অজানন্তঃ=না জানিয়া। পরম ভাব=যোগমৈশ্বরম্; (৭।২৪ দেখ) আমার সম্পূর্ণ ক্ষমতা যাহার কোন সীমা নাই; আমি বিরাট, আমি পরিমাণহীন অসীম, আমি অব্যক্ত; আমিই আবার ব্যক্ত সসীম মনুষ্য দেহ, পশুদেহ, ধারণ করিতে পারি, আর তাহাতে নানা ক্ষমতাও রাখিতে পারি, আমার ইচ্ছায় সৃষ্টি ও প্রলয় হইতেছে, আবার আমিই, "অজোহপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরো হপি" হইয়াও, মাত্র ইচ্ছা দ্বারাই দুষ্কৃতদিগের সংশোধন বা বিনাশ করিবার ক্ষমতা রাখিয়াও, এবং ইচ্ছা দ্বারাই সুকৃৎদিগকে আমার কাছে আনিবার ক্ষমতা রাখিয়াও, মানুষের কর্ম্মফলানুযায়ী যে ভাবে ধর্ম্ম সংস্থাপিত হইলে তাহাদিগের উপযোগী হইবে, সেইভাবে "ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"; যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈবভজাম্যহম্—আমার অনন্ত সত্যভাব, অনন্ত ঐন্দ্রজালিক ভাবের ভিতর ইহাই আমার পরম ভাব। এই মনুষ্য দেহ ধারণের পিছনে, ঐভাব রহিয়াছে। "আমি যে সর্ব্বজীবের মহান ঈশ্বর হইতেছি, এই পারমার্থিক তত্ত্ব,' (মধুসূদন)। পরম ভাবকে কেহ কেহ "একত্রীভূত নির্গুণ নিরাকার ও সগুণ নিরাকার ও সগুণ সাকার ভাব" বলিয়াছেন, রামদয়াল 'সৎচিৎ আনন্দ আমার স্বরূপ,

ও সৃষ্টি স্থিতি লয়-সামর্থ্য আমার শক্তি, এইগুলি একত্র হইলেই যে পদার্থ হয়, তাহাই পরম ভাব, আর ইহাতে যখন সত্ত্ব রজঃ তমঃ আচরণ করে তখন জীব ভাব হয়” বলিয়াছেন। পরম-ভাব=পরমার্থ তত্ত্ব (মতিলাল) আমি বাস্তবে যাহা, সেই ভাব। মানুষী মূর্ত্তি সম্বন্ধে এই শ্লোকটি স্মর্ত্তব্য—কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাঁহার স্বরূপ।

অনুবাদ। বুদ্ধিহীনেরা, আমার পরম ভাব কি তাহা না জানিয়া (অর্থাৎ সর্ব্বভূত মহেশ্বর হইয়াও, এবং ইচ্ছাতে সব কিছু করিবার ক্ষমতা রাখিলেও, যে ভাব জীবেদের কর্ম্মফলানুযায়ী দরকার, সেইভাবে, “ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে,” আর “যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজামহ্যম”—এই আমার পরম ভাব, যাহার জন্য আমি এখন এই নরদেহ ধারণ করিয়াছি, ইহা না জানিয়া), মানুষ দেহধারী আমাকে (আমি কখনও ঈশ্বর হইতেই পারি না, মানুষদেহে বিরাট ভূত-মহেশ্বর থাকিতেই পারেন না, এই বিশ্বাসে) অবজ্ঞা করে। তাহারা ভাবে, আমার জন্ম হইয়াছে, আমি খাই দাই, আমি সাধাণণ মানুষ। (অব্যক্ত ব্যক্তিমাপন্নং···অব্যয়ম্ ৭।১৩,২৪।২৫) (গীতাপ্রেমী ১।৫।৫৫) যদি বল, ‘তোমার এই মানুষ মূর্ত্তিকে লোকে অবজ্ঞা কেন না করিবে, যখন সেই মানুষ মূর্ত্তিতে, মানুষের প্রকৃতি ও মানুষের সাধারণ দুর্ব্বলতাদি বাহির হইয়া পড়ে, এবং তুমি তাহা ঢাকিয়া রাখিতে সমর্থ হওনা, তাহা হইলে তাহার অনেক উত্তরের ভিতর একটি উত্তর এই যে, অন্য রকমে কাজ করিতে যাইলে মনুষ্যদেহ ধারণের প্রয়োজনই তো আসে না। দেহধারণের সার্থকতা আছে। মানুষের ইচ্ছাকে আমি স্বাধীন করিয়াছি, যাহাতে সে

পুরুষকার চালাইয়া উঠিতে পারে। স্বাধীন ইচ্ছার সুব্যবহার ও অপব্যবহার, দুইই মানুষের হাতে। যদি অপব্যবহারে সে ঘোর দুর্জ্জন হয়, এবং এইরূপ বহু দুর্জ্জনের একত্রীভূত দুর্জ্জনতায়, যদি সজ্জনেরা এরূপভাবে পীড়িত হন, যে হতাশ্বাস হইয়া তাঁহারা ভাবিতে থাকেন যে মানুষের দ্বারা সে প্রপীড়নের প্রতিরোধ অসম্ভব, তখন মানুষ ভাবে আমি আসিয়া তাহার প্রতিরোধ করি, জগতের স্থানচ্যুত অবস্থিতিতে নূতন ও শ্রেয় পরিস্থিতিতে বসাইয়া দি। মানুষ যাহাতে বুঝিতে পারে যে তাহার ভিতর আমার যে আমি আছে, চেষ্টা করিলে সে আমিকে সে বিকসিত করিতে পারে। ইহা ছাড়া, ফল-দৃষ্টি ভঙ্গীতে যদি দেখ, তো দেখিতে পাইবে যে কর্ম্মফল, যেন আমার মায়িক বেশে আসিয়া দুর্জ্জনকে মারে, আমি মারি না।

যখন ধর্ম্ম বহু বহু কুব্যাখ্যা ও কুআচরণের আবর্জ্জনার বিষে মৃত ও পূতি গন্ধময় হইয়া উঠে, যখন তাহাকে জীবিত করা মানুষের অসাধ্য হইয়া উঠে, তখন মানুষ হইয়া তাহাদের নিকট গিয়া, তাহাদের নিকট যুগোপযোগী নূতন ধর্ম্ম আনিয়া দি। এখানেও এমনভাবে কাজ করি যে মানুষ যেন বুঝিতে পারে যে মানুষের ভিতর দিয়াই দেবতা প্রস্ফুটিত হইতে পারেন। আমি যখন এইরূপ ভাবে সত্যসত্যই প্রস্ফুটিত হই, তখন আশ্চর্য্য ভাবে শত শত লোক সেই প্রস্ফুটনে আকৃষ্ট হইয়া উঠে। বুদ্ধিহীনেরাই ভাবে, যে, যে আমি 'ইদং সর্ব্বং' সর্ব্বলোক মহেশ্বর', সে আমি দেহ-ধারী ভাবে ব্যক্ত হইতে পারি না। আমার ক্ষমতা কি এতই সীমিত? তবে ব্যক্ত আমাকে সকলে চিনিতে পারে না চিনিবার প্রয়োজনও নাই, কাজ হইলেই হইল। মূঢ়েরা চিনিতে পারে না, ভক্তেরা

পারে। 'ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ, মোহিতং নাভি জানাতি মামেভ্য পরমব্যয়ম্। দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া, মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে। (৭।১৩।১৪)'

শঙ্কর। অবিবেকীরা, আমার সর্ব্বলোক-মহান্ ঈশ্বররূপ পরমভাব অর্থাৎ সকলকার নিজ আত্মারূপ আমি পরমাত্মা... আকাশাপেক্ষাও সূক্ষ্মতর রূপে ব্যাপক, এই পরম্ পরমাত্মতত্ত্ব না জানায়, মনুষ্যরূপে লীলা করিতেছি, যে আমি পরমাত্মা, তাহাকে অবজ্ঞা করে।

রামানুজ। অপার করুণাদি গুণের কারণ পরম ভাব এই মনুষ্য শরীর ধারণ,...মূঢ়েরা আমাকে সাধারণ মানুষ ভাবে।

মধুসূদন। 'ইনিও একজন সাধারণ মানুষ', এই প্রকার ভ্রমে অন্তঃকরণ আবৃত হওয়ায়, আমি যে সর্ব্বজীবের মহান ঈশ্বর, এই পারমার্থিক তত্ত্ব না জানিয়া তাহারা আমার অনাদর ও নিন্দা করে।

রামদয়াল। আত্মতত্ত্বই পরমতত্ত্ব ভাব। এই যে শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি দেখিতেছ, ইহা সেই পরম ভাব...সচ্চিদানন্দ এই আমার স্বরূপ, ইত্যাদি।

আশুদাস। 'অবজানন্তির' অর্থ "অসম্পূর্ণ ভাবে জানা"ও হইতে পারে। আমার মানুষীতনু আশ্রিত বিভূতির ভাবকেই পূর্ণ ব্রহ্মরূপে গ্রহণ করে, আমার পরম ভাব বুঝিতে পারে না। বসুদেব পুত্ররূপে তিনি সামান্য মানুষও নহেন, অথচ ইহা তাঁহার পরম ভাবও নহে।

কৃষ্ণানন্দ। ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া, ভগবান স্বয়ং নিজ যোগমায়া বলে মনুষ্যাদি বিগ্রহ ধারণ পূর্ব্বক ধরাতলে অবতীর্ণ

হইয়া থাকেন। মূঢ়গণ ভগবানের অলৌকিক লীলাতত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া রামকৃষ্ণ আদিকে সাধারণ মনুষ্য বোধে ইত্যাদি।

বলদেব ও রামানুজ। আমি মানববৎ দেহ সন্নিবিষ্ট, এবং মানবোচিত ক্রিয়া সম্পাদক হইলেও আমার এই মূর্ত্তি তাদাত্মসম্পন্ন হেতু নিত্য প্রাপ্ত ; ইহা পাঞ্চভৌতিক নহে।

গিরীন্দ্র। এখানে পুরুষরূপ পরা প্রকৃতির কথা বলা হয়েছে, ইহার দ্বারা জগৎ বিধৃত হয়ে আছে। ইহাই ভূত মহেশ্বর তত্ত্ব। প্রত্যেক মনুষ্যে ভগবানের চৈতন্যময়ী পরাপ্রকৃতি জীবাত্মারূপে অধিষ্ঠিত। এই জীবাত্মা জগৎ ব্যাপারে বাস্তবিক উদাসীন বা দ্রষ্টামাত্র, ইহা উপলব্ধি করিতে অপারগ হওয়ায়, জীব নিজেকে সামান্য মনুষ্য মনে করে।

অরবিন্দ। তিনি মানব দেহের মধ্যে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। যাহারা এখানে ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, মানব দেহের মধ্যে ভগবৎ সত্তা প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, যাহারা তাঁহাকে অবজ্ঞা করে, তাহারা প্রকৃতির বাহ্য দৃশ্যের দ্বারা বিমূঢ় ও প্রতারিত হয়...অবতারে তিনি সজ্ঞানে মানব দেহ ধারণ করেন।... যদিও ভগবান মানুষের মধ্যে নিজেকে অবতার ও বিভূতিরূপে প্রকাশিত করেন, তথাপি যে অন্ধ থাকে সে মানবরূপের অন্তরালে অবস্থিত ভগবানকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করে, ইত্যাদি।

জ্ঞানেশ্বরী। মোহমুক্ত মানুষেরাই ভাবে যে সংসারের জন্ম কর্ম্মও সব আমাতে লেগে আছে; যার নাম নাই এমন আমি, আমাকে নাম দেয় ইত্যাদি।

শ্রীধর। আমার দেহ শুদ্ধসত্ত্বময় হইলেও ভক্তের ইচ্ছাক্রমে তাহা মনুষ্যাকারে প্রকট হয়, ইহা না জানা থাকায় ইত্যাদি।

Telang. Deluded people...not knowing my highest nature as great lord of all entities, disregard me as I have assumed a human body.

ভক্তি প্রদীপ। Foolish persons disparage Me as I manifest Myself in a human form, not knowing that I am the Supreme Spiritual Personality and the supreme lord of the Universe.

ভূপেন্দ্রনাথ। শিশুরা যেমন মাতার স্তন্য পীযুষের প্রবাহিকা স্তনটিকেই আসল মনে করিয়া তাহা ছাড়িতে চাহে না তাহার মূল উৎসটির দিকে লক্ষ্য করিতে পারে না, তদ্রূপজীব তাহার মূল অব্যক্ত উৎসটিকে ধারণায় আনিতে পারে না, সম্মুখে যে নামরূপময় দেহ প্রকৃতিতে দেখিতেছে, তাহা হইতে পৃথক অব্যক্ত ভাবাবস্থাকে কিছুই বুঝিতে পারে না।

(১২) যাহারা আমার পরম ভাব না বুঝিয়া আমাকে অবজ্ঞা করে, তাহাদের সকল কিছু পণ্ড হয়।

(১২) মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ,
রাক্ষসীমাসুরীংচৈব প্রকৃতিং মোহিনীংশ্রিতাঃ।১২

পদচ্ছেদ। মোঘ-আশা মোঘ-কর্ম্মণিঃ মোঘ-জ্ঞানাঃ বিচেতসঃ, রাক্ষসীম্ আসুরীম্ চ এব প্রকৃতিম্ মোহিনীম্ শ্রিতাঃ।

অন্বয়। মোঘাশাঃ মোঘকর্ম্মাণিঃ মোঘজ্ঞানাঃ বিচেতসঃ, মোহিনীম্ রাক্ষসীম্ আসুরীম্ চ প্রকৃতিম্ এব শ্রিতাঃ।

কঠিন শব্দ। মোঘাশা=নিষ্ফল আশা, ব্যর্থ কামনা যাহাদের হয়; "অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সকল ঈশ্বর বিনাই আমাদের ফল দান করিবে" এই প্রকারের নিষ্ফল হইয়াছে ফল কামনা যাহাদের (মধুসূদন)।

মোঘকর্ম্মণঃ = ব্যর্থ বা নিষ্ফল হইয়াছে কর্ম্ম যাহাদের কেবলমাত্র পরিশ্রমসার অগ্নিহোত্রাদিরূপ কর্ম্ম হইয়াছে যাহাদের। মোঘজ্ঞান = বৃথা হইয়াছে তাহাদের তথাকথিত জ্ঞান,; "ঈশ্বরের অপ্রতিপাদক যে কুতর্কশাস্ত্র তাহাতে বিফল হইয়াছে জ্ঞান যাহাদের (মধুসূদন)। বিচেতসঃ = যাহাদের চিত্ত বা বুদ্ধি এরূপ মোহাচ্ছন্ন যে তাহা নাই বলিলেই হয়; ঐরূপ মোঘাশা ইত্যাদি হওয়া, এবং আসুরী ইত্যাদি প্রকৃতি পাওয়া হইয়াছে, তাহাদের নির্বুদ্ধিতার জন্য; পরমেশ্বরের পরম ভাব উপলব্ধি করিবার চেষ্টায় না থাকার জন্য; সেই পরম ভাবকে মনে বসাইয়া, তাহার জ্ঞানে যেখানে যাহা করা উচিত তাহা না করায়, তাহাদের সব কিছু পণ্ড হয়। "ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করার জন্য, তাহাদের বিবেক বিজ্ঞান পাপে প্রতিবন্ধ হইয়া গিয়াছে (মধুসূদন)। রাক্ষসী প্রবৃত্তি = হিংস্রক তামসী স্বভাব, "অবিহিত হিংসার অনুষ্ঠান করায় প্রকৃতি দ্বেষ প্রধানা ও তমোগুণাভিভূত (মধুসূদন)। আসুরী = দর্প ও কামাদিপূর্ণ রাজসী স্বভাব; শাস্ত্রে যাহা অনুমোদিত হয় নাই তাদৃশ বিষয়-ভোগজনক অনুরাগবহুল রজোগুণাভিভূত স্বভাব (মধুসূদন) (আসুর ৭।১৫; ১৬।৪-২০)। শ্রিতা = প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অনুবাদ। ব্যর্থ তাহাদের কামনা হয়, ব্যর্থ কর্ম্ম সকল হয়, ব্যর্থ শাস্ত্র জ্ঞান হয়, এইরূপ বোধহীন লোকেদের (যাহারা আমার পরম ভাব, ও সেই ভাব উপলব্ধিতে আমাকে বোঝে না, ও অবজ্ঞা করে); (মন ভগবান সম্বন্ধীয় আসল বিষয়ে উপলব্ধি বিহীন ও সেইজন্য সাত্ত্বিকতা বিহীন থাকায়) রাজসী আসুরিক ও তামসী রাক্ষসী প্রকৃতি তাহারা প্রাপ্ত হয়, (ন মাং দুষ্কৃতি-

মাং মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ, মায়য়াপহৃত জ্ঞানা আসুর ভাবমাশ্রিতাঃ ৭।১৫)।

মানুষের তিন রকমের প্রকৃতি হয় দৈবী, আসুরী ও রাক্ষসী। পরে, ভগবান এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবেন। আসুরী ও রাক্ষসী ভাব, ভগবানকে ছাড়িয়া, বরপ্রার্থী ভাবে অন্যান্য দেবতাদের ভজনে থাকিলে হয়।

শ্রীধর। মোঘাশা = অন্য দেবাভিমুখী হওয়ায়, যাহাদের আশা নিষ্ফল হয়। মোঘকর্ম্ম = ঈশ্বর বিমুখ বলিয়া যাহাদের যাগযজ্ঞ নিষ্ফল হয়। মোঘজ্ঞান = ভগবৎভক্তিহীন বলিয়া যাহাদের পাণ্ডিত্য নিষ্ফল।

গোয়েন্‌কা। মোঘজ্ঞান = যাহাদের জ্ঞান, যুক্তিহীন। (১৬।১০,১২,১৭,২৩ ; ১৭।২৮ ; ১৮।২২)।

সত্যদেব। আত্মজ্ঞান যুক্ত হইবার আশাই আশা ; আত্মাভি-মুখী কর্ম্মই কর্ম্ম ; ব্রহ্মজ্ঞানই জ্ঞান।

শঙ্কর। দেহাত্মবাদিনী রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া— "ছিন্ধি ভিন্ধি ; পিব খাদ, পরস্বমাহর বলিতে ও ক্রূর কর্ম্ম করিতে থাকে।

রামানুজ। আমার সম্বন্ধে বিপরীত জ্ঞান রাখায়, তাদের জ্ঞান বিফল জ্ঞান।

(১৩) দৈবী প্রকৃতি সম্পন্ন মহাত্মারাই আমার পরম ভাব বুঝিতে সক্ষম হইয়া আমার ভজনা করেন।

(১৩) মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ।১৩।

পদচ্ছেদ। মহাত্মানঃ তু মাম্ পার্থ দৈবীম্ প্রকৃতিম্ আশ্রিতাঃ ;

ভজন্তি অনন্য-মনসঃ জ্ঞাত্বা ভূত-আদিম্ অব্যয়ম্ ।

অন্বয়। তু পার্থ দৈবীম প্রকৃতিম্ আশ্রিতাঃ মহাত্মানঃ মাম্ ভূতাদিম্ অব্যয়ম জ্ঞাত্বা অনন্যমনসঃ ভজন্তি ।

কঠিন শব্দ। দৈবী=সাত্ত্বিকী দেবসুলভ (১৬।১৯; "অভয়ং ত্বসংশুদ্ধি" ইত্যাদি অগ্রে যাহা বলা হইবে, সেই সাত্ত্বিকী (মধুসূদন)। মহাত্মা="যাহাদের অন্তঃকরণ ক্ষুদ্র কামনায় অভিভূত হয় না" (মধুসূদন) ভূতাদি=সর্ব্বভূতের গোড়া বা গোড়ার শ্রষ্টা, তাঁহার স্রষ্টা কেহ নাই। অন্য দেবতাদের ভজনা করা বৃথা, তাহারা তাঁহার উপরে নহে, তাহারা তাঁহার দ্বারা সৃষ্ট। অনন্যমনসো= বিষয়ে বা কোন দেবতার প্রতি মন না দিয়া ও বরপ্রার্থী ভাব না লইয়া; কর্ম্ম ও কর্ম্মযোগে ভগবান যেমন পার্থক্য করিয়াছেন, ভক্তি ও ভক্তিযোগেরও তিনি পার্থক্য করিয়াছেন; ভক্তির বাহিরের রূপ যেমনি হউক না কেন, জাঁকজমকের দরকার মোটেই নাই, 'পত্রং তোয়ং যদি না জোটে, 'যৎকরোমি' অর্পণ করিলেই হইবে, তবে অনন্য ভক্তিতে, অব্যভিচারিণী নিষ্কাম ভক্তিতে হওয়া চাই; অনন্যমনসঃ ভক্তিযোগের কেন্দ্রীয় কথা। অব্যয়=অবিনাশী।

অনুবাদ। কিন্তু পার্থ সাত্ত্বিক স্বভাবাশ্রিত মহাত্মারা, আমাকে ভূত বা জগৎ সৃষ্টির আদি কারণ ও অবিনাশী জানিয়া (অর্থাৎ অন্যান্য দেবতাদিগের মত নহে জানিয়া) বিষয়ে বা অন্য কোন দেবতার দিকে বা অন্য কোন দিকে মন না দিয়া, আমার ভজনা করেন। (১০,৮,৯,১০)।

প্রকৃতি সাত্ত্বিকী না হইলে অনন্যমনে ভগবৎ ভজন হয় না। রাজসিক ও তামসিক ভাব দূর করিতে হইবে, ভগবানের পরম ভাব ও তিনি ভূতাদিমব্যয়ম্ জানিতে হইবে।

শ্রীধর। মহাত্মা=কামাদি দ্বারা অনভিভূত চিত্ত। **রামানুজ**। যাহাদের দেহাত্মবোধ গিয়াছে।

অরবিন্দ। যাঁহারা মহাত্মা…তাঁহারা জানেন যে মানুষের মধ্যে যে গুপ্ত আত্মা অপূর্ণ মানবীয় প্রকৃতিতে আবদ্ধ বলিয়া মনে হয়, তাহা সেই একই অনির্ব্বচনীয় জ্যোতিঃ, যাহাকে আমরা সকলের উপরে পরাৎপর ভগবান বলিয়া পূজা করি। যেখানে তিনি সর্ব্বভূতের অধিপতি ও ঈশ্বর, সেই পরমপদ তাঁহারা জানেন।

শঙ্কর। শম দম দয়া শ্রদ্ধাদি দৈবস্বভাব। আমাকে আদি কারণ জানিয়া, ইত্যাদি।

রামানুজ। পাপ বন্ধন কাটিলেই দৈবী প্রকৃতি হয়।…আমাকে আদি কারণ জানিয়া, ইত্যাদি।

ভক্তি প্রদীপ] ভূতাদিম্ অব্যয়ম্=The primeval and unchangeable source of all beings. অনন্য মনসঃ=with single minded devotion.

(১৪) সেই মহাত্মারা ভগবানের কি ভাবে ভজনা করেন।

১৪। সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে। ১৪

পদচ্ছেদ। সততম্ কীর্ত্তয়ন্তঃ মাম্ যতন্তঃ চ দৃঢ়-ব্রতা নমস্যন্তঃ চ মাম্ ভক্ত্যা নিত্য-যুক্তাঃ উপাসতে।

অন্বয়। দৃঢ় ব্রতাঃ নিত্যযুক্তাঃ যতন্তঃ চ সততম্ মাম্ কীর্ত্তয়ন্তঃ, নমস্যন্তঃ চ ভক্ত্যা মাম্ উপাসতে।

কঠিন শব্দ। দৃঢ়ব্রতাঃ—যে নিয়মে ভগবানকে ডাকিতে বা উপাসনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সেই নিয়ম কিছুতেই ভাঙ্গেন

না, ও বিশ্বাস রাখেন যে একদিন না একদিন ভগবানকে তাহারা পাইবেনই, এইরূপ যাঁহারা। নিত্যযুক্তাঃ=সদা আমাতে সমাহিত থাকিয়া। যতন্তঃ=যত্নের সহিত। এই শ্লোক ও পরের শ্লোকে, ভজনের কয়েকটি বিধান বলা হইল—এখানে কীর্ত্তন, ব্রতনিয়ম পালন, বন্দন ও সেবন। জপ যজ্ঞের মত (১০,২৫) কীর্ত্তন বা নাম যজ্ঞও যজ্ঞ। কলি যুগে নামই সার।

অনুবাদ। (এই মহাত্মারা) সঙ্কল্পে দৃঢ় স্থিতি ও যত্ন রাখিয়া, নিরন্তর আমার নাম ও গুণ কীর্ত্তন ও (বারম্বার) আমাকে নমস্কার করিতে থাকিয়া, সদা আমাতে যুক্ত বা সমাহিত হইয়া, (অনন্য) ভক্তির সহিত আমার উপাসনা করেন।

এই অধ্যায়ে ভগবানের সগুণ নিরাকার ও সগুণ সাকার বা ব্যক্ত ভাবের কথা ও তাহাতে নিষ্ঠা রাখিতে হইলে কি কি করিতে হয় বলিতেছেন। স্মরণ, মনন, কীর্ত্তন, নমস্কার ইহারা উপাসনার প্রথম পদ—ইহাই ক্রমে 'মন্মনাতে' ও শরণাগতিতে লইয়া যায়। মাং নমস্কুরু (১।৩৪), আর কিছু না পার, অন্ততঃ ইহা দিয়া আরম্ভ করিবে।

রামানুজ। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, দুই হাত, দুই পা ও মাথা এই আট অঙ্গের দ্বারা, ধূলা বালি ও কাদা বিচার না করিয়া ধরাতলে দণ্ডের মত পতিত হইয়া আমাকে নমস্কার করেন।

বিশ্বনাথ। শ্রীহরির সেবা বিষয়ে দেশের নিয়ম নাই, কালের নিয়ম নাই। মদ্‌ভক্তগণ সাধুগণের সঙ্গ হইতে কীর্ত্তনাদি মদ্‌ভক্তি লাভার্থ প্রযত্ন পরায়ণ হইয়া থাকেন,...অধীয়মান শাস্ত্র সমূহের ন্যায় পুনঃ পুনঃ তাহার অভ্যাস ও আলোচনা করেন। এতবার নাম গ্রহণ, এইরূপ প্রণাম, এবম্বিধ পরিচর্য্যা ইত্যাকার কার্য্যসমূহ

অবশ্য করণীয় তাঁহারা দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ।

Radhakrishnan. These words indicate how the highest perfection is a combination of knowledge devotion and work.

আশুদাস। এই শ্লোকে ভক্তিযোগে ও ১৫ শ্লোকে জ্ঞানযোগে, উপাসনা বিবক্ষিত হইয়াছে।

কৃষ্ণানন্দ। বারম্বার মনন দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভে দৃঢ় ব্রত হন, শমদম সাধন করে থাকেন। শ্রবণং কীর্ত্তনং ইত্যাদি। (ভাগবত, ৭।৫।২৩)। অনন্য ভক্তিতে প্রত্যক্ চেতন সাক্ষাৎ হয়। দেব-প্রতিমায় নমস্কার না করিলে নরক ভোগ হয় (রঘুনন্দন)। মায়া মোহিত জীবাত্মা অনাত্ম দর্শন করে।

সচ্চিদানন্দ। ভজনের প্রণালী দেখিতেছি···কীর্ত্তন, ব্রত, নমস্কার, অর্থাৎ বাচিক মানসিক ও কায়িক, সর্ব্বভাবে ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া।

মধুসূদন। কীর্ত্তয়ন্তঃ=বেদান্ত শাস্ত্রের অধ্যয়নরূপ যে শ্রবণ ব্যাপার ব্রহ্মস্বরূপ নির্ণয়ে তৎপর থাকেন'। যতন্তঃ=বেদান্ত শ্রবণের দ্বারা যে অর্থ নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহার বাধাত্ব শঙ্কা দূর করিবার নিমিত্ত তদনুকূল তর্কানুসন্ধানরূপ মনন করিতে তাঁহারা তৎপর। দৃঢ়ব্রতাঃ=যাঁহাদের ব্রত অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য এবং অপরিগ্রহাদি ব্রত সকল দৃঢ় হইয়াছে, অর্থাৎ তাহা এমন হইয়াছে যে বিরুদ্ধ যুক্তিজাল প্রয়োগ করিয়াও কোন বিপক্ষ তাহা চালিত করিতে পারে না, অর্থাৎ শমদমাদি সাধন সম্পৎযুক্ত সেই অহিংসাদিগুলি যখন জাতি, দেশ, কাল ও সময়ের দ্বারা অনবচ্ছিন্না হয়, তখন সেইগুলি সার্ব্বভৌম মহাব্রত নামে অভিহিত হয়।

"নমস্যন্তশ্চ" এস্থলে 'চ' শব্দটির প্রয়োগ থাকায় বিষ্ণুর বন্দনার সহচরিত, বিষ্ণুর নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন, এই শ্রবণাদিগুলিও তাঁহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় বুঝিতে হইবে। বিষ্ণুর অর্চ্চন ও পাদ সেবন কিরূপে হইবে এইরূপ সংশয় করা উচিত নহে, যেহেতু গুরুরূপী অর্চ্চন ও পাদ সেবন অতি সহজসাধ্য। শ্লোকে দুইবার 'মাম্' কথা দেওয়ার তাৎপর্য্য এই যে এরূপ ভাবে বিষ্ণুর সগুণ রূপেরই উপাসনা এস্থলে বিবক্ষিত, তাহা না হইলে ইহার ব্যর্থতা প্রসঙ্গ হয়। বিষ্ণুর সগুণ উপাসনার কথাই বলা হইতেছে।...এইরূপ যে ভগবদুপাসনা, তাহাতে সকল প্রকারের সাধনার প্রাচুর্য্য হইয়া থাকে। (ইহার পরে বিস্তারিত ভাবে সাধনের কথা, সদ্যোমুক্তি ইত্যাদি অনেক বিষয় আনিয়াছেন)—

শঙ্কর। নিরন্তর ব্রহ্মস্বরূপ আমি ভগবানের কীর্ত্তন, শমদমাদি যুক্ত, হৃদয়েস্থিত আমি ভগবানকে ভক্তি পূর্ব্বক নমস্কারাদি করিতে থাকিয়া ইত্যাদি।

শ্রীধর। ভজনের বিধান বলিতেছেন—স্তোত্রমন্ত্র, ব্রতনিয়ম গুণ কীর্ত্তন, প্রণাম ইত্যাদি। অনবরতঃ আমাতে মনোনিবেশ করিয়া।

মহানামব্রত। অনন্য ভক্তের পাঁচটি কাজের কথা; বলিয়াছেন—(১) অর্চনা, নাম কীর্ত্তন, (২) আমায় পাইবার জন্য চেষ্টা পরায়ণ যতন্ত); (৩) আমাকে পাইবার জন্য যে সকল সাধন গ্রহণ করেন, তাহাতে দৃঢ় ভাবে লাগিয়া থাকা (দৃঢ়ব্রতা) (৪) আমার নিকট সর্ব্বদা নতশিরে থাকা; অহঙ্কারে মাথা তুলিয়া নিজেকে কর্ত্তা মনে না করা; (নমস্যন্তশ্চ); (৫) সকল

সময়ে আমার সহিত যুক্ত থাকিয়া উপাসনা করা (নিত্যযুক্তা উপাসতে)।

মতিলাল। শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোস্মরনং পাদ সেবনং। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখানাত্মনিবেদনম্, ভক্তির এই নয়টা লক্ষণ ১৪শ শ্লোকের মধ্যে নিহিত আছে।

(১৫) ভগবান বলিলেন, আরও নানাভাবে আমার উপায় হয়, যথা—

১৫। জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম ।১৫।

পদচ্ছেদ। জ্ঞান-যজ্ঞেন চ অপি অন্যে যজন্তঃ মাম্ উপাসতে, একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্।

অন্বয়। অন্যে অপি চ জ্ঞানযজ্ঞেন যজন্তঃ মাম্ উপাসতে, একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্।

কঠিন শব্দ। যজন্তঃ=পূজা করিয়া। একত্বেন, ইত্যাদি= এই শ্লোকটির এইরূপ কয়েকটি শব্দের অনেকে অনেক রকম অর্থ করিয়াছেন। আমাদের মোটা বুদ্ধিতে আমরা যেরূপ বুঝিয়াছি, নিম্নে তাহা দিলাম। জ্ঞানযজ্ঞ :—"আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে যজ্ঞের এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছি।" যদি "কিছুতে" "কিছু", যত্ন লাগাইয়া উৎসর্গ করা হয়, ও তাহার ফলে, "আরও ভাল কিছু" উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে, "যজ্ঞ" এই নাম, সেই ক্রিয়াকে দেওয়া যাইতে পারে। আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে জানিয়াছি যে স্বাধ্যায় নামক ক্রিয়াকে জ্ঞানযজ্ঞ বলা হয়, কারণ তাহাতে জ্ঞানোৎপন্ন হয়; ইহাতে মনকে যত্ন পূর্ব্বক দিতে হয়, বেদাদি যাহা পড়া যায় তাহাতো অষ্টাদশ অধ্যায়ে আমরা পড়িব যে গীতা পাঠ সেই জন্য,

জ্ঞান যজ্ঞ। জ্ঞান যজ্ঞ, তাহা হইলে, যাহা জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত বা যাহা জ্ঞান লাভে সহায়তা করে। "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি" ইহাই প্রকৃত জ্ঞান; কেন? উহা আমরা যথাস্থানে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনায় দেখাইয়াছি।

জ্ঞান যজ্ঞের আর অর্থ এই হইতে পারে, ইহা সেই প্রকারের যজ্ঞ বা উপাসনা, দার্শনিক দৃষ্টিতে যাহা স্বীকৃতি পাইয়াছে। ইহাতে ভক্তি নাই তাহা নহে, তবে ইহা অল্প বিস্তর তত্ত্বমূলক। ইহার তলায় আছে, কি কি বিভাবে ভগবান আলোচিত হইতে পারেন। এইরূপ তত্ত্বমূলক উপাসনাকে মোটামুটি ভাবে তিন শ্রেণীতে ফেলা হইয়াছে—একত্বেন, পৃথক্ত্বেন, বহুধা বিশ্বতোমুখম্। এই কথাগুলির ব্যাখ্যায় প্রায় সকলেরই উপাস্য ও উপাসকের ভিতর ভেদাভেদ ভাব আছে কিনা তাহা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন; একত্বেন এই শব্দে অদ্বৈত ভাব, পৃথক্ত্বেন ইহাতে দ্বৈত ভাব ও বহুধাবিশ্বতোমুখম্, ইহাতে বিশিষ্টাদ্বৈত ভাব কয়েকজন পাইয়াছেন। ইহা বলিতে চাহি না যে এই ব্যাখ্যা ঠিক নহে মাত্র এই যুক্তি প্রয়োগ করিয়া যে অদ্বৈত, দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত এই শব্দগুলির গীতার সময়ে জন্মই হয় নাই। আকারিত বা নাম প্রাপ্ত ভাবে, তিনটি না থাকিলেও, ভাবগুলি যে ছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তবে এখানে, একত্বেন অর্থে অদ্বৈত ভাব সোঽহং ভাব—ইহা আমাদের মনে বসিতেছে না, কারণ 'মাম্' ও 'উপাসতে' শব্দ রহিয়াছে। 'উপাসতে', এই ক্রিয়ায় ভেদ ভাব থাকিবেই, এবং 'মাম্' শব্দে, উহা আরও স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। তবে আমরা মূর্খ, নিশ্চয়ই আপত্তি করিব না এই ব্যাখ্যায় যে একত্বেন শব্দের ভিতর

ইঙ্গিত রহিয়াছে "জীব ব্রহ্ম এক, ও পৃথকত্বেন শব্দের ভিতর ইঙ্গিত রহিয়াছে জীব ব্রহ্ম এক নহে, ও বহুধাবিশ্বতো মুখম্ শব্দে ইঙ্গিত রহিয়াছে, সর্ব্বম্ ব্রহ্মময়ম্ জগৎ।

এইবার, ঐ তিনটি কথার, 'একত্বেন' কথা লওয়া যাউক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই শব্দটির অনেকেই এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে ব্রহ্ম এক, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন; তিনি ও আমি (জীবাত্মা) এক, অর্থাৎ সোঽহং ভাব, এই তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত অনুচিন্তনই তাহাই একত্বেন ভাবমূলক যজ্ঞ। যজ্ঞের অর্থ অনুচিন্তন হয় না তাহা নহে; তবে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই শ্লোকগুলি সগুণ ভগবানের আলোচনা সম্বন্ধীয়, যে আলোচনার মূল কথা উপাসনা; এবং উপাসনা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থে, দ্বৈতভাব বর্ত্তমান, সোঽহং ভাব নহে। অহংগ্রহ, অঙ্গাববদ্ধ ও প্রতীক ভাবের "অনুচিন্তনকে" টানিয়া বুনিয়া, হয়তো "উপাসনা" করা যায়, কিন্তু না করিলেই ভাল হয়। আমাদের মোটা বুদ্ধিতে, "একত্বেন" শব্দের এইভাবে ব্যাখ্যা দিলাম, যে, ভগবানের যে সগুণ বিভাবে সকল প্রকার গুণ একত্রীভূত বা সমষ্টিভূত ভাবে আছে বলিয়া ধরা হয়, সেই একত্রীভূত-গুণ সম্পন্ন বিভাবের উপাসনাই একত্বেন উপাসনা। ইহা নিরাকার বিভাবেরও হইতে পারে, আবার সাকার বিভাবেরও হইতে পারে। নিরাকার বিভাবের উদাহরণ ব্রাহ্ম, শিখ, খৃষ্টান বা মুসলমানেরা যে ভাবে উপাসনা করে; ঈশ্বর (বা হিন্দুদের "বাসুদেব" সর্ব্বমিতি ভাব থাকিলেই হইল। সাকার ভাবের উপাসনার উদাহরণ পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা ("কৃষ্ণাৎ পরং তত্ত্ব, অহম্ ন জানে"), কারণ সেই পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণে সকল গুণ একত্রীভূত হইয়া আছে। ইষ্ট-দেবতার পূজাকেও একত্বেন পূজা বলা যাইতে পারে, যদি

তিনি সর্ব্বস্ব, এবং তাহাতে সকল গুণ পূর্ণ-একত্রীভূত ভাবে রহিয়াছে, মাত্র কোন একটি বিশেষ গুণশালী নহেন, এইরূপ ভাবা হয়। ভক্তি পরমপ্রেম স্বরূপা, পরম প্রেমানুরক্তি; ইহার কোন স্তরেই একত্ব আসিতে পারে না তাহা নহে; সেই পরম প্রেমের চূড়ান্ত "একত্ব" অবস্থা, যাহা জ্ঞানবাদীদের "আমি তুমি এক" এই অবস্থা, যাহাকে মহাভাব বলা হয়, এক শ্রীরাধারই হইত। চৈতন্যদেবের 'এহো বাহ্য, আগে কহ আর, এই অভিমতের পর অভিমতে, শেষ উত্তর স্বরূপ, যখন, রায় রামানন্দ একটি গান গাহিলেন, যাহাতে ছিল "ন সো রমণ, ন হাম্ রমণী", চৈতন্যদেব তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিলেন; অর্থাৎ আর বোলো না, বোলো না; সাধারণ লোকের এ স্তরে উঠা অসম্ভব; লোকে ইহার বিকৃতার্থ করিবে।

পৃথক্ত্বের শব্দের আমরা এইরূপ ব্যাখ্যা দিলাম। ব্রহ্ম সগুণও, এবং শুধু নিরাকার নহেন, ভক্তের জন্য তিনি সাকারও হন (পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্)। ভগবানের চতুর্ব্যূহ মূর্ত্তি ও অর্চ্চা মূর্ত্তি সমূহ, এবং শিব দুর্গাদি সব তাঁহারই বিভাব, (সূর্য্য চন্দ্রমাদি দেবতা সকলও তাঁহারই শক্তি হওয়ায়, তাহারাও তাঁহারই শক্তির বিভাব; "একম সদ্ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি"। যে মূঢ়, সব "একং" না ভাবে, তাহার কথা এখানে আনা হইতেছে না)। সেই একম্ তাহার পৃথক্ গুণ, পৃথক পৃথক সাধককে আকৃষ্ট করে, এবং সেই সাধকের মনে, বা তাহাদের তীব্র ভক্তিতে পৃথক্ পৃথক্, মূর্ত্তিতে আকারিত হইয়া, তাহাদের দ্বারা পূজিত হন। ইহাই "পৃথক্ত্বেন" উপাসনা। এ উপাসনায় এবং সকল উপাসনায়, উপাস্য উপাসক এক, বা আমি তিনি এক, সোঽহং, এরূপ অনুচিন্তনে সাধকের মন একেবারেই

যায় না। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি নানা পৃথক্ ভাব এ উপাসনায় থাকে। 'একত্বেন, পৃথক্‌ত্বেন ও বহুধা বিশ্বতোমুখম্' এ তিনটি বাক্যের ব্যাখ্যায় আমরা অভেদ ভাব কোনটিতেই পাই নাই; তবে তিনটিকে এক সঙ্গে জড়াইয়া ফেলা হয় নাই, আমাদের মনে হয় এইজন্য যে এই পৃথক্‌ত্বেন ভাবে সাকার উপাসনার উপর যেন জোর দেওয়া হইয়াছে। উপাসনামাত্রেই ভেদভাব থাকিবেই, যতক্ষণ না তাহা মহাভাবে পরিণত হয়, এবং তাহা হওয়ান সহজ কথা নহে। এইবার, বহুধা বিশ্বতোমুখম্। সেই বিশ্বতোমুখ নিজেই বলিয়াছেন, "অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা"; যাহা কিছু শ্রদ্ধার সহিত যজ্ঞভাবে, অকপট ভক্তির সহিত উৎসর্গ ভাবে করা হইবে; মাত্র পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং হইলেও চলিবে, তাঁহার বিশ্বে প্রসারিত মুখে তিনি তাহা ভোজন করেন (৯।২৩)। তিনি ক্রতু, তিনিই যজ্ঞ, আবার তিনিই ভোক্তারং যজ্ঞ তপসাম্। এ পূজা বা সেবা, বস্তু নিরপেক্ষ, স্থান কাল মন্ত্রাদি নিরপেক্ষ, ব্যাপক অর্থ সম্পন্ন। মা বাপের সেবা, শিবভাবে জীবের পরিচর্য্যা, দুঃখী আর্ত্তের সেবা, সব তাঁহারই সেবা। স্বামী বিবেকানন্দ অতি সত্য বলিয়াছেন "বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর"। "বহুধা" কথায় আরও বিস্তৃত ভাব রহিয়াছে। তাহাকে মনে করিয়া, নমস্কার করিলে (মাং নমস্কুরু), তিনি সেইখানে এবং সেই ক্ষণে তাহা গ্রহণ করেন। বহুধা, অর্থাৎ বহু প্রকারে, অর্থাৎ যে যে ভাবে চাহে, সে সেইভাবে, তাঁহাকে পাইতে পারে। যেদিক দিয়া তাঁহাকে ডাকা হইবে, সেই বিশ্বতোমুখ, সেই দিক দিয়া তাহাকে সাড়া দিবেন। (যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে)। যেখানে খুঁজিবে, সেইখানে সেই প্রেমময়

তোমার দিকে চাহিয়া আছেন, দেখিতে পাইবে। আরও এক অর্থ, এই কথাগুলিতে হয়তো আছে ; তিনি অশিব রুদ্র, কালোঽগ্নি, আবার তিনি শিব, আশুতোষ, তিনি 'অমৃতম্‌চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন"। কোন্‌ ভাব তাঁহাতে নাই ? এবং কোন্‌ ভাবেই না তাঁহাকে উপাসনা, অন্ততঃ স্মরণ, এবং কোথায় না তাহা করা যাইতে পারে ? বিশ্বতোমুখ শব্দ ১১।১১ শ্লোকে আছে, চতুর্দ্দিকে মুখ অর্থে, সেইজন্য বিশ্বরূপ মূর্ত্তির উপাসনাকেও এইখানে ফেলা যায়, (যে উপাসনা, অনেকেই করেন)। পৃথক্‌ত্বেন = ভিন্ন ভিন্ন রূপে, আর, বিশ্বতোমুখম্‌ = এক মূর্ত্তির ভিতর সমষ্টীকৃত বহুরূপ।

অনুবাদ। (মহাত্মাদিগের) অন্য অনেকেই একত্বেন, বা পৃথক্‌ত্বেন বা বহুধা বিশ্বতোমুখম্‌ এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পূজায়, (যে পূজা জ্ঞানোৎপাদক বলিয়া, বা যাহার তলায় দার্শনিক তত্ত্ব থাকে বলিয়া, উহা জ্ঞানযজ্ঞ,) পূজারূপ সেই জ্ঞানযজ্ঞে তাঁহারা আমার উপাসনা করেন। একত্বেন, জ্ঞানযজ্ঞ, ইত্যাদি শব্দ, উপরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

শঙ্কর। কেহ কেহ অন্য উপাসনা ছাড়িয়া, জ্ঞানরূপ যজ্ঞে আমার পূজা করা উপাসনা করেন, অর্থাৎ পরমাত্মা পরব্রহ্ম একই, এই একত্ব স্বরূপ পরমার্থ জ্ঞানে আমার পূজা করেন। কেহ পৃথক্‌ভাবে ; অর্থাৎ আদিত্য চন্দ্রাদি ভেদে ইত্যাদি। আর, অনেকে ইহা জানিয়া যে তাঁহার মুখ সকল-দিকে, তিনি বিশ্বমূর্ত্তি, অনেক রূপে স্থিত, ইত্যাদি। বিশ্বতোমুখম্‌ = সর্ব্বাত্মকং বিশ্বরূপম্‌। মাম্‌ = হৃদিস্থিত আমাকে।

রামানুজ। অন্য প্রকারের মহাত্মাগণও পূর্ব্বোক্ত কীর্ত্তনাদি

সাধন, ও জ্ঞান নামক যজ্ঞদ্বারা পূজা করা রূপ আমার উপাসনা করেন। কিরূপে করেন? অর্থাৎ বহু প্রকারে পৃথক পৃথক রূপে জগৎ আকারে স্থিত বিশ্বতোমুখ বিশ্বাকারে অবস্থিত আমি পরমেশ্বরের একভাব দ্বারা তাঁহারা উপাসনা করেন। অর্থাৎ নামরূপ বিভাগ বঞ্চিত অত্যন্ত সূক্ষ্ম জড় চেতন বস্তুমাত্র যাহার শরীর, এইরূপ সত্য-সঙ্কল্প শ্রীভগবানই "আমি বিবিধ নামরূপে বিভক্ত স্থূল জড় চেতন শরীর বিশিষ্ট" এই প্রকারের সঙ্কল্প করিয়া, উনিই এক, দেব মনুষ্য তির্য্যক স্থাবরাদি নামক বিচিত্র জগৎকে নিজ শরীর রূপে প্রস্তুত করিয়া স্থির, ঐ প্রকার যাহারা ভাবে, তাহারাও আমার উপাসনা করে।

শ্রীধর। একত্বেন—কেহবা 'একমাত্র ব্রহ্ম' এই পরমার্থ দর্শন-রূপ অভেদ ভাবনা দ্বারা উপাসনা। পৃথক্ত্বেন—কেহবা পৃথক ভাবনা দ্বারা (তুমি প্রভু, আমি দাস), এরূপ ভাবে উপাসনা করে। বহুধা—কেহ সর্ব্বাত্মক আমাকে ব্রহ্মা, রুদ্রাদি বহু প্রকারে উপাসনা করে। জ্ঞানযজ্ঞ—বাসুদেবই সমস্ত ঐ সম্যক দর্শনই জ্ঞান।

অরবিন্দ। যাঁহারা জ্ঞানের উপরেই বেশী ঝোঁক দেন, তাঁহারাও, তাঁহাদের আত্মা ও প্রকৃতির উপর ভগবৎ জ্ঞান, ভগবদ্ দর্শনের যে নিত্যবর্দ্ধনশীল, সর্ব্বতোমুখী অনতিক্রম্য প্রভাব তদ্দ্বারা সেই একই স্থানে উপনীত হন। তাঁহাদের যজ্ঞ জ্ঞানযজ্ঞ, জ্ঞানের অনির্ব্বচনীয় আনন্দের দ্বারা তাঁহারা পুরুষোত্তমকে উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হন।...ইহা হইতেছে অনন্তকে তাহার অনন্ততায় পাওয়া, আবার যাহা কিছু সান্ত আছে, সে সবের মধ্যেও তাহাকে পাওয়া, এককে তাঁহার একত্বে দেখা ও আলিঙ্গন করা, আবার তাঁহাকে তাঁহার সকল বিভিন্ন তত্ত্বে, তাঁহার অসংখ্য মূর্ত্তিতে, শক্তিতে, রূপে,

এখানে সেখানে সর্ব্বত্র কালাতীত অবস্থায়, আবার কালের মধ্যে, বহুধা, তাঁহার, ঈশ্বরের, অনন্তভাবে, অসংখ্য জীবে, তাঁহাকে দেখা, আলিঙ্গন করা, একত্বেন, পৃথক্‌ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্‌।

মধুসূদন। পূর্ব্বোক্ত সাধনের অনুষ্ঠান করিতে যাহারা অসমর্থ, এমন অন্য কেহ কেহ, জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা, অর্থাৎ 'হে ভগবনদৈবত! তুমিই আমি হইতেছ এবং আমিই তুমি হইতেছি ইত্যাদি শ্রুতিতে যে অহংগ্রহোপাসন রূপ জ্ঞান কথিত হইয়াছে, অর্থাৎ সোঽহং ভাবিয়া আত্মপূজারূপ যে জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাই পরমেশ্বরের যজনস্বরূপ বলিয়া, তাহাই যজ্ঞ নামে অভিহিত হয়; সেই জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা আমার উপাসনা করেন। এখানে "চ' শব্দটি 'এব'-কারের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, অর্থাৎ জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারাই; 'অপি' শব্দটির তাৎপর্য্য এই যে তাঁহারা অন্য সাধন পরিত্যাগ করিয়াছেন। ফলিতার্থ এই, কোন কোন উত্তমাধিকারী ব্যক্তিগণ, অন্য সাধনে নিস্পৃহ হইয়া, উপাস্য ও উপাসকের অভেদ চিন্তারূপ জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা, একত্বেন অর্থাৎ সকল প্রকার ভেদ পরিত্যাগ করিয়া (স্বজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত ভেদবিহীন ভাবিয়া), আমার উপাসনা, অর্থাৎ চিন্তা করেন। আবার কোন কোন মধ্যম উপাসক পৃথক্‌ত্বেন অর্থাৎ পৃথকভাবে অর্থাৎ "আদিত্য ব্রহ্ম হইতেছেন, এইরূপে উপাসনা করিবে", উপাস্য ও উপাসকের ভেদবুদ্ধি পূর্ব্বক উক্ত প্রকার প্রতীক উপাসনারূপ জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা আমারই উপাসনা করিয়া থাকে। আর অন্য কেহ কেহ, অর্থাৎ যাহারা অহংগ্রহ উপাসনা ও প্রতীক উপাসনার অসমর্থ, তাদৃশ মন্দ অধিকারী ব্যক্তিগণ, অন্য কোন কোন দেবতারও উপাসনা করিতে থাকিয়া, এবং (কতক কতক বিহিত কর্ম্মও করিতে থাকিয়া) বহুধা

অর্থাৎ সেই সেই বহু প্রকারে বিশ্বতোমুখম্ অর্থাৎ বিশ্বরূপ সর্ব্বাত্মা আমারই উপাসনা করিয়া থাকে। আর, পর পর উল্লিখিত ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূমিলাভ করিয়া থাকে অর্থাৎ মন্দ ব্যক্তি মধ্যম ভাব প্রাপ্ত হয়, আবার মধ্যম অধিকারী উত্তমভাব প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানযজ্ঞ সাধন করিতে সমর্থ হয়। (মধুসূদনের গীতার সম্পাদক এইখানে প্রতীক উপাসনা, সম্পৎ উপাসনা, অহংগ্রহ উপাসনা, ইত্যাদি কি, বর্ণনা দিয়াছেন)।

ভূপেন্দ্রনাথ। কেহ যোনিমুদ্রা ও ক্রিয়া দুই করে। দুইই এক। আত্মক্রিয়ারূপ যজ্ঞে মন ও ইন্দ্রিয়াদিকে হবিরূপে প্রক্ষেপ করিলে, বহু প্রকারের জ্ঞানাগ্নি জ্বলিয়া উঠে: প্রথমতঃ নিজ বোধরূপ মুখ্য আত্মসাক্ষাৎকার। ইহাই স্বরূপ-স্থিতি। সে অবস্থার উদয় হইলে "আমি ভিন্ন আর কিছু থাকে না।"…কাহাকে নমস্কার করিব? সেই ব্রহ্মই আমি।…দ্বিতীয় প্রকারের বোধ:—অপূর্ব্ব জ্যোতিমণ্ডলে শ্যামসুন্দর সিংহাসনে। তৃতীয় প্রকারের বোধ—অনাহতনাদের অপূর্ব্ব ঝঙ্কার।…ক্রমে যোগীর অন্তরে বিশোকা জ্যোতি ফুটিয়া উঠে। কিন্তু প্রাণের প্রচ্ছর্দ্দন বিধারণ (প্রাণায়াম) দ্বারাই প্রধানতঃ এই বিষয়বতী প্রবৃত্তি ফুটিয়া উঠে, চিত্তস্থৈর্য্য আসে। শব্দ স্পর্শাদির প্রবৃত্তি স্বরূপা সূক্ষ্মবৃত্তিই বিষয়বতী প্রবৃত্তি। ইহা কিন্তু লৌকিক বৃত্তি নহে, দিব্য অনুভব। নাসিকাগ্রে চিত্ত ধারণা করিলে যে দিব্য গন্ধের জ্ঞান হয়, তাহাই গন্ধ প্রবৃত্তি, ইত্যাদি। সাধারণ শব্দ গন্ধাদি বৃত্তি হইতে ইহা প্রকৃষ্ট বলিয়া ইহাকে প্রবৃত্তি বলে। এই প্রবৃত্তির উদয় হইলে সাধকের সাধনায় বিশ্বাস জন্মে। ইহার উদয়ে বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি উদয় হয়। ইহাতে চিত্তস্থিতি লাভ হয়। ইহাতে দুঃখ অপহৃত বলিয়া, ইহার নাম বিশোকা, ও

ও জ্ঞানালোকের আধিক্যহেতু ইহাকে জ্যোতিষ্মতী বলে।··· সুষুম্নার মুখ খুলিলে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।···প্রাণায়াম অভ্যাস ও যোনিমুদ্রায় নানা প্রকারের জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হয়। প্রথম প্রকারের জ্ঞানে একত্বের অনুভব হয়, দ্বিতীয় প্রকারের দ্বারা পৃথক্ বোধ ও বহু বিষয়ের বোধ হয়। অর্থাৎ যাহা জানিতে ইচ্ছা, বা যাহা করিবার ইচ্ছা তাহা সমস্তই জানা বা করা যায়। ইহাও বাহ্য বিষয়ক নহে, অন্তর্মুখ জ্ঞান। ইহার পরিণাম "সর্ব্বের" মধ্যে ব্রহ্মের বোধ, পরিশেষে ব্রহ্মের মধ্যে "সর্ব্বের" প্রবেশ ···ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যে সুক্ষ্মরূপিণী সুষুম্না নাড়ী, তাহাতেই সমস্ত এবং সর্ব্বতোমুখ ব্রহ্মাণ্ড প্রতিষ্ঠিত। শরীরাভ্যন্তরে ১৪০০০ নাড়ী আছে, উর্দ্ধ, এবং অধোদিকে প্রসৃত। ইন্দ্রিয়রূপ নবদ্বার রোধ পূর্ব্বক বায়ু সহ জীবকে উর্দ্ধ-গামী করিলেই মোক্ষ প্রাপ্তি হয়।

রামদয়াল। মধুসূদনকে অনুসরণ করিয়াছেন।

তিলক। জ্ঞানযজ্ঞের অর্থ পরমেশ্বরকে লাভ করা; স্বরূপ জ্ঞানের দ্বারা বিবেক করিয়া, উহা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করা। পরমেশ্বরের এই স্বরূপজ্ঞান, দ্বৈত অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত ইত্যাদি ভেদে, জ্ঞানযজ্ঞও অনেক প্রকারের হইতে পারে। বিশ্বতোমুখ হইবার দরুন এই সমস্ত যজ্ঞ তাঁহাতেই পৌঁছায়। দ্বৈতাদি সম্প্রদায় যদিও আধুনিক, তথাপি এই কল্পনা সকল প্রাচীন।

বলদেব। রামানুজের মত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মাম্= শ্রীকৃষ্ণরূপী আমাকে।

A

বিশ্বনাথ। প্রথমতঃ মধুসূদনের মত ব্যাখ্যা করিয়া, উপসংহারে বলিয়াছেন যে আমি গোপাল এইরূপ ভাবনারূপ যে গোপাল উপাসনা, তাহাই অহংগ্রহ-উপাসনা, ইত্যাদি।

গোয়েন্‌কা। অন্য = ভক্ত হইতে বিভিন্ন, জ্ঞানযোগী, যে জ্ঞানযোগ ৩।৩ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে এবং মাম্ = নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম। জ্ঞানযোগীরা নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মভাবে, জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা অভিন্ন ভাবে, আমার পূজা করারূপ উপাসনা করেন। আবার অন্যেরা বহু প্রকারে স্থিত, আমার বিরাট স্বরূপ পরমেশ্বরের পৃথক্ ভাবে উপাসনা করেন। প্রথমোক্তেরা জ্ঞানযোগী, ব্রহ্মের উপাসনা করেন। দ্বিতীয়দের জ্ঞানযোগ এইরূপ :—সমস্ত বিশ্ব সেই ভগবান হইতে উৎপন্ন, ভগবানই ইহাতে ব্যাপ্ত। আবার তিনিই স্বয়ং বিশ্বরূপে স্থিত। সেই জন্য চন্দ্র সূর্য্য সব দেবতা ও সব প্রাণীই ভগবানের স্বরূপ।••• নিজ কর্ম্ম দ্বারা নিষ্কাম ভাবে পূজা চাই।

Telang. And others again, offering up the sacrifice of knowledge, worship me as One (being, that all is one), as distinct (being that sun, moon etc are different manifest actions of me,) and as all peruading in nnmerous forms... sacrifice-knowldge is "Vasudeva" is all.

গিরীশ। সেই অমম কারণ আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত, বিশ্বের সমস্ত বস্তুতে ওতপ্রোত থাকায়, বহুভাবে বিশ্বকে প্রকাশিত

করিয়াছে, এজন্য ইহাকে বহুধা বিশ্বতোমুখম্ বলা হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য অধিবাদের আলোচনায়, এই বিশ্বতোমুখ পরম সত্তাকেই জানিবার উপদেশ দিয়াছেন। জ্ঞানিজন এই সত্তাকে দুই ভাবে দেখেন, একত্বেন এবং পৃথক্‌ত্বেন। যিনি একত্ব দেখেন তিনি বলেন নেহ নানাস্তি কিঞ্চন, নানাত্ব নাই, একমেবাদ্বিতীয়ম্। যিনি পৃথকত্ব দেখেন তিনি বলেন সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম এ সমস্ত জগৎই ব্রহ্ম। অগ্নির্যথৈকো ভুবন প্রবিষ্ট রূপং রূপং প্রতিরূপোবভুব, একস্তথাসর্ব্বভূতান্তরাত্মা; রূপং রূপং প্রতিরূপে বহিশ্চ (কঠ ৫।৯)।

জ্ঞানেশ্বরী। জ্ঞানী মনুষ্য সকল বিশ্বে একত্ব দেখে। (পৃথক্‌ত্বেন ও বিশ্বতোমুখং ইহাদের ব্যাখ্যা নাই)।

সন্তদাস। কেহ কেহ জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা যজন করিয়া আমার উপাসনা করে। কেহ কেহ অভেদবুদ্ধিতে, কেহ কেহ ভেদবুদ্ধিতে উপাসনা করে। সর্ব্বরূপী ভাবে আমাকে নানা-প্রকারে উপাসনা করে।

সচ্চিদানন্দ। সব অধিযজ্ঞের বিচরণ করিবার অভিপ্রায়ে বিধিযজ্ঞের সবিস্তার বর্ণন।

ভক্তিপ্রদীপ। (পরিপ্রশ্নমালার পরে দেখুন)।

কৃষ্ণানন্দ। আমার পূজা জ্ঞানরূপী যজ্ঞে করা হয়। কেহ উপাস্য উপাসকের ভেদ ছেড়ে ব্রহ্মাহং (ব্রহ্মবিন্দু উপনিষদ) এই ভেবে, কেহ বা তাঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ ও আপনাকে দাস জেনে, এবং এইরূপ যাহার যেরূপে প্রীতি উৎপন্ন হয়, সেই

রূপেই তাঁহার উপাসনা করে থাকে।···জ্ঞানমাত্রই ব্রহ্ম চৈতন্য হতে অভিন্ন।···জীব ব্রহ্মের অভিন্নতাই রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মহাভাব, নিরোধ সমাধি।

নীলকণ্ঠ। পাতঞ্জল মতাবলম্বীরা, নির্ব্বিকল্প সমাধি রূপ জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা, উপনিষদ মতানুসরণকারীগণ ভগবান বাসুদেব ইত্যাকার অভেদ জ্ঞান সহকারে, প্রাকৃত জনগণ পরমেশ্বরই আমার স্বামী ইত্যাকার বুদ্ধির দ্বারা, যাহা কিছু দেখা যাইতেছে তাহাই ভগবৎস্বরূপ, যাহা কিছু ভুক্ত হইতেছে তাহা তাঁহাকে দেওয়া হইতেছে ইত্যাদি ভাবে বহুপ্রকারে বিশ্বতোমুখের উপাসনা করেন।

Radhakrishnan—By the one, as the distinct and as the manifold.

Gandhi, Yet others, with knowledge sacrifice variously worship me, who am to be seen everywhere, (some) as immanent (some) as tramscendant.

মতিলাল অভেদ জ্ঞানমূলক পরমেশ্বর উপাসনাকে অহং-গ্রাহী উপাসনা কহে (ইহাই অদ্বৈতবাদ, যাহা প্রধান ও উত্তম জ্ঞানসাধন)। অন্যে যাহারা উপাস্য ও উপাসকের অভেদ-বুদ্ধি সহকারে সম্মুখে কোন প্রতীক রাখিয়া ভগবান বোধে তাঁহার উপাসনা করেন, তাঁহারাও জ্ঞানযোগী, ইহারা বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদীও মধ্যম শ্রেণীর জ্ঞানযোগী। আবার দ্বৈতবাদী যাঁহারা

বিশ্বতো-সর্ব্বাত্মাকে তাঁহারা বহুরূপে নিরীক্ষণ করেন, বিভক্ত নামরূপের সাহায্যে ; তাঁহারাও সাধক, এই ক্রম বিভাগ সাধনার ক্রমানুসারে হইয়াছে।

Krishna Prem – Ever united with that Living Light firm in the vow which offers self in the service of the self, that turn that Gaze within, and see the radiant source, as One beyond all forms, and yet as manifold within the hearts of all.

Bhandarkar—Some people worship him by জ্ঞানময় যজ্ঞ, that rationalised sacrifice taking Him as one or as several, or as having his face in all directions.

Deussen—Worship me, who exist as unity, and extend myself as peculiarity in all direction.

Rudolph Otto.—Worship me as one or as several, in unity or sevrality in many forms.

Hill—There is no alternative conjunction "বা" iu the verse, and therefore the verse speaks of those who worship Krishna both with the idea of His One-ness with all ভূতানি and at the same time with tht idea of separatedness from Him.

Modi—একত্ব and পৃথকত্ব seem to us respectively to mean (1) কৃষ্ণ and অক্ষর ব্রহ্ম being looked upon as identical and (2) as different. (Modi refers to ব্রহ্মসূত্র, but, some-say that does not bear him out. ব্রহ্মসূত্র তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে প্রাণ আকাশ বৈশ্বানর ইত্যাদি প্রতীক উপসনার কথা আছে বটে, কিন্তু সে 'পৃথক' ও এই শ্লোকের পৃথক কথা দুটির ভিতর কোন সম্বন্ধ পাওয়া যাইতেছে না। ঐ দুইটি সূত্রে' উপাসনা পৃথক ভাবে করা যায় কিনা, এইরূপ আলোচিত হইয়াছে)।

বঙ্কিমচন্দ্র। ফল পুষ্পাদি প্রদান করিতে হইলে, তাহা যে প্রতিমায় অর্পণ করিতে হইবে, এমন কথা নাই। ঈশ্বর সর্ব্বত্র আছেন, যেখানে দিবে সেখানেই তিনি পাইবেন।

মহানামব্রত। মহাত্মাগণ কি ভাবে ভজন পরায়ণ হইয়া অনন্যমন হন? (১) কেহ কেহ জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা, (২) কেহ বা একত্ব অনুভবে, কেহ বা নিজেকে পৃথক রাখিয়া। সর্ব্বময় বাসুদেবের দর্শনই জ্ঞান,...তিনি উপাদান কারণ নিমিত্ত কারণ। এই পরমাত্ম ভাবনা করিতে করিতে জ্ঞানযজ্ঞ পরায়ণ অনন্যমনা হন।...জ্ঞানমিশ্র ভক্তির দ্বিবিধ ভেদ...জ্ঞানাবগাহী ও ভক্তি অবগাহী। যাঁহারা জ্ঞানাবগাহী, তাঁহারা নিজেকে বাসুদেবের সঙ্গে একত্বেন ভাবনা করেন। যাহারা ভক্তি অবগাহী, তাঁহারা নিজেদের বাসুদেব হইতে পৃথক চিন্তা

করেন। শ্রীহরি সর্ব্বতোমুখী, তাঁহাকে যে, যে ভাবে ভাবে, তিনি সেই ভাবেই ডুবিয়া আস্বাদন লাভ করেন।

Chidbhavananda—একত্বেন = the one undivided Pure consciousness, (অদ্বৈত way) পৃথক্ত্বেন = as distinct from জগৎ and জীবাত্মা, (দ্বৈত way) বহুধা বিশ্বতোমুখম্ = the universe and the beings in it are the sentient and the insentient aspects of the body of the Lord (বিশিষ্টাদ্বৈত way)।

(১৬) বহু প্রকারের উপসনায়, আপনার উপাসনা কি করিয়া হইল? তাহার উত্তর—বিবিধ কার্য্যে, ভাবে এবং মূর্ত্তিতে আমিই প্রকাশমান, বিশ্বতোমুখ। পরের কয়েকটি শ্লোকে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা আবার আনা হইল, সপ্তম অধ্যায়ের essence ভাবে। এইবার entities ভাবে—

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম ॥ ১৬

পদচ্ছেদ। অহম্ ক্রতুঃ অহম যজ্ঞঃ স্বধা অহম্ অহম্ ঔষধম্, মন্ত্রঃ অহম্ অহম্ এব আজ্যম্ অহম্ অগ্নিঃ অহম্ হুতম্।

অন্বয়। অহম্ ক্রতুঃ অহম্ যজ্ঞঃ অহম্ স্বধা অহম্ ঔষধম্ অহম্ মন্ত্রঃ অহম্ এব আজ্যম্। অহম্ অগ্নি অহম্ হুতম্।

কঠিন শব্দ। ক্রতু = শ্রুতিবিহিত অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ (উ—১৭) (মধুসূদন)। যজ্ঞ = স্মৃতিবিহিত বলি বৈশ্বদেব আদি (মধুসূদন)। "ইহাই শ্রুতি ও স্মৃতিমধ্যে মহাযজ্ঞ নামে

প্রসিদ্ধ" (মধুসূদন) বা "প্রাণসত্তা"। স্বধা = পিতৃলোকের উদ্দেশে যে অন্ন দেওয়া হয় (মধুসূদন)। ঔষধ = ওষধি (মধুসূদন); অথবা ভেষজ। মন্ত্র = যাজ্যা-পুরোনুবাক্যা প্রভৃতি ঋক-বিশেষ, যাহা পাঠ করিয়া দেবগণের উদ্দেশ্যে হবিঃ প্রদান করা হয়। (মধুসূদন)। আজ্য = ঘৃত; ইহা "দেবোদ্দেশে ত্যজমান দ্রব্যের" উপলক্ষণ (মধুসূদন) বা 'আজ্যাহুতি'। অগ্নি = আহবনীয় আদি অগ্নি। হুত = "অগ্নিতে হবিঃ পরিত্যাগ করা। (পরমেশ্বরের বিশ্বতোমুখতা আসল বক্তব্য হইলেও, এক একটিকে স্বতন্ত্র ভাবে নির্দ্দেশ করিয়া, ফলতঃ অবয়ব নির্দ্দেশের দ্বারা অবয়বী পরমেশ্বরের বিশ্বরূপই প্রকটিত হইতেছে," মধুসূদন)।

অনুবাদ। (সর্ব্বতোমুখ আমি), আমিই ক্রতু, আমি যজ্ঞ, আমি স্বধা, যজ্ঞে যাহা অগ্নিতে দেওয়া হয় সেই তিল যবাদিও আমি, আমিই হোমের ঘৃত, অগ্নি আমি, হবন ক্রিয়াও আমি। (৪।২৪)

এই শ্লোকগুলিতে "আমিই প্রত্যেকটি" ইহা বোধ করাইবার জন্য বারম্বার "অহং" কথাটি প্রযুক্ত হইয়াছে ; চতুর্থ অধ্যায়ের "ব্রহ্মার্পণ" শ্লোকটিও এইরূপ। ঔষধ = ওষধি, ধান্য, যবাদি, এই অর্থ এখানে বেশী খাপ খায়, কারণ এগুলি যজ্ঞে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়, আর এ শ্লোকটি প্রায় সমস্তটাই যজ্ঞ সম্বন্ধীয়। তবে ইহা ভেষজও হইতে পারে, কারণ অভ্যুদয় নিঃশ্রেয়সও যেমন দরকার, ব্যাধিহীন থাকাও সেইরূপ দরকার। যজ্ঞাদির

যেরূপ মন্ত্র আছে, ঔষধ সেবনেরও সেইরূপ মন্ত্র আছে, যথা 'ঔষধে চিন্তয়েদ্ বিষ্ণু'। যজ্ঞাদি সামাজিক অনুষ্ঠান, শ্রাদ্ধ হোম ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান। এই যে প্রতিদিনকার নানা ব্যাপার এগুলির নাম এইজন্য করিলাম যে আমি তোমার স্মরণ পথে সর্ব্বক্ষণ পড়িবই পড়িব" মনে হয়, এ ভাবটিও এ শ্লোকে আছে।

শ্রীধর। সর্ব্বাত্মতা স্পষ্ট করিলেন। রামানুজ। ঘৃত উপলক্ষণ, সোমাদি সব আসে।

নীলকণ্ঠ। ক্রতুঃ=দেবতার ধ্যান। সন্তদাস—স্বধা= অর্পণ কার্য্য। গিরীন্দ্র। ওষধি=ব্রীহি, যব, মাস, গোধূম, অণুতিল, প্রিয়ঙ্গু, কুলত্থক, শ্যামাক, ইত্যাদি, বৈদিক যজ্ঞে ১৪ প্রকারের এইসব ঔষধি নিবেদিত হয়।

শঙ্কর। স্বধা=সব প্রাণীর সাধারণ অন্ন। মহানামব্রত। কেহ অনুভব করে মন্ত্র ও তিনি ইত্যাদি ; ইহারা জ্ঞানাবগাহী—মতিলাল—অর্থে আঙ্গিরসও।

অরবিন্দ। বেদের বাহ্যিক যজ্ঞানুষ্ঠান একটি শক্তিশালী রূপক।...প্রকৃত যজ্ঞ হইতেছে ভিতরে, ইহাতে সর্ব্বময় ভগবান নিজেই হন বৈধ আচার্য্য, যজ্ঞ এবং যজ্ঞের প্রত্যেক আনুসঙ্গিক অনুষ্ঠান।

সচ্চিদানন্দ। একত্বেন উপাসনার স্বরূপ কথা।

(১৭) সেই বিশ্বতোমুখ, আরও কি কি শোন—

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ।১৭।

পদচ্ছেদ। পিতা অহম অস্য জগতঃ মাতা ধাতা পিতামহঃ, বেদ্যঃ পবিত্রম্ ওঁকার, ঋক্ সাম যজুঃ এব চ।

অন্বয়। অহম্ অস্য জগতঃ পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহঃ, বেদ্যম্ পবিত্রম্ ওঁকার, ঋক্ সাম যজুঃ এব চ।

কঠিন শব্দ। ধাতা=পোষণ কর্ত্তা, অথবা কর্ম্মফল বিধান কর্ত্তা। বেদ্যম্=জ্ঞাতব্য। পবিত্র=শুদ্ধিকর, গঙ্গাস্নান, গায়ত্রী জপ ইত্যাদি (মধুসূদন) ('পবিত্র'-কে ওঁকারের বিশেষণ ভাবেও হয়তো লওয়া যাইতে পারে। ওঁকার= "ওঁকার তত্ত্বজ্ঞানই ব্রহ্ম জ্ঞানের সাধন" (মধুসূদন)। ঋক্, সাম, যজুঃ= "যাহার অক্ষর সংখ্যা ও পাদ নিয়মবদ্ধ, তাহার নাম 'ঋক্'; তাহার মধ্যে যেগুলি গানযোগ্য, তাহাদের নাম সাম; আর যাহা গানের অযোগ্য ও অক্ষর সংখ্যা অনিয়ত; তাহার নাম যজুঃ। এই ত্রিবিধ মন্ত্ররাশিই যজ্ঞাদি কর্ম্মের উপযোগী। 'চ' শব্দ দ্বারা অথর্ব্বাঙ্গিরসবিবক্ষিত" (মধুসূদন)।

অনুবাদ। আমি এই জগতের পিতা মাতা ধাতা ও পিতামহ, আমিই জ্ঞাতব্য; আমিই শুদ্ধি, আমিই ওঁকার (অথবা আমিই শুদ্ধি সম্পাদক ওঁকার) আমিই ঋক্ সাম ও যজুর্ব্বেদ, (ও অথর্ব্ব বেদও)।

সগুণ ঈশ্বর, জগতের পিতা ও মাতা, নিমিত্ত ও উপাদান কারণ,(মম যোনি মহদ্ ব্রহ্ম...অহং বীজপ্রদ পিতা (১৪।৩,৪)। জগৎ আমি ধারণ করিয়া আছি, "ধাতার" এ অর্থও হয়। পিতামহ অর্থাৎ কারণের কারণ; স্থূল ও সূক্ষ্ম, ইহা "কারণ"

হইতে উৎপন্ন এবং "কারণ' আমা হইতে উৎপন্ন; অথবা প্রকৃতি রূপা অব্যক্ত হইতে জগৎ উৎপন্ন ও সেই অব্যক্তকে অক্ষর অব্যক্ত আমি উদ্বুদ্ধ করাই।

হিরণ্যগর্ভকে যদি জগতের স্রষ্টা বলা হয়, সে হিসাবেও আমি পিতামহ, কারণ আমি তাহারও স্রষ্টা। পবিত্র=শুদ্ধি, অর্থাৎ আমি জ্ঞাতব্য নানা কারণে, যথা আমার স্মরণে মানুষ শুদ্ধ হয়); (অথবা 'পবিত্র' ওঁকারের বিশেষণ)।

রামানুজ। ধাতা=উৎপত্তি প্রযোজক চেতন বিশেষ; ব্রহ্মার বাচক।

শঙ্কর। ওঁকার জানিবার যোগ্য ও শুদ্ধি সম্পাদক।

শ্রীধর। ধাতা=কর্ম্মফলের বিধান কর্ত্তা। কৃষ্ণানন্দঃ—পিতামহ=ব্যক্ত ও অব্যক্তের অতীত স্থূল কারণের কারণ।

অরবিন্দ। সকল বাক্য ও চিন্তা, মহান ওঁ—ইহারই পরিস্ফুরণ ওঁ-ই সনাতন বাক্য। অ=বাহ্য ও স্থূলের মূল সত্তা, বিরাট; উ=সূক্ষ্ম আভ্যন্তরীণের মূল সত্তা, তৈজস; ম্=নিগূঢ় পরাচেতন মহত্বের সত্তা, প্রজ্ঞা; ওঁ—সর্ব্বাতীত পরম বস্তু তুরীয় (মাণ্ডুক্যোপনিষদ্)

সচ্চিদানন্দ। পূর্ব্বোক্ত 'পৃথকৃত্বেন উপাসনার বর্ণনা। উত্তরার্দ্ধ পরের শ্লোকের সঙ্গে যাইবে।

১৮। ভগবান আরও বলিলেন—

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ।১৮।

পদচ্ছেদ। গতিঃ ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণম্ সুহৃৎ, প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানম্ নিধানম্ বীজম্ অব্যয়ম্।

অন্বয়। গতিঃ ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণম্ সুহৃৎ প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানম্ নিধানম্ অব্যয়ম্ বীজম্।

কঠিন শব্দ। গতি = প্রাপ্তব্যস্থান বা আশ্রয়, (অথবা লক্ষ্য বা মোক্ষ); ভগবৎ চরণই পরাগতি। গতি অর্থে কর্ম্ম ফলও বলা যায়, যাহাতে গতাগতি আসে; অথবা গতি অর্থাৎ শাশ্বত স্পন্দন, যাহা প্রতি অণুপরমাণুতে, তাপে বিদ্যুতে আলোকে সর্ব্বত্র চলিতেছে; এই স্পন্দনে জগৎ চলিতেছে। ভর্ত্তা = পোষণকর্ত্তা; অথবা শাশ্বত স্পন্দনই জগৎ, সেই স্পন্দনের শক্তি যোগাই। প্রভু = স্বামী, ভোক্তা, নিয়ন্তা, ঈশ্বরের ঈশ্বর, আমার ভয়ে বায়ুরা নিজের নিজের কাজ ঠিক ভাবে করিতেছে। সাক্ষী = দ্রষ্টা, প্রকৃতির কার্য্যের পর্য্যবেক্ষক, সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্যামী, নির্লিপ্ত ব্রহ্ম। নিবাস = জীব জগতের অধিষ্ঠান, মায়ার অধিষ্ঠান, 'ভোগের স্থান বা আধার' (মধুসূদন)। শরণ = শরণাগত-বৎসল, "যাহাতে থাকিলে সমস্ত দুঃখ বিশীর্ণ হয়, অর্থাৎ যিনি প্রপন্নের দুঃখ হরণ করেন" (মধুসূদন); আর্ত্তভাবেই হউক, অর্থার্থী ভাবেই হউক, জিজ্ঞাসু ভাবেই হউক, যে আমার শরণ লয়, দুঃখ হইতে সে মুক্ত হয়। সুহৃৎ = প্রত্যুপকারের না আশা করিয়াই, আমি উপকার করি (মধুসূদন); আমি ডাকিলে সাড়া দি, সুমন্ত্রণা দি, তাই গায়ত্রীতে বলা হয় "ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ; আমি

সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং (৫।২৯); শিষ্যস্তেঽহং বলিয়া শরণ লইলে, আমি তাহার সুহৃৎ সখা ও সারথি হই, যেমন তোমার হইয়াছি ; আমি সারথি হই নাই এ আশা করিয়া যে, তুমি কোনও দিন আমার সারথি হইবে। প্রভব=সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্ত্তা দুই অর্থই হয় (আর তাহা ঠিক, কারণ তিনিই সৃষ্টি বা জগৎ, তিনিই সৃষ্টি কর্ত্তা, তিনিই মায়া, যাহাতে আমরা সৃষ্টি দেখি, তিনিই মায়ার প্রভু)। প্রলয়=বিনাশ, বিনাশ কর্ত্তা, দুই অর্থই হয়। স্থান=আবার, সৃষ্টি ও প্রলয় যাহার ভিতর সংঘটিত হয়, অথবা স্থান=স্থিতি, যাহা সৃষ্টির পর ও প্রলয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত থাকে ; "যাঁহাতে অবস্থিতি করে" (মধুসূদন)। নিধান=প্রলয়ের পর যে স্থানে অব্যয় অবিনাশী বীজ সকল থাকে, উহাকে কারণসমুদ্র বা প্রকৃতি হয়তো বলা যাইতে পারে, সকল কিছু প্রলয়ে প্রকৃতিতে বিলীন হয় ও ব্রহ্মার রাত্রি যাহাকে বলা হয়, সেই সময়ে আমাতেই প্রকৃতি থাকে ; "উপযুক্ত সময়ে ভোগ করাইবার জন্য ভোগ্য বস্তু সকল তন্মধ্যে বিহিত হয়।" (মধুসূদন); অথবা শঙ্খ পদ্ম প্রভৃতি নয় প্রকার নিধি (মধুসূদন)। বীজম্ অব্যয়ম্ =প্রলয়ের পর অবিনাশী ভাবে, এবং পূর্ব্বসৃষ্টির কারণ রূপে যাহা থাকে, সেই জীবাত্মা সমূহও আমি। বীজ হইতে যেমন বৃক্ষ উৎপন্ন হয় ও বৃক্ষের ফলাদি যেমন বিকশিত হইতে থাকে, সেই রূপ এই বীজ সমূহ হইতে পুনরায় জীবগণ উৎপন্ন হয় ও তাহাদের জীবনে কর্ম্মফল বিকশিত হইতে

থাকে। "অহমাত্মা গুড়াকেশ" (১০।২০); "মমৈবাংশ জীব লোকে ইত্যাদি (১৫।৭)। "উৎপত্তিশীল বীজ সমূহের উৎপত্তির অবিনাশী কারণ" (শঙ্কর); ব্রীহি আদি বীজের মত নশ্বর নহে যাহা বৃক্ষ হইবার পর আর থাকে না।

অনুবাদ। আমিই গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ সুহৃৎ, প্রভব, প্রলয়, স্থান, নিধান, অব্যয় বীজ। (প্রত্যেক কথা উপরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

অরবিন্দ। যাহার দৃষ্টি আছে, তাহার পক্ষে ভগবানই গতি, গন্তব্য স্থান; সে পথে নিজেকে হারাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই; সে জানে ভগবানই সকলের প্রভু, আধার, প্রাকৃত জীবের পতি প্রণয়ী ভক্ত, তাহার সকল চিন্তার ও কর্ম্মের অন্তর্যামী, তাহার গৃহ ও স্বদেশ।

সচ্চিদানন্দ। বহুধা উপাসনার বিবরণ।

মনুসংহিতা। গতি তিন প্রকারের, আবার প্রত্যেকটি তিন রকমের। যথা সাত্ত্বিক মানবগণ দেবত্ব প্রাপ্ত হয়, রাজসিক মনুষ্যত্ব ও তামসিক তির্য্যকত্ব প্রাপ্ত হয়। সাত্ত্বিকী ইত্যাদির উত্তমা আদি ভেদ আছে।

Krishna Prem All that is manifest, as well as what is still unmanifest, comes from that wonderous Treasure House.

শঙ্কর। স্থান = যাহাতে সব কিছু স্থিত।...বিনা বীজে কিছু উৎপন্ন হয় না, সংসার যখন হয়, তখন তাহার বীজ ও হয়।

রামানুজ। গতি = যেযে লোক প্রাপ্তব্য। প্রভু = শাসক। সাক্ষী = প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা। শরণ = ইষ্টের প্রাপ্তি ও অনিষ্টের নিবৃত্তির জন্য আলয় লইবার যোগচেতনের নাম। নিধান = উৎপন্ন ও উপসংহার যোগ্য বস্তু। বীজ = কারণ।

শ্রীধর। গতি = ফল। প্রভু = নিয়মন কর্ত্তা। প্রভব = প্রকৃষ্ট রূপে যাহার দ্বারা সৃষ্ট হয়। শরণ = রক্ষক। নিধান = লয়ের স্থান। অব্যয় বীজ, ব্রীহির বীজের মত নহে।

১৯। ভগবান আরও বলিলেন, বিরুদ্ধ গুণ সমূহ তাহাও তিনি—

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্লাম্যুৎ সৃজামি চ।
অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চসদ সত্বাহমর্জ্জুন ॥ ১৯॥

পদচ্ছেদ। তপামি অহম্ অহম্ বর্ষম্ নিগৃহ্লামি উৎসৃজামি চ, অমৃতম্ চ এব মৃত্যুঃ চ সৎ অসৎ চ অর্জ্জুন।

অন্বয়। অর্জ্জুন, অহম্ তপামি, অহম্ বর্ষম্ নিগৃহ্লামি, উৎসৃজামি চ, অমৃতম মৃত্যুঃ চ এব, সৎ অসৎ চ,।

কঠিন শব্দ। তপামি = তাপ দান করি। বর্ষং নিগৃহ্লামি উৎসৃজামি = বর্ষিত জল গ্রহণ অর্থাৎ আকর্ষণ করি (করিয়া বাষ্প ভাবে উর্দ্ধে লইয়া যাই) ও ত্যাগ করি (অর্থাৎ তাহাকে মেঘে পরিণত করিয়া) ত্যাগ করি অর্থাৎ বৃষ্টি ভাবে পাতিত করি। অমৃত = জীবন অথবা জীবের জীবনস্বরূপ জল। সৎ = নিত্য অক্ষর আত্মা; "যাহার সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট হইয়া থাকে, সেই স্থিত পদার্থটিকে তথায় সৎ বলা হয়" (মধুসূদন) ॥

অসৎ = অনিত্য, ক্ষর, জগৎ সৎ ও অসৎ—এর আরও অনেক অর্থ হয়, কিছু নিম্নে দেওয়া হইল।

অনুবাদ। অর্জ্জুন, আমি উত্তাপ দান করি, আমি বর্ষিত জলকে আকর্ষণ করি (সেই উত্তাপের ইহা একটি কাজ), ও (পুনরায় বৃষ্টি ভাবে পাতিত) করি। আমিই জীবন, আমিই মৃত্যু; আমিই সৎ, আমিই অসৎ, আমিই অক্ষর, আমিই ক্ষর।

জীবে ও জগতে তাপের প্রয়োজন, নানাবিধ ভাবে তাহা আমি। আমিই সূর্য্য; আমার তাপের একটি কাজ বর্ষিত জলকে মেঘ করা, তাহা আমিই করাই। মেঘকে আবার বৃষ্টিতে পরিণত করি। গ্রীষ্মদগ্ধ ধরণী, গ্রীষ্মে জলের জন্য হাহাকার করিতে থাকে, বর্ষায় যেন নূতন প্রাণ পায়। জলকে আমি তাপের দ্বারায় বাষ্পে পরিণত করিয়াছিলাম। এই ভাবে, মৃত্যুর পর, অমৃত আসিয়া নূতন জীবন দান করে। গ্রীষ্মের পর বর্ষা, দুঃখের পর সুখ, অতি উপভোগ্য। অমৃতই মৃত্যুর প্রতিষেধক, অবশভাবে কর্ম্মফল ভোগ করা, মৃত্যু; আর অমৃত, অর্থাৎ ভগবানের চরণে মন রাখিয়া কর্ম্ম করা, ঐ মৃত্যুর প্রতিষেধক, "মৃত্যো মা অমৃতো গময়"। জীবনও আমি; দুষ্কর্ম্মকারীর মৃত্যুও আমি (১১।৩২), এবং সুকর্ম্মকারীর অমৃত বা মুক্তিও আমি।

সৎও আমি, অসৎও আমি; মঙ্গলও আমি, অমঙ্গলও আমি, "অসতো মা সদ্‌গময়"। অক্ষর অব্যক্ত ব্রহ্মও আমি, ক্ষর ব্যক্ত বিভাবও আমি ও ক্ষর ব্যক্ত জগৎও আমি। অথবা চেতনও

আমি, জড়ও আমি; কারণও আমি, কার্য্যও আমি; সূক্ষ্মও আমি, স্থূলও আমি; পরা প্রকৃতিও আমি অপরা প্রকৃতিও আমি।

(সৎ ও অসৎ এ দুইটি কথার বিবিধ অর্থ টীকাকারেরা করিয়াছেন যথা, ব্রহ্ম ও মায়া; ব্রহ্ম ও জগৎ; আত্মা ও অনাত্মা gross and subtle; Being and Non Being (ভক্তি-প্রদীপ) ইত্যাদি। যাহাই অর্থ করা হউক না কেন, প্রতি অর্থে দুইটি বিরুদ্ধ ভাব থাকিবেই, যথা আত্মা ও অনাত্মা। সকল বিরোধ ভগবানের সৃষ্ট, বোধ হয় "লীলা" পোষ্টাইয়ের জন্য। তাঁহার ভিতর সকল বিরোধের সমন্বয় হইয়াছে, ইহাই তাঁহার যোগ-মৈশ্বৎম। তিনি কি, আর, তিনি কি নহেন, ইহা জানিবার কৌতুহল না রাখিয়া, তাঁহার পায়ে নিজেকে উৎসর্গ করিয়া ফেলা সকল পন্থার শ্রেষ্ঠ পন্থা। পরমহংসদেবের ভাষায়, আম খাইতে আসিয়াছ, আম খাও; এ গাছে কয়টা ডাল আছে, কয়টা পাতা, এ সব জানিবার দরকার নাই।

(সপ্তম অধ্যায়ে সকল জিনিষের মৌলিকগুণ তিনি, ইহা বহু উদাহরণে বলিলেন ; এ অধ্যায়ে, সব যে তিনি তাহা বলিলেন। দশম অধ্যায়ে বলিবেন, সৃষ্ট বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে, প্রতি শ্রেণীর কোন এক বিশেষ বস্তুতে কোন বিশেষ গুণ ফুটাইয়া তোলা, তাহার সৃষ্টি কার্য্যের ইহাও এক ক্রিয়া। এই বিশেষ হওয়া ফুটাইয়া তোলাকে, বিভূতি ফুটাইয়া তোলা, বোধ হয় এই জন্য করেন যে সেই বস্তু দেখিলে, "আশ্চর্য্য তাঁহার সৃষ্টি-চাতুর্য্য" এই যেন মানুষের মনে হয়, ও তাঁহাকে স্মরণ করে)।

সৎ ও অসৎ-এর কয়েকটি উদাহরণ—

(১) সৎ ও অসৎ = নিত্য অপরিবর্ত্তনশীল, ও অনিত্য পরিবর্ত্তনশীল, যথা নাসতো বিদ্যতে ভাবো, নাভাবো বিদ্যতে সতঃ (২।১৬)।

(২) অব্যক্ত অক্ষর এবং ব্যক্ত ক্ষর জগৎ; অথবা অব্যক্ত প্রকৃতি ও ব্যক্ত জগৎ। কখন কখন, এই দুটি কথা উপনিষদে দুএক জায়গায় একটু বিপরীত অর্থও পাইয়াছে :—সৎ = ব্যক্ত-জগৎ, অসৎ = ব্যক্ত জগতের অতীত ব্রহ্ম বস্তু :—অসৎ বা ইদমগ্র আসীত। দেবানাং পূর্ব্বে যুগেঽসতঃ সদজায়তে (ঋক্)।

(৩) সৎ = সত্তা বা মূল সত্তা, যথা সৎ-চিৎ-আনন্দের 'সৎ'; অস্তি-ভাতিপ্রিয়র 'অস্তি'; সদ্ভাবে সাধুভাবে (১৭।২৬) চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে ইত্যাদি;

(৪) সৎ = প্রশস্ত :—প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে (১৭।২৬); তৎসৎ।

(৫) সৎ = নিষ্ঠা বা স্থিতিঃ—যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ যদিতি চোচ্যতে কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে (১৭।২৭)।

অসৎ = অশ্রদ্ধার সহিত যাহা করা হয় :—অশ্রদ্ধয়া··· অসদিত্যুচ্যতে···নো ইহ (১৭।২৮)

(৬) ন সৎ নাসদুচ্যতে (১৩।১২); নাসদাসীন্নো সদাসীৎ (নাসাদীয় সূক্ত) এই ভাবে দুইটিতেই 'না' যুক্ত করিয়া, অথবা সদসৎ একসঙ্গে উচ্চারিত হইলে; অর্থ হইবে...স্থূল সূক্ষ্মের

অতীত, কার্য্যকারণের অতীত, বা যাহাতে বিপরীত-ধর্ম্মী বস্তু একসঙ্গে সমন্বয়িত ভাবে বর্ত্তমান, সেই অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মবস্তু।

(৭) সৎ অসৎ = সাধু অসাধু; অস্তি নাস্তি একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি) সূক্ষ্ম স্থুল, কারণ কার্য্য ইত্যাদি। অবিনাশী, বিনশ্বর (তিলক)। সূক্ষ্ম অদৃশ্য ও স্থুল দৃশ্য (শ্রীধর)। শঙ্কর মধুসূদনের ব্যাখ্যা প্রায় এক।

Radhakrishnan. সৎ is the absolute reality and অসৎ is the cosmic existence, and the Supreme is both. He is being when manifested, and non-being, when the world is unmanifested, Ramanuja explains সৎ as present existence, and অসৎ as past ant future existences

Longfellow. All is of God. If he but wave His hand,
The mists collect, the rains fall thick and loud
Till, with a smile of light, on sea and land,
Lo! He looks back from the departing cloud.

মহাভারত। জগতে যাহা পরিবর্ত্তনশীল তাহাও তিনি, যাহা অপরিবর্ত্তনশীল, তাহাও তিনি।

নীলকণ্ঠ। অমৃত = দেবাম ; সৎ = সাধু ; অসৎ = অসাধু।

বলদেব। অমৃত = মোক্ষ ; মৃত = সংসার।

রামানুজ। সৎ = বর্ত্তমান, অসৎ = ভূত ও ভবিষ্যৎ।

সচ্চিদানন্দ। বিশ্বতোমুখ উপাসনার নিয়ম।

বর্ষং নিগৃহ্লামি = কেহ কেহ "বর্ষণ প্রতিরোধ" অর্থাৎ 'অনাবৃষ্টি' অর্থ করিয়াছেন ; কিন্তু এ অর্থে ভাবধারা ভাঙ্গিয়া যায়।

শ্রীধর। অমৃতের অর্থ জীবন করিয়াছেন কেহ কেহ অমরত্ব করিয়াছেন, (মৃত্যু = কালগ্রাসে পড়া।)

গিরীন্দ্রশেখর। সৎ ও অসৎ, অমৃত ও মৃত্যু, উপনিষদের অসতো মা সদগময় ইত্যাদি আসে।

রামানুজ। অমৃত = যদ্বারা লোকে জীবিত থাকে ; যাহা বর্ত্তমান তাহা সৎ ইত্যাদি।

রামদয়াল। সৎ ও অসৎ এ দুইই আমি। তুমি যখন জগৎ দেখিতেছ, উহা যতক্ষণ দেখিতেছ, স্বরূপে অসৎ হইলেও দর্শন-কালে, এ জগৎ তোমার পক্ষে সৎ আর অতীত ও অনাগত, যাহা তোমার পক্ষে বিদ্যমান নাই, তাহা অসৎ। আত্মারূপে আমি সৎ। "অনিত্য জগতে তো ব্যক্ত আকার এই শরীর, এ জন্য আমি অসৎ। যাহার সম্বন্ধে যে বর্ত্তমান, তাহাই সে স্থলে সৎ।

কৃষ্ণানন্দ। পূণ্য আত্মা আমাকে অমৃত রূপে দর্শন করে ; পাপীরা আমাতে দণ্ডধর যম দেখে।

শঙ্কর। দেবলোকের অমৃত ও মর্ত্তলোকের মৃত্যুও আমি। কার্য্য ও কারণও আমি।

রামানুজ। গ্রীষ্মাদি ঋতুতে বর্ষা অবরুদ্ধ রাখি...এই ভাবে বহু বিভক্ত, নামরূপে অবস্থিত রূপ শরীর আমার; এইরূপে একত্ব জ্ঞানে আমার চিন্তনে ভক্ত উপাসনা করে।

শ্রীধর। আবার কখনও বর্ষ নিয়মিত করি। সৎ= স্থূল, দৃশ্যবস্তু, অসৎ = সূক্ষ্ম অদৃশ্য।

Telang. From that which is and that which is not; the gross and the subtle, or canse and effects.

(২০.২১)। ভগবান যেন বলিলেন মৎলবে আমাকে ভজনা করিলে চলিবে না। হয় আমাকে নিষ্কাম ভাবে ভজনা কর বা যদি আর্ত্ত, অর্থার্থী বা জিজ্ঞাসু ভাবে আমাকে ডাকিতেই হয়, তাহা হইলে সে ডাক যেন তীব্র হয়, ও আমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা অনন্য ভক্তির ডাক হয়। যে, স্বর্গ কামনায় আমাকে ভজনা করে সে স্বর্গই পায় আমাকে পায় না, আবার তাহাকে ফিরিয়া আসিতে হয়। চিন্তায় আমাকে রাখিতে হইবে, স্বর্গকে নহে।

২০। ত্রৈবিদ্যা মাম্ সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্র লোক—
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান ।২০।

২১। তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশন্তি
এবং ত্রয়ী ধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগত কামাকামা লভন্তে ।২১।

পদচ্ছেদ। ত্রৈবিদ্যাঃ মাম্ সোমপাঃ পূতপাপাঃ যজ্ঞৈঃ ইষ্ট্বা স্বর্গতিম্ প্রার্থয়ন্তে তে পুণ্যম্ আসাদ্য সুরেন্দ্র-লোকম্ অশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেব-ভোগান্। তে তম্ ভুক্ত্বা স্বর্গ-লোকম্ বিশালম্ ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্য লোকম্ বিশন্তি এবম্ ত্রয়ী-ধর্ম্মম্ অনুপ্রপন্নাঃ গত-আগতম্ কাম-কামাঃ লভন্তে।

অন্বয়। ত্রৈবিদ্যাঃ সোমপাঃ পূত পাপাঃ মাম্ ইষ্ট্বা স্বর্গ তিম্ প্রার্থয়ন্তে তে পুণ্যম্ সুরেন্দ্রলোকম্ আসাদ্য দিবি দিব্যান্ দেব ভোগান্ অশ্নন্তি। তে তম্ বিশালম্ স্বর্গলোকম্ ভুক্ত্বা পুণ্যেক্ষীণে মর্ত্তলোকম্ বিশন্তি, এবং ত্রয়ী ধর্ম্মম্ অনুপ্রপন্নাঃ কামকামাঃ গতাগতং লভন্তে।

কঠিন শব্দ। ত্রৈবিদ্যা "বেদত্রয়বিৎ যাজ্ঞিকগণ; হোতৃ-সাধ্য অধ্বর্যু সম্পাদ্য উদ্‌গাতৃ অনুষ্ঠেয়, যাহাতে এই ত্রিবিধ কর্ম্মে ব্যুৎপত্তি লাভ করা যায় সেই প্রকারের ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ ও ও সামবেদ রূপ তিন প্রকার যাঁহাদের আছে তাঁহার ত্রিবিদ্য" (মধুসূদন), (মধুসূদনের গীতার অনুবাদক, বেদের মন্ত্র বা সংহিতা ও ব্রাহ্মনাত্মক অংশে কি কি আছে, যাজ্ঞিক দিগকে কি কি করিতে হয় ইত্যাদি অনেক কথা "ফুটনোটে" দিয়াছেন। অথবা আমাদের মনে হয় ইহার অর্থ সাত্বিক, রাজসিক ও

তামসিক যজ্ঞাদিতে পারদর্শী ; ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা ; ত্রিগুণ =ত্রিবিদ্যা, বেদ বাদরতা (২।৪৫।৪২)। সোমপা :— সোমলতা হইতে রস নিষ্কাসন করিয়া সেই, সেই রসের খানিকটা অগ্নিতে আহুতি দিয়া, অর্থাৎ অগ্নিমুখে দেবতাগণকে দিয়া বাকীটা প্রসাদ স্বরূপ পান করেন (৩।১৩) ; ইহা অনেকটা মদিরার মত, তবে ইহা রূপকও হইতে পারে, কারণ সোমলতা, কি তাহা এখনও ঠিক ভাবে কেহ বাহির করিতে পারে নাই। ইষ্ট্বা= কামনা বা প্রার্থনা সম্বলিত পূজা করিয়া। পূত পাপাঃ=পাপ পবিত্রতায় নষ্ট করিয়া, অর্থাৎ নিষ্পাপ হইয়া। দিবি=দ্যু লোক অর্থাৎ স্বর্গলোক। পুণ্যম্=পবিত্র, বা "পুণ্যের ফল ভূত" (মধুসূদন)। আসাদ্য=লাভ করিয়া। দিব্যান্‌দেব-ভোগান্=‘মনুষ্যলোকে অলভ্য, দেবদেহে যাহা উপভোগ করা যায় তাদৃশ কাম্যবস্তু। অশ্নন্তি=ভোগ করিতে থাকেন। বিশালম্=বিস্তীর্ণ। ক্ষীণে পুণ্যে=স্বর্গলোকের সুখ ভোগের দ্বারা পুণ্য ক্ষয় হইয়া যাইলে, মর্ত্তলোকং বিশন্তি=মর্ত্ত লোকে প্রবেশ করেন, অর্থাৎ পুনরায় জন্ম গ্রহণ করেন; "পুনরায় গর্ভবাসাদি যন্ত্রণা অনুভব করিয়া থাকেন" (মধুসূদন)। এবং= এই প্রকারে। ত্রয়ীধর্ম্ম=বেদত্রয়ে ব্যবস্থিত যে ধর্ম্ম এখানে জ্যোতিষ্টোমাদি কাম্যকর্ম্ম; ইহাকে ত্রৈধর্ম্ম পাড়িলে, অর্থ সেই দাঁড়ায়, অর্থ হইবে "হৌত্র, আধ্বর্য্যব ও উদ্‌গাত্ররূপ ধর্ম্মত্রয় বিশিষ্ট জ্যোতিষ্টোমাদি কাম্যকর্ম্ম। অনুপ্রপন্নাঃ=পুনরায় শরণে আসিয়া, অর্থাৎ পুনঃ প্রাপ্ত বা পুনঃ পরায়ণ। কাম

কামাঃ=ভোগ, যথা স্বর্গভোগ প্রার্থীরা। (২।৪১-৪৩) গতাগতং=যাতায়াত, (৬।৪১, ৭।২৩, ৮।২১, ২৫, ২৮) "পুনরপি জননং, পুনরপি মরণং, পুনরপি জননী জঠরে শয়নং"। (ছাং ৫।১০।৩, ৬; প্রশ্ন ১।৯, মূ·উ ১।২, ৭-১০, বৃ ৫ ১০ ৬।২।১৬।

ইহা লক্ষিত হইবে যদিচ ইহাদের ধরনটা অথার্থীদের মত (৭।১৬), ও "মাম্" অর্থাৎ যজ্ঞে ভগবানের পূজা করে, তবুও ভগবান উহাদের ভক্ত (অর্থাৎ ভজনা করে) বলেন নাই, কারণ তাহারা ভগবানকে গৌণ রাখে, যজ্ঞেরই প্রভাবে তাঁহারা স্বর্গ পাইবে, এই তাহাদের আসল বিশ্বাস।

অনুবাদ। (কঠিন শব্দ গুলি উপরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে)। ত্রিবেদবিদেরা (ত্রিবেদ নির্দ্দেশিত কর্ম্ম সমূহের কর্ম্মীরা), সোমপায়ীও (ফলস্বরূপ) পুণ্যের দ্বারা ধ্বংস-পাপ হইয়া, আমাকে যজ্ঞের দ্বারা পূজা করিতে থাকিয়া, স্বর্গে যাইবার প্রার্থনা করে। তাহারা সেই পুণ্যে সুরেন্দ্র লোক প্রাপ্ত হইয়া, স্বর্গে-উত্তম দেবভোগ সমূহ ভোগ করে। (তাহার পরে) তাহারা সেই বহু ভাবে, বৃহৎ স্বর্গলোক ভোগ করিয়া, ভোগের দ্বারা যখন পুণ্যক্ষয় হইয়া যায়, তখন পুনরায় মর্ত্তলোকে ফিরিয়া আসে, অর্থাৎ পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে, এবং বারবার ঐভাবে বেদত্রয় ধর্ম্মের কাম্যকর্ম্ম পরায়ণ হইয়া, ভোগকামীরা বারবার যাতায়াত লাভ করে।

(মুণ্ডক ১।২।১০; বৃ উ ৮।২, ৪-২৬)। কেহ কেহ যজ্ঞা-বশিষ্ট পায়সান্নকে 'সোম' বলিয়াছেন; ইহা হইতে পারে, কারণ

যজ্ঞাবশিষ্ট "অমৃত" নামে কথিত হয় (৪।৩১)। এবং সোম বা সুধাও অমৃত) (কেহ অর্থ করিয়াছেন, ভোগের দিকে মনের গতি হয়, সেই মনকে যে পান করে, সে সোমপা। গিরীন্দ্র-শেখর বলেন সোমপা, নামক এক বিশেষ যাজ্ঞিক ঋষি সম্প্রদায় ছিল যথা উষ্মপা, ধূমপা, আজ্যপা ইত্যাদি; (শান্তি ২৮৩ অধ্যায়, গীতা১১ ২২) সোমপান এই সম্প্রদায়ের বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল)। ত্রৈবিদ্যা = ইহা সাধারণত; বলা হয়, পূর্ব্বে তিন বেদ, ছিল, ব্যাসদেব তাহা ভাঙ্গিয়া, নূতন ভাবে সাজাইয়া, চারবেদ করেন, তাই তাঁহার নাম বেদব্যাস। কেহ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, জ্ঞান ত্রিবিধ ভাবে স্পন্দিত হয়, অর্থাৎ উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়; কেহ বলিয়াছেন, সকামকর্ম্মী ত্রিবিধ কর্ম্মী, দুরিত ক্ষয় ও সুকৃতি প্রয়াসী। স্বর্গলোক ও মর্ত্তলোগের কেহ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, স্বর্গলোক পরমাত্মা ক্ষেত্র, মর্ত্তলোক মনোময় ক্ষেত্র, সমাধিভঙ্গে জীবভাবে অবতরণ।

ভগবান ২।৪২–৪৪ শ্লোকে যাহা বলিয়াছেন তাহা ঐ ভাবের কর্ম্মে মানুষের যাহাতে মন না যায়, তাই বলিয়াছিলেন।

"ক্ষীণ পুণ্যে" ইহার অর্থ এইরূপ লইলে ভাল হয় :—পুণ্য যখন ক্ষয় বা খারিজ্ হইতে হইতে মাত্র একটু খানি থাকিয়া যায় তখন"। সব খারিজ হইয়া গেলে সম্রাটাদি হইয়া জন্ম গ্রহণ অসম্ভব হইত। নরক ভোগেরও নিশ্চয় খানিকটা থাকিতে থাকিতে জন্ম লইতে হয়।

অরবিন্দ। আমাদের মানসিক অবস্থানুযায়ী সকল সময়েই

আমাদের সম্মুখে দুইটি পথ খোলা আছে—বাহ্যিক জ্ঞান, বাহ্যিক সাধনা, ও নিজ অন্তরতম জ্ঞান ও সাধনা। বাহ্যিক ধর্ম্ম হইতেছে, বাহিরের কোনও দেবতাকে ভজনা করা, এবং বাহ্যিক কোনও সুখময় অবস্থা প্রার্থনা করা। এই পথের সাধকেরা তাহাদের চরিত্রকে নির্ম্মল পাপশূন্য করে, এবং শাস্ত্রের যাহা বিধান পালন করিবার জন্য নৈতিক ধর্ম্মানুযায়ী কর্ম্ম করে, তাহারা প্রতীক স্বরূপ বাহ্যিক যোগের অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন।··· কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্য হইতেছে স্বর্গলোকের আনন্দ লাভ করা।···এইরূপ প্রাচীন কালের বৈদিক ক্রিয়াপরায়ণ ব্যক্তি বেদত্রয়ের বহিরঙ্গ অর্থ আরম্ভ করিতেন, দেবসংসর্গেই মদিরা সোমপান করিতেন, এবং যজ্ঞ ও সৎকর্ম্মের দ্বারা স্বর্গফল প্রার্থনা করিতেন।

কৃষ্ণানন্দ। সকাম কর্ম্মে জন্ম মৃত্যু অতিক্রম হয় না।

শঙ্কর। সোমরস পানে পাপরহিত হইয়া, ইত্যাদি।··· বারবার যাতায়াত করে স্বাধীনতা পায় না।

রামানুজ। ত্রিবেদনিষ্ঠ পুরুষ বেদ-প্রতিপাদ্য কেবল ইন্দ্রাদি পূজন রূপ যজ্ঞে বাঁচিয়া থাকা সোমরস পান করে ইত্যাদি···বারবার আসা যাওয়া করে।

শ্রীধর। আমাকে না জানিয়া, আমারই পূজা করিয়া, যজ্ঞাবশেষ সোমরস পান করিয়া, পাপ নিরাস করিয়া, ইত্যাদি। ঋক্, যজুঃ, সাম্, ত্রিবিদ্যা।

Telang. Those who know the three branches of knowledge etc.

মতিলাল। যজ্ঞাবশিষ্ট সোমরসের পান জনিত শোধিত পাপ হইয়া ইত্যাদি।

ভূপেন্দ্রনাথ। শুদ্ধ নির্ম্মল রশ্মি সাধক দেখিতে পান, তাঁহাকে জানিয়া সমুদয় বিদ্যার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন। পরে এক বিদ্যুৎ শক্তি এই শরীরে উৎপন্ন হয়। ইনিই পতিরূপা গায়ত্রী। ওঁকার ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়... তখন অন্ন (মন) ব্রহ্ম সদৃশ হইয়া যায়। প্রাণ অন্নব্রহ্মে মিলিত হয় সমস্ত ভূতই ব্রহ্মে মিলিত হয়। এই জ্ঞানের নাম বেদ। বেদকে ত্রয়ী বিদ্যা বলে, কারণ, অপান ও প্রাণের ক্রিয়াই ত্রয়ী বিদ্যা।—ওঁকার ক্রিয়াতেই ত্রাণ পায়, তাই ঐ ক্রিয়ার নাম গায়ত্রী। ভূ র্ভুবঃ স্ব ঃ—ইহাই ত্রিপদা গায়ত্রী। উচ্চকোটির যোগী যিনি—অর্থাৎ যিনি যোগে আরূঢ় হইয়াছেন, তাঁহার জিহ্বাগ্রন্থি, হৃদয়গ্রন্থি ও মূলাধার গ্রন্থি ভেদ হইয়া যায়, ইহা হইলে সাধকের আজ্ঞাচক্রের উর্দ্ধে সহস্রারে স্থিতি হয়, তখন আর তাহার পতন হইবার আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু যাঁহারা এতটা উচ্চাধিকার লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা আজ্ঞাচক্র (স্বর্গ) পর্য্যন্ত উঠিয়া আবার নামিয়া পড়েন।—যোগের নয়টি অন্তরায় আছে—ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, অলব্ধভূমিকত্ব, অনবস্থিতত্ব। (ইহারা বাখ্যাত লইয়াছে)।

C

(২২) অর্জ্জুন যেন জিজ্ঞাসা করিলেন, বেশ, সর্ব্বদা তোমাকে লইয়া থাকিলে, মরিবার পর তোমাকে পাইলাম —। কিন্তু বাঁচিয়া থাকার কালে, যে তোমাকে লইয়া সর্ব্বক্ষণ থাকিতে চায়, তাহার জীবন-যাত্রা কি রূপে চলিতে পারে। তাহার উত্তর—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেম বহাম্যহম্ ॥ ২২ ॥

পদচ্ছেদ। অনন্যাঃ চিন্তয়ন্তঃ মাম্ যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে, তেষাম্ নিত্যঅভিযুক্তানাং যোগক্ষেমম্ বহামি অহম্।

অন্বয়। অনন্যাঃ চিন্তয়ন্তঃ যে জনাঃ মাম্ পর্য্যুপাসতে, তেষাম্ নিত্যাভিযুক্তানং যোগক্ষেমম্ অহম বহামি।

কঠিনশব্দ। অনন্যাঃ চিন্তয়ন্তঃ=অন্য কোন বিষয় চিন্তা করিতে না থাকিয়া, অর্থাৎ বিষয়ের দিকে মন না দিয়া, অন্য কোন দেবতায় মন না দিয়া, একাগ্রমনে, নিষ্কাম ভাবে; ত্রয়োদশ শ্লোকের অনন্য মনসঃ; ভক্তিযোগের মূল উপাদান ইহাই, শুধু বৈধী বা রাগাত্মিকা ভক্তি, ভক্তিযোগ নহে। "যাহারা সর্ব্বতো ভাবে সর্ব্বত্র অদ্বৈত দর্শন করিতে থাকিয়া সকল প্রকার ভোগেই নিঃস্পৃহ হইয়া "আমিই, ভগবান বাসুদেবই সকলের আত্মভূত, আমা ছাড়া অন্য কিছুই নাই" এইরূপ জানিয়া, সেই প্রত্য-গাত্মাকেই সর্ব্বদা চিন্তা করিতে থাকিয়া, শম দমাদি সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন যে সমস্ত সন্ন্যাসী (মধুসূদন)" পর্য্যুপাসতে= উপাসনা করেন। "আত্মা হইতে অনন্য হওয়ায়, অর্থাৎ মৎ

স্বরূপ হওয়ায়, কৃতকৃত্যই হইয়া থাকেন" (মধুসূদন)। নিত্যা-ভিযুক্তানাম = আমাতে সর্ব্বক্ষণ সমাহিত। যোগক্ষেম = অলব্ধ বস্তুর লাভের নাম যোগ, লব্ধ বস্তুর পরিরক্ষণের নাম ক্ষেম। অনন্যভক্তি সুন্দর ভাবে বিবৃত চৈতন্যদেবের এই শ্লোকেঃ—ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে, মম জন্মনি-জন্মনীশ্বরে, ভবতাদ্ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।

[যোগক্ষেম, কঠ ১।২।২, অর্থ শ্রেয় তৈত্তিরীয় ৩।১০।২]

অনুবাদ। অন্য কিছুতে চিত্ত না রাখিয়া ও কোন কিছুর প্রার্থী না হইয়া, যে আমার উপাসনা করে, সেই আমাতে সর্ব্বক্ষণ সমাহিত ব্যক্তির যোগক্ষেম অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ এই কার্য্য আমি বহন করি। ভক্তমালে অর্জ্জুন মিশ্র ব্রাহ্মণের গল্প প্রসিদ্ধ। তিনি ভগবান "বহাম্যহম্" বহন করিবেন" এ কথা প্রাণে সহ্য করিতে না পারিয়া, তাহা কাটিয়া "দদাম্যহম্„ করিয়া স্নানার্থে যান। পুরী ধামে তিনি থাকিতেন। সেদিন তাঁহার ঘরে খাবার কিছুই ছিল না। এ দিকে, জগন্নাথ ও বলরাম, ভক্তের সেই "বহাম্যহম্" কলম দিয়া কাটায়, কৌতুক করিতে, তাঁহাদের পৃষ্ঠে লোহার কাঁটায় কাটা দাগের মত করিয়া, দুই কুলী বালক সাজিয়া, অর্জ্জুনের বাড়ী বিস্তর, মহাপ্রসাদ স্বরূপ খাদ্য সামগ্রী আনিয়া দিলেন ও উহা অর্জ্জুন পাঠাইয়াছে বলিলেন, এবং অর্জ্জুনের স্ত্রীকে দেখাইলেন অর্জ্জুন কি রকম ভাবে বিনা দোষে, তাঁহাদের পিঠ লোহার কাঁটা দিয়া আঁচড়াইয়া দিয়াছেন। অর্জ্জুন ফিরিয়া আসিয়া সব

শুনিলেন ও বুঝিলেন ও "প্রেমাবেশে হর্ষ ভরে তটস্থ হইয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া 'বহাম্যহম্ বহাম্যহম্' লিখিতে লাগিল" ও স্তব করিতে লাগিলেন। নিষ্কাম ভক্তের কামনা ব্যতিরেকই প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ আপনিই আসিয়া যায়। স্বামী রামতীর্থ এই শ্লোকটিকে অতি সারবান শ্লোক বলিয়াছেন।

মধুসূদন, শঙ্কর, কৃষ্ণানন্দ। ভগবান সকলকারই যোগক্ষেম বহন করেন, তবে, অন্যের প্রযত্ন উৎপাদন করিয়া তদ্দ্বারা তাহার যোগক্ষেম বহন করেন, কিন্তু অনন্য মানস যাহারা, তাহাদের যোগক্ষেম তিনি নিজেই বহন করেন।

নীলকণ্ঠ। যোগ অর্থে যোগ ভূমিকা প্রাপ্তি।

রামানুজ। আমাকে পাওয়ারূপ যোগ ও অপুনরাবৃত্তি ক্ষেম।

সত্যদেব। যোগ অর্থে ধ্যান ধারণা সমাধি, আর ক্ষেম অর্থে মঙ্গল। মঙ্গলই একমাত্র মুক্তি। যোগ অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির নিরোধের দ্বারা দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থানরূপ মুক্তি অর্থাৎ ভোগ ও অপবর্গ, দুইই আমি।

গোয়েঙ্কা। যোগক্ষেম = ভগবৎ স্বরূপে প্রাপ্তি ও সেই প্রাপ্তির জন্য যে সাধনা ও প্রয়োজন ও রক্ষা।

Gandhi—"He will provide for thee, and be thy faithful procurator in all things, so that thou needest not trust in man (Imitation of Christ)".

শঙ্কর। যে সন্ন্যাসী অনন্যভাবে যুক্ত হইয়া, অর্থাৎ

নারায়ণকে আত্মারূপে জানিয়া নিষ্কাম উপাসনা করে, ইত্যাদি। যোগক্ষেম কামনা করা, অন্য ভক্তেরা করে, অনন্য ভক্তের তাহাতে খেয়ালই থাকে না, তাই ভগবান নিজে দেন।

অরবিন্দ ভগবান ব্যতীত আর কিছুই না দেখা, প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার সহিত যুক্ত হইয়া থাকা,...ইহাই হয় তাহার অধ্যাত্ম জীবনের সমগ্র স্বরূপ। জীবনের পূর্ণতার কিছুমাত্র হইতেও সে বঞ্চিত হয় না, কারণ ভগবান আপনা হইতেই তাহাকে সকল কল্যাণ, সকল যোগক্ষেম আনিয়া দেন।

গিরীন্দ্র। সকাম যাজ্ঞিকেরা মনে করে যে যজ্ঞের ফললাভ ও ফলরক্ষণ তাহাদের নিজ কর্ম্মের উপর নির্ভর করে, এবং সামান্য ত্রুটিতে সমস্ত যজ্ঞকর্ম্ম পণ্ড হইয়া যায়। অপরপক্ষে সর্ব্বকার্য্যে চিত্ত ব্রহ্মে অভিনিবিষ্ট হইলে, ফল ব্রহ্মে অর্পিত হয়, এরূপ ব্যক্তির যোগক্ষেম ভগবান বহন করেন, তাহাদের কার্য্যে প্রত্যবায় ও অভিক্রমনাশ দোষ হয় না।

রামদয়াল। অন্যদের পুরুষার্থ আবশ্যক হয়; তাহাদের জীবিকার জন্য চেষ্টা তাহা উৎপাদন করিয়া, আমি তাহাদের জীবনরক্ষা করি। কিন্তু জ্ঞানীর কোনও প্রযত্ন আবশ্যক করে না।

শ্রীধর। অনন্য = যাঁহাদের আমা ব্যতীত অন্য কাম্য, ভজনযোগ্য অপর দেবতা নাই।

জগদীশ্বরানন্দ। তৈত্তিরীয় উপনিষদে (৩।১০।২) আছে, ব্রহ্মই যোগক্ষেমরূপে প্রণাপানে অবস্থিতা।

মহানামব্রত। যদি বল, নানাদিকের অগণিত কর্ত্তব্য, সেগুলি কে সম্পাদন করিবে? তাহার উত্তর দিয়াছেন, "যোগক্ষেম বহাম্যহম্"। ভক্তের বোঝা ভগবান বহন করেন। "জ্বলন্ত অনল কৃষ্ণ ভক্ত লাগি খায়, ভক্তের কিঙ্কর হয় আপন ইচ্ছায়"। ভক্তির অধীনতা তাহার স্বরূপগত ধর্ম্ম।...স্বকীয় মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য ভগবানের পক্ষে ভক্ত অপরিহার্য্য।.... অনন্যভক্তের আর একটি বিশেষণ নিত্যাভিযুক্ত। সর্ব্বদাই নিবিড় ভাবে সম্বন্ধযুক্ত। শুধু, ঠাকুর-মন্দিরে পূজা করিলাম তাহা নয়। অভি = অভিতঃ = সর্ব্বতঃ।...যোগক্ষেম = অপ্রাপ্ত-বস্তুর প্রাপ্তি (যোগ) ও প্রাপ্তবস্তুর রক্ষণ (ক্ষেম) ; কিন্তু দুইটি আলাদা বস্তু হইলে নিস্পন্ন শব্দটি দ্বিবচন হওয়া সঙ্গত ছিল। কিন্তু একবচনে থাকায় অন্যবিধ অর্থের চিন্তা মনে আসে। যোগ শব্দে অপ্রাপ্তবস্তুর প্রাপ্তি অর্থ গীতায় আর কোথাও নাই। যোগের অর্থ গীতা নিজেই করেছেন "কর্ম্মসু কৌশল"। ক্ষেম শব্দে অভিধানগত মঙ্গল অর্থ লইলে, যোগক্ষেমের অর্থ হইবে, ঈশ্বর সাধনে যাহা যাহা মঙ্গলপ্রদ, অর্থাৎ অনুকূল, তাহাই যোগক্ষেম। অনুকূল (ক্ষেম) তিনিই মিলাইয়া দেন।

ভক্তিপ্রদীপ। নিত্যাভিযুক্তানাম্ = who are steadfastly attached to me.

ভূপেন্দ্রনাথ। যোগ অর্থাৎ ঐকান্তিকতা, ও ক্ষেম অর্থাৎ বিঘ্ন নিবারণাদি শক্তি ভগবদ্ কৃপায় যত্নশীল সাধকের

হইয়া থাকে। কিন্তু তাঁহাকে স্মরণ করিতে হইবে অনন্যচিত্তে, তবে যোগধারণা লাভ হইবে। যোগধারণা দ্বারা প্রাণ মন ও বুদ্ধি সকলেই স্বকার্য্য পরিহার করিয়া আত্মস্থ হইয়া যায়, ইহাই আটকানো বা অবরোধ ভাব। আমাদের ক্ষুদ্রজ্ঞান সাধারণতঃ বিষয়ে অবরুদ্ধ থাকে, সাধকের ভগবানে। শরণাগত সাধকের প্রতি ভগবান কৃপা করেন। পাতঞ্জল দর্শনে "ঈশ্বর প্রণিধানাদ্ বা," ইহার অর্থে, ভাষ্যে ব্যাসদেব বলিয়াছেন "ভক্তি বিশেষের দ্বারা আবর্জ্জিত বা অভিমুখীকৃত হইয়া ঈশ্বর অভিধ্যানের দ্বারা সেই যোগীর প্রতি অনুগ্রহ করেন।...যে যোগী পায়ের জোরে হঠকারিতা করিয়া সাধন করেন তাঁহার চিত্ত ঈশ্বরমুখী বলিয়া ঈশ্বরচিত্তও তদভিমুখী হইয়া থাকে।

(২৩) অর্জ্জুন যেন জিজ্ঞাসা করিলেন, সব দেবতাই তো তুমি যদি কেহ অন্য দেবতার ভজনা করে, তাহাতে কি তোমার ভজনা হয় না? উত্তর, ভগবান কয়েক শ্লোকে দিলেন।—

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতা
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্। ২৩

পদচ্ছেদ। যে অপি অন্য দেবতা ভক্তাঃ যজন্তে শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ তে অপি মাম্ এব কৌন্তেয় যজন্তি অবিধিপূর্ব্বকম্।

অন্বয়। কৌন্তেয়, অন্যদেবতা-ভক্তাঃ অপি যে শ্রদ্ধয়া অন্বিতা যজন্তে তে অপি অবিধিপূর্ব্বকম্ মাম্ এব যজন্তি।

কঠিন শব্দ। শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ = শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া। অবিধি =

অজ্ঞান ; "বসু প্রভৃতি দেবতাগণকে আমা হইতে ভিন্ন ভাবিয়া আমার সর্ব্বাত্মস্বরূপ না জানিয়া অর্চ্চনা করে।"

অনুবাদ। কৌন্তেয়, যদি অন্য দেবতার ভক্ত শ্রদ্ধার সহিত সেই দেবতার অর্চ্চনা করে, তাহা হইলেও আমাকেই অর্চ্চনা, অজ্ঞানে করা হয়। (৪-১২, ৭।২১-২৩), (গীতাপ্রেমী—মহাভা ১২।৩৪১।৩৫)।

আমি সর্ব্বমূর্ত্তিতে সর্ব্বতোমুখভাবে আছি, ইহা বলিয়াছি। সেইজন্য যে দেবতারই পূজা কর না কেন, সে পূজা আমাতেই আসে। কিন্তু "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি" আমারই পূজা করিতেছ, এভাব যখন তোমার মনে আসিতেছে না, ইন্দ্রাদি দেবগণকে আমা হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞানে পূজা করিতেছ, তখন, জ্ঞানে আমার পূজা, তোমার দ্বারা করা হইতেছে না। ইন্দ্রাদি দেবতা আমারই সৃষ্ট, তোমাদের এইভাবের পূজা লইতে ও ফল দিতে ; সে পূজায় আমাকে পাওয়া হইবে না।

অবিধি=অজ্ঞান (শঙ্কর) ; মোক্ষ প্রাপক বিধি বিনা (শ্রীধর) ; মৎপ্রাপক বিধি বিনা (বিশ্বনাথ)।

কৃষ্ণানন্দ। বিবেক বিজ্ঞানসহ ভগবানের নিত্যসিদ্ধ চিন্ময় স্বরূপের নিশ্চয় না করিয়া ভেদবুদ্ধিতে উপাসনা করিলে, তাহার চিদ্‌ঘন স্বরূপের সাক্ষাৎকার হয় না, জন্মমৃত্যুনিরোধক চৈতন্য লাভ হয় না।

সত্যদেব। স্বকীয় ইষ্টদেব যতদিন না আত্মদেবরূপে

প্রকাশিত হন· ততদিন শ্রদ্ধাভক্তির সহিত ইষ্টদেবের পূজাও অন্যদেবের পূজা হইয়া থাকে।

রামানুজ। সকল বেদান্তবাদ পরমপুরুষের শরীররূপে ইন্দ্রাদি দেবতার আরাধনার বিধানে তাহাদের আত্মারূপী পরমপুরুষেরই সাক্ষাৎ আরাধনার বিধান করেছেন।

অরবিন্দ। গীতা বহিরঙ্গের উপাসনাকে বলিয়াছে অন্য দেবতাদের প্রতি যজ্ঞ; অন্য দেবতা যথা দেবান্ পিতৃণ ভূতানি। মানুষ বা প্রকৃতির মধ্যে যে সকল প্রধান প্রধান জিনিষ সহজেই তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, প্রধানতঃ সেই সবের অন্তর্দেবতা-রূপে অধিষ্ঠিত শক্তি ও ভাবসকলের উপাসনা তাহারা করিয়া থাকে। যদি তাহারা শ্রদ্ধার সহিত ইহা করে, তবে তাহাদের শ্রদ্ধা সার্থক হয়।

রামদয়াল। ভেদবুদ্ধি করে বলিয়া পৃথক্ ফল পায়। আমিই সর্ব্ব দেবতা, ইহা বোধ করিতে জ্ঞানের আবশ্যক হয়। আমিই সূর্য্য ভাবিলে পতন হয় না, কিন্তু সূর্য্যই ভগবান ভাবিলে পতন হয়।

সন্তদাস। অবিধি=দেবতাসকল আমারই রূপ না জানিয়া।

শঙ্কর। অন্য দেবতাতে ভক্তি রাখিয়া শ্রদ্ধা বা আস্তিক বুদ্ধিতে পূজা করিলে আমারই পূজা হয়, কিন্তু অজ্ঞানপূর্ব্বক।

শ্রীধর। অবিধি=মোক্ষের প্রাপক বিধি ছাড়িয়া। তাই পুনর্ব্বার প্রত্যাবর্ত্তন করে।

ভূপেন্দ্রনাথ। বিশেষরূপে বুদ্ধিতে থাকার নাম বিধি।

যখন আত্মা ব্যতীত কিছুই নাই, তখন যাহাকেই পূজা করুক, সে তো আত্মারই পূজা হইবেই, কিন্তু অবিধিপূর্ব্বক ; অবিধিই অজ্ঞান।

(২৪) সকল উপাসনা আমারই কাছে আসে, আমিই লই; অন্যদেব পূজকদের নিকট তাহা অজ্ঞাত থাকায়, তাহারা স্খলিত হয়।

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চবন্তি তে ॥ ২৪ ॥

পদচ্ছেদ। অহং হি সর্ব্ব-যজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুঃ এব চ, ন তু মাম্ অভিজানন্তি তত্ত্বেন অতঃ চ্যবন্তি তে।

অন্বয়। হি অহম্ এব সর্ব্বযজ্ঞানাম্ ভোক্তা প্রভুঃ চ, তু তে মাম্ তত্ত্বেন ন অভিজানন্তি, অতঃ চ্যবন্তি।

কঠিন শব্দ। ভোক্তা=(পূজা) উপভোগ করি, গ্রহণ করি। (৫।২৯) (১।১৬) প্রভু=ফলদাতা। ন অভিজানন্তি= জানে না। তত্ত্বেন=বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি, সকল পূজা আমাতে আসে, ফলদান আমিই করি, এই সত্য। চ্যবন্তি=কর্ত্তব্য হইতে চ্যুত হয়; অনন্য মনে আমার ভজনা না করায়, বা সকল দেবতাই আমি, এই জ্ঞানে না থাকায়, সে অনাময় পদ প্রাপ্তির পথ হইতে বিচ্যুত হয়, অর্থাৎ তাহা পায় না, কেহ চ্যবন্তির অর্থ করিয়াছেন, সাধক হইয়াও অসাধু থাকিয়া যায়।

অবাদ। আমিই সকল যজ্ঞের ভোক্তা, সকল পূজা আমতে আসে, আমিই উপভোগ করি। ফলদাতা আমিই;

আমার স্বরূপ জ্ঞান তাহাদের না থাকায়, তাহারা পথভ্রষ্ট হয়।

সব দেবতাই আমি, একংসদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি; সকল পূজা আমাতেই আসে, ফলদাতা আমিই, তবে এ জ্ঞান যাহার নাই, তাহাদের সে ভাবের পূজার, যে ফল আমি ব্যবস্থা করিয়াছি, সে ফল পায়; আমাকে প্রত্যক্ষভাবে পূজা করিবার যে ফল তাহা পায় না, ঠিক পথে চলা তাহাদের হয় না।

কেহ কেহ বলেন; গীতার ৫।১৫ শ্লোকানুসারে, ভগবান কোন পুণ্য ফল গ্রহণ করেন না, পাপও গ্রহণ করেন না এবং সেই জন্য ভোক্তা হইতে পারেন না, এবং সেই জন্য এখানে ভোক্তার অর্থ, তিনি পুণ্যফল ও পাপফল জমা রাখেন, পরে সময়ে দেন। ইহা আনকটা মীমাংসকদিগের কর্ম্মফল সম্বন্ধীয় মতের মত। মীমাংসকদিগের মতে, কর্ম্মের ফল, এক অচিন্ত্যনীয় অবস্থায় থাকে, তাহাকে "অপূর্ব্ব" বলা হয়। আমি যদি আজ কাহাকেও খুন করি, সে আমার বাঁচিয়া থাকিতে, বাঁচিয়া উঠিয়া আমাকে খুন করিবে না। আমার সেই খুন করা কর্ম্মের ফল অপূর্ব্চ ভাবে থাকিবে। যখন ঠিক মত স্থান ও কাল আসিবে, সে পরজন্মেই হোক, বা বহুজন্ম পরেই হোক, যাহাকে আমি খুন করিয়াছি, সে আমাকে খুন করিবে। উপরিউক্ত শ্লোক সম্বন্ধে, ভগবান ভোক্তা হইতে পারেন না চলা বালকের বলা। এই শ্লোক ভক্তি ষট্‌কের শ্লোক। ভক্তের জন্য সগুণ ভগবান সবই করেন। আকার ধরিয়া যখন যোগক্ষেম বহন করিতে পারেন, তখন সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা হওয়া; অর্থাৎ ভক্ত

ভক্তি ভরে তাঁহাকে যাহা নিবেদন করিয়া দিবে, অপার করুণায় তাহা গ্রহণ করা, ইহা তিনি করেন না বলিতে পারা যায় কি ? তিনি নির্গুণ নির্লিপ্ত, মানুষ নিজের পাপ পুণ্যের কর্ম্মফল ভোগ করে, মানুষের পাপ পুণ্যে ভগবান লিপ্ত হন না, বা খুসী, বা ক্রোধ অনুযায়ী বিধান করেন না। কিন্তু ভক্তের অনন্য ভক্তি সহকারে নিবেদিত খুদের কণা তিনি আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেন, তাহাকে কৃতার্থ করিবার জন্য। যে পঞ্চম অধ্যায়ে তিনি (ব্রহ্ম ভাবে) পুণ্যপাপ গ্রহণ করেন না আছে, সেই পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে রহিয়াছে, (সগুণ ভাবে) তিনি ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং।

অরবিন্দ। সকল আন্তরিক ধর্ম্মবিশ্বাস ও উপাসনা বস্তুতঃ সেই এক পরম বিশ্বপুরুষেরই উপাসনা; কারণ তিনিই মানুষের সকল যজ্ঞ ও তপস্যার প্রভু, তাহার সকল সাধনার ও উপাসনার অনন্ত ভোক্তা।

তিলক। বৈদিক ধর্ম্মে এই তত্ত্ব বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে যে, যে কোন দেবতা হৌক, তাহা ভগবানেরই এক স্বরূপ, একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি, অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ (ঋ ১, ৫৪, ৪৬) এবং গীতার শ্লোক সমূহের মত শ্লোক মহাভারতে নারায়ণীয় উপাখ্যানে, ভাগবৎ পুরাণাদিতে আছে, (তিলক শ্লোকগুলি দিয়াছেন। ভক্তিই মুখ্য, দেবতারূপে প্রতীক গৌণ।··· আশ্চর্য্যের বিষয়, ভাগবৎ ধর্ম্মী, শৈবদের সহিত ঝগড়া করে। সকল দেবতাই এক, এই জ্ঞান না হইলে মোক্ষের পথ সরিয়া যায়।···ফলদানের কার্য্য দেবতা করেন না, পরমেশ্বরই করেন।

শঙ্কর। যজ্ঞের আসল ফল পাওয়া হইতে পড়িয়া যায়।···আমিই সকল যজ্ঞের স্বামী "অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র"।

রামানুজ। আশ্চর্য্য! একই কর্ম্মে, কেবল সঙ্কল্প ভেদে কেহতো অতিতুচ্ছ ফলভাগী ও পতন স্বভাবশীল হয় ইত্যাদি।

শ্রীধর। চ্যুত হয়, অর্থাৎ পুনর্ব্বার প্রত্যাবর্ত্তন করে।

মধুসূদন। আমি সকল প্রকার যজ্ঞের ভোক্তা, কারণ আমি নিজে অন্তর্যামিরূপে অধিযজ্ঞ, যজ্ঞাধিষ্ঠাতা, যজ্ঞেশ্বর, যজ্ঞপুরুষ।

ভুপেন্দ্রনাথ। যাহারা সর্ব্বদেবতার মধ্যে অন্তর্যামীরূপে আমাকে দেখিয়া উপাসনা করে, তাহারা পুনরাগমন করে না। ···যজ্ঞ অর্থাৎ কর্ম্ম, অর্থাৎ আত্মাই সর্ব্ব কর্ম্মের কর্ত্তা ও ফলদাতা যদিও ইন্দ্রিয়েরাই সব কর্ম্ম করে, কিন্তু তাহারা কোন কর্ম্মই করিতে পারিত না যদি আত্মা না থাকিতেন, সেই জন্য সব যজ্ঞের অধিপতিই আত্মা।···জীবগণ নিজের মধ্যে এই "অহং" তত্ত্বকে জানিতে না পারিয়াই অজ্ঞানাবদ্ধ হইয়া পরিভ্রমণ করে।

(২৫) পূজকেরা কি কি রকমের ফল পায়, সেই সম্বন্ধে বলিলেন—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥২৫॥

পদচ্ছেদ। যান্তি দেবব্রতাঃ দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ, ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যাঃ, যান্তি মদ্‌যাজিনঃ অপি মাম্।

অন্বয়। দেবব্রতাঃ দেবান্ যান্তি, পিতৃব্রতাঃ পিতৃন্ যান্তি, ভূতেজ্যাঃ ভূতানি যান্তি, মদ্‌যাজিনঃ অপি মাম্ যান্তি।

কঠিন শব্দ। দেবব্রতা = দেব পূজকেরা, "বসু রুদ্র, আদিত্যাদি দেব; সেই দেবতাদের উদ্দেশে হইয়াছে ব্রত, অর্থাৎ বলি-উপহার প্রদক্ষিণাদি রূপ পূজা যাহাদের (মধুসূদন); "শ্রুতি বলিয়াছে 'তাঁহাকে যে যে ভাবে উপাসনা করে তাহারা তাহাই হয়, অর্থাৎ তদ্‌ভাবই প্রাপ্ত হয় (মধুসূদন); সাত্বিকগণ দেবব্রত। রাজস যাহারা তাহারা শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ক্রিয়ার দ্বারা অগ্নিস্বাত্ত প্রভৃতি পিতৃপুরুষগণের আরাধনা করিয়া, পিতৃবর্গকে পায়; তমোগুণ প্রধান যাহারা, তাহারা ভূতেজ্য অর্থাৎ যক্ষ রক্ষঃ বিনায়ক, মাতৃকাগণ প্রভৃতি ভূত গণের পূজক, তাহারা ভূতগণকেই পায়, তদ্‌ভাব প্রাপ্ত হয়। (বিনায়ক, গণেশ নহেন)।

অনুবাদ। যাহারা দেবতাদের পূজা করে, তাহারা দেবতাদের পায় অর্থাৎ তদ্‌ভাব প্রাপ্ত হয়, বা স্বর্গ পায়, ক্রিয়াপরায়ণ পিতৃপূজকগণ, তাহারা পিতৃগণকে পায়। যাহারা যক্ষরক্ষ ভূত প্রেতাদির উপাসনা করে তাহারা তাহাদের অর্থাৎ তাহাদের ভাব পায়। আর যাহারা আমার উপাসনা করে তাহারা আমাকে পায়।

মানুষ স্বভাব অনুসারে পূজা করে, সাত্বিকেরা দেব পূজা করে, রাজসিকেরা পিতৃপুরুষগণকে পূজা করে, আর তামসিকেরা যক্ষ রক্ষ ভূত প্রেত মাতৃগণ ও বিনায়কের পূজা করে, ও তাহাদের

কৃপায় নানা সিদ্ধাই পায়। যে যেরূপ চাহে, আমি তাহাই তাহাকে দিই (১৭।৪, ৭।২০; ৪।১২)। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। (গীতাপ্রেমী—মহাভারত ১২।৩৫২।৩)।

কেহ ভূতানির অর্থ করিয়াছে, যাহারা স্ত্রী পুত্রাদি সংসার ধর্ম্মে আসক্ত তাহারা সেইরূপ পায়।

সত্যদেব। প্রথমে স্থূলে আসক্তি, পরে সূক্ষ্মে আসক্তি; মানুষ প্রথমে সংসারাসক্ত থাকে তাহার পরে···আত্মা ও ভূত প্রেতাদিতে বিশ্বাস, তাহার পরে পরলোকগত পিত্রাদির প্রতি শ্রদ্ধা, তারপরে দেবশক্তিতে বিশ্বাস তারপরে আমার দিকে দৃষ্টি পড়ে।

Krishna Prem—But the result of such worship is assimilation to the being who is worshipped ; and no limited finite God can give the soul that state which is beyond all limitations.

গীরীন্দ্রশেখর। ভূত পূজকের দুই অর্থ হইতে পারে, যাহারা উপদেবতার পূজা করে, (২) ভূতের বা জড় দ্রব্যের উপাসনা করে, ধনাদি লাভের চেষ্টা করে।

মধুসূদন। তাহাদের মোক্ষরূপ ফল না হইলেও, সেই সেই দেবতার আরাধনার উপযুক্ত ক্ষুদ্র ফল প্রাপ্তি ঘটে।

রামানুজ। ব্রত=সঙ্কল্প। শঙ্কর। ভূত পূজকেরা বিনায়ক,

ষোড়শমাতৃকাগণ, চতুর্ভগিনী আদি ভূতগণকে পায়।...পূজায় সমান পরিশ্রম হওয়া সত্ত্বেও, এইজন্য বিভিন্ন ফল পায়।

শ্রীধর। আমার পূজা করিতে যাঁহাদের অভ্যাস, তাঁহারা অক্ষয় পরমানন্দস্বরূপ আমাকে পান।

মধুসূদন। ঈশ্বরারাধনার ফল ঈশ্বর স্বরূপতা প্রাপ্তি, এবং তাহা অনন্ত।

ভক্তিপ্রদীপ। ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা = worshippers of elements go forth to them.

ভূপেন্দ্রনাথ। দেবতাগণের উপাসনা করিলে মৃত্যুর পর তাহাদের সালোক্যের প্রাপ্তি তো হইবেই, বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতেই সাধকের তত্তৎ ইন্দ্রিয়ের বিশিষ্ট শক্তি লাভ হয়। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে, যে উপাসকের যে গুণ প্রবল, সে আবার সেই দেবলোকের মধ্যে গুণানুযায়ী বিশিষ্ট স্থান লাভ করে।...পিতৃগণই স্থূল ভূতাদির জনকস্থানীয়, তন্মাত্রার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা,...উপাসকদের তন্মাত্রায় সূক্ষ্মলোকে গতি হইয়া থাকে! যাঁহারা স্থূলভূতের উপাসনা করেন, তাঁহারা জরামরণ সঙ্কুল এই স্থূল ভৌতিক জগতে ফিরিয়া আসেন।

(২৬) অর্জ্জুন যেন জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি তো সকল দেবতার ঈশ্বর, তোমার পূজার বিধি, জমকালো রাজসিক ব্যাপার, নয় কি? উত্তরে ভগবান বলিলেন—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি,
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ। ২৬

পদচ্ছেদ। পত্রম্ পুষ্পম্ ফলম্ তোয়ম্ যঃ মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি, তৎ অহম্ ভক্তি-উপহৃতম্ অশ্নামি প্রযত-আত্মনঃ।

অন্বয়। যঃ মে ভক্ত্যা পত্রম্ পুষ্পম্ ফলম্ তোয়ম্ প্রযচ্ছতি, ভক্ত্যুপহৃতম্ প্রযতাত্মনঃ তৎ অহম্ অশ্নামি।

কঠিন শব্দ। ভক্তি উপহৃতম্=ভক্তি পূর্ব্বক সমর্পিত। প্রযতাত্মনঃ=শুদ্ধবুদ্ধি ব্যক্তির। তৎ=সেই পত্র পুষ্পাদি। অশ্নামি=ভোজন করি, এখানে অর্থ প্রীতির সহিত গ্রহণ করি। (ইহাই 'ভোক্তারং যজ্ঞ তপসাং' ও অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তার ভাব। (পত্রপুষ্পাদি সবই তাঁহার ; এ গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজা)। এইপ্রকার ভাবই ৪।২৪ শ্লোকে।

অনুবাদ। যে আমাকে ভক্তির সহিত পত্র (যথা বিল্বপত্র, তুলসীপত্র), পুষ্প, ফল ও জল প্রদান করে, শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির সেই ভক্তির সহিত প্রদত্ত (পত্র পুষ্পাদি) আমি আনন্দের সহিত গ্রহণ করি। (গীতাপ্রেমী—ভাগবত ১০.৮১।৯। ভাগবৎ ১১।২।৩৬)। আমি রাজসিক পূজার কাঙ্গাল নহি) অদ্বৈতাচার্য্য জল তুলসী দিয়াই ভগবানকে নামাইয়াছিলেন।

Massenger—"One grain of incense with devotion offered, is beyond all perfumes of sabacan spices."

ভগবান যেন বলিলেন, আমি অনন্যভক্তি চাই, অনন্যভক্তিই ভক্তিযোগ, জমকালো পূজা চাই না। বিদুরের খুদ গ্রহণ করি,

দুর্যোধন প্রদত্ত রাজভোগ গ্রহণ করি না। আমার উপাসনা "সুসুখম"।

বিবেকানন্দ। আপনারা মনকে স্থির করিবার অথবা কোনরূপ চিন্তা করিবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন। আপনারা মনে মনে মূর্ত্তি গঠিত না করিয়া থাকিতে পারিতেছেন না। দুই প্রকার ব্যক্তির মূর্ত্তি পূজার প্রয়োজন হয় না :—এক নরপশু—যে ধর্ম্মের কোন ধার ধারে না ; আর, সিদ্ধ পুরুষ, যিনি এই সকল সোপান পরম্পরা অতিক্রম করিয়াছেন। আমরা যতদিন ঐ দুই অবস্থার মধ্যে অবস্থিত, ততদিন আমাদের ভিতরে বাহিরে, কোনও না কোনও আদর্শ বা মূর্ত্তির প্রয়োজন হইয়া থাকে।

মধুসূদন। ভক্তিহীন ভাবে ব্রাহ্মণ যদি অমৃতও দান করেন, তাহা আমি পাই না। শ্রীদামের তণ্ডুল পাই।

শঙ্করানন্দ। অতিথিই বিষ্ণু ; গৃহস্থের অতিথি সৎকারই মুমুক্ষুর পথ।

শ্রীধর। যজ্ঞের নিমিত্ত পশু ও সোমাদি দ্রব্য আহরণ কষ্টকর ; আমার পূজায় সে সব উদ্যমের আবশ্যক নাই।

শঙ্কর। প্রযতাত্মা=শুদ্ধবুদ্ধি। অশ্নামি=ভোজন করি, অর্থাৎ গ্রহণ করি।

রামানুজ। মহাভারতে বলিয়াছে, অনন্যভাবগত বুদ্ধিতে যাহা যাহা ভগবানে অর্পিত করা হয়, সব তিনি মাথায় করিয়া লন। (ম, ভা, ৩৪০।৬৪)।

বঙ্কিমচন্দ্র। ঈশ্বর সর্ব্বত্র আছেন, ফল পুষ্পাদি যেখানে দিবে সেখানেই তিনি পাইবেন।

মহানাম ব্রত। ভক্তের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য, তাঁহার ক্ষুধাও লাগে, আহারও করেন।...যিনি চিদ্‌বস্তু তিনি জড় প্রকৃতিজপত্রপুষ্প কি-ভাবে আহার করেন? উত্তর নিজেই বলিয়া দিলেন, শুদ্ধচিত্ত ভক্তের ভক্তিমাখান দ্রব্য আহার করেন।

ভক্তিপ্রদীপ। প্রযতাত্মনঃ =by a devotee who is self convinced ; অশ্নামি = acceptable to me.

মধ্বাচার্য্য (Rau). Filled with restraint and renunciation.

(২৭) অর্জ্জুন যেন বলিলেন, 'তুমি যে পত্র পুষ্প ফলাদি দিবার কথা বলিলে, তাহা, আর বিশেষ করিয়া জল, অনায়াস প্রাপ্য বটে, কিন্তু তবুও তাহা সংগ্রহ করিতে হইবে। একেবারে না পাওয়া, হয় তো না হইতে পারে, কিন্তু সংগ্রহ করিবার জন্য সময়, একটু হউক বেশী হউক, খানিকটা যাইবে। উত্তরে ভগবান বলিলেন, নাই বা হইল পত্রপুষ্প, এমন দ্রব্যও আছে, যাহা সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বদা তুমি দিতে পার। তাহা কি?—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুস্ব মদর্পণম্॥ ২৭॥

পদচ্ছেদ। যৎ করোষি, যৎ অশ্নাসি যৎ জুহোসি দদাসি যৎ, যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুস্ব মৎ অর্পণম্,

অন্বয়। কৌন্তেয়, যৎ করোষি, যৎ অশ্নাসি, যৎ জুহোসি, যৎ দদাসি, যৎ তপস্যসি, তৎ মদর্পণম, কুরুস্ব।

কঠিন শব্দ। করোষি=করিতেছ; "শাস্ত্রবিধান ব্যতীতও রাগ প্রাপ্ত (স্বভাব সিদ্ধ) গমনাদি যাহা করিতেছ" (মধুসূদন)। অশ্নাসি=ভোজন করিতেছ; তৃপ্তির জন্যই হইক অথবা শাস্ত্রীয় কর্ম্ম সিদ্ধির জন্যই হউক, তুমি যাহা কিছু ভোজন করিতেছ। জুহোষি=যাহা কিছু হোম করিতেছ, "শ্রৌত ও স্মার্ত্ত উভয় প্রকার হোমের উপলক্ষণ। দদাসি=দান করিতেছ. অতিথি ব্রাহ্মণাদিকে, যে অন্ন স্বর্বর্ণাদি দান করিতেছ, (মধুসূদন)। তপস্যসি=যে তপস্যা করিতেছ, অর্থাৎ "অজ্ঞানকৃত ও প্রামাদিক (প্রমাদ, অনবধানতা হেতু সঞ্চিত) পাপের ক্ষয়ের নিমিত্ত প্রতিসম্বৎসরে যে চান্দ্রায়ণ ব্রত প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিতেছ; অথবা উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি সকলকে সংযত করিবার জন্য শরীরেন্দ্রিয় সংঘাতকে যে সংযত করিতেছ। উপরিউক্ত বাক্যগুলির দ্বারা (অবিহিত কর্ম্মছাড়া), খাওয়া শোওয়া ইত্যাদি সকল স্বাভাবিক কর্ম্ম যাহা প্রতিদিনই তোমাকে করিতেই হয়, এবং "যজ্ঞ দান তপস্যাদি"যাহা যদি কর তো সে সকল কর্ম্মও, সব কর্ম্ম উপলক্ষিত হইল (যজ্ঞ দান তপস্যা, চিত্তশুদ্ধিকারক, এই বাক্য ত্রয় বহুস্থলে গীতায় আসিয়াছে। (গীতা ৫-১১; ভাগবত ১১।৩।৭ গীতাপ্রেমী।)

অনুবাদ। যাহা অনুষ্ঠান কর, যাহা ভোজন কর, যাহা হোম কর, যাহা দান কর, যাহা তপস্যা কর, কৌন্তেয়, সব

আমাকে দাও ("কৃষ্ণার্পণমস্তু" ভাবে বা আমাকে স্মরণ করিয়া কর) (ইহাতে পত্রপুষ্পাদি কিছুই জোগাড় করার কষ্ট করিতে হইবে না, কোন সময় যাইবে না।

ইহাই অমিশ্র কেবলা ভক্তি, নির্গুণা ভক্তি। রাগাত্মিকা ভক্তিতেও আসক্তি আছে।

কাজ কিছু না কিছু, তুমি সর্ব্বদাই করিতেছ, খাওয়া শোওয়া আদি শরীর রক্ষার্থ নিষ্পাপ কাজ, ছোট বড় নানা ভাল কাজ, যজ্ঞদান তপস্যাদি কাজ, যতদিন বাঁচা ততদিন চলিবেই। যদি প্রতিকাজ আমাকে নিবেদন করিতে থাক, যতদিন বাঁচা সে নিবেদনও চলিবে। তোমার জীবনের ধারা যে ভাবে চলিতেছে চলুক, শুধু নিবেদন প্রয়োজন। কাজ-নিবেদন কি? আমার নাম স্মরণ করিয়া কাজ করা, কাজের উপর 'আমার' এ দাবী না রাখা (উৎসর্গীকৃত বস্তুর উপর উৎসর্গকারীর আর কোন দাবী থাকে না), কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য হইয়াও নির্লিপ্ত ভাবে কাজ করা, ও ফলের উপরও কোন দাবী না রাখা। নিষ্কাম ভাবে কাজ করাও যেরূপ, কৃষ্ণার্পণমস্তু ভাবে কাজ করাও সেইরূপ; কর্ম্মবন্ধন হয় না। ভক্তি ইহাও সরল সাধনা, সকলকর্ম্মে স্মরণ করা, ও সকল ফল ভগবানকে নিবেদন করা। ইহাই গীতার সুসুখম্ সাধনা। মদ্‌যোগমাশ্রিত (১২।১৯)। অনন্য-ভক্তি, ভক্তিযোগের উপাদান, এবং এই প্রক্রিয়াও ভক্তিযোগের উপাদান। ভগবানকে কর্ম্মফল অর্পণ করিবার যদি অভ্যাস কর

পাপ কর্ম্ম আপনিই করা হইবে না, কারণ ভগবানকে পাপ কর্ম্ম কেহ নিবেদন করিতে সাহস করিবে না।

জীবন ধারণ করিতে তোমাকে কোন সময় কিছু খাইতে হইবে; আমাকে নিবেদন করিয়া খাইলে, নিবেদিত অন্ন ভোজনে তোমার তৃপ্তি ও উপাসনা দুইই হইবে। আর, আমাকে নিবেদন করিতে হইবে হওয়ায়, তুমি নিষিদ্ধ খাদ্য খাইবে না। আমি তোমার দিকে চাহিয়া আছি জানিয়া, এই দৃষ্টির সম্মুখে তুমি কোনও মন্দ কাজ করিবে না।

সর্ব্বজন-সহজ-সাধ্য এই সাধনা। কোনও শাস্ত্রজ্ঞানের আবশ্যক নাই, কোনও কৃচ্ছ্র সাধনের আবশ্যকতা নাই। তাই ইহা রাজবিদ্যা; ইহা রাজ মার্গ, স্ত্রী নীচজাতি সকলকার জন্য উদার উন্মুক্ত রাজপথ।

ব্রহ্মার্পণ ব্রহ্ম হবিঃ (৩।৫১) শ্লোকে, ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি-স্থিতেন, যথা নিযুক্তোস্মি, তথা করোমি, এই বাক্যে, এই ভাবই পাওয়া যায়, যাহা এই শ্লোকে ব্যঞ্জিত হইয়াছে। এই শ্লোকের ভাব, ভক্ত শ্রীরাম প্রসাদের গানে সুন্দর ভাবে ফুটিয়াছে।—

‘ওরে মন বলি ভজ কালী ইচ্ছা হয় যে আমারে,
মুখে গুরুদত্ত মন্ত্র দিবা নিশি জপ করে
শয়নে কর প্রণাম জ্ঞান নিদ্রায় কর মা’কে ধ্যান
নগর ফিরে মনে কর প্রদক্ষিণ শ্যামা মা রে
যত শুন বর্ণ পুটে, সবই মায়ের মন্ত্র বটে
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণ ময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে

কৌতুকে রাম প্রসাদ রটে, ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব ঘটে
আহার কর মনে করো আহুতি দিই শ্যামা মাকে।

এই শ্লোকেরই অনুরূপ—যৎযৎ কর্ম্ম করোমি, তত্তদখিলং শম্ভো তবারাধনং। আর, প্রাতরাভ্যঃ সায়াহ্নং, সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ, যৎ করোমি জগন্নাথ (অথবা জগন্মাত) তদেব তব পূজনং।

ভাগবৎ (১১।২।৩৬) ঃ—কায়মনঃ বাক্য ইন্দ্রিয়বুদ্ধি আত্মা দ্বারা স্বভাববশতঃ যে কোন কর্ম্ম করা হয়, তৎসমস্তই পরাৎপর নারায়ণে সমর্পণ করিবে।

তিলক। ২৬ ও ২৭ এ দুইটি শ্লোক গুরুত্বপূর্ণ ; 'ব্রহ্মার্পণ ব্রহ্মহবিঃ ইহা জ্ঞানযোগের তত্ত্ব (৪।২৪) ; ইহাই ভক্তির পরিভাষা অনুসারে এই শ্লোকে ব্যাখ্যাত হয়েছে। (গীতার ৩।৩০, ৫।২০, ১৮।২, ৫।৩, ২।৬৪, ৩ ২৯, ৪।২৩, ৫।১২, ৬।৩, ৮।১)। ভাগবতেও নৃসিংহ ভগবান প্রহ্লাদকে বলিয়াছেন "ময্যাবেশ্য মনস্তাত কুরুকর্ম্মাণি মৎপরঃ, ভাগবৎ ১১।২।৩১ এবং ১১।১১।২৫...।জীবনের সমস্ত কর্ম্ম, এমন কি জীবনধারণ পর্য্যন্ত এইরূপ কৃষ্ণার্পণ বুদ্ধিতে, ফলাশা ত্যাগ করিয়া, করিতে পারিলে, পাপ বাসনা কোথাকে কোথায় থাকিবে, এবং কুসঙ্গই বা কিরূপে ঘটিবে ?

The Quran—Yea, whoever submits himself entirely to Allah...he has his reward from his Lord,—My prayers and my sacrifices and my life and my death only for God.

Pythagoras—There is one Universal soul, diffused through all things, eternal invisible and unchangeable.

Radhakrishnan—Self giving results in the conservation of all acts to God. This tide of the common tasks of daily life must flow through the worship of God.

কৃষ্ণানন্দ। এই শ্লোকাভিপ্রায়ে কেহ যেন মনে না করেন যে চুরি করিয়া অভক্ষ্য ভক্ষ্যণ করিয়া, কৃষ্ণার্পণমস্তু বলিলে, অব্যাহতি পাইবেন। অকর্ত্তব্য কর্ম্মের ফল সমর্পণ করিতে গেলে বিপরীত হইয়া উঠে।

গৌরগোবিন্দ। যে কোন কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে ভগবানের আজ্ঞা পালন করা হইতেছে, এই বুদ্ধিতে ভক্ত তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, এইটি গীতা সম্মত কর্ম্মপন্থা।

রামদয়াল। মনঃ প্রভৃতি সমুদয় ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া, মন্তব্য, শ্রোতব্য, দ্রষ্টব্য, স্পৃশ্য ও ধ্যেয় বিষয় সমুদয় ব্রহ্মাগ্নিতে আহুতি প্রদান কর (অনুগীতা ২০)।

বশিষ্ঠগীতা। যৎ করোষি, যদশ্নাসি, যজ্জুহোসি দদাসি যৎ, যৎ করিষ্যসি কৌন্তেয়, তদাত্মেতি স্থিরো ভব।

রামদয়াল। আত্মা ত্বং গিরিজামতিঃ সহচরাঃ প্রাণাঃ শরীরং গৃহং, পূজ্যাতে বিষয়োপভোগরচনা নিদ্রা সমাধি স্থিতিঃ। সঞ্চারঃ পদয়োঃ প্রদক্ষিণ-বিধিঃ স্তোত্রাণি সর্ব্বাগিরো—যৎ যৎকর্ম্ম করোমি তত্তদখিলং শম্ভো তবারাধনম্।

শঙ্কর। দদাসি = সুবর্ণ, অন্ন, ঘৃতাদি বস্তু, ব্রাহ্মণাদি সৎপাত্রকে।

রামানুজ। শরীরযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য আবশ্যক লৌকিক কর্ম্ম যাহা কর, ইত্যাদি। সব আমারই ; আমার স্বরূপের স্থিতি ও প্রবৃত্তি, আমারই সঙ্কল্পে।

শ্রীধর। স্বভাব অনুসারে বা শাস্ত্রবিধানমতে যাহা কিছু কর, ইত্যাদি।

মধুসূদন। আমাকে ভজনা, তাহার জন্য আর অন্য কোন স্বতন্ত্র বাপার আবশ্যক নহে।

মতিলাল। ইহা অমিশ্র কেবলা ভক্তি (চতুর্ব্বিধ ভক্তের ভক্তি হইতে ভিন্ন)।

(২৮) ভগবান বলিলেন, এ "উপাসনার" ফল কি শোন =

শুভাশুভ ফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্ম-বন্ধনৈঃ,
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি। ২৮

পদচ্ছেদ। শুভ-অশুভ-ফলৈঃ এবম্ মোক্ষ্যসে কর্ম্ম-বন্ধনৈঃ, সন্ন্যাস-যোগ-যুক্ত-আত্মা বিমুক্তঃ মাম্ উপৈষ্যসি।

অন্বয়। এবম্ শুভাশুভফলৈঃ কর্ম্মবন্ধনৈঃ মোক্ষ্যসে, সন্ন্যাস যোগযুক্তাত্মা বিমুক্তঃ মাম্ উপৈষ্যসি।

কঠিন শব্দ। শুভাশুভফলৈঃ কর্ম্মবন্ধনৈঃ = শুভকর্ম্মের ফলরূপ কর্ম্মবন্ধন ও অশুভকর্ম্মের ফলরূপ কর্ম্মবন্ধন ; (সকাম, ভাল কর্ম্মেও কর্ম্মবন্ধন হয়, সোনার শৃঙ্খলও শৃঙ্খল, লোহার শৃঙ্খলও শৃঙ্খল। "যাহাদের ফল ইষ্ট ও অনিষ্ট—উভয় প্রকার,

সেই সকল বন্ধনস্বরূপ কর্ম্ম হইতে। সন্ন্যাসযোগ যুক্তাত্মা= কর্ম্মফলত্যাগরূপ অর্থাৎ আমাতে কর্ম্মসমর্পণরূপ সাধনায় যুক্তচিত্ত পুরুষ। "সকল কর্ম্ম ভগবানের উপর অর্পণ করা=যোগ, কারণ তাহা যোগের স্থায় চিত্ত শোধক; সেই সন্ন্যাসরূপ যোগের দ্বারা যাহার অন্তঃকরণ শোধিত হইয়াছে" (মধুসূদন)। বিমুক্তঃ=মুক্ত হইয়া, "সম্যক্ দর্শন (তত্ত্বজ্ঞান) হওয়ায় অজ্ঞান-রূপ আবরণের নাশ হইলে" (মধুসূদন)। মাম্ উপৈষ্যসি= আমাকে পাইবে; "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাকারে আত্মসাক্ষাৎকার, অর্থাৎ জীবন্মুক্তি লাভ করিবে, তদনন্তর প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হইলে এই শরীর যখন পতিত হইবে, তখন আমায় প্রাপ্ত অর্থাৎ বিদেহ কৈবল্য লাভ করিবে" (মধুসূদন)।

অনুবাদ। এইরূপে(অর্থাৎ, এইভাবে চলিলে)শুভকর্ম্ম ও অশুভ-কর্ম্ম দুইয়েরই ফলরূপ যে কর্ম্মবন্ধন, তাহা হইতে মুক্ত থাকিবে। কর্ম্মফল ত্যাগরূপ অর্থাৎ আমাতে কর্ম্মসমর্পণরূপ সাধনায় যুক্ত-চিত্ত পুরুষ, এইভাবে মুক্ত থাকিয়া, আমাকে সে প্রাপ্ত হইবে।

সত্যদেব। সন্ন্যাসযোগ=সন্ন্যাস উপস্থিত হইলেই যোগ অবশ্যম্ভাবী, অর্থাৎ সন্ন্যাস ও যোগ অবিনা-ভাবী। একদিকে কর্ম্মফলের সহিত বিয়োগ হইতে থাকে, অন্যদিকে তেমনি বুদ্ধিদ্বারা আমার সহিত যোগ সুনিষ্পন্ন হইতে থাকে। এইরূপ সন্ন্যাস যোগযুক্ত আত্মা হইলেই, জীবভাব হইতে সম্যক মুক্ত হয়।

শ্রীধর। এইভাবে আমার পূজায়, কর্ম্মনিমিত্ত ইষ্ট বা অনিষ্ট হইতে মুক্ত থাকিবে, তুমি আমাকে কর্ম্ম সমর্পণ করিলে উহার

ফলের সহিত তোমার সম্বন্ধ থাকিবে না। সন্ন্যাসযোগ যুক্তাত্মা =আমাতে কর্ম্মের অর্পণরূপ যোগে যুক্তচিত্ত হওয়া।

শঙ্কর। সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা=আমাকে কর্ম্ম অর্পণ হওয়ায় তাহা সন্ন্যাস ও কর্ম্মরূপ হওয়ায় তাহা যোগ।

অরবিন্দ। কর্ম্মের শুভফল লাভের জন্য উদ্বেগ থাকে না, অশুভফল এড়াইবার চেষ্টা থাকে না; কিন্তু সকল কর্ম্ম ও সকল ফল সেই পরম-পুরুষে সমর্পণ করা হয়, যিনি জগতের সমস্ত কর্ম্ম ও সমস্ত ফলের চির অধিকারী, সুতরাং আর কর্ম্মবন্ধন থাকে না।

বিশ্বনাথ। শ্রীকৃষ্ণ ভজনাই ভক্তি। এই ভক্তি ফলাভিসন্ধি বিবর্জ্জিত হৃদয়ে অনুষ্ঠিত হইলে, সেই মানস কল্পনাই নৈষ্কর্ম্ম্য হয় অর্থাৎ উহা মোক্ষরূপে পরিণত হয়। এতাদৃশ কর্ম্ম সমর্পণ হেতু, ভক্ত যে কেবল মুক্ত হইয়া থাকেন, এমন নহে; তিনি বিমুক্ত অর্থাৎ মুক্তির অপেক্ষাও বিশিষ্টতা লাভ করেন।···সিদ্ধি লাভ অনেকেই করিতে পারেন, কিন্তু সিদ্ধি লাভ হইলেই যে আত্মার নির্ম্মলতা সাধিত হইয়া নারায়ণে ঐকান্তিকী ভক্তি পরায়ণতা আবির্ভাব হইবে, এমন কোন কথা নহে। শুকদেব বলিয়াছেন, তিনি (ভগবান) মুক্তি দিতে আপত্তি করেন না, কিন্তু ভক্তিযোগ দেন না।

রামদয়াল। আমাতে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণরূপ যোগে শোধিত অন্তঃকরণ হইয়া জীবদ্দশাতেই কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবে।

তিলক। গীতার এ দুটি শ্লোক গুরুত্বপূর্ণ। ভগবদ্ ভক্তও কৃষ্ণার্পণ বুদ্ধিতে সমস্ত কর্ম্ম করিবে, কর্ম্ম ছাড়িবে না।

বিনোবা। কর্ম্মযোগ বলে কর্ম্ম কর,...ফলের আশা রাখিও না...ফল ঈশ্বরকে অর্পণ কর। ইহাই রাজযোগ; কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগের সুন্দর সমন্বয়।

কৃষ্ণানন্দ। সন্ন্যাস যোগ যুক্তাত্মা = সমস্ত ভগবানে অর্পণ করিতে শিখিলে, জীবের ইষ্টানিষ্ট বুদ্ধি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়।... অভিসন্ধি থাকে না।—

শঙ্কর। ভালমন্দ যাহার ফল, এইরূপ কর্ম্মরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। সন্ন্যাস = আমাকে অর্পণ করিয়া কর্ম্ম করা হয় বলিয়া যাহা সন্ন্যাস ; যোগ = কর্ম্মরূপ হওয়ার জন্য যাহা যোগ; সেই সন্ন্যাসরূপ যোগে যাহার অন্তঃকরণ যুক্ত, তাহার নাম সন্ন্যাস-যোগ-যুক্তাত্মা, সে জীবিতাবস্থায় কর্ম্মবন্ধন মুক্ত হয় ও মৃত্যুতে আমাতে বিলীন হয়।

রামানুজ। সন্ন্যাস নামক যোগযুক্ত মন হইয়া, নিজের আত্মাকে আমার দাস ও একবশ ভাবিয়া ও সকল কর্ম্মকে আমার আরাধনা ভাবে লইয়া, লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম করিতে থাক। শুভ-অশুভ ফল প্রদানকারী, আমার প্রাপ্তির বিরোধী, প্রাচীন কর্ম্মরূপ সম্পূর্ণ বন্ধন মুক্ত হইবে।

শ্রীধর। কর্ম্ম-নিমিত্ত ইষ্ট বা অনিষ্ট হইতে মুক্ত হইবে। তুমি আমাকে কর্ম্ম সমর্পণ করিলে, উহার ফলের সহিত তোমার সম্বন্ধ থাকিবে না। সন্ন্যাস যোগ = আমাতে কর্ম্ম সমর্পণ রূপ যোগ।

(২৯) অর্জ্জুন যেন জিজ্ঞাসা করিলেন, যে তোমায় ভজনা করে না, সে ভজনা করে না বলিয়া তোমার দ্বেষ্য হয়, ঠিক নয় কি? উত্তরে ভগবান বলিলেন—

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥ ২৯ ॥

পদচ্ছেদ। সমঃ অহম্ সর্ব্ব-ভূতেষু ন মে দ্বেষ্যঃ অস্তি ন প্রিয়ঃ, যে ভজন্তি তু মাম্ ভক্ত্যা, ময়ি তে তেষু চ অপি অহম্।

অন্বয়। অহম্ সর্ব্বভূতেষু সমঃ মে ন দ্বেষ্যঃ অস্তি ন প্রিয়ঃ, তু যে মাম্ ভক্ত্যা ভজন্তি তে ময়ি চ অহম্ অপি তেষু।

কঠিন শব্দ। সম = তুল্য, অর্থাৎ আমার অপ্রিয় নাই, প্রিয় নাই। তু = কিন্তু (ভক্তের বৈশিষ্ঠ দেখাইতে ব্যবহৃত)। ময়ি তে = তাহারা আমাতে, অর্থাৎ আমাতে সমাহিত থাকে; আমার প্রতি "অনন্য ভক্তিতে থাকে, (অভক্তেরা তো সে ভাবে থাকে না)। তেষু অপি অহম্ = তাহাদের ভিতর আমিও থাকি, অর্থাৎ তাহাদের অন্তরে সর্ব্বদা পরিদৃষ্ট থাকি। আছি আমি সকলের অন্তরে, কিন্তু অভক্ত নিজের অন্তরের দিকে ভুলেও দৃক্‌পাত করে না, আমাকে দেখিতে পাইবে কি করিয়া? তাহা ছাড়া "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" এ কথাও মনে রাখিতে হইবে।

অবান্তর; সকল জীবের প্রতি আমি সমান ভাব রাখি, কেহ আমার অপ্রিয় নহে, কেহ আমার প্রিয় নহে, কিন্তু যে আমাকে ভক্তির সহিত (অর্থাৎ অনন্য ভক্তির সহিত) ভজনা

করে, আমাতে যে থাকে (অর্থাৎ অন্য বিষয়ে নহে, যে অনন্য ভক্তিতে থাকে), আর আমি তাহাতে থাকি (অর্থাৎ হৃদয়ে সর্ব্বদা পরিদৃষ্ট থাকি) (অভক্তের ভিতরও একই ভাবে আছি, কিন্তু সে দেখিবার চেষ্টাও করে না)। (তাহা ছাড়া, যে যে ভাবে আমাকে চাহিবে, স্বাভাবিক নিয়মে সে সেই ভাবে আমাকে পাইবে (যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে) ইহাতে প্রিয় অপ্রিয় কোন কথা আসে না)। আমি কাহাকেও মারি না; দুর্জনের কর্ম্মফল তাহাদিগকে মারে। অগ্নির কোন শত্রু মিত্র নাই, ইহার নিকট যে আসে সে আলোক ও তাপ পায়। সূর্য্যের বা মেঘের কোনও শত্রু মিত্র নাই। মাটি বা বীজ ভাল হইলেই উপকার আসে। স্বচ্ছ হৃদয়ে আমি বেশী প্রতিবিম্বিত হই। অহম্ ভক্ত পরাধীন।

অরবিন্দ। সনাতন ভগবান জগতের সকল বস্তুর মধ্যেই অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। তিনি সর্ব্বভূতে সমান, এবং সমান ভাবে সকল জীবের বন্ধু, পিতা,মাতা, স্রষ্টা, প্রণয়ী,ভর্ত্তা। তিনি কাহারও শত্রু নহেন,কাহারও প্রতি তাহার পক্ষপাতী প্রেম নাই, কাহাকেও তিনি পরিত্যাগ করেন নাই, কাহাকেও তিনি চিরকালের জন্য দণ্ডিত করেন নাই। বিনা কারণে খেয়ালী স্বেচ্ছচারিতার বশে তিনি কাহাকেও কৃপা দেখান নাই। অজ্ঞান মায়ার মধ্যে ঘোরা-ঘুরি শেষ হইলে শেষ পর্য্যন্ত সকলে সমান ভাবে তাঁহার নিকট উপনীত হয়। কিন্তু কেবল এই পূর্ণতম ভক্তির দ্বারাই মানুষের মধ্যে ভগবানের বাস ও ভগবানের মধ্যে মানুষের বাস ও সচেতন

সম্বন্ধে সজ্ঞান হওয়া যায়, এবং তাহা সর্ব্বতোমুখী পূর্ণতম মিলনে পরিণত হয়।

রামানুজ ও বলদেব। অনুরাগের প্রাবল্যে ভক্তগণ আমাতে থাকেন, আমি ভক্তি হেতু সেই ভক্তগণে থাকি। 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে'; আমার কোন পক্ষপাতিত্ব নাই। ভক্তগণ স্বকীয় ভক্তি প্রাবল্যে বাৎসল্য অর্জ্জন করিয়া থাকেন। ভগবান, বৈষম্য হেতু তাহা বিতরণে ইতর বিশেষ করেন না।

বিশ্বনাথ। ভগবানের ভক্তবাৎসল্য তাঁহার ভূষণস্বরূপ, দূষণ স্বরূপ নহে। তাঁহার জ্ঞানি-বাৎসল্য যোগী-বাৎসল্য ইত্যাদি রূপ পরিচয় কুত্রাপি প্রচারিত নাই।

রামদয়াল। সমুদ্র রত্নরাজীর উপর দিয়াও বহিয়া যায়, এবং প্রস্তরের উপর দিয়াও বহিয়া যায়; রত্নকে আদর করিয়া যায় না, প্রস্তরকে অনাদর করিয়াও যায় না।...আমি "ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং", তথাপি আমার কেহ প্রিয়ও নাই, কেহ অপ্রিয়ও নাই। দেবতা তপস্যা দ্বারা জীবের মঙ্গল করে, অসুর হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করে। যে যেমন কাজ করে সে সেইরূপ ফল পায়। সত্ত্বও যেমন আমার প্রকৃতি, রজস্তমও তেমনি। মূঢ়মতিরা রূপকের অর্থ না বুঝিয়া বলে যে অবতার রূপক। হিরণ্যকশিপুর হিংসা বৃত্তিতে এবং প্রহ্লাদের শুদ্ধ সত্ত্ব অন্তঃকরণে, আমার চিৎছায়া পড়িয়া যে মূর্ত্তি প্রকাশিত হইল, তাহাই নরসিংহ। অর্জ্জুন, তোমার মূর্ত্তিও এইরূপে হইয়াছে। তুমি যদি তোমার মূর্ত্তিকে রূপক বল, তবে ভগবানের মূর্ত্তিকেও

বলিও। ভাবের কোন নাম বা রূপ নাই। ভাব জড়ের সহিত মিশিলেই রূপ গ্রহণ করে।

Gandhi—Abide in Me and I am in you (Bible).

মধুসূদন। যেরূপ সূর্য্যের প্রকাশ সর্ব্বত্র সমান ভাবে থাকিলেও, স্বচ্ছ দর্পণে উহা প্রকাশ পায়, প্রস্তর কাষ্ঠাদিতে নহে, ইত্যাদি।

গৌরগোবিন্দ। বাৎসল্য অনুভব করিবার সামর্থ্যের তারতম্য আছে বলিয়া অনুগ্রহ উপলব্ধি করিবার তারতম্য গড়িয়া উঠে।

শঙ্কর। অগ্নির যে দূরে থাকে, সে তাপ পায় না, ইহাই নিয়ম।...যে ভক্ত, প্রেমপূর্ব্বক আমাকে ভজনা করে, সে স্বভাবতঃই আমাতে স্থিত, আমি টানি না,—

রামানুজ। কোন প্রাণী আমার ত্যাগ যোগ্য নহে। জাতি ইত্যাদিতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া, কেহ আমার প্রিয় নহে।

শ্রীধর। যাহারা অগ্নি সেবা করে, অগ্নি তাহাদের অন্ধকার ও শীতাদি নাশ করে, কোন বৈষম্য দেখায় না।...ভক্তেরা আমাতেই থাকেন, আমি অনুগ্রাহকরূপে তাঁহাদিগেতে থাকি।

Telang—But those who worship me with devotion (dwell) in me (by their devotion to me) and I dwell in them (as giver of happiness in them).

ভক্তিপ্রদীপ। They dwell in Me, and I dwell in them.

(৩০) অর্জ্জুন যেন জিজ্ঞাসা করিলেন, ভজনা করিতেছে বলিয়া দুরাচারীকেও কি সাধু বলিয়া গণ্য করিতে হইবে? ভগবান উত্তরে বলিলেন—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্,
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ। ৩০

পদচ্ছেদ। অপি চেৎ সুদুরাচারঃ ভজতে মাম্ অনন্যভাক্, সাধু এব সঃ মন্তব্য সম্যক্ ব্যবসিত হি সঃ।

অন্বয়। চেৎ সুদুরাচারঃ অপি অনন্যভাক্ মাম্ ভজতে। সঃ সাধু এব মন্তব্যঃ হি সঃ সম্যক্ ব্যবসিতঃ।

কঠিন শব্দ। অনন্যভাক্ = 'অনন্যশরণ হইয়া কোনও অবিজ্ঞাত সৌভাগ্যের বলে"। (মধুসূদন); এ শ্লোকের কেন্দ্রীয় কথা এই অনন্যভাক্ ; অনন্যমনসঃ, অনন্যচিত্ত, ইত্যাদি সব কয়টির ভাব এক। ভক্তি হইতে ভক্তিযোগের পার্থক্য, এই কথাগুলি বলিয়া দেয়। বৈধী বা রাগাত্মিকা ভক্তি ভক্তিযোগ নহে, যতক্ষণ না সাধকে অনন্যচিত্ততা না জন্মায়, যতক্ষণ না বিষয়াদি হইতে, বা বর চাওয়ার অভিলাষ হইতে, বা অন্য দেবতারা বাসুদেব নহে এই অজ্ঞান হইতে মন চলিয়া যায়। মন্তব্য = মনে করিতে হইবে (যে-সে ভক্তকে সাধু মনে করিতে হইবে না। কিন্তু যে অনন্যচিত্ত ভক্ত, যে "ভক্তিযোগে" আসিয়াছে সে দুরাচারী হইলেও তাহাকে সাধু মনে করিতে হইবে, কারণ সে সম্যগ ব্যবসিতঃ আর, সে ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা আর,

'ন মেঃ ভক্তপ্রণশ্যতি', যে ভক্তিযোগে আসিয়াছে তাহার আর পতন হইবে না। সম্যক্ ব্যবসিতঃ=সম্যকরূপে নিশ্চয় বুদ্ধি-ধারী ; নিশ্চয়বুদ্ধি তাহাকে আমার অনন্যচিত্ত ভজনায় স্থিত রাখিবে ; "পরমেশ্বরের উপাসনার দ্বারা কৃতার্থ হইব, এইপ্রকার শোভন অধ্যবসায় যে করিয়াছে" (মধুসূদন)।

অনুবাদ। যদি অতি দুরাচারী ব্যক্তিও "অনন্যচিত্তে" আমার ভজনা করে, তাহাকে সাধু বলিয়াই মনে করিবে, কারণ সে নিশ্চয়াত্মিকা দৃঢ় মন অর্থাৎ দৃঢ় বিশ্বাসে আসিয়াছে, (এই বুদ্ধি তাহাকে অনন্যচিত্ত রাখিবে, ও সেই বুদ্ধি বা অনন্যচিত্ততায় সে শীঘ্রই সাধু হইয়া যাইবে), এই ভক্তিযোগ তাহাকে শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা করিবে (৪।৩৬)। ইহার অর্থ, তাহার পাপ শীঘ্রই ছাড়িয়া যাইবে ; ইহার অর্থ ইহা নহে, পাপ করিতে থাকিলেও, সে সাধুর সম্মান পাইতে থাকিবে। অনন্যভক্তির গুণেই তাহার পাপ ছাড়িয়া যাইবে, যদি তাহা অনন্যভক্তি হয়) অনন্যভক্তি, ইহাকে একভক্তি, শুদ্ধা বা কেবলা ভক্তিও বলা হয়। ইহা নিষ্কাম ভক্তি, বর চাহিবারও অভিলাষ ইহাতে থাকে না। এইরূপ ভজনায় দৃঢ়মনে ব্রতী থাকিলে, দুরাচারীও ধর্ম্মাত্মা হইয়া উঠে। রত্নাকর, দস্যু রত্নাকর রহিল না ; মুনি বাল্মিকী হইয়া গেল।

রামানুজ বিশ্বনাথ ও বলদেব। ভগবান যেন বলিতেছেন, আমি শুদ্ধা ভক্তির বশ ; এইজন্য আমি, অসদাচারী কিন্তু শুদ্ধা ভক্তি-সম্পন্ন ভক্তদিগকে অবজ্ঞা না করিয়া, তাহাদিগকে

সংশোধিত করিয়া দিই। রামানুজ আরও বলেন, ভক্তদিগের আচার ব্যতিক্রম, সামান্য দোষবৎ ভাবা উচিত, অর্থাৎ নিতান্তই ছোট দোষ।

শঙ্কর। সাধু=যথার্থ আচরণশীল।

অরবিন্দ। গুরু বলিলেন, তাহাকে সাধু বলিয়া বিবেচনা করা উচিত কারণ সে ব্যক্তির সাধনায় অবিচলিত সঙ্কল্প। তাহা সত্য ও অখণ্ড।

Krishna Prem—He too must be accounted righteous, for he too has entered on the Homeward path.

Radhakrishnan—The verse does not mean that there is an easy escape from the consequences of our deeds. We cannot prevent the cause from producing its effect. Any arbitrary interference with the order of the world is not permitted. When the sinner tunes to God with undistracted devotion a new cause is introduced. His resumption is conditional on his repentances. Repentance, as we have noticed, is a genuine change of heart and includes contrition or sorrow for th past sin and a decision

to prevent a repitition of it in the future,...When* the soul gives up its ego and opens itself to the Divine, the Divine takes up the burden and lights the soul into the spiritual plane....Tulsidas says, A piece of charcoal loses its blackness only when fire penetrates it." There is no unforgivable sins.

ভূপেন্দ্রনাথ। অত্যন্ত পাপাসক্ত ব্যক্তিকেও ভগবান অভয় দিলেন। তবে ইহা মনে করিও না যে কুক্রিয়াসক্ত ব্যক্তি তাহার শরণ লইবা মাত্রই, তাঁহার বৈকুণ্ঠের পার্ষদ হইয়া দাঁড়াইবে। যে আত্মনিষ্ঠ ব্যক্তি প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে ক্রিয়া করে, সে যদি পূর্ব্ব প্রকৃতি দ্বারা অবশ হইয়া মধ্যে মধ্যে কুকর্ম্মও করিয়া ফেলে, তবুও তাহার কোন ভয় নাই, সে শীঘ্রই অশুভ সংস্রব ত্যাগ করিবে।

মহানামব্রত। কেহ যদি অনন্যমনে আমার ভজনা করে, তবে তাহাকে সাধু বলিয়া জানিবে। বলিব কেন? তাহার উত্তর "মন্তব্য" "সম্যগ্ ব্যবসিতো" ইত্যাদি "মন্তব্য" অর্থে সাধু বলিয়া মনে করিবে, অথবা ইহা ভগবানের মন্তব্য। অর্থাৎ তোমরা যদি সাধু মনে করিবার মত কোন কারণ না পাও, তথাপি আমার মন্তব্য বলিয়া গ্রহণ কর। সম্যগ্ ব্যবসিত= উহার বুদ্ধি ব্যবস্থিত হইয়াছে, কোন্‌টি মঙ্গলময় তাহা জানিয়া সেই দিকে মুখ ফিরাইয়াছে।

মধুসূদন। কেহ যদি অতি দুরাচারও হয়, এবং তথাপি যদি সে অনন্যভাক্ অর্থাৎ অনন্যশরণ হইয়া কোনও অবিজ্ঞাত সৌভাগ্যের বলে, আমার সেবা করে, তাহা হইলে পূর্ব্বে সেই ব্যক্তি অসাধু থাকিলেও অধুনা তাহাকে সাধু বলিয়াই মনে করিতে হইবে, কারণ সে সম্যক্‌রূপে ব্যবসিত হইয়াছে, অর্থাৎ "পরমেশ্বরের উপাসনা দ্বারাই কৃতার্থ হইব" এই প্রকার শোভন অধ্যবসায় যে করিয়াছে।

Telang—Even if a very ill conducted man worships me not worshipping any one else, he must certainly be deemed to be good, for he has well resolved (that the Supreme Being alone should be reverenced.

ভক্তিপ্রদীপ। অনন্যভাক্ = with unswerving faith and single minded devotion.

মধ্বাচার্য্য (Raw), If a man of intense faith and devotion goes wrong in a certain particular, because of this alone, he does not cease to be a real Bhakta.

(৩১) অর্জ্জুন যেন জিজ্ঞাসা করিলেন, পরিগণিত হওয়া মনে করা-করি নয়, দুরাচারী অনন্য ভাক্ হইলে, সত্যসাধু সে কতদিনে হইবে,? পতনও তো তাহার হইতে পারে? ভগবান উত্তরে বলিলেন—

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১ ॥

পদচ্ছেদ। ক্ষিপ্রম্ ভবতি ধর্ম্ম-আত্মা শশ্বৎ শান্তিম্ নিগচ্ছতি; কৌন্তেয়, প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।

অন্বয়। ক্ষিপ্রম্ ধর্ম্মাত্মা ভবতি, শশ্বৎ শান্তিম্ নিগচ্ছতি। কৌন্তেয় মে ভক্তঃ ন প্রণশ্যতি প্রতিজানীহি।

কঠিন শব্দ। শশ্বৎ = নিত্য। নিগচ্ছতি = প্রকৃষ্টরূপে পাইবে। "কারণ তাহার নির্ব্বেদ অতি উৎকট হইয়া পড়িয়াছে।" প্রতিজানীহি = অবজ্ঞা ও গর্ব্বের সহিত প্রতিজ্ঞা করিও। ন প্রণশ্যতি = অধঃপতন হইবে না: প্রনষ্ট হইবে না, কিন্তু সে কৃতার্থই হইয়া যাইবে (মধুসূদন), ভক্তিযোগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

অনুবাদ। সে শীঘ্রই ধার্ম্মিক হইয়া যায়, এবং চিরন্তন শান্তি লাভ করে হে কুন্তীপুত্র, ভক্তি যোগাশ্রিত (অর্থাৎ অনন্যমনা) আমার যে ভক্ত, তাহার আর পতন হয় না. ইহা দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া লও, অথবা ইহা প্রতিজ্ঞা করিয়া, অর্থাৎ গর্ব্বের সহিত ঘোষিত করিয়া বল। (মহাভা ৩।১৩৩।২৫)

শশ্বৎ শান্তি অর্থাৎ ভগবৎ প্রাপ্তিরূপ শান্তি যাহা কখনও বিনষ্ট হয় না; রাজসিক বা তামসিক প্রভাব (যথা লোভ, ভয় ইত্যাদি), এই শান্তির কোন ক্ষতি করিতে সমর্থ হয় না। নির্ব্বাণ পরমাশান্তি (৬।১৫), নৈষ্ঠিকী শান্তি (৫।১২), পরমা শান্তি (১৮।৬২)। মৎপ্রাপ্তি বিরুদ্ধ আচারের নিবৃত্তি (রামানুজ)।

পুনঃ পুনঃ অনুতপ্ত হইয়া আমার স্মৃতির প্রতিকূল বিষয় হইতে নিরতিশয় নিবৃত্তি। বিষয় ভোগ নিবৃত্তি (মধুসূদন)। চিত্তের উপদ্রব নিবারক পরমেশ্বর-নিষ্ঠা, (শ্রীধর)। উপরতি (শঙ্কর)।

অর্জ্জুনকে যাহা বলিতেছেন, ভগবান স্বয়ংই তাহা প্রতিজ্ঞা-রূপে বলিতেছেন। এ প্রতিজ্ঞাতে মানুষের মনে তিনি যে আশার সৃজন করিতেছেন, তাহা হইতে বড় আশা আর কি হইতে পারে? যুগেযুগে ভক্ত-ভক্তকে এই আশা দিবে, তাই ভগবান অর্জ্জুনরূপী ভক্তের মুখ দিয়া এই পরম ঈপ্সিত আশা দেওয়া-ইতেছেন। কাহারও কাহারও মতে, ভগবান নিজে প্রতিজ্ঞাবাক্য উচ্চারণ করিয়া, অর্জ্জুনকে প্রতিজ্ঞাবাক্য উচ্চারণ করিতে বলিয়া-ছেন, এই জন্য যে, যেহেতু ভগবান নিজের প্রতিজ্ঞাবাক্য অনেক বার ভাঙ্গিয়াছেন, সেই কারণে তাহার প্রতিজ্ঞায় কাহারও আস্থা হইবে না; কিন্তু অর্জ্জুনের কথা কেহ অবিশ্বাস করিবে না, কারণ অর্জ্জুন কখনও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন নাই। ভগবান ভক্তকে বড় করিতে নিজের প্রতিজ্ঞা অনেকবার ভাঙ্গিয়াছেন।

পাপীকে পুণ্যবান করিয়া দিবার, তাহার স্বভাবকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিবার শক্তি, শ্রীচৈতন্যদেবে ও পরমহংস রাম-কৃষ্ণেও, মানুষ অনেকবার দেখিয়াছে, পৌরাণিক উদাহরণ দিবার কোন প্রয়োজন নাই। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, তাঁহারা স্পর্শ দ্বারা, এমন কি ইচ্ছামাত্র দ্বারা অপরের ভিতর ইচ্ছাশক্তি সঞ্চারিত করিতে পারেন।

রামদয়াল। পাপী তাপীর ইহা অপেক্ষা আশ্বাসের কথা আর কি আছে? যতই পাপী হউক না কেন…সেও পাপ ত্যাগ করিতে পারে।…"যত প্রকার প্রায়শ্চিত্ত আছে হরি স্মরণই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট" (তবে অনন্যচেতা ভাবে হরিস্মরণ আবশ্যক)।

শঙ্কর। প্রতিজানীহি=দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া লও। প্রণশ্যতি= পতন হয় না।

রামানুজ। ভজনীয় রজোগুণ ও তমোগুণ শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়; ইহাই "ধর্ম্মস্যাস্যপরন্তপ"।…আমার ভক্তিতে যুক্ত, বিরোধী আচরণে মিশ্রিত হইলেও নষ্ট হয় না,…প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিবে।

শ্রীধর। শান্তি=চিত্তের অস্থিরতার নিবৃত্তিরূপ পরমেশ্বরে নিষ্ঠা।…বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক, ঢক্কাবাদ্যসহ প্রতিষ্ঠা কর।… তাহারা বিনাশ পায় না, কৃতার্থ হয়।

মহানামব্রত। অনন্য ভক্তির স্পর্শ যে লাভ করেছে, তার জীবন যে কেবল পুণ্যময় হয়, তাহা নহে; শাশ্বত যে শান্তি তাহাতেও মগ্ন হইয়া যায়।

মধুসূদন। এই সম্যক্ ব্যবসায়বশতঃই সেই ব্যক্তি দুরাচারতা পরিত্যাগ করিয়া, চিরকাল অধর্ম্মা হইলেও আমার উপাসনার প্রভাবে শীঘ্রই ধর্ম্মানুগত চিত্ত হইয়া থাকে। অধিক কি, সেই ব্যক্তি, নিত্য বিষয়-ভোগ স্পৃহার নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয়, কারণ তাহার নির্ব্বেদ অতি উৎকট হইয়াছে।…বিরুদ্ধ মতাবলম্বী

তাহাদের কাছেও তুমি অবজ্ঞা ও গর্ব্বের সহিত ইহা প্রতিজ্ঞা করিও যে, বাসুদেবের যে ভক্ত সে···যতই রক্ষক বিহীন হউক না কেন, সে প্রণষ্ট হইবে না, কিন্তু কৃতার্থ হইয়া যাইবে।

মধ্বাচার্য্য। (Rau), ন প্রণশ্যতি = does not suffer punishment in hell.

(৩২) ভগবান বলিলেন, ভক্তি পথ সোজা পথ, সকলেই এ পথে আসিতে পারে। যে আসিবে সেই পরাগতি লাভ করিবে; এখানে নীচ যোনি, উচ্চ যোনি নাই।

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রা স্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥৩২॥

পদচ্ছেদ। মাম্ হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যে অপি স্যুঃ পাপ-যোনয়ঃ, স্ত্রিয়ঃ বৈশ্যা, তথা শূদ্রাঃ তে অপি যান্তি পরাম্ গতিম্।

অন্বয়। পার্থ, স্ত্রিয়ঃ বৈশ্যাঃ তথা শূদ্রাঃ অপি যে পাপ যোনয়ঃ স্যুঃ, তে অপি মাম্ ব্যপাশ্রিত্য হি পরাম্ গতিম্ যান্তি।

কঠিন শব্দ। মাং ব্যপাশ্রিত্য = আমার আশ্রয় গ্রহণ করে; আশ্রয় গ্রহণ করার অর্থ বিশ্বাসের সহিত আমার শরণ গ্রহণ করে, আমাকে অনন্যচিত্তে ভজনা করে। পরাং গতিং = ভগবানকে পাওয়া, যে পাওয়ার পরে, আর কিছু পাইবার থাকে না। হি = নিশ্চয়। স্যুঃ = হয়।

অনুবাদ। পার্থ, স্ত্রীগণ, বৈশ্যগণ, শূদ্রগণ, এমন কি অতি পাপ যোনিতে, অর্থাৎ অস্পৃশ্য নীচ কুলে যাহাদের জন্ম, তাহারাও আমাকে আশ্রয় করিয়া (অর্থাৎ অনন্যচিত্তে আমার

শরণ গ্রহণ করিয়া), পরমগতি লাভ করে, অর্থাৎ আমার পরমপদ প্রাপ্ত হয়। (মহাভা ১৪।১৯।৬১) ("নীচ জাতি নহে, কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য, সৎকুল বিপ্র নহে ভজনেতে যোগ্য")।

ভক্তি যাগযজ্ঞ বা গায়ত্রী জপ নহে, যে তাহাতে মাত্র ব্রাহ্মণেরই অধিকার, স্ত্রী শূদ্রাদির অধিকার নাই। অনন্য ভক্তিতে নীচ দস্যু রত্নাকর, যবন হরিদাস, ভীলকুলোৎপন্না শবরী, চণ্ডাল গুহক, পশু হনুমান, রাক্ষস বিভীষণ, দৈত্য প্রহ্লাদ, শূদ্র বিদুর, বৈশ্য শ্রীদাম, সমাধি ও গোপগণ, স্ত্রী মীরা ও অশিক্ষিতা গোপাঙ্গনাগণ ও যজ্ঞপত্নীগণ, এবং আরও অনেকে, সাধু-শ্রেষ্ঠ হইয়া পরমগতি লাভ করিয়াছিলেন। ভগবানের এই আশ্বাস দেওয়ার জন্যই, ভক্তি সাধনা রাজবিদ্যা, সার্ব্বজনীন সাধনা স্ত্রীলোক হউক, শূদ্র হউক, বা শূদ্র হইতেও নীচ কুলোদ্ভব হওক, এ সাধনার পথে আসিতে কাহারও বাধা নাই "নাস্তি তেষু জাতিবিদ্যা রূপকুল ধন ক্রিয়াদি ভেদ (নারদ-ভক্তি সূত্র, ৭২)। স্বতন্ত্র করিয়া প্রথমে চিত্তশুদ্ধির সাধনা, এ সাধনায় করিতে হয় না, কারণ অনন্যভাবে এ সাধনায়, আপনা আপনি চিত্ত শুদ্ধ হইয়া যায়। এ সাধনায় "যৎ করোষি, তৎ কুরুস্ব মদর্পণম্" এই বিধান, জাতিবর্ণ ও ধর্ম্মনিরপেক্ষ, সহজ পাল্য বিধান। ভক্তি তত্ত্বই, এইজন্য রাজবিদ্যা।

"আবিদ্যয়োন্য বিক্রিয়তে পারম্পর্য্যাৎ সামান্যবৎ

(শাণ্ডিল্য সূত্র ১৮

"ভক্ত্যাহমেকতয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াঽত্মা প্রিয়ঃ সতাম্
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ
(শ্রীমদ্‌ভাগবত ১১।১৪।২১)

ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ বয়োঃ বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা,
কা জাতি বিদূরস্য যাদবপতেরুগ্রস্য কিং পৌরুষম্
কুব্জায়াঃ মুনাম রূপমধিকং, কিং তৎ সুদাম্নো ধনং
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈ র্ভক্তিপ্রিয় মাধবঃ
কিরাত হূণান্ধ্র পুলিন্দ পুক্কসা, আভীর কঙ্কা যবনাঃ খসাদয়ঃ
যেঽন্যে চ পাপা যদবাশ্রয়াঃ শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ
শ্রীমদ্‌ভাগবদ্ ২।১।২৫

তিলক। গীতার এই শ্লোক কিছু পাঠ ভেদে অনুগীতাতেও পাওয়া যায় (মহা অনু ১৯, ৬১, ৬২)।

শঙ্কর। আমাকে তাহার অবলম্বন করিয়া উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়।

শ্রীধর। ব্যপাশ্রিতা=আশ্রয়লাভ করিয়া।

মহানামব্রত। ভক্তিতে অধিকারী বিচার নাই। ভক্তি-পথের উদারতা ও সার্ব্বজনীনতা নিরুপম।

মধুসূদন। জ্ঞানকৃত কর্ম্মাদির জন্য যাহারা দোষযুক্ত ভগবদ্ ভক্তির প্রভাবে তাহাদের নিস্তার হয়, তাহা বলা হইয়াছে ; জন্ম হইতেই অশুদ্ধ তাহাদেরও মুক্তি হয়। পাপযোনি=উৎপত্তি দোষে দুষ্ট অন্ত্যজ অথবা তির্য্যগ্ জাতিও হয়, অথবা বেদা-ধ্যয়নাদি রহিত হওয়ায় নিকৃষ্ট স্ত্রীজাতি হয়, কিম্বা কেবলমাত্র

কৃষি প্রভৃতি কার্য্যে রত বৈশ্য হয়, বা জন্মনিমিত্তক শূদ্র বশতঃ ইত্যাদি।

মতিলাল। বাহির হইয়া আসে হাড়ী, বাগ্দী, ডোমের পর্ণকুটীর হইতেই তাঁহার চিহ্নিত মানুষ,—

(৩৩) ভগবান বলিলেন, তোমা হইতে কম গুণের যদি তাহারা এইরূপ ভজনায় অবস্থিত হইয়া থাকিতে পারিয়াছে, এই অনিত্য সংসারে নিজেকে তুমি এইরূপ ভজনায় অবস্থিত রাখ।

কিং পুনর্ব্রাহ্মণা পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম ॥ ৩৩ ॥

পদচ্ছেদ। কিম্ পুনঃ ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যাঃ ভক্তাঃ রাজর্ষয়ঃ তথা। অনিত্যম্ অসুখম্ লোকম্ ইমম্ প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।

অন্বয়। পুণ্যাঃ ব্রাহ্মণাঃ তথা ভক্তাঃ রাজর্ষয়ঃ কিম্ পুনঃ। অনিত্যম্ অসুখম্ ইমম্ লোকম্ প্রাপ্য মাম ভজস্ব।

কঠিন শব্দ। পুণ্যাঃ = পবিত্র, সদাচারী (মধুসূদন)। রাজর্ষয়ঃ = রাজর্ষি গণ; "সূক্ষ্মবস্তুর বিজ্ঞান বিষয়ে যাঁহারা কুশল, তাদৃশ ক্ষত্রিয়গণ" (মধুসূদন)। কিং পুনঃ = তাহাদের আর কথা কি? ইমম্ লোকম্ = এই কর্ম্মলোক বা এই মনুষ্যদেহ "যাহা সকল প্রকার পুরুষার্থ সাধনের উপযুক্ত এবং যাহা অতি দুর্ল্লভ" (মধুসূদন) অনিত্যম = আশু বিনাশী, ক্ষণভঙ্গুর (মধুসূদন) অসুখম্ = গর্ভবাসাদি দুঃখে ভরা।

অনুবাদ। (এই ভজনায়, গুণে এবং পরিচয়ে নিকৃষ্ট যাঁহারা, অর্থাৎ সদাচারী ব্রাহ্মণ ও ভক্ত রাজর্ষিগণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট

যাহারা, তাহারাও যখন পরমগতি প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইয়াছেন, তখন) সদাচারী পবিত্র ব্রাহ্মণও ভক্ত রাজর্ষিদিগের আর কথা কি ? বিনাশশীল ও সুখবিরহিত এই দেহ (বা এই কর্ম্মলোক) যখন পাইয়াছ (তখন সময়ের অপব্যবহার না করিয়া বা বৃথা কর্ম্ম করিতে না থাকিয়া) আমাকে ভজনা কর” ।

অর্জ্জুন তুমি পবিত্র কুলজাত ও তুমি রাজর্ষি; জন্ম ও সংস্কারের কারণ, তোমার পক্ষে (অনন্য চিত্তে) ভজনা করা, কিছু মাত্র কঠিন নহে । বৃথা দিন না কাটাইয়া, অনিত্য দেহ নষ্ট হইবার পূর্ব্বে, নিত্যবস্তু ভগবানের শরণ লইয়া তাঁহাকে ভজনা কর । শুভস্য শীঘ্রম্ নীতি সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত । কবে জীবন চলিয়া যাইবে তাহার ঠিক কি ? (কেন উপ ২।৫) “ভজ গোবিন্দম্, ভজ গোবিন্দম্, ভজ গোবিন্দম্, মূঢ়মতে, (শঙ্কর) ।

অরবিন্দ । পার্থিব জগৎ দ্বন্দ্বে, দুঃখ যন্ত্রণায় পূর্ণ···

শঙ্কর । পরম পুরুষার্থের সাধনরূপ দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পাইয়া, আমার সেবা কর ।

রামানুজ । তুমি রাজর্ষি, সেই জন্য যাহা অনিত্য ও ত্রিতাপে ব্যথিত হওয়ার সুখরহিত এইরূপ শরীর পাইয়া, তাহাতে যতদিন আছ, আমার ভজনা কর ।

শ্রীধর । অস্থায়ী, সুখশূন্য এই মর্ত্ত্য লোক পাইয়া, ইহার অনিত্য বা প্রযুক্ত বিলম্ব না করিয়া···আমার ভজনা কর ।

(৩৪) এই যে তোমাকে পাইবার সাধনা, ভক্তিযোগ, যাহা যুগপৎ রাজবিদ্যা ও রাজগুহ্য, যাহা সার্ব্বজনীন এবং বাহির-দেখান নহে, অতি অন্তরের সাধনা, যাহা জ্ঞান-বিজ্ঞান সহিত আমাকে বলিবে বলিয়াছ, এখন বল, আমাকে এ সাধনায় কি কি, বা কিসের পর কি কি, করিতে হইবে ভগবান উত্তরে, এবং উপ-সংহার ভাবে বলিলেন—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্তৈবমাত্মানং মৎ পরায়ণঃ ॥ ৩৪ ॥

পদচ্ছেদ। মন্মনাঃ ভব মদ্‌ভক্তঃ মদ্‌যাজী মাম্ নমস্কুরু, মাম্ এব এষ্যসি যুক্ত্বা এবং আত্মানম্ মৎপরায়ণঃ।

অন্বয়। মন্মনাঃ মদ্‌ভক্তঃ মদ্‌যাজী ভব; মাম্ নমস্কুরু; এবম্ মৎপরায়ণঃ আত্মানম্ যুক্ত্বা মাম্ এব এষ্যসি। (এই শ্লোকের সহিত ১৮।৬৫ শ্লোকও যেন দেখা হয়; ৯।২৬, ২৭ ও ১২।৮, ৯, ১০, ১১ এ গুলিও যেন দেখা হয়)।

কঠিন শব্দ। মন্‌মনা = মদ্‌গত চিত্ত হও ; অনন্য চিত্ত হও, (১২।৮)। আমার চিত্তের মত চিত্ত কর, অর্থাৎ গুণাতীত হও। মদ্‌যাজী = আমার উপাসক হও ; যৎ করোষি, তৎ কুরুস্ব মদর্পণং, এই ভাবে যজন কর। মৎ পরায়ণ হও = আমাতে অয়ন বা আশ্রয় গ্রহণ কর; আমার অনুরাগী হও। আত্মানম্ যুক্ত্বা = শরীর, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি আমাতে যুক্ত রাখিয়া, নিজেকে আমাতে সমাহিত রাখিয়া; যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা তাঁহা

কৃষ্ণ স্ফুরে এই ভাব রাখিয়া। নমস্কুরু=(পূজা না করিতে পার, আমায় নমস্কার কর, অভ্যাসিক জপ, কীর্ত্তন, নাম পঠন, এ গুলিকেও এই শব্দের ভিতর ফেলা যাইতে পারে; বা, এ অর্থও দেওয়া যাইতে পারে; ও আমরা দিয়াছিও, আমাকে একটা প্রণাম ঠুকিয়া, আমাকে স্মরণ করিয়া তোমার ভোজন শয়ন ইত্যাদি কর্ম্ম সকল করিতে থাক। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি ইহা স্মরণ করিতে করিতে আমাকে নমস্কার করিতে থাক। (কথাগুলির আরও অনেক ভাব নীচে দেওয়া হইয়াছে), এই শ্লোক পুনরায় আসিয়াছে ১৮।৬৫ শ্লোক ভাবে, (ভগবান যেন একবার বলিয়া তৃপ্তি পান নাই)। ইহারই ভাব দ্বাদশ অধ্যায়ের অনেক স্থানে আসিয়াছে। এই সব কারণে ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক।

অনুবাদ। আমাতে তোমার মন নিবিষ্ট কর, (তন্ময় হও তোমার সমস্ত মন জুড়িয়া আমাকে নিষ্কাম ভাবে বসাও; অন্য-দিকে, অন্যদেবতার স্মরণে তোমার মন যেন না যায়) আমার ভক্ত হও, অর্থাৎ আমার ভজনা কর, আমাতে তোমার পরম প্রেম, পরম অনুরক্তি হউক, সেবা দিয়া আমাকে সন্তুষ্ট কর, (মৎ কর্ম্মকৃত পরম (১১।৩৫; ১২।১০) হও। মৎযাজী অর্থাৎ আমার উপাসনা বা যজ্ঞ কর, যে যজ্ঞের হবিঃ হইবে, যৎ করোষি, তৎ কুরুস্ব মদর্পণম্ (৯।২৭; ১২।১১) আমাকে নমস্কার কর; ৯।১১ ও ৭।২৫ শ্লোকে কথিত মূঢ়দের ভাব না দেখাইয়া, আমি সর্ব্ব সত্তায়, সর্ব্ব চেতনায় আছি অব্যক্ত ও ব্যক্ত

মূর্ত্তিতে বিশ্বাতীত ও বিশ্বাত্বিগ ভাবে আছি, উপলব্ধি করিয়া আমাকে সর্ব্বদা স্মরণ করিতে থাক (৮।১৪) (১১, ৩৯, ৪০) সংক্ষেপে, তুমি মৎ পরায়ণ হও অর্থাৎ আমাতে অনুরাগী হও, আমাতে অয়ন বা আশ্রয় গ্রহণ কর আমার শরণাগত হও—এই ভাবে আমাতে তোমার আত্মা অর্থাৎ শরীর ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি সংযুক্ত রাখিলে, অনন্য ভাবে আমাতে যুক্ত থাকিলে, আমাকে তুমি প্রাপ্ত হইবে। (নানা ব্যাখ্যা পরে আসিবে)। (চৈতন্য দেবের নিজস্ব উক্তি "এই সে বৈষ্ণব ধর্ম্ম সবাকে প্রণতি")।

'মন্মনা' এই বাক্যটি তিন ভাবে অর্থ করা যাইতে পারে :=
(১) আমার মন বুঝিয়া আমার মনের প্রীতি উৎপাদনকারী কর্ম্ম কর (কর্ম্ম); (২) আমার মনে মিশিয়া যাও, সোঽহং ভাব প্রাপ্ত হও আমার চিত্তের মত চিত্ত কর, গুণাতীত হও (জ্ঞান); (৩) আমার মন প্রেমে আপন কর (ভক্তি)। আত্মানং কথাতেও তিন ভাব আসে :—(১) শরীর ও ইন্দ্রিয় (কর্ম্মযোগ), বুদ্ধি (জ্ঞানযোগ), মন (ভক্তিযোগ)।

আরও এক ভাবে এ শ্লোকটি ব্যাখ্যাত হইতে পারে :—তুমি মন্মনা হও, যদি না পার, তবে মদ্‌ভক্ত হও, তাহাও না পার, আমার পূজাদি কর। আর, (সময়ের অভাবে, বা আলস্য বা অন্য কোন কারণে) তাহাও যদি না পার, (অন্ততঃ নমস্কার যেমন মানুষ পরিচিত লোককে করে, সেই ভাবে) নমস্কারটা করিতে থাক। নমস্কারে সৌজন্য প্রদর্শন আসিবে, সৌজন্য প্রদর্শনে শ্রদ্ধা আনিবে। নমস্কার দিয়া আরম্ভ করিলে, ক্রমে ক্রমে উপরিউক্ত

মদ্‌যাজী, মদ্‌ভক্ত ও মন্মনা হইবে, ও কালে মৎপরায়ণ হইয়া আমাতে আশ্রয় লইবে ও এই ভাবে আমাকে প্রাপ্ত হইবে, (৮।২৮; ১১।৫৪ ১৮।৬৫)।

আরও এক ভাবে, কথাগুলি লওয়া যাইতে পারে :—মন্মনা অর্থে জ্ঞানযোগ, মদ্‌ভক্ত অর্থে ভক্তিযোগ, মদ্‌যাজী অর্থে কর্ম্মযোগ। আর, নমস্কার অর্থে স্মরণ করা, যে স্মরণ করা, সকল যোগের ভিত্তি স্বরূপ। "আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে" (রবীন্দ্রনাথ)।

সাধন হিসাবে, যদি কিছু না পার, সাধারণ বহিরঙ্গ সাধন নমস্কার হইতে আরম্ভ কর ; একটু মন বসিলে, ইহা বহিরঙ্গ সাধনের দ্বিতীয় ধাপে পূজায় লইয়া যাইবে। পরে ইহাই তোমাকে অন্তরঙ্গ সাধনে লইয়া যাইবে, ও ভক্তি সমাহিত চিত্ততায় আনিয়া দিবে ও পরাগতিকে প্রাপ্ত করাইবে। নমস্কারের আর এক অর্থ আমরা দ্বাদশ অধ্যায়ে দিয়াছি, তাহা প্রতি কর্ম্মে আমাকে স্মরণ করা। স্মরণ করা হইতে আরম্ভ কর। "আহার করি, মনে করি, আহুতি দেই শ্যামা মাকে।

ভক্তিতত্ত্ব যেন ঘনীভূত ভাবে এই শ্লোকটিতে রহিয়াছে। এ শ্লোকটি গীতার শ্লোক মালার মধ্যমণি। গীতার মধ্য স্থানে, অর্থাৎ নবম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকরূপে, এবং পুনরায় গীতার শেষে, অর্থাৎ শেষ অধ্যায়ে, গীতাকার এই শ্লোকটিকে বসাইয়া, ইহা যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক, তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। ঠিক এই শ্লোকটি বাশিষ্ট গীতায় আছে (৫ সর্গ, ৩৪ শ্লোক)

এই শ্লোকটিতে পরনৈষ্কর্ম্ম্য, পরজ্ঞান ও পরাভক্তি. ত্রি-যোগের মিলন (১৮।৬৫. ব্যাখ্যা দেখ) অষ্টাদশ অধ্যায়ে এই শ্লোকটিতে আরও একটি ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা শরণাগতি।

একজন টীকাকর এই ভাবের ব্যাখ্যা দিয়াছেন :—"মন্মনা, মদ্ভক্ত ও মদ্‌যাজী হও, অর্থাৎ আচার্য বলিলেন জ্ঞানযোগী ভক্তিযোগী ও কর্ম্মযোগী হও; এ তিন একই সময়ে, এক ব্যক্তিতে যখন সম্ভব, তখন যোগত্রয়ঐক্য সিদ্ধ হইতেছে" ভাল ব্যাখ্যা. কিন্তু ইহাতে 'মাং নমস্কুরু ছাড়িয়া গিয়াছে। কোনও যোগ, যোগই হয় না, যতক্ষণ না তাহাতে নমস্কারের ভাব, শ্রদ্ধার ভাব ; আসে গীতাকারের (বা বক্তা ভগবানের) উদ্দেশ্য ছিল, সেকালে যাহাকে কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তি বলা হইত, তাহাদিগকে সংস্কৃত ও উন্নীত করিয়া, মানুষের সম্মুখে রাখা; এই উন্নীত ভাবে প্রদর্শিত বিষয়গুলির নাম কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ রাখা হইয়াছে। কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তির সমুচ্চয় হয় না, গীতার ইহা মান্য নহে। আর ইহাদের সকলকার উপরে আসে শরণাগতি। গীতা চাহে পুরুষকার, কিন্তু শেষ আশ্রয় শরণাগতি।

চিন্তামণি। মন্মনা = সাসারিক যাবতীয় চিন্তা পরিহার পূর্ব্বক একান্তমনে ভগবানে আসক্ত হওয়া, অর্থাৎ আপনাতে আপনি থাকা = জ্ঞান যোগ। মদ্‌ভক্ত কেবল মন্মনা হইলেই চলিবে না, কারণ ভক্তিহীন মন্মনা ভাব স্থায়ী হয় না, অতএব একনিষ্ঠ ভক্তি প্রয়োজন = ভক্তিযোগ। মদ্‌যাজী = নিজ হৃদয়ে

বা অন্তরীক্ষে ভগবানের মানসিক মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া, তাহার মানস পূজা করা, এবং সকল প্রাণীকে ভগবানের স্বরূপ জ্ঞানে, অনলস ভাবে, শরীর মন ও ধন দ্বারা, তাহাদের যথাযোগ্য সেবা ও হিতসাধন করা = কর্ম্মযোগ, মাং নমস্কুরু = আমাকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা, উল্লিখিত ত্রিবিধ যোগের সমন্বয়। এই শেষোক্ত যোগে, রাজবিদ্যা, রাজগুহ্যযোগের সার মর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে।...এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই—একান্ত ভাবে ভগবানের শরণ লইয়া নিত্যযুক্ত হইয়া তাঁহার ভজনা করা, স্বধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য জ্ঞানে ভৃত্যবৎ তাঁহারই কর্ম্ম সম্পাদন করা— ইহাই যোগত্রয়ের সমন্বয়।

রামানুজ। এই শ্লোকের ব্যাখ্যায়, শ্রীকৃষ্ণতনুর বিশেষ বর্ণনা করিয়াছেন যে এইরূপ যে পরমেশ্বর, তাঁহাতে তৈলধারাবৎ-অবিচ্ছিন্ন ভাবে মন লাগাও। তাহার বিশিষ্টতা এই যে "অতিশয় প্রিয় আমাকে অনুভব পূর্ব্বক আমার পূজন-পরায়ণ হও। ভগবানের পূর্ণ আরাধনতার নাম যজন, ঔপচারিক...প্রকারে ভোগ নিবেদনই যাগ।...অধীনতার ভাবে সর্ব্বদা রত হইয়া আমি অন্তর্যামী পরমেশ্বর, অত্যন্ত নম্রভাবে নিশ্চয় কর। এই প্রকারে মনের দ্বারা আমার ধ্যান করিয়া, আমাকে অনুভব করিয়া আমার পূজা করিয়া, অমাকে নমস্কার করিয়া, মৎপরায়ণ হইলে, তুমি আমাকে নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইবে।

মধুসূদন। রাজার ভৃত্য, রাজভক্ত হইলেও, তাহার মন থাকে তাহার পুত্রাদির উপরে; আবার সে তন্মনা হইলেও,

অর্থাৎ পুত্রাদির উপর মন থাকিলেও, তদ্ভক্ত হয় না, অর্থাৎ পুত্রাদিকে ভক্তি করে না বা ভক্তি করিতে পারে না। এই জন্য বলা হইয়াছে যে তুমি মন্মনা অর্থাৎ ঈশ্বরার্পিত হও ও মদ্‌ভক্ত অর্থাৎ ঈশ্বরের ভক্ত হও। মদেক শরণ অর্থাৎ ঈশ্বর মাত্র অবলম্বন...অন্তঃকরণকে সমাহিত করিয়া... সকল প্রকার উপদ্রব-শূন্য, ভয় রহিত স্বপ্রকাশ পরমানন্দ স্বরূপতা প্রাপ্ত হইবে।

শঙ্করানন্দ। ভূতই বিষ্ণু, এই ন্যায়ে সর্ব্বাত্মক আমাতে মন লাগাও, ধর্ম্মফলভূত অর্থে ও কামে মন লাগাইও না। আমারই কর্ম্ম কর, ইহা মদ্‌যাজী ; কর্ম্ম করিবার সময় অগ্নি আদি দেবতাকে ভেদবুদ্ধি করিও না, আমার বুদ্ধিতে যুক্ত থাকিও, ইহা মদ্‌ভক্ত। 'ব্রহ্মার্পণ, ব্রহ্মহবিঃ' এই ন্যায়ে যে ব্রহ্মবুদ্ধি লাগায়, সে মদ্ভক্ত। অন্তে আমাকে অর্থাৎ পরমাত্ম-স্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হও।

Radhakrishnan. It is not the personal Krishna to whom we have to give ourselves up utterly, but the unborn, Beginningless Eternal, who speaks through Krishna.

Krishna Prem. Thus in balanced union avoiding any one-sided intellectualism, emotionalism or activity-head, heart and hands, all fixed on Him, filled with Him, transmitted to his nature, he treads the Royal Path....Therefore

the Teacher sums up all that He has said, in one brief verse, a verse whose great inportance may be seen from the fact that the same verse (with an insignificant variation) is used to sum up the completed teaching, at the end of chapter 18.

শঙ্কর। মামেবৈষ্যসি=আমি সকল ভূতের আত্মা, পরম-গতি, পরম অয়ন, এইরূপ আত্মারূপ যে আমি ইত্যাদি (এই প্রকারে শ্রীমৎ শঙ্কর মাম্ শব্দের সহিত আত্মা শব্দের সম্বন্ধ রাখিয়াছেন)।

তিলক। এই বর্ণনা অধ্যাত্ম মার্গের নহে, ভক্তি মার্গের। অতএব, ভগবান, 'পরব্রহ্ম' 'পরমাত্মা' ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ না করিয়া, 'আমাকে ভজনা কর' ইত্যাদি, ব্যক্ত স্বরূপ—প্রদর্শক প্রথম পুরুষের নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; ভগবানের শেষ উক্তি এই যে, হে অর্জ্জুন, এই প্রকার ভক্তি করিয়া মৎ পরায়ণ হইবার যোগ, অর্থাৎ কর্ম্মযোগে অভ্যাস করিতে থাক, তবে (৯।৩) তুমি কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া নিঃসন্দেহে আমাকে পাইবে।

অরবিন্দ। মনকে ভাগবৎ চৈতন্যের সহিত এক কর, আমাদের সমস্ত হৃদয়াবেগকে সর্ব্বভূতে বিরাজিত ভগবানের প্রতি একান্ত প্রেমে পরিণত কর, আমাদের সকল কর্ম্মকে জগদীশ্বরের উদ্দেশ্যে এক যজ্ঞরূপে পরিণত করা, পুর্ণযোগে আমাদের সমস্ত সত্তাকে ভগবদভিমুখী করা—ইহাই পার্থিব জীবন হইতে দিব্যজীবনে উঠিবার পন্থা।

সন্তদাস। নমস্কার=সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ।

শ্রীধর। এই সব ভজন প্রণালীতে আমাতে নিষ্ঠাবান হইয়া মনকে আমাতে সমাহিত করিয়া, পরমানন্দ রূপ আমাকে, ইত্যাদি।

ভক্তিপ্রদীপ। পরিশিষ্টের দিকে ব্যাখ্যা পাইবেন।

মহানামব্রত। যদি জিজ্ঞাসা কর আমাকে কি ভাবে ভজনা করিবে, তাহার উত্তর—সমগ্র মনটা আমাকে দিয়া মন্মনা হও। যদি অতখানি সম্ভব না হয়, ভক্তি পরানুরক্তি, আমাকে সর্ব্বাধিক ভালবাসা দাও। তাহাও যদি না সম্ভব হয়, জীবনের যাবতীয় কর্ম্ম, আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া সম্পন্ন কর, সকল কর্ম্মের ফল আমাকে সমর্পণ কর। ইহাও কঠিন হইলে, মাথাটা সর্ব্বদা নীচু করিয়া রাখ আমার পায়। সর্ব্বজীবে আমি আছি জানিয়া, সকলের নিকট অবনত হইতে শিক্ষা কর। "আমার মাথা, নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে" (রবীন্দ্রনাথ)।

Telang. Place your mind on me, becoming devotee, my worshipper ; reverence me, and thus making me your highest goal and devoting your self to abstraction, you will certainly come to me.

ভূপেন্দ্রনাথের কিছু উদ্ধৃতি পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে, আরও কিছু এখানে দেওয়া হইল। (৮) ভগবান নির্লিপ্ত ও নির্ব্বিকার হইয়া, কেন জগৎ রচনা করেন? ইহার উত্তর এই শ্লোক :—

"আমার যে প্রকৃতির কথা বলিয়াছি, সেই প্রকৃতি আমার মায়া, তাহার ভিতর অনেক অঘটন হইয়া থাকে, আমি সেই মায়ার আশ্রয় বলিয়া মনে হয় যেন আমিই সেই সকল করিয়া থাকি। আমি সদা নিঃসঙ্গ।...আমি জগৎ ব্যাপারে সাক্ষীমাত্র। আমার অধিষ্ঠান বশতঃ প্রকৃতিতে এইরূপ সৃষ্টির বিকাশ হয়। স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষকে আশ্রয় করিয়া যেমন স্বপ্ন উৎপন্ন হয়, আমাকে আশ্রয় করিয়া তদ্রূপ মায়িক সৃষ্টি পরিকল্পিত হয়। স্বপ্নাবস্থায় যেমন দ্রষ্টা পুরুষের মিথ্যা কল্পনা, তদ্রূপ জগদাদি রচনা, দ্রষ্টা পুরুষের মায়া কল্পিত মাত্র। (৯) উদাসীন বলিয়া কোন কিছু কর্ত্তা হইতে পারি না; অসঙ্গ বলিয়া কর্ম্মের ভালমন্দ ফলের প্রতি আমার আসক্তি নাই।...বীজের মধ্যে যে শক্তিই থাকুক, মেঘের বর্ষণ ব্যতীত কোন বীজই অঙ্কুরিত হইতে পারে না, তদ্রূপ তাঁহার অধিষ্ঠান ব্যতীত মায়া একা কিছুই করিতে পারে না।...তবে উদাসীন ভগবানকে ভজনা করিয়া জীবের লাভ? লাভ হয়। যেমন তটস্থ ব্যক্তি প্রার্থনা না করিলেও, সমুদ্রবায়ু তাহার তাপ নিবারণ করে, তদ্রূপ ভগবানে স্থিত তাঁহার তাপ প্রশমিনী শক্তি, তাঁহার ভক্ত সেবকের ত্রিতাপ নিবারণ করিতে পারে। সাধকের ইচ্ছা বা ভগবানের সঙ্কল্পের প্রয়োজন নাই। (১৩) প্রাণই ভগবানের প্রকৃতি, যখন চঞ্চল হইয়া বহির্মুখী হয়, তখন তাহা রজস্তমাভিভূত হইয়া রাক্ষসী ও আসুরী ভাবে মনকে অনুপ্রাণিত করে।...স্থির প্রাণই আত্মা। শ্রদ্ধার সহিত ষট্‌চক্রে ক্রিয়া করিলে, ষট্‌চক্রেস্থিত

মহাশক্তি উদ্‌বুদ্ধ হয়; তিনিই অবিনাশী ব্রহ্ম। এই অব্যক্ত অচঞ্চল রূপই পরব্রহ্ম বাসুদেব। মহাত্মারা সর্ব্বদাই এই বাসুদেবকেই ভজনা করেন। ইঁহারা তিন শ্রেণীতে পড়েন, (১) যাঁহারা এ দুর্ল্লভ অবস্থার আস্বাদন পাইয়াছেন, এবং জগতের অন্য সমস্ত ব্যাপারকে তুচ্ছ করিয়া তাঁহার আরাধনায় তৎপর থাকেন; (২) যাঁহারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া আত্মসংস্থিত হইতে পারিয়াছেন, যাঁহাদের চিত্ত স্বভাবতঃই একাগ্র হইয়া নিবদ্ধ হইয়াছে,...যাঁহাদের জ্ঞানের দীপ্তি পূর্ণ পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহা দুর্লভতর অবস্থা। আর (৩) দুর্লভতম অবস্থা, যখন আত্মা ব্যতীত আর, কোন বস্তুরই জ্ঞান থাকে না, তখন তাহার জীবভাব পরমাত্মা ভাবে ডুবিয়া যায়। আত্মক্রিয়াদি যে সব যজ্ঞ আছে, তাহাতে মন ও ইন্দ্রিয়াদিকে প্রক্ষেপ করিলে জ্ঞানাগ্নি জ্বলিয়া উঠে। উহার স্বরূপ বহু প্রকার। প্রথমতঃ নিজ বোধরূপ, মুখ্য আত্মসাক্ষাৎকার (ইহাতে আমি যে ব্রহ্ম তাহাতে আর কোন সংশয়ও থাকে না)। দ্বিতীয় প্রকারের বোধ, অপূর্ব্ব জ্যোতি মণ্ডল, তন্মধ্যে নীলাকাশরূপ শ্যামসুন্দর। ...তৃতীয় প্রকারের বোধ, অনাহত নাদের অপূর্ব্ব ঝঙ্কার। এই সব অনুভবে, যোগীর ত্রিতাপ ছুটিয়া যায়, অন্তরে বিশোকা জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠে। কিন্তু প্রাণায়াম দ্বারা প্রথমে "বিষয়বতী" প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়, (বিষয়বতী প্রবৃত্তি, যথা নাসিকাগ্রে চিত্ত ধারণা করিলে দিব্যগন্ধের জ্ঞান হয় ইত্যাদি)। ইহা হইলে, সর্ব্বদুঃখহরা ভাব, যাহাকে সেইজন্য "বিশোকা" বলা হয়, এবং

জ্ঞানালোকের আধিক্য, যাহাকে সেইজন্য "জ্যোতিষ্মতী" ভাব বলে, তাহা হয়। ইহাই দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞানাগ্নির প্রকাশ।... প্রথম প্রকারে জ্ঞানে, একত্বের অনুভব হয় ; দ্বিতীয় প্রকারের দ্বারা পৃথক্‌বোধ ও বহু বিষয়ের বোধ হয় ; ইহাও অন্তর্মুখ জ্ঞান, ইহার পরিণাম "সর্ব্বের" মধ্যে ব্রহ্মের বোধ ; পরিশেষে, ব্রহ্মের মধ্যে "সর্ব্বের" প্রবেশ। (১৬) ক্রতু=সোমরস সাধ্য যজ্ঞ।...ক্রিয়া করিতে করিতে ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে সুধাধারা ক্ষরিত হয়। যজ্ঞ=যজ্ঞই বিষ্ণু, যিনি বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট, ইনি জীবের চৈতন্যসত্তা ; প্রজ্বলিত অগ্নির মত ইনি আজ্ঞাচক্রে সর্ব্বদাই দীপ্তিশালী হইয়া আছেন ; জঠরাগ্নি। স্বধা=সর্ব্বপ্রাণীর অন্ন। বিভিন্ন অন্নের দ্বারা জীবের স্থূল ও সুক্ষ্ম শরীর পুষ্ট হয় ; অগ্নির স্ত্রী ; ওজঃ ধাতুঃ ঔষধ, ভবরোগের। মন্ত্র= মনের যাহাতে ত্রাণ হয়। আজ্য=যাহার দ্বারা হবিঃ হয় ; ত্যাগ। ব্রহ্মাগ্নিতে প্রাণকে হোম করাই, প্রকৃত হোম কর্ম্ম। অগ্নি= আত্মা ; হোম কার্য্যটিও আত্মা। (২৭) পিতামহ=কারণের কারণ প্রথমে জলকে সৃষ্টি করিলেন ; জলকে "নারা" বলে ; জল অর্থাৎ কূটস্থ, তাহাতে নরাকৃতি ও নরাকৃতি নয় এমন এক পুরুষ আছেন, তিনিই পুরুষোত্তম।...উত্তম পুরুষের রূপ শরীরের মত, তাই অর্জ্জুন বলিয়াছেন "দৃষ্ট্বেদংমানুষং রূপং।" (১২) দেহ নষ্ট হওয়াই মৃত্যু নয়...'আমি' যখন ক্রিয়া করিয়া আত্মস্থ হইয়া যায়, তখনই আপনাকে সৎস্বরূপ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। দেহে আত্মবুদ্ধিই অসৎ। (২৬) ফলফুল যাহা

কিছু দাও, তাহা তিনি গ্রহণ করিবেন সত্য, কিন্তু দিতে হইবে শুদ্ধচিত্তে।...চিত্তকে শুদ্ধ করিতে হইলে চিত্তরোধ করিতে হইবে।.. নিবদ্ধ অবস্থায় চিত্ত আত্মময় হইয়া আত্মাই হইয়া যায়, সুতরাং সেখানে সব আপনা আপনিই অর্পণ হইয়া গেল। কিন্তু সমাধি ভঙ্গের পরেও যোগীর স্মৃতি জাগ্রত থাকে, তাই তিনি দেখেন এক আত্মাই তো ছিলেন, আর এখন যাহা দেখিতেছি, আত্মাই সেইসব হইয়াছেন", সুতরাং ফল, ফুল, জল, দুধ সেই আত্মচৈতন্যের প্রসন্নার্থ তাহা যোগী স্বয়ং গ্রহণ করিয়াও মনে করেন, ইহাতে সেই আত্মচৈতন্যের তৃপ্তিলাভ হইতেছে। আর কে আছে তিনি ছাড়া, যে তাহার তৃপ্তিলাভ হইবে? এতটা উন্নত যাঁহারা নহেন, অথচ যাঁহারা সাধু প্রকৃতির লোক, ...তাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক তাহাদের প্রাণের দেবতাকে যে নৈবেদ্যাদি অর্পণ করেন, তাহাও তিনি গ্রহণ করেন। (২৭) কায়, মন, বাক্য, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি আত্মা দ্বারা অথবা স্বভাব বশে যে কোন কার্য্য করা হয়, শুধু পূজার্চ্চনা নহে, লৌকিক কর্ম্ম আহার বিহারাদিও, নারায়ণে সমর্পণ করিতে হইবে।...যখন ইহ-জীবনেই হৃদয়ের সব গ্রন্থি বিনষ্ট হইয়া যায়, তখনই মরণ ধর্ম্মশীল জীব অমৃতত্ব লাভ করে। এই পর্য্যন্তই অনুশাসন, আত্মদর্শনের পর আর কোন উপদেশের আবশ্যক হয় না। (২৮) আমি যখন বড় আমির ভিতর ডুবিয়া যায়, তখন দেহের সঙ্গে সংযোগ না থাকায়, দেহাদির সহিত আর তাহাকে ফলভোগ করিতে হয় না। ইহাই সংন্যাস—সম্ = সম্যক্, ন্যাস = ত্যাগ।

(২১) সকল ভূতেই আমি সম্যকরূপে বিদ্যমান, যেমন মালাতে সূতা। বাস্তবিক ভগবান সকলের পক্ষে সমান, জীবের স্ব স্ব কর্ম্মের প্রতিক্রিয়াই ভগবানকে ভাল লাগা না লাগার কারণ। মেঘ বারিবর্ষণ করিয়া অমৃত বৃক্ষ ও বিষ বৃক্ষ উভয়েরই সমভাবে পোষণ করে।...প্রকৃতি-চৈতন্যাবস্থায়, যখন প্রকৃতি মধ্যস্থ গুণময়ী শক্তি নৃত্য করিতে করিতে বহির্ম্মুখী হইয়া ছুটিয়া আসে, তখন তাহার মধ্যে বিচিত্রগুণ ও তজ্জনিত বিচিত্র কর্ম্ম, সাগরে উর্ম্মির মত স্ফুরিত হয়। এই শক্তি তাঁহার স্বশক্তি, এই শক্তির খেলার দর্শকও তিনি। যখন জীব আপনার স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া ঐ শক্তির খেলা, নিজেই খেলিতেছি বলিয়া অভিমান করে, তখনই তাহার কর্ম্ম উৎপন্ন হয়, ও তজ্জনিত জন্ম মৃত্যুর বিবিধ ভোগে তাহাকে সন্ত্রস্ত হইতে হয়।...আত্মা প্রকৃতি ভাব প্রাপ্ত হইয়া প্রাণত্ব ভাব প্রাপ্ত হন, উহাই তাহার জীবভাব।...প্রাণই প্রকৃতপক্ষে সূত্রাত্মা, আত্মা প্রাণরূপে ভূতসমূহে ব্যপ্ত হইয়া আছেন।

ভক্তিপ্রদীপের টীকার কিছু উদ্ধৃতি পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে, আরও কিছু এখানে দেওয়া হইল। (15) There are some who worship Me—the Lord of the Universe (বিশ্বতোমুখম্) with the process of জ্ঞান যজ্ঞ, with the knowledge of one with the God-head, or with the knowledge of manifold gods, differing from Vishnu. There are three other kinds of Bhaktas,

who are inferior to আর্ত্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু and জ্ঞানী. They are (1) অহংগ্রহোপাসক (worshipper of the theory that God and the Jiva are one) (2) প্রতীকোপাসক(worshipper of semblanees or inferior gods) and বিশ্বরূপ উপাসক (worshipper of the Universal form). In theory, the অহংগ্রহোপাসক is superior to the other two. Their egoism of one-ness with God is a kind of যজ্ঞ, in which they worship Impersonal ব্রহ্ম. The প্রতীকোপাসকs are henotheists, who think that Vishnu and minor gods are identical, and are thus different manifestations of One Undifferentiated Abstract for the good of the সাধক, while the last are nature worshippers, much worse than the other two, অহং গ্রহোপাসনা is a kind of জ্ঞানযজ্ঞ, superior to the worship of manifold gods, Sun, Indra etc. as My Bibhutis, known as henotheism, because this উপাসনা aims at One Brahman. It is the fools that worship nature as God or the Universal form. (34) Fix thou the mind on Me alone; be thou always devoted unto Me, perform thou thy duties as a matter of sacrifice for Me, bow

down thy head always before Me, and be thou absorbed in My meditation. When thou art unswervingly attached to Me alone, thou shalt attain Me and enter into My Blissful Realm as a devout servitor after performing all kinds of duties as a ক্ষত্রিয় in this mundane plane.

মধ্বাচার্য্যকৃত টীকার S. Subba Rao কৃত ইংরাজী অনুবাদের কিছু উদ্ধৃতি পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে, এখানে আরও কিছু দেওয়া হইল।

(৫) The beings are not resting on Me, for resting would have made one perceive Me by the sense of touch, be affected by each other's contact, or to exchange the qualities of each other....The use of আত্মা instead of দেহ (body) is intended to remove the doubt that a body of non-intellegent matter might be predicated of the Lord, also to show thah the Lord's person is not different from the Lord's essence. (৭) মামিকাম্ = under My control. (৮) অবষ্টভ্য = making প্রকৃতি the material cause of My creation. মাম্ is added to show that the virtue in Prakriti to become the means is in the gift and guidance of the Lord.

(১১) পরংভাব = My true nature. ভূত মহেশ্বর= Supreme, Eternal, Perfect. (১৩) ভূতাদি = the cause of beings. (১৫) জ্ঞানযজ্ঞ = studying, thinking and contemplating. মুখ in the original should be taken as part for the whole. একত্বেন = as one form, namely নারায়ণ। পৃথক্ত্বেন = as of different forms, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ etc. (5 forms) ; or as different from all the worlds. বহুধা = as brilliant blue or as golden hue, or, in various forms as of 12, 24, and numberless forms.

(১৬) The following 4 verses introduce বিজ্ঞান again of 7th-chapter.

(১৯) সৎ = multitude of gross things. অসৎ = subtle cause of all. (২০) If Lord also accepts the sacrifice of the Traividyas, then there would be no difference in the fruits bestowed upon them and the Bhagvatas. This sloka explains the difference.

(৩৪) How to worship ? What is the result ? This sloka gives the answer.

ডাঃ অধিকারী অনুদিত রামকণ্ঠের টীকা হইতে গৃহীত।

(৫,৬)—আমার অনন্য সাধারণ যোগ বা সমাধি লক্ষ্য কর।

সকল প্রমাতৃগণ কর্তৃক অবান্তর ভেদে পরিকল্পিত বেদ্য চরাচর সকল বস্তু আমি বিস্তারিত বিস্ফারিত করি, কিন্তু কোনও উপাদানের অপেক্ষা না লইয়া, এবং আমার নিত্য নির্বিকার সামান্য সংবিৎ মাত্র স্বভাব হইতে অণুমাত্র প্রচ্যুত না হইয়া, শুধু নিজ ইচ্ছা সাধনে। প্রয়োজন সে বিস্তারে আমার ঐশ্বরিক ক্রীড়া বা লীলামাত্র। আমি কিন্তু ব্যাপ্ত আছি অব্যক্ত মূর্ত্তিতে। ক্ষেত্রজ্ঞ প্রমাতৃগণ "ইহা এই, ইহা ওই" এমন ইদন্তা দ্বারা আমার অভিব্যক্তি রহিত স্বরূপ পরিচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ নহে।··· আমার সংবেদিতৃ স্বভাব কখনও ব্যভিচারিত হয় না। আমাতেই তাহারা ব্যবস্থিত, আমারই ব্যবস্থায়। আমি চিন্মাত্র স্বভাব, কি প্রকারে ভূত বৃন্দের অধীন হইব ?···

(১০) স্বভাব মাত্রে অবস্থিত, আমারই অধিষ্ঠাতৃত্বে, আমারই প্রকৃতি, চেতন ও অচেতন বিভাগে পর ও অপর স্বভাব বৃত্তিমাত্র, তাহাই স্থাবর জঙ্গম ভেদযুক্ত জগৎ সৃষ্টি করে। সেই কারণেই সৃষ্টি স্থিতি সংসার চক্রে পরিভ্রমণ করে, আমার অনুত্তম ঐশ্বরিক সত্তা তাহাদের নিকট অজ্ঞাত।

(১৫) পূর্ব্বোক্ত ভক্তির আশ্রয়ে মদ্‌ভজনপর ব্যক্তিগণ মধ্যে কাহারও যজ্ঞ যজন, আমার উপাসনাই আমার বিশুদ্ধ সংবিৎ মাত্র স্বরূপেরই চিন্তন; তাহারা জ্ঞানযজ্ঞাঃ।···তাহারা সকল প্রপঞ্চ পরিহারে, অভিন্ন এক সংবিৎ মাত্রেরই "একত্ব" উপাসক। কেহ কেহ নানাত্বে, অর্থাৎ বিভিন্ন ক্রিয়া উপচারে কৃত কর্ম্ম দ্বারা (পৃথক্‌ত্ব) বহু প্রকারে উপাসনা করেন। সকল

উপাসনাই অভেদে প্রত্যভিজ্ঞা কারণ, তাহাদের যত কিছু উপাসনা সকলই বিশ্বতোমুখম্। তাৎপর্য্য এই যে, আমার পারমার্থিক উপাসনার ক্রম এই প্রকার—এক সংবিৎ মাত্রে একত্ব বিষয় মাত্রের সাধন ; অপর একই তন্ত্রের নানা জগৎ ভাবনা শক্তি দ্বারা সেই সেই ভাবনার উপাসনা।

(২০) তাহারা সোমপা, অর্থাৎ স্বকর্ম্মানুষ্ঠানে নিষ্ঠ।··· বিশ্বতোমুখ আমার একতত্ত্বে পরোক্ষ যজনশীল। (২২) জ্ঞান বিজ্ঞান বিবৃত করিতেছেন। (২৮) বন্ধনযুক্ত হয় শুধু জ্ঞান শূন্য কর্ম্ম কৃত হইলে, যথোক্ত জ্ঞান সমাধি দ্বারাই সকল বন্ধন মুক্ত হয়। (২৯) কিন্তু যে মহাত্মাগণ বিদ্যাশক্তির অনুগ্রহে তত্ত্বদর্শী হইয়া আমাকে ভক্তি করেন···তাঁহারা আমাতেই অবস্থান করেন। আমিও তাহাদিগে অভেদে বর্ত্তমান থাকি। ভেদ প্রত্যয় হেতু ভগ্ন হওয়ায়, ব্রহ্মামৃত সাগর তাহাদের আত্মার সহিত সামরস্য প্রাপ্ত হয়। (৩০) যুদ্ধাদি নৃশংস কর্ম্মে লিপ্ত দুরাচার—সে ব্যক্তি সদাচারই বুঝিতে হইবে;···যিনি মদ্‌ভক্ত, তিনিই সদাচার।

(৩৫) বিশেষণের দ্বারা চিত্ত কায় বচন ক্রিয়ার মুখ্যভক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপে অন্তঃকরণ সমাহিত করিয়া, আমাকে একমাত্র অবলম্বন জানিবে, তাহাতেই অভেদে আমাতেই সমাপন্ন হইবে।

রামকণ্ঠে অতিরিক্ত শ্লোক :—(১) এবং হি সর্ব্বভূতেষু চ বাস্যনভিলক্ষিতঃ, ভূতপ্রকৃতিমাস্থায় সহৈব চ বিনৈব চ। রামকণ্ঠের গীতায় কয়েকস্থলে শঙ্কর হইতে সামান্য সামান্য পাঠভেদও আছে।

পরিপ্রশ্নমালা

১—১০। নবম অধ্যায় কোন্ অধ্যায়ের সম্প্রসারণ? "জ্ঞান বিজ্ঞান" ও "রাজবিদ্যার" অর্থ কি? শ্রীকৃষ্ণ এ রাজবিদ্যাকে পবিত্র, উত্তম, প্রত্যক্ষাবগম ধর্ম্ম্য ও সুসুখং-কর্ত্তুম্ কেন বলিলেন? "ইহা অশুভ হইতে মোক্ষ দেয়" ইহার অর্থ কি? যাহারা এই রাজবিদ্যার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে, তাহাদের কি হয়? ভগবানের অব্যক্ত মূর্ত্তির অর্থ কি? যোগমৈশ্বরং কি? কি বিষয়ের ব্যাখ্যায় তিনি ইহা উল্লেখ করিলেন? বিপরীত অর্থাত্মক তাহার কোন কথা গুলি তাঁহার ঐশ্বরিক যোগ প্রদর্শন করে মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ও ন চ মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি—ইহাদের ব্যাখ্যা কর। জগতের বিলীন হওয়া ও পুনঃ উৎপন্ন হওয়ার সহিত কিরূপ ভাবে যুক্ত, তাহা ব্যাখ্যা কর। তাহা কর্ম্ম, অথচ ঐ কর্ম্মে তিনি লিপ্ত নহেন, তাহার অর্থ কি? 'মমাত্মা'র অর্থ কি? দশম, সপ্তম ও অষ্টম শ্লোকের ব্যাখ্যা কর।

১১-১৯। কাহারা তাঁহাকে অবজ্ঞা করে ও কেন করে? তাহাদের কি হয়? মহাত্মা কাহারা, তাহারা কেন ও কি ভাবে তাঁহার উপাসনা করে? "একত্বেন, পৃথক্ত্বেন ও বহুধা বিশ্বতোমুখম্, এই সব বিবিধভাবে উপাসনার অর্থ কি,? উদাহরণ দিয়া বল। বিশ্বতোমুখ ভাবে তিনি কিরূপ, ভগবান তাহার কি কি উদাহরণ দিলেন? ১৮ ও ১৯ শ্লোকের ও সদসৎ শব্দের ব্যাখ্যা কর।

২০-২৮। বেদত্রয় অনুসরণকারীরা কি ভাবে যজ্ঞ করে ও তাহাদের গতি কিরূপ হয় বল। স্বর্গে কি ভাবে থাকে ও তাহাদের কেন ফিরিয়া আসিতে হয়? যোগক্ষেম কাহাকে বলে? ভগবান কাহাদের যোগক্ষেম বহন করেন? সকল দেবতাই যদি তিনি, তবে, তাহাদের কি রূপ মনে ভজনা করিলে সে ভজনা অবিধি পূর্ব্বক করা ভজনা হয়। সে ভজনায় কিরূপ গতি হয়? ভক্তেরা কিরূপ গতি লাভ করে?

শ্রীকৃষ্ণের ভজনা কি বহু আড়ম্বর পূর্ণ, "ক্রিয়া বিশেষ বহুলা"? তিনি সামান্যই চাহেন, যে সামান্য, তাঁহার ভাষায় কিরূপ, তাহা বল। কথাগুলির অন্তর্নিহিত ভাব যে ভক্তি, তাহা দেখাও। সন্ন্যাস যোগযুক্তাত্মা বিমুক্তের অর্থ কি? তাহা কিসে, ও তাহাতে কি হয়?

২৯-৩৪। ভগবানে কি কোনও বৈষম্য আছে? ভক্তেরা তাঁহার ভিতর ও তিনি তাহাদের ভিতর, ইহার অর্থ কি? দুরাচারীও যদি অনন্যভাবে আমার ভজনা করে, তাহাকে কি ভাবে আমাদের দেখা উচিত ও কেন? তাহার আবার পতন হওয়া সম্ভব নয় কি। ভগবান অর্জ্জুনকে কি ঘোষণা করিতে বলিলেন? স্ত্রী বৈশ্য শূদ্র, এবং পাপযোনিজাত জীব—ইহাদের জন্য এ পথ রুদ্ধ কি? ভগবান এ সম্বন্ধে কি বলিলেন? এ পথে পরাগতি তাহারা পাইতে পারে কি? ব্রাহ্মণ ও রাজর্ষির কথা কি বলিলেন? রাজর্ষির কথা কেন উঠিল? অনিত্য জীবন ও ভজনা সম্বন্ধে কি বলিলেন?

শেষের শ্লোকটি বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা কর। কি রূপে এ শ্লোক অতি গুরুত্বপূর্ণ তাহা দেখাও ?

এই অধ্যায়ে, এই শ্লোকগুলি জ্ঞান-গর্ভিত—২,৪,৫,৬,৭,৮, ৯,১০,১৫,১৬,১৭,১৮,১৯,২১,২২,২৩,২৪,২৫,২৯,৩৪।

এই শ্লোকগুলি, কর্ম্মসম্বন্ধীয়—১০,১৪,১৫,২০,২৭,৩৪।

এই শ্লোকগুলি ভক্তি সম্বন্ধীয়—১১ হইতে শেষ পর্য্যন্ত।

প্রকৃতি কি ভাবে কাজ করে—১,৮,১০।

মনে রাখিবার মত শ্লোক—২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯,১০,১১,১৫, ১৭,১৯,২১,২২,২৪,২৫,২৬,২৭,২৮,২৯,৩০,৩১,৩৪।